BINA
EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
৩ খানা খাতার মধ্যে
খাতা — ১নং

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
৩খানা খাতার মধ্যে
খাতা — ১নং

Pages 128 No. 8

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর অন্বয়ানুবাদ হতে আনন্দমূর্তির সৃষ্টি

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূর অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ।

প্রথম স্তবক : (মঙ্গলাচরণ)

১। যস্মিন্ (যাহা) কুরঙ্গীদৃশাং (ব্রজসুলোচনাগণের) বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে (স্তনমণ্ডলে বিন্যস্ত হইলে) স্বতঃ (স্বভাবসিদ্ধ) স্নিগ্ধঃ (স্নিগ্ধ) অঙ্গরাগঃ (অঙ্গরাগরূপে) বিলসতি (বিলাস ধারণ করে, [যথা]) তলশোণিমা (তদীয় তলদেশের রক্তিমা) কাশ্মীরং (স্তনমণ্ডলের অগ্রবর্তী কুঙ্কুমরূপে), উপরিতনঃ (উপরি ভাগের) নীলিমা (নীলকান্তি) কস্তূরিকাং (স্তনমণ্ডলের অধোভাগস্থিত কস্তূরীরূপে [এবং]) নখচন্দ্রকান্তিলহরী (নখচন্দ্রের কান্তিতরঙ্গ) শ্রীখণ্ডং (স্তনমণ্ডলের মধ্যভাগস্থিত শ্বেতচন্দনরূপে) নির্ব্যাজং আতন্বতে (নিঃসংশয় জ্ঞান উৎপাদন করে), [আমি সেই] [অহং তৎ] কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-যুগলের) বন্দে (বন্দনা করি) ॥১॥

২। শোণাস্নিগ্ধাঙ্গুলি-দলকুলং (রক্তবর্ণ ও স্নিগ্ধ অঙ্গুলি-সমূহই যাঁহার দল বা পত্ররাজি), শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার) স্তনমুকুলয়োঃ (নবজাত স্তনযুগলের) কুঙ্কুমক্ষোদরূপৈঃ (কুঙ্কুমচূর্ণরূপ) পরাগৈঃ (পরাগরাশি দ্বারা) জাতরাগং (যাঁহার রক্তিমা উৎপন্ন হইয়াছে), ভক্তশ্রদ্ধামধু (ভক্তগণের শ্রদ্ধাই যাঁহাতে মধুরূপে বিরাজমান), নখমহঃপুঞ্জকিঞ্জল্ক-জালং (নখসমূহের দীপ্তি-

রাশিই যাঁহার কেশর শ্রেণি [এবং]) জঙ্ঘানালং (জঙ্ঘা-
ভাগই যাঁহার কাণ্ডস্বরূপ), সুতনোঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
[সেই]) চরণকমলং (পাদপদ্ম) নঃ (আমাদিগকে) পাতু
(রক্ষা করুন)॥ ২॥

৩। মাধুর্যৈঃ মধুভিঃ সুগন্ধি ([যিনি] মাধুর্যরূপ
মধুরাশির সৌরভযুক্ত), ভজন-স্বর্ণাম্বুজানাং বনং
(নববিধ ভক্তিরূপ স্বর্ণকমলরাজির কাননস্বরূপ),
কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈঃ উপচিতঃ ([যিনি] করুণারূপ অমৃত-
প্রস্রবণরাজি দ্বারা পরিপুষ্ট) সৎপ্রেমহেমাচলঃ
(পরম প্রেমরাশির কনকাচলস্বরূপ, [এবং যিনি])
ভক্তাম্ভোধর-ধোরণী-বিজয়িনী (ভক্তবৃন্দরূপ মেঘ-
শ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান) নিষ্কম্প শম্পাবলিঃ
(অচঞ্চল বিদ্যুৎরাশি স্বরূপ), নঃ (আমাদের)
কুলদৈবতং (কুলদেবতা, [সেই]) চৈতন্যকৃষ্ণঃ
হরিঃ দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী দেব শ্রীহরি)
বিজয়তাম্ (জয়যুক্ত হউন)॥ ৩॥

৪। [আমি] অস্য প্রভোঃ এব (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুরই)
প্রিয়পরিজনান্ (প্রিয় পরিজনরূপে সুপরিচিত),
বৎসলহৃদঃ (বাৎসল্যযুক্তচিত্ত [ও]) জগদশেষশ্রেয়স্কৃতঃ:

(জগতের পাপরাশির বিনাশকারী) অদ্বৈতাদীন্ অপি
(শ্রীমদদ্বৈতাচার্য প্রভৃতিকেও) নমস্যাম: (প্রণাম করিতেছি,
[আর]) স্বরূপাদ্যা: (শ্রীদামোদর-স্বরূপ প্রমুখ) অমী যে
(এই যাঁহারা) সমানপ্রেমান: (শ্রীমহাপ্রভুরই তুল্য প্রেমবান্),
~~শালী~~ সমগুণগণা: (তুল্যগুণরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত
[ও]) সরস-মধুরা: (রসময় মধুর স্বভাব), তান্ অপি
[অন্বয়] ([আমি] তাঁহাদিগকেও) নুম: (প্রণাম করি) ॥ ৪॥
জন: (মানবগণ) যদাস্যাৎ (যাঁহার শ্রীমুখ হইতে)
উন্মীলন্নিরবকর-বৃন্দাবন-রহ:কথাস্বাদং (নির্গত শ্রীবৃন্দা-
বনের নির্মল রহস্য লীলাকথামৃতের আস্বাদ) লব্ধা (লাভ
করিয়া) জগতি (এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে) ক্ব অপি (অন্য
কোন বিষয়েই) ন রমতে (আনন্দলাভ করেনা বা
তদ্‌বিষয়ে রত হয়না, [আমি]) অস্য বিভো:
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর) দয়িতং (পরম প্রিয়),
ভুব: ভূষারত্নম্ ইব (ধরাতলের রত্নালঙ্কার তুল্য),
অবনিদেবান্বয়বিধুং (বিপ্রকুলচন্দ্র), শ্রীনাথাভিধং
(শ্রীনাথ-নামক) ন: গুরুং (আমাদের সেই গুরুদেবকে)
নুম: (প্রণাম করি) ॥ ৫॥
অহহ (হায়!) চৈতন্যভগবৎপরীবারে (শ্রীমন্মহা-

প্রভুর পারিষদগণে) স্বস্বাভীষ্টং পদং (নিজ-নিজ-ইষ্ট ধামে)
গতে (গমন করিলে [এবং]) পশ্চাৎ (তাহার পর) যামিন্‌,
(মদীয় যে শ্রীগুরুদেব) নিজ পদং গতবতি (প্রকটকালীত
নিজ ধাম প্রাপ্ত হইলে) বৈদগ্ধী বিলুপ্তা (রসাস্বাদ-
নৈপুণ্য বিলুপ্ত হইয়াছে), প্রণয়রসরীতি: (প্রেমরসের
পদ্ধতিও) বিগলিতা (স্থিতিচ্যুত হইয়াছে, [অতএব])
সুকবি-কবিতায়া: পরিমল: (সৎকবির কাব্যসৌরভও)
নিরালম্ব: জাত: (আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ
তাহার সুযোগ্য অনুভবকারী লক্ষিত হইতেছেনা) ॥৬॥
৭ বাণি (হে বাণি! [আমি]) তব স্তবং কিং করবাণি
(তোমায় আর কি স্তুতি করিব ?), প্রাণী (কোন জীবই)
ত্বদীয়াং (তোমার চরিত) বক্তুং (বর্ণন করিতে) ন ক্ষমতে
(সমর্থ হয়না); যত: (যেহেতু) সুবদ্ধা এব
(তোমাকে সম্যগ্‌ভাবে বন্ধন করিলেই অর্থাৎ সৎকাব্যরূপে
যোজনা করিলেই) মানং তনোষি ([বন্ধনকারীর]
গৌরব বিস্তার কর), অন্যথা (তাহা না হইলে)
সন্তম্ অপি ত্বং (পূর্বাস্থিত মানেরও) ক্ষিণোষি
(বিনাশ কর) ॥৭॥
৮ মাত: বাণি (হে মাত: বাগ্‌দেবি!) বয়ং (আমরা)

তব (তোমার) করুণয়া (করুণার প্রভাবেই) অনিশং
(নিরন্তর) লব্ধপ্রমোদা: (হর্ষলাভ করিয়া) ত্বয়া এব
(তোমার দ্বারাই অর্থাৎ বাক্যের দ্বারাই) কিংনু (কিরূপে, আর)
ত্বাং (তোমায়) স্তুমহে (স্তুতি করিব?)?, ক: (কোন
ব্যক্তিই বা) তোয়েন (জলদ্বারা) তোয়ধিং (জলনিধি
সমুদ্রের) যজতাং (পূজা করিতে পারে?—[তবে
আমি]) এতৎ ([তোমার সম্বন্ধে] এই) প্রত্যুপ-
কুর্মহে (প্রত্যুপকার সাধন করিব যে), ভবতীং (তোমাকে)
কৃষ্ণস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) লীলামৃতস্রোতসি এব
(লীলামৃত প্রবাহেই) নিমজ্জয়ামি (নিমজ্জিত করিয়া
রাখিব), অস্মাৎ (যাহাতে এহা হইতে [তুমি]) পুন:
(পুনরায়) ন উত্থেয়ং (উত্থান করিবেনা অর্থাৎ
বহির্মুখী হইবেনা)।। ৮।।

তনুভৃতাং (প্রাণিমাত্রের নিকটেই) আত্মন:
প্রিয়তয়া (আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপ নিজের
প্রিয় বলিয়া) আত্মন: কৃতিষু (নিজ কার্যসমূহের
প্রতি) দূষণদৃষ্টি: ন (কেহই স্বয়ং কোন দোষদর্শন
করেনা); দীপ: (প্রদীপ) সর্বত: (সর্বস্থানের)
তিমিরং অস্যতি (অন্ধকার দূর করে বটে, [কিন্তু])

আত্মমূলতিমিরং (নিজের তলাস্থিত অন্ধকার) ন বিনিহন্তি
(দূর করেনা) ॥৯॥
~~১০~~ সুজনা: (সজ্জনগন) স্বচরিত্রে (নিজ-চরিত্র) নির্মলে
অপি (বিশুদ্ধ হইলেও) পুরত: (সর্বাগ্রে) দোষম্ এব
(তাহার দোষেরই) প্রসমীক্ষন্তে (আলোচনা বা অনু-
সন্ধান করেন); অগ্নি: (অগ্নি) উজ্জ্বলে ধাম্নি
(নিজ উজ্জ্বল তেজ:) সতি অপি (বিদ্যমান থাকিলেও)
পুরস্তাৎ (অগ্রভাগে) ধূম্রং এব স্ফুটং (সুস্পষ্টরূপে
ধূম্রেরই) বহতি (উদ্গিরন করে) ॥১০॥
~~১১~~ সুকবে: (সৎকবির) বচাংসি (কাব্যাত্মক
বচনসমূহ) অর্থাদি-পর্যাকলনং বিনা অপি (অর্থ,
শব্দ, গুন, অলঙ্কার ও রসের পর্যালোচনা ব্যতিরেকেও
[শ্রবনমাত্রেই]) প্রহ্লাদয়ন্তে (অতিশয় হর্ষ দান
করে); পুন্যনদ্য: (গঙ্গাদি পবিত্র নদীসমূহ)
অবগাহাৎ বিনা অপি (অবগাহন ব্যতীত ~~[illegible]~~ও)
দৃষ্টিমাত্রাৎ হি (দৃষ্টিমাত্রেই) মন: পুনন্তি এব
(চিত্তকে অবশ্যই পবিত্র করেন) ॥১১॥
~~১২~~ যাবৎ (যেকালপর্যন্ত ~~যাবৎকাল~~) কবি: (কবি) স্বরসনা-সূচ্যা
(নিজ-জিহ্বা রূপ সূচীদ্বারা) তানি (পদসমূহকে)

নো গ্রথ্নাতি (একত্র সংযোজনা করেন), তাবৎ (তত কালই) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথগ্ভাবে অবস্থিত) পদানি (পদসমূহ) নির্দোষানি জায়তে (নির্দোষরূপে গণ্য হয়)॥১২॥

১৩। খলরসনে সম্মার্জনি (হে খলব্যক্তির জিহ্বারূপ সম্মার্জনি! [তুমি]) সততাক্লিষ্টেন পরমলেন (সর্বদা আগন্তুক মলরাশি দূর করিয়া) ভুবনতলং (জগৎকে) নির্মলয়সি (নির্মল কর), তৎ অপি চ (তথাপি) ভবৎস্পর্শে (তোমার স্পর্শে) ভীতি: ([সজ্জনগণের] ভয় হয়)॥১৩॥

১৪। যস্য (যাহার) লবেন চ (উচ্ছেদে [অর্থাৎ কর্তনে]) ব্যথায়া: লব: অপি ন (কিঞ্চিন্মাত্র ও পীড়া-বোধ হয়না, [পরন্তু যাহার]) পরিবৃদ্ধৌ (বৃদ্ধি দশায়) সর্ব: (সকলেই) বিদুনোতি (পীড়া অনুভব করে, [এইরূপ]) খল: (খল ব্যক্তি) নখ-লোমত: (নখ ও লোম হইতে) অন্য: ন মত: (ভিন্নরূপে বিবেচিত হয়না, [অর্থাৎ নখ ও লোমের বৃদ্ধিতে শরীরে যেরূপ পীড়া বোধ হয় এবং তাহার ছেদনে যেরূপ শরীরে কোনরূপ কষ্ট বোধ হয়না,

সেইরূপ অলের বৃদ্ধিতে সন্মানের পীড়া এবং আহার উচ্ছেদে দুঃখের হানিই হয়]), অবদ্ধাঃ কে কিল (অবদ্ধ অর্থাৎ স্বাধীন, [নস্লোমপক্ষে, — কারাগারে বদ্ধ ব্যক্তিব্যতীত] কোন্ ব্যক্তিই বা) তৎ (তাহার) ন মন্যুজেয়ুঃ (বর্জন না করেন)?॥১৪॥

১৫॥ কর্ণপূরঃ (কর্ণপূরনামক কোন একজন) রসগ্রহানাং (রসিক ব্যক্তিগণের) মনোবিনোদায় (চিত্তবিনোদন [এবং]) স্বমোদায় (নিজ প্রীতির নিমিত্ত) কৃষ্ণচরিত্রচিত্রাং (শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনহেতু বিচিত্র), আনন্দবৃন্দাবননামধেয়াং (আনন্দ-বৃন্দাবননামক) ইমাং চম্পূং (এই চম্পূ কাব্য) চক্রে (প্রনয়ন করিতেছে)॥১৫॥

১৬॥ কুসুমানি যথা তথা সন্তু: (পুষ্পসমূহ যেরূপই হউক না কেন), মালা (তাহা দ্বারা রচিত মাল্য) গুম্ফন কৌশলেন (গুম্ফন অর্থাৎ গাঁথার কৌশলেই) চিত্রায়তে (মনোরম হয়), তত্র অপি (আর তন্মধ্যে) চেৎ (যদি) তানি (সেই পুষ্পসমূহ) সুসৌরভাণি রম্যাণি ভবন্তি (সুগন্ধশালী ও মনোরম হয়),

তদা পুনঃ কিম্ (তাহা হইলে মালা যে মনোরম হইবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি)? ॥ ১৬ ॥ (ইতি মঙ্গলাচরণম্।)

১৭। [মথুরমণ্ডলে] নিখিল গুণরাশির আশ্রয়স্বরূপ বৃন্দাবন নামক কোন এক বন বিরাজমান রহিয়াছেন। তাহা বৈকুণ্ঠধামসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে পরম ঐশ্বর্য বিদ্যমান থাকিলেও স্বীয় মহামাধুর্যরূপ উৎকর্ষের ব্যাঘাত হয় না। নবনবায়মান প্রাকারের ন্যায় চতুর্দিকে অবস্থিত প্রভূত চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যেই যেন তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ উক্ত ধাম— অকৃত্রিম ও সকলের সুখজনক। স্বরূপশক্তিবলেই উহার প্রাকট্য হইয়াছে; পরন্তু উহা মায়াশক্তিদ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। সেই হেতু উহা নিত্য বস্তু এবং তত্রত্য প্রাণিগণ বিষ্ণুরই নিত্যরূপাত্মক। যদিও তন্মধ্যে মনোহর আস্বাদযোগ্য ফলাদির ও শৃঙ্গারাদি রসসমূহের প্রভূত সমাবেশ রহিয়াছে, তথাপি তাহা দেবগণেরও দুর্লভ ধাম। উহা উত্তমপল্লব-সমৃদ্ধ, সর্বপ্রকার পীড়াবিরহিত, নিত্যসিদ্ধ, মনোহর ফলপুষ্প-শালী, অযত্নসুলভ ভ্রমরগুঞ্জনযুক্ত ও লীলাভবনরূপ বৃক্ষরাজিদ্বারা পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে যদিও প্রভূত মন্দার-

তরু বিরাজমান রহিয়াছে, তথাপি কেবলমাত্র উত্তম জন-
গণেরই সেখানে গতি সম্ভবপর হয়। নবজাত বকুল ও
অবনত তমালতরুরাজি উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যেরূপ, কন্দর্পের উল্লাসবশতঃ
কুচযুগলে নখচিহ্নের রক্তিমা ও চন্দনের শুভ্রকান্তি দ্বারা
বিভূষিতা প্রেয়সীবৃন্দরূপা লতাবল্লীর মধ্যে ভ্রমররূপে
বিরাজমান ও প্রভূত করুণাশালী, সেইরূপ এই বৃন্দাবনেও
কাপিত্থ (কয়েৎবেল), করঞ্জ, রক্তচন্দন, ধব, লকুচ (ডেহুয়া বা ডেলো-মাদার), প্রিয়াল বা পিয়াল,
তপল ও দারুচিনি বৃক্ষসমূহের সৌন্দর্য্য বিকাশিত হইয়াছে
এবং তন্মধ্যে প্রভূত করুণ (বরুণ?) বৃক্ষও বিরাজ করিতেছে।
মুনিমণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ শাণ্ডিল্য ও লোমশ প্রভৃতি
মুনিগণ এবং বানপ্রস্থগণ বর্ত্তমান, এবং সেই মুনিমণ্ডলী
যেরূপ গায়ত্রীজপে ব্যাপৃত, সেইরূপ এই বৃন্দাবনও
শাণ্ডিল্য (বিল্ব), লোমশ (জটামাংসী), বানপ্রস্থ
(মধূক বা মহুয়া), গায়ত্রী (খদির) ও জপা (জবা)
তরুরাজি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ
উজ্জ্বল (তীক্ষ্ণ) বাণ বীরকুল বিরাজ করেন,
বৃন্দাবনেও সেইরূপ অম্লান (মহাঁমহা), বাণ (ঝিণ্টী)
ও করবীর (করবীপুষ্পতরু) সমূহ বিরাজমান।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ চর্মিগণ (চর্ম বা ঢাল ধারণকারিগণ)
বিহার করে এবং উক্ত ক্ষেত্র যেরূপ পীলু অর্থাৎ হস্তিগণ দ্বারা
পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ বৃন্দাবনেও চর্মী অর্থাৎ ভূর্জবৃক্ষ
ও পীলুবৃক্ষ সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। কুরুপাণ্ডবের
সমরক্ষেত্র যেরূপ 'গাঙ্গেয়' অর্থাৎ ভীষ্মদেবের 'অরুষ্কর'
অর্থাৎ পীড়াজনক 'অর্জুনের' শর দ্বারা পরিপূর্ণ এবং
'শিখণ্ডি' (দ্রুপদপুত্র) দ্বারা বিভূষিত ছিল, সেইরূপ এই বৃন্দা-
বনেও গাঙ্গেয় (নাগকেশর), অরুষ্কর (ভল্লাতক বা
ভেলা), অর্জুন ও শরবৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং শিখণ্ডী অর্থাৎ
ময়ূরগণ দ্বারা শোভিত। এই বৃন্দাবনে যেরূপ নিরন্তর
অশোক (শোকরহিত) অতিমুক্ত (মুক্তগণেরও ঊর্দ্ধস্থিত)
পুরুষগণ প্রভূতরূপে বিরাজমান, সেইরূপ এস্থানে
নিরন্তর (ঘনসন্নিবিষ্ট) অশোক, অতিমুক্ত (মাধবীলতা)
ও পুরুষ অর্থাৎ পুন্নাগ তরুরাজি প্রভূতরূপে
বিরাজমান রহিয়াছে। এই ধামে নিরন্তরাল ভাবে
জ্যোতিশ্চক্র অর্থাৎ সূর্য্যাদি জ্যোতির্ময় গ্রহচক্র বিরাজমান
থাকিলেও, তাহা 'অবিকর্তন' (বিকর্তন (সূর্য্য) বিহীন,
'অনিশেশ' (নিশানাথ-বিহীন), 'অভৌম' (মঙ্গলগ্রহশূন্য),
'বিবুধ' (বুধবিহীন), 'অজীব' (জীব অর্থাৎ বৃহস্পতি বর্জিত)

'অকবিগম্য' (শুক্রের গতি বহির্ভূত), 'অমন্দ' (শনির-শূন্য),
'বিকেতু' (কেতু হীন), 'বিতমঃ' (রাহুরহিত [ও])
'নিস্তারকং' (নক্ষত্র-বিহীন)। [এস্থলে প্রদর্শিত অর্থে
বাক্যের বিরোধহেতু 'বিরোধ' নামক অলঙ্কার হইলেও
বাস্তব অর্থে বিরোধ না থাকায় 'বিরোধাভাস' নামক অলঙ্কারই জানিতে হইবে। বাস্তব অর্থ এইরূপ—
এই ধামে নিরন্তরাল অর্থাৎ নিবিড়রূপে 'জ্যোতিশ্চক্র' অর্থাৎ স্বীয় চিন্ময় কান্তিচক্র বিরাজমান; অথচ এই ধাম
'বিকর্তন' অর্থাৎ (কালাদিজনিত কর্তন (বিনাশ)শূন্য),
'অনিলেশ' — (অনিল অর্থাৎ সর্বদা 'ঈশ' [প্রভু শ্রীকৃষ্ণ] তথায় বিদ্যমান), 'অভৌম' (অপার্থিব বস্তু),
'বি-বুধ' (বিশিষ্ট বুধগণ-দ্বারা অলঙ্কৃত), 'অজীব'
('জীব' অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব-রহিত), 'অকবিগম্য'
(কবিগণের অগম্য অর্থাৎ বর্ণনের অযোগ্য), 'অমন্দ'
(উত্তম), 'বিকেতু' (উৎপাতাদির চিহ্ন লেশহীন), 'বিতমঃ'
(তমোগুণহীন) ও 'নিস্তারক' (উদ্ধারকর্তা)]);
পরন্তু স্বীয় অপ্রাকৃত দীপ্তিদ্বারা 'সুভাস্বৎ' (সুন্দর-সূর্যযুক্ত, এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে—
সুরম্য দীপ্তিযুক্ত); 'সুপীযূষকিরণ' (সুন্দর পীযূষ-

কিরণ অর্থাৎ চন্দ্র দ্বারা যুক্ত, — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — অমৃতময় সুরম্য-কিরণশালী); 'সুমঙ্গল' (সুন্দর মঙ্গল গ্রহযুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — সুশোভন মঙ্গলসমৃদ্ধ); 'সুবুধ' (সুন্দর বুধগ্রহযুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — সুপণ্ডিতগণের আশ্রয়); 'সুজীব' (সুন্দর বৃহস্পতিযুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — উত্তম জীবগণের আশ্রয়); 'সুকবিগম্যা' (সুন্দর শুক্রগ্রহযুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — সৎকবিগণের বর্ণনীয়); 'সুভানব' (ভানু অর্থাৎ সূর্যের সুন্দর পুত্র অর্থাৎ শনিগ্রহ দ্বারা যুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — ('সু' = উত্তম) 'ভা' অর্থাৎ দীপ্তি দ্বারা 'নব' অর্থাৎ নিত্য নূতনরূপে প্রতীয়মান), 'সুকেতু' (সুন্দর কেতুগ্রহযুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — সুন্দর কেতু অর্থাৎ পতাকাযুক্ত); 'সুতমঃ' (সুন্দর রাহুগ্রহযুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — সুন্দর অন্ধকারযুক্ত; যেহেতু তথায় অন্ধকারও ব্রজসুন্দরীগণের অভিসারে সাহায্য করে, সেই হেতু তাহাকে 'সুন্দর' বলা হইয়াছে); 'সুতারক' (সুন্দর তারাবলিযুক্ত — এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে — সুশোভন তারক অর্থাৎ মোক্ষদায়ক-শক্তিযুক্ত); তাহা 'ভূ-বিশেষক' অর্থাৎ ভূলোকের তিলকস্বরূপ হইলেও 'ভূ-বিশেষক' (প্রাকৃত ভূমিবিশেষ) নহেন; তাঁহা 'মঙ্গল' (উৎসবযুক্ত

হইয়াও) 'ক্ষণরহিত' (বিকারজনক কাল-রহিত [এবং])
'ব্যাপক' হইয়াও 'নব্যাপক' (ব্যাপক নহেন) (— এইরূপ অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে—
নব্য বস্তুর (স্তবযোগ্য বস্তুর, প্রেমরূপ বস্তুর, অথবা
শ্রীকৃষ্ণরূপ বস্তুর) 'আপক' অর্থাৎ প্রাপক ॥(১৭)॥

যে বৃন্দাবনে —
কচিৎ (কোন স্থানে) মরকতস্থলী (মরকতমণি-
ময় ক্ষেত্রমধ্যে) কনকগুল্মবীরুদ্‌দ্রুমাঃ (সুবর্ণময়
গুল্ম, লতা ও বৃক্ষরাজি), কচিৎ (কোন স্থানে) কনক-
বীথিকা (সুবর্ণরাশির মধ্যে) মরকতময় বল্ল্যাদয়ঃ
(মরকত মণিময় লতা, গুল্ম ও বৃক্ষশ্রেণি), কচিৎ
(কোন স্থানে) কমলরাগভূ-স্ফটিক-গুল্মবীরুদ্‌দ্রুমাঃ
(পদ্মরাগমণিময় ভূভাগে স্ফটিকময় গুল্ম, লতা ও
বৃক্ষ সমূহ [এবং]) কচিৎ (কোন স্থানে) স্ফটিক-
বাটিকা-কমলরাগবল্ল্যাদয়ঃ (স্ফটিকময় উদ্যানে
পদ্মরাগমণিময় লতা, গুল্ম ও তরুরাজি [বিরাজমান])॥(১৮)॥

আরও,—
কচিৎ (কোন স্থানে) মরকতদ্রুমাঃ (মরকত-
মণিময় তরুরাজি) কনকবল্লীভিঃ (সুবর্ণময় লতাজাল-
দ্বারা) বেল্লিতাঃ (পরিবেষ্টিত রহিয়াছে), কচিৎ
(কোন স্থানে) কনকপাদপাঃ (সুবর্ণময় বৃক্ষসমূহ)

মরকতময় বল্লীতুম: (মরকতমনিময় লতারাজির আলিঙ্গন লাভ করিতেছে), ক্বচিৎ (কোন স্থানে) স্ফটিকভূরুহা: (স্ফটিকময় বৃক্ষশ্রেনি) কমলরাগ-বল্লীভৃত: (পদ্মরাগ-মনিময় লতাপুঞ্জকে ধারন করিয়া রহিয়াছে, [আর]) ক্বচিৎ (কোন স্থানে বা) কমলরাগভ্রা: দ্রুমা: (পদ্মরাগ-মনিময় তরুরাজি) স্ফটিক-বাল্লিভাজ: (স্ফটিকময় লতাদ্বারা যুক্ত রহিয়াছে)॥ ১৮॥ (১৯)

উক্ত বৃক্ষ (সমূহের মধ্যে) যেষু: (যাহাতে) বিবিধরত্নশাখ: ন (বিবিধ রত্নময় শাখা নাই), স: মনিভূরুহ: (মনিময় এরূপ কোন বৃক্ষই) ন অস্তি (নাই), যা: (আর যে সকল শাখায়) সুচিত্র মনিপল্লবা: ন (মনিময় বিচিত্র পল্লবরাজির সমাবেশ নাই), তা: শাখা: চ ন সন্তু (এরূপ কোন শাখাই নাই), যে (এইরূপ, যাহাদের মধ্যে) বিবিধ রত্নপুষ্পা: ন (বিবিধ রত্নময় পুষ্পরাজি শোভা পায়না), তে (এইরূপ কোন) মনিপল্লবা: অপি ন (মনিময় পল্লবরাজিও নাই, [আবার]) যে: (যাহা) বিবিধগন্ধবন্তু: ন (বিবিধ সৌরভে পরিপূর্ন নহে), অস্মৌ (এরূপ কোন) পুষ্পনিকর: অপি ন (পুষ্পরাশিও নাই)॥ ১৯॥ (২০)

~~জলসিক্ত (এবং পুষ্প রাশি ও নাই) ॥১৯॥ (২০)~~

২। আর যে বৃক্ষসমূহের মূল ভাগের চতুর্দিকে —
(বিহারমণিপর্বতপ্রকরত: (মণিময় ক্রীড়াপর্বত মালা হইতে) পতদ্ভি: (পতনশীল), মণিদ্রবৈ: ইব (অথচ মণিরাশিরই দ্রব অংশের ন্যায় প্রতীয়মান), সুনির্মলৈ: (মনোরম প্রস্রবণসমূহ দ্বারা) স্বয়ম্ভুত স্রুতঃ পূরিতা (স্বয়ংই সর্বত্র পরিপূর্ণ), স্থূল স্থূল রুহাং (ক্ষেত্র ও তরুরাজির) মণীতর-মণীভি: (মণি নিচয় ব্যতীত অপর মণিসমূহ দ্বারা) আকল্পিতা (বিরচিত) তথা (এবং) মণিপত্রীভি: (মণিময় পাক্ষিগণের) বিলাসিতা (বিলাসযুক্ত) আলবালাবলী (আলবাল সমূহ [বৃক্ষসমূহের মূলে জল আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত প্রস্তুত বেষ্টনাকৃতি সেতুবিশিষ্ট খাত— আলবাল নামে প্রসিদ্ধ] শোভা পাইতেছে) ॥২০॥ (২১)

২। এই তরুরাজি ব্রহ্মার ন্যায় স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ংই উদ্ভূত, শঙ্করের ন্যায় সুন্দর জটাযুক্ত (তরুপক্ষে জটা শব্দের অর্থ ঝুরি, পুরাতন বট প্রভৃতি বৃক্ষে ইহা দৃষ্ট হয়), সূর্যের ন্যায় সুন্দর ছায়াবিশিষ্ট (তরুপক্ষে ছায়া অর্থাৎ আতপের অভাব, সূর্যপক্ষে কান্তি), সনক প্রভৃতির ন্যায় 'সদাবাল' (সনকাদি পক্ষে সর্বদা বালক, তরুপক্ষে

উত্তম আবাল বা আলবালযুক্ত), চন্দ্রবৃন্দের ন্যায় আহ্লাদ-জনক পাদবিশিষ্ট (চন্দ্রপক্ষে 'পাদ' অর্থ কিরণ, তরুপক্ষে — মূলদেশ), ইন্দুধারিগণের ন্যায় সুন্দর কান্তযুক্ত (ইন্দুধারিপক্ষে 'কান্ত' অর্থ কান্তি, তরুপক্ষে স্কন্ধ), বিলাসিগণের ন্যায় সুবল্কল (বিলাসিপক্ষে — সমস্ত বুদ্ধিশীল কলাবিদ্যাযুক্ত, বৃক্ষপক্ষে সুন্দর বল্কল-যুক্ত), দেবসৈন্যগণের ন্যায় 'সদাচ্ছবিশাখ' (দেবসৈন্য-পক্ষে 'সদা' অর্থাৎ সর্বদা 'অচ্ছ' অর্থাৎ নির্মল 'বিশাখ' অর্থাৎ কার্তিকেয়যুক্ত; কার্তিক দেবসেনাপতি। বৃক্ষপক্ষে — 'সদাচ্ছবি' অর্থাৎ সর্বদা দীপ্তিশালী শাখাযুক্ত), এই বৃক্ষসমূহ বাণসমূহের ও যোদ্ধৃগণের ন্যায় সুন্দর পত্রযুক্ত (বাণপক্ষে 'পত্র' শব্দে অগ্রভাগের উভয় পার্শ্বস্থ পক্ষ-দ্বয়, যোদ্ধৃপক্ষে বাহন, বৃক্ষপক্ষে দলরাজি), স্বর্গ ও বর্ষাকালের ন্যায় সুমনঃসমূহের বিলাসযুক্ত (স্বর্গপক্ষে 'সুমনাঃ' — দেবতা, বর্ষাপক্ষে মালতীপুষ্প, তরুপক্ষে পুষ্পমাত্র), কর্মযোগের ও বাণের মধ্যে যেরূপ অব্যভিচারী ফল বর্তমান, এই বৃক্ষসমূহেরও সেইরূপ অব্যভিচারী অর্থাৎ নিয়ত ফলরাশি বর্তমান। (কর্মযোগের ফল পুণ্যাদি, বাণের ফল লৌহময় অগ্রভাগ),

কর্ম্মযোগ ও বন যেরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন নহে (অর্থাৎ
কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি, ইহার কোন বীজ বা আদি কারণ নাই,
বনও পর নামক বৃক্ষ দ্বারা রচিত হয় এবং পর বৃক্ষ বীজ ব্যতীতই
জন্মে), এই বৃক্ষসমূহও সেইরূপ বীজজাত নহে, পরন্তু
অনাদি স্বতঃসিদ্ধ; কর্ম্ম অনাদি বলিয়া এবং বনসমূহের
উপাদান পর বৃক্ষ আপনা হইতেই উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের
শ্রেণীবন্ধন যেরূপ কাহারও রচিত নহে, এই তরুগণও
ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই শ্রেণীবদ্ধ বলিয়া তাহার শ্রেণী-
বন্ধন কাহারও রচিত নহে; কর্ম্মপ্রবাহ ও পর বৃক্ষ যেরূপ
অযত্নবর্দ্ধিত ও জলসেচনাদি ব্যতীতই স্নিগ্ধছায়াপন্ন,
এই তরুগণও সেইরূপ যত্ন ব্যতীতই বর্দ্ধিত এবং জল-
সেচনাদি ব্যতীতই স্নিগ্ধছায়াপন্ন; কর্ম্মপ্রবাহের
পুষ্প অর্থাৎ ভোগের পূর্ব্ব পরিণামাবস্থা ও
পর বৃক্ষের ফল অর্থাৎ উৎপত্তি যেরূপ সময়নিয়ত
নহে, এই তরুরাজির পুষ্প ফলও সেইরূপ সময়দ্বারা
নিয়মিত নহে অর্থাৎ ইহারা সর্ব্বদাই পুষ্পফলে সুসমৃদ্ধ;
চিত্রকর ও সৎকবিগণের উক্তি যেরূপ নূতনতা ও
অতিরিক্ততাদোষরহিত, এই বৃক্ষরাজিরও সেইরূপ
নূতনতা বা আধিক্য সম্পাদিত হয় না। আর, সর্ব্বদাই

এই বৃক্ষরাজির সকলের মধ্যেই এককালেই অঙ্কুর, পল্লব,
মুকুল, পুষ্প, ফলবিকাশ, ফলসমূহের পক্বতার উপ-
ক্রম ও পক্বদশা একভাবেই দেখা যাইতেছে ॥ (২২)

৩। এইরূপ —

বিম্বিতপল্লবৈঃ (পল্লবরাশির প্রতিবিম্ব পাতহেতু)
উভয়তঃ (ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে) বিস্তারভাজাং ইব (বিস্তৃত-
ভাবে প্রতীয়মান) যেষাং (যে বৃক্ষসমূহের) নিঃসলিলে
অপি স্ফাটিকময়ালবালে প্রস্ফুর-স্ফাটিকালবাল-বলয়ে
(স্ফটিকরচিত সুবিস্তৃত আলবালসমূহ জলরহিত
অবস্থায়ও স্ফটিক কিরণের কণারাশি প্রভূত বিকাশ-
যুক্ত হইলে) পান্থৈঃ (পান্থগণ) পূর্ণসলিলভ্রান্ত্যা
(উহাকে জলপূর্ণ মনে করিয়া) ভূয়ঃ (বারংবারই)
স্নাতুং (স্নান করিবার নিমিত্ত) সকৃতঃ (পক্ষরাজিকে)
চক্ষুভিঃ (চক্ষুদ্বারা) পারিতঃ বিকীর্য (চতুর্দিকে বিক্ষেপ-
পূর্বক) দ্রুবন্তি (তাহা কাম্পিত করিতেছে) মজ্জান্তি চ
([এবং উক্ত আলবালসমূহের মধ্যে] নিমজ্জনের
অভিনয় করিতেছে) ॥ ২১॥ (২৩)

কোনস্থলে —

জ্বলদিন্দ্রনীলঘটিতে (উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণিরচিত)

অপবালে (আলবালটি) তদ্‌রোচিপ্রাংশূর্মিভিঃ (ইন্দ্রনীল-
মণির কান্তিতরঙ্গের সহযোগে) সর্বতঃ (সর্বত্র) বাত-
চপলেন (বায়ুবেগে চঞ্চল) কালিন্দীপয়সা ইব
(কালিন্দীর জলধারাই যেন) আপূরিতে (পরিপূর্ণরূপে
প্রতীত হইলে [তন্মধ্যে প্রতিবিম্বিত]) তে এব কতিচিৎ
তরবঃ (সেই তরুগণের মধ্যে কতিপয় তরু) ধ্যানাব-
স্থিত-কৃষ্ণকান্তিপটলাশ্লেষপ্রবৃত্তাঃ ইব (ধ্যানযোগে সমাগত
শ্রীকৃষ্ণের কান্তিরাশির আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন)
কোরকৈঃ (নিজ পুষ্পাদির কলিকা-ধারণচ্ছলে)
রোমাঞ্চিতাঃ (রোমাঞ্চযুক্তরূপে) লক্ষ্যন্তে (লক্ষিত
হয়) ॥ ২২ ॥ (২৪)

আর অন্য কতিপয় তরু মধ্যে — কে অপি (কোন কোন
তরু) লাক্ষারসৈঃ ইব (লাক্ষারসের ন্যায় রক্তবর্ণ), আলবাল-
কুরুবিন্দময়ূখবৃন্দৈঃ (আলবালস্থিত কুরুবিন্দমণির
কিরণরাশিদ্বারা) কৃতাভিষেকাঃ (অভিষিক্ত হওয়ায়
[মনে হয় তাহারা]) সন্ততং এধমানং (নিরন্তর বৃদ্ধি-
প্রাপ্ত [ও]) অন্তঃ ন মান্তং ইব (অন্তরে স্থানলাভের
অযোগ্য অর্থাৎ উচ্ছ্বসিত প্রায়) কৃষ্ণানুরাগ-
রসম্ এব (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগরসেরই)

সমুদ্বমান্ত (উৎপন্ন করিয়াছে))॥ ২৩॥ (২৫)

এই বৃক্ষগণ সকলেই ভগবানের অবতারবর্গের ন্যায় চিদাত্মক ও বিবিধশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া অলৌকিক হয়; পরন্তু ইহারা লোকমধ্যে লৌকিক পদার্থের ন্যায়ই লক্ষিত হইতেছে॥ (২৬)

৪। আর যে বৃন্দাবনে সকল লতারাজিই সর্বপ্রকার সুখ বা অভিলাষ প্রদান করে। বিলাসিনী রমণীগণ যেরূপ মনোরম পত্রাঙ্কুর অর্থাৎ ললাট-গণ্ডাদিস্থলে চন্দনাদিরচিত পত্রভঙ্গী ধারণ করেন, এই লতারাজিও সেইরূপ মনোরম পত্রাঙ্কুর অর্থাৎ পত্রমুকুল ধারণ করিতেছে। স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাগণ যেরূপ সর্বদা তরুণ ও মনোহর পতির আলিঙ্গন লাভ করেন, ইহারাও সেইরূপ সর্বদা মনোহর ও প্রিয় তরুর আলিঙ্গন লাভ করিতেছে। অনুরাগিণী রমণীগণের ন্যায় ইহাদেরও উৎকলিকার প্রকাশ হইতেছে (রমণীপক্ষে 'উৎকলিকা' অর্থে উৎকণ্ঠা, লতাপক্ষে — উত্তম কলিকা)। স্বর্গের সভার ন্যায় ইহাদের মধ্যে ও সুপর্বসমূহের (স্বর্গসভাপক্ষে — দেবগণের,

লতাসকলে সুন্দর পর্ব অর্থাৎ গ্রন্থি [গাঁট] সমূহের) প্রকাশ
পরিলক্ষিত হয়। ইহারা পুষ্পবতী হইয়াও রজঃশূন্যা
(ঋতুমতী হইয়াও রজঃশূন্যা - এইরূপ অর্থে বিরোধ হয়;
বাস্তব অর্থে - কুসুমশোভাযুক্তা, অথচ মালিন্যশূন্যা),
বক্রা হইয়াও অবক্রা (আকারে বক্র হইয়াও সরলা-
কৃতি এইরূপ অর্থে বিরোধ হয়; বাস্তব অর্থে -
আকারে বক্রা বা ভঙ্গীযুক্তা, অথচ ক্রূরস্বভাবা নহে),
চঞ্চলা হইয়াও অচিরদীপ্তিযুক্তা নহে (সাধারণতঃ
চঞ্চলা নামে পরিচিতা বিদ্যুতের দীপ্তি অচিরস্থায়ী,
কিন্তু ইহারা বায়ুপ্রবাহে চঞ্চলা, অথচ চিরদীপ্তিযুক্তা),
সতত ভ্রমরযুক্তা হইয়াও অভ্রমরা (ভ্রমরশূন্যা এই
অর্থে বিরোধ; বাস্তব অর্থে - 'অভ্রমরা' অর্থাৎ ভ্রান্তি-
দায়িনী নহে), আর ইহারা মরুৎকর্তৃক আন্দোলিত
হইয়াও মরুৎকর্তৃক স্পৃষ্ট হয়না (উভয় 'মরুৎ' শব্দে
বায়ু অর্থ গ্রহণ করিলে বিরোধ হয়; বাস্তব অর্থে -
বায়ুকর্তৃক আন্দোলিত হইলেও 'মরুৎ' অর্থাৎ দেব-
গণ কৃষ্ণলীলার আশ্রয় বলিয়া ইহাদিগকে স্পর্শ
করেননা)॥ (২৭)

৫। (শ্রী-) বৃন্দাবনে কতিপয় উপবন বিরাজমান রহিয়াছে।
ঐ সকল উপবন সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেল বৃক্ষের দ্বারা
রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল নারিকেল বৃক্ষের
ফলরাশি বৃন্তচ্যুত হইয়া মণিময় আলবালের উপরি-
ভাগকে উপধানের ন্যায় আশ্রয় পূর্বক সুখে নিদ্রিত
হইয়াই যেন মূলদেশের চতুর্দিকে অলঙ্কারের ন্যায়
শোভা পাইতেছে। আর, ইতস্তত: (সুপারি) গুবাক বৃক্ষরাজির
দ্বারা ঐ সকল উপবনের অতিশয় কমনীয়তার সঞ্চার
হইয়াছে; সুন্দরী রমণীগণের মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ
যেরূপ হস্তগ্রাহ্য অর্থাৎ ক্ষীণ বলিয়া মুষ্টিমেয়, সেইরূপ
এই গুবাকতরুরাজি হস্তগ্রাহ্য অর্থাৎ ভূমি হইতেই
হস্তদ্বারা লভ্য ফলরাশির ভারে অধোমুখ
এবং চতুর্দিকে বিলম্বমান ফলসমষ্টি দ্বারা কণ্ঠদেশের
চতুষ্পার্শ্বে যেন অলঙ্কার ধারণ করিতেছে।
আর, এই উপবনশ্রেণি পরিপক্ক অবস্থায়ও
অবিগলিত অর্থাৎ যাহা গলিত হয় নাই এইরূপ
নারঙ্গলতার ফলরাশি দ্বারা আকাশতলে যেন
সর্বদা: উদয়শীল প্রভূত মঙ্গলগ্রহরাশির অবস্থান
ঘটাইয়া অন্য গ্রহগণকে দূরীভূত করিতেছে।

(মঙ্গলগ্রহ রক্তবর্ণ ও পক্ব নারঙ্গফলও রক্তবর্ণ বলিয়া
এইরূপ উৎপ্রেক্ষা হইয়াছে)। সুরম্য পল্লবরাজির
স্থিরলীলাবতী নবলী-লতা শ্রেণির নৃত্য ভঙ্গীদ্বারা
ঐ সকল উপবন সকলেরই নয়নরঞ্জন করে।
নিখিল দিগ্বধূগণের সীমন্তদেশে সিন্দূররাশির ন্যায়
শোভাযুক্ত (রক্তবর্ণ) নিজ-পুষ্পসমূহের মধ্যে সর্ব্বদা
ভ্রমরগণের তন্দ্রা সঞ্চার করিয়া দাড়িম্বলতাপুঞ্জ
উক্ত উপবনসমূহের চমৎকারিতার আবাহন করিতেছে।
ঐ সকল দাড়িম্বলতায় তৎকালে সমাগত শুকপক্ষি-
গণের পদাঘাতে উহাদের ফলসমূহ অতিশয় অবনত
হইতেছে এবং পরিপক্কতানিবন্ধন ঐ সকল ফল
বিদীর্ণ হওয়ায় উহাদের মধ্যভাগে অতিশয় রক্তবর্ণ
বীজসমূহ লক্ষিত হইতেছে। মদমত্ত গজরাজের
কুম্ভদেশ সিংহের নখরের অগ্রভাগদ্বারা বিদীর্ণ
হইলে উহা যেরূপ রক্তপ্রবাহে রক্তবর্ণ হয় এবং
উহার মধ্যভাগে যেরূপ মুক্তারাশির বিকাশ লক্ষিত
হয়, এই দাড়িম্ব ফলসমূহও অবিকল সেইরূপই
শোভা ধারণ করিতেছে। এই সকল উপবনে
শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসারূপ

ষড়ূর্মির অর্দন অর্থাৎ পীড়ন নাই, অথচ এই উপবনরাজি
ষড়ূর বৃক্ষদ্বারা উপকার সাধন করে। এই সকল উপবন
আবার নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বনভাগ দ্বারা মনোরম
হইয়াছে। এই খণ্ড বনসমূহে তৃণ, শুষ্ক পতিত পত্র প্রভৃতি-
দ্বারা কোনরূপ মলিনতার উদয় হয় নাই, পরন্তু উহার
মধ্যভাগ সুকোমল ও দ্রাক্ষাফলরাশি দ্বারা সুমধুর
বলিয়া সুন্দরী রমণীগণের সর্বতোভাবেই অভিলাষিত
হয়। ফলশালিনী প্রিয়ঙ্গুলতারাজি দ্বারা এই সকল
উপবন পরম রমণীয়। সকাম ব্যক্তিগণের চিত্ত
যেরূপ সফল কর্মারম্ভযুক্ত অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলদায়ক
কর্মেই উল্লাসযুক্ত, সেইরূপ এই উপবন সকলও
সফল অর্থাৎ ফলযুক্ত কর্মরঙ্গ অর্থাৎ কামরাঙা-
বৃক্ষবিশিষ্ট। স্বর্গের প্রাঙ্গণে যেরূপ মনোরমা
রম্ভার (অপ্সরার) অবস্থান, এখানেও সেইরূপ
রম্ভা অর্থাৎ কদলীতরু বিরাজ করিতেছে।
সঙ্গীতসমূহ যেরূপ বিবিধ মনোরমতানযুক্ত, এই উপবন
সকলও সেইরূপ বিবিধ মনোরম তাল (বৃক্ষ) যুক্ত। কর্মকাণ্ড-
সমূহ যেরূপ নিরন্তর সুপাক অর্থাৎ পরিণামদশায়
কণ্টকী অর্থাৎ কণ্টকযুক্ত (দুঃসময় স্বর্গাদি) ফলশালী,

এই উপবনসমূহও সেইরূপ 'সুপাক' অর্থাৎ পরিপক্ব কণ্টকি-
ফলে (পনস ফলদ্বারা) সুসমৃদ্ধ। নাটক ও নাটিকা সমূহের মধ্যে
যেরূপ সফল অর্থাৎ সার্থককর্মা শৈলূষ (নট)গণের
অবস্থান লক্ষিত হয়, এস্থানেও সেইরূপ সফল অর্থাৎ
ফলবান শৈলূষ (বিল্ব) বৃক্ষরাজি লক্ষিত হইতেছে।
মেরুমন্দরপর্বতের শৃঙ্গবিশেষের তেজঃপুঞ্জ যেরূপ
জম্বুবৃক্ষের (জম্বুদ্বীপের খ্যাতিজনক মহাজম্বুবৃক্ষের) দ্বারা
শ্যামলতা ধারণ করে, এই উপবনসমূহও সেইরূপ জম্বুবৃক্ষ-
রাজির শ্যামলতা ধারণ করিতেছে। নারায়ণের
তপস্যার সহিত যেরূপ বদরিকা-বনের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ
রহিয়াছে, এই উপবনসমূহের মধ্যেও সেইরূপ
বদরিকা-বনের (অর্থাৎ কুল বৃক্ষপ্রচুর বনের) সম্বন্ধ বিরাজ
করিতেছে॥ (২৮)

৬। এই বৃন্দাবন ধাম কালাতীত বস্তু হইলেও
ভগবানের লীলার উপযোগিতাবিশেষতঃ প্রাকৃত
ঋতুর ন্যায় প্রতীয়মান অপ্রাকৃত ষড়্‌বিধ ঋতুদ্বারা
ইহার ছয়টি বিভাগ রচিত হইয়াছে। উহাদের
নাম — 'বর্ষাহর্ষ', 'শরদামোদ', 'হেমন্ত-সন্তোষ', 'শিশির-
সুধাকর', 'বসন্তকান্ত' ও 'নিদাঘসুভগ'॥ (২৯)

৭। ইহাদের মধ্যে 'বর্ষাহর্ষ' নামক বিভাগটি ভগবদ্‌বিষয়ক ভক্তিযোগের ন্যায় সতত সনরস (ভক্তিযোগপক্ষে — গাঢ় কৃষ্ণানুরাগ, বর্ষাহর্ষপক্ষে — মেঘের রস অর্থাৎ জলরাশি) প্রদান করে। ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকারে যেরূপ সজ্জনগণের আনন্দদায়ক চির প্রকাশ বিরাজমান, এস্থলেও সেইরূপ সর্বদা আনন্দদায়ক অচিররোচি অর্থাৎ বিদ্যুৎ-পুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। পার্বতীর মূর্তির প্রতি যেরূপ নীলকণ্ঠের (শঙ্করের) সর্বদাই উৎকণ্ঠা বর্তমান, এস্থলেও সেইরূপ নীলকণ্ঠ (ময়ূর) গণ সর্বদা উৎকণ্ঠা সহকারে বর্তমান রহিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ 'সদাত্যূহকোলাহল' অর্থাৎ 'সদা' — সর্বদা 'অত্যূহ' — অতিশয় তর্কবিচারহেতু কোলাহলযুক্ত, এই বিভাগটিও সেইরূপ 'সদাত্যূহ-কোলাহল' — 'দাত্যূহ' অর্থাৎ ডাহুক পক্ষিগণের কোলা-হলের সহিত বিরাজ করিতেছে। গরুড়পক্ষী যেরূপ সর্বদা সারযুক্ত গরুৎ অর্থাৎ পক্ষ ধারণ করে, ইহাও সর্বদা সারঙ্গ-রুত অর্থাৎ পক্ষিগণের ধ্বনি ধারণ করিতেছে। সূর্য যেরূপ 'ককুভ' অর্থাৎ দিক্‌সমূহকে বিকাশ করে, এস্থলেও সেইরূপ বিকাশযুক্ত 'ককুভ' অর্থাৎ অর্জুনবৃক্ষরাজি বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপযোগিরূপে

অতিমৃদুভাবে জলকণাসমূহের বর্ষণহেতু তথায় নূতন ও
সুকোমল তৃণাঙ্কুররাশি উৎপন্ন হইলেও তাহাদিগকে
মরকতমণিময় শিলাখণ্ডসমূহের অতিসূক্ষ্ম কিরণরাশি
মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্বক চমূরুমৃগগণ
মরকতমণিময় ক্ষেত্রসমূহে তাহার কিরণরাশিকেই
অতিসুকোমল শস্য জ্ঞানে ভক্ষণের অভিনয় করিয়া উক্ত
ক্ষেত্রের শোভাবর্ধন করিতেছে। তথায় নবীনতৃণাঙ্কুরময়
ক্ষেত্রমধ্যে ইতস্তত: ইন্দ্রগোপনামক রক্তবর্ণ অসংখ্য
কীটসমূহ ধীরে ধীরে বিচরণ করায় মনে হয় যেন,
এই বনবিভাগ যেন পৃথিবীর বক্ষ:স্থলের উপরে সজীব
পদ্মরাগমণিখণ্ডরাশিদ্বারা খচিত একটি সবুজবর্ণ
পট্টকঞ্চুকী (কাঁচুলী) পরিধান করাইয়া দিয়াছে। আর
নির্মল মেঘের সম্পর্কযুক্ত, কদম্বসৌরভশালী ও অতি-
ক্ষুদ্র জলকণারাশির বহনকারী মন্দ মন্দ বায়ুপ্রবাহে
উক্ত বনবিভাগ সর্বদা সুশীতল রহিয়াছে॥ (৩০)

৮। এইরূপ

মেদিনী (ধরিত্রী) সমুন্মিষিত-মালতীকুসুম সুগন্ধিতা
(বিকশিত মালতীপুষ্পরাশির ছলে মনোরম হাস্য ধারণ
করিয়া), বনানাং ততি: (বনরাজি) কদম্বতরুকোরকৈ:

পুলকিতা (কদম্ববৃক্ষের পুষ্পকলিকারাজিদ্বারা পুলকশোভা বিস্তার করিয়া [এবং]) দ্যুরমণী (আকাশ-সুন্দরী) ঘনলয়ঃ কণানাং গণৈঃ অপি (মেঘের জলকণারাশিযুক্ত হইলে) অজস্রগলদস্রভৃৎ (নিরন্তর বিগলিত আনন্দাশ্রুধারা বহন করিয়া) সমং (এক সঙ্গেই) যদনুরাগং (এই বর্ষাহর্ষের প্রতি অনুরাগ) আতনুতে (বিস্তার করিতেছে)॥ ২৪॥ (৩১)

৫। এইরূপ যে স্থলে (যে বনবিভাগে)—

পুরন্দরধনুর্লতাতিলক-চারু-ভালস্থলা (ললাটদেশে ইন্দ্র-ধনুর্লতারূপ লতাকৃতি মনোরম তিলকচিহ্ন), তড়িৎকনক-কেতকীদল-লসত্তমঃকুন্তলা (বিদ্যুৎস্বরূপ স্বর্ণকেতকী-পত্রের দ্বারা বিভূষিত অন্ধকাররূপ কেশরাশি), বিলোলবিষকণ্ঠিকা-বিমলমালভারিণী (চঞ্চল বক-শ্রেণিরূপ বিমল মাল্যভার [এবং]) নবোন্নতপয়োধরা (নূতন উন্নত পয়োধর অর্থাৎ মেঘস্বরূপ নূতন উন্নত পয়োধর অর্থাৎ কুচমণ্ডল ধারণ করিয়া) অসৌ (এই) দিগ্বধূঃ (দিগ্বধূ) হরিমনোহরা (শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে আকৃষ্ট করে)॥ ২৫॥ (৩২)

ময়ূরীকুলকাকু-কর্ষণবিধেঃ আশ্বাসবাক্ ([উক্ত বনবিভাগে] চাতকীগণের কাতরপ্রার্থনাহেতু

তাহাদের প্রতি আশ্বাসবাক্যস্বরূপ), মানিনী-মান-মোদন-
লেখনী। ধ্বনিবলৎ-সুস্নিগ্ধ-মন্দ্রধ্বনি: (মানিনীগণের
মান-চূর্ণকারী লেখনীর [যাঁতার] ভ্রমণজনিত স্নিগ্ধ ও
গম্ভীর ধ্বনিস্বরূপ), নৃত্যমত্তময়ূর-মৌরজরব:
(ময়ূরগণের নৃত্যকালীন মৃদঙ্গরব-স্বরূপ [ও])
প্রাণেশবিশ্লেষিণী-প্রাণকর্ষণ-মন্ত্রপাঠনিনদ:
(প্রাণনাথের বিরহপ্রসুপ্ত রমণীগণের প্রাণহারী
মন্ত্রপাঠের ধ্বনিস্বরূপ) মেঘস্বন: শ্রূয়তে (মেঘের
ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়)॥ ২৩॥ (৩৩)

১০। কখন ও যে স্থানে (ঘনবিভাগটিতে) →
(পরিত: (চতুর্দিকে) দাত্যূহা: (ডাহুক পক্ষিগণ),
গণশ: (নিজদলমধ্যে) কোযষ্টিকা: (টিট্টিভপক্ষি-
গণ), সর্বত্র: (সর্বত্র) মণ্ডূকা: (ভেকগণ),
ইতস্তত: (ইতস্তত:) প্রচলাকিন: (ময়ূরগণ
[ও]) ব্যোমনি (আকাশতলে) ধারাধরা:
(মেঘধারাগণ) রুবন্তি (শব্দ করিতেছে, [আর])
পয়সাং আসারা: (বৃষ্টিজলের ধারাপাত)
ঝপঞ্ঝপাদিতি (ঝপ্ ঝপ্ এইরূপ) স্নিগ্ধাতিমন্দ্র-
স্বনা: (স্নিগ্ধ ও অতিগম্ভীর ধ্বনি করিতেছে),

সর্ব্বে (অপর ইহারা সকলে মিলিয়া) সুদৃশাং (সুন্দরীগণের)
রতান্তসময়ে (রতিলীলার অবসানকালে) স্বাপোৎ-
সবং কুর্ব্বতে (নিদ্রা-উৎসব সম্পাদন করে) ॥২৭॥ (৩৪)

(যে-বনবিভাগে) — উদ্যানশ্রীঃ (উদ্যানলক্ষ্মী) পরিণতফলৈঃ
(পক্বফলশালী [ও]) নম্রশালৈঃ (অবনত কাণ্ড-
শাখাবিশিষ্ট) রসালৈঃ (আম্রতরুরাজি দ্বারা)
মধ্যে (মধ্য ভাগে) গৌরী (গৌরবর্ণযুক্তা),
পক্বজম্বূফলানাং রুচিভিঃ (পক্ব জম্বূফলসমূহের
কান্তিদ্বারা) অভিতঃ (সর্ব্বত্র) অন্তে (বহির্মণ্ডল-ভাগে)
শ্যামা (শ্যামবর্ণা [ও]) প্রান্তে (প্রান্তভাগে)
স্ফুটসুরভিভিঃ (প্রস্ফুট সৌরভশালী) কেতকীনাং
(কেতকীতরুরাজির) সূচিভিঃ (সূচিতুল্য পুষ্পদল-
দ্বারা) পাণ্ডুঃ (পাণ্ডুবর্ণা হইয়া) বিবিধৈঃ
বর্ণকৈঃ (নানারূপ বর্ণক অর্থাৎ রঞ্জনদ্রব্যদ্বারা)
চিত্রিতা ইব (চিত্রিতার ন্যায়) স্ফুরতি (শোভা
পাইতেছেন) ॥২৮॥ (৩৫)

১১। দ্বিতীয় বনবিভাগের নাম 'শরদামোদ'। ভগবানের
চরণ যেরূপ 'কমলা-কর' অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর হস্তদ্বারা
'লালিত', এই বনবিভাগটিও সেইরূপ 'কমলাকর' অর্থাৎ তড়াগসমূহ-

হারা 'লালিত' অর্থাৎ লালিত (মনোহর) ভাবাপন্ন। হরিভক্ত ব্যক্তির জীবন
যেরূপ নির্দোষ এবং আত্মা যেরূপ সুনির্মল, ইহার জীবন
অর্থাৎ জলরাশিও সেইরূপ মালিন্যাদি দোষশূন্য এবং
আত্মা অর্থাৎ দিঙ্মণ্ডলও সেইরূপ অতি নির্মল বিমেঘ
(অর্থাৎ মেঘমুক্ত)। বৈকুণ্ঠনাথ যেরূপ চক্রের বিলাসযুক্ত
এবং পদ্মা তাঁহার প্রতি প্রফুল্লা, সেইরূপ এই বনবিভাগের জলাশয়সমূহেও চক্র অর্থাৎ চক্রবাক পক্ষিগণের বিলাস ও পদ্মরাজির
প্রফুল্লভাব বিরাজমান। কুরুসভায় পাণ্ডবগণের পক্ষে
শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য যেরূপ মদমত্ত 'ধার্তরাষ্ট্র' অর্থাৎ দুর্যোধন-
কর্তৃক 'হেলিত' অর্থাৎ অবজ্ঞাত হইয়াছিল, এই জলাশয়-
সমূহও সেইরূপ মদমত্ত 'ধার্তরাষ্ট্র' অর্থাৎ কৃষ্ণচঞ্চুপদ শ্বেতহংসগণের
'হেলিত' অর্থাৎ লীলাযুক্ত। অধ্যাত্মযোগের মধ্যে যেরূপ
পরমহংস (মুক্তপুরুষগণ) সঞ্চরণ করেন, এই জলাশয়-
সমূহেও সেইরূপ 'পরমহংস' বা রাজহংসগণ বিচরণ
করে। রামায়ণে যেরূপ 'অভি' অর্থাৎ সর্বত্র রাম-লক্ষ্মণের
আলাপ শ্রুত হয়, এই সকল জলাশয়েও সেইরূপ
'অভিরাম' অর্থাৎ মনোরমরূপে 'লক্ষ্মণা' অর্থাৎ সারসীর
'আলাপ' বা ধ্বনি শোনা যায়। ভগবানের যশোরাশি
যেরূপ 'কু-বলয়ের' অর্থাৎ ভূ-মণ্ডলের আহ্লাদজনক অর্থাৎ

আনন্দদায়ক, এই জলাশয়সমূহেও সেইরূপ 'কুবলয়' অর্থাৎ নীলোৎপল রাজির 'আমোদ' অর্থাৎ সৌরভ বর্তমান রহিয়াছে। অগ্নিকোণে যেরূপ 'প্রভিন্ন' অর্থাৎ মদমত্ত 'পুণ্ডরীক' অর্থাৎ তন্নামক দিগ্‌গজ অবস্থান করে, এই জলাশয়সমূহেও সেইরূপ 'প্রভিন্ন' অর্থাৎ বিকসিত 'পুণ্ডরীক' অর্থাৎ শ্বেত-পদ্ম শোভা পাইতেছে। নৈর্ঋত কোণে যেরূপ 'কুমুদ' অর্থাৎ তন্নামক দিগ্‌গজের 'মদ' ধারায় মধুকরগণ আমোদিত হয়, এই জলাশয়সমূহেও সেইরূপ 'কুমুদ' পুষ্পসমূহের মধ্যে মদভরে আমোদিত মধুকরগণ বিচরণ করিতেছে। সায়ংকালে যেরূপ 'রক্তসন্ধ্যা'র অর্থাৎ রক্তবর্ণা সন্ধ্যার বিকাশ লক্ষিত হয়, এই জলাশয়সমূহেও সেইরূপ 'রক্তসন্ধ্যক' নামক জলজাত পুষ্পের বিকাশ দৃষ্ট হয়। সংগ্রামকালে যেরূপ 'চন্দ্রহাসে'র 'বিলাস' অর্থাৎ খড়্গ-সমূহের সঞ্চালনাদি দৃষ্ট হয়, শরদামোদ-নামক বনবিভাগেও সেইরূপ 'চন্দ্রহাস' অর্থাৎ শশধরের প্রকাশ বিলাস করিতেছে। আর, সত্যযুগে যেরূপ 'সদমুদিত' অর্থাৎ হর্ষোৎফুল্ল 'বৃষ' অর্থাৎ ধর্মের পূর্ণভাবে বিলাস রহিয়াছে, এই বনবিভাগেও সেইরূপ 'সদমুদিত' অর্থাৎ সর্বোৎফুল্ল বৃষ (বৃষ্ণি)গণের পরিপূর্ণ বিলাস বিদ্যমান রহিয়াছে॥ (৩৬)

১২। যে-স্থানে (যে বনবিভাগে)— সমস্ত হ্রদসমূহ দুর্জনগণের বচনদ্বারা উত্তপ্ত সজ্জনগণের ন্যায় বহির্ভাগে উষ্ণতা ও অভ্যন্তরে শীতলভাব ধারণ করিতেছে। আর এই স্থানে (আকাশে) অতিশুভ্রবর্ণ খণ্ড খণ্ড মেঘের অবস্থানহেতু মনে হয়, ইহা যেন দিগ্‌বধূগণের স্তনমণ্ডলে শ্বেতচন্দনের অঙ্গলেপ, অথবা বায়ুকর্তৃক কম্পিত, আকাশ-লক্ষ্মীর শ্বেতবসনের অঞ্চলখণ্ড, কিম্বা পবনের কন্যাগণকর্তৃক সূত্ররচনায় (সুতা-কাটায়) উদ্দেশ্যে রৌদ্রে প্রদত্ত বিস্তৃত তুলারাশিই হইবে ॥ (৩৭)

১৩। এই শুভ্রবর্ণ মেঘখণ্ডসমূহ যমুনার জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া যথোচিত বিলাস ধারণ করিলে সকলেরই এরূপ অনুমান হয় যে, ইহা যমুনার জলমধ্যে তাহারই অন্য কতিপয় সৈকতভাগ, অথবা ভগবানের অবগাহনের সৌভাগ্য-লাভের আশায় যমুনার গর্ভে প্রবিষ্ট গঙ্গারই জলরাশি হইবে ॥ (৩৮)

১৪। আর, এই স্থানে প্রস্ফুটিত কমল, কহ্লার ও হল্লক (শ্বেতসুঁদি ও রক্তসুঁদি) পুষ্পের সৌরভাস্বিত এবং সপ্তপর্ণবৃক্ষের (ছাতিমগাছের) সৌরভরূপ মদগন্ধযুক্ত বায়ুরূপ মত্ত-

২৩ দিঙ্মণ্ডলকে ~~আমোদিত~~ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভ্রমরগণকে ব্যাকুল করিয়া অতিশয় সৌরভ ও আনন্দ বিস্তার করিতেছে।। (৩৯)

২৪ যত্র (উক্ত বনবিভাগে) শরৎ (শরৎ ঋতু) কূজৎসারস-কাঞ্চিকা (অব্যক্ত-ধ্বনিকারী সারসপঙ্‌ক্তিরূপ চন্দ্রহার), মৃদু-নদৎকাদম্বপাদাঙ্গদা (মৃদুশব্দরত কলহংসগণস্বরূপ চরণ-বলয়), চক্রাহ্ব-স্তনমণ্ডলা (চক্রবাক-পক্ষিযুগলস্বরূপ স্তনমণ্ডলদ্বয়), দরদলদ্‌রাজীব-কোষাননা (ঈষদ্-বিকাসিত পদ্মকোষরূপ মুখমণ্ডল), নীলাম্ভোরুহ-লোচনা (নীলপদ্মরূপ নয়ন), মধুকরশ্রেণীভ্রমদ্‌ভ্রূলতা (ভ্রমরপঙ্‌ক্তিরূপ চপল ভ্রূলতা [এবং]) পরাগরাজি-বসনা (পুষ্পপরাগরাশিরূপ মনোরম বস্ত্রধারণ-কারিণী) মূর্তা (মূর্তিমতী) দেবী ইব (দেবীর ন্যায়) আভাতি (শোভা পাইতেছে)।। ২৪।। (৪০)

২৫। কর্দমমুনি যখন নিজপতি প্রাস্থিত অর্থাৎ সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বী হইলে তদীয়া পত্নী দেবহূতি যেরূপ 'কপিল' অর্থাৎ নিজপুত্রের মুখদর্শনে 'ক্ষণ' অর্থাৎ উৎসব অনুভব করিতেন, সেইরূপ এই শরৎও 'কর্দম' অর্থাৎ পঙ্ক 'প্রাস্থিত' অর্থাৎ বিনষ্ট হওয়ায় সজ্জনশীলা 'কপিলা'-গণের মুখদর্শনেই 'ক্ষণ' অর্থাৎ সময় লাভ করিতেছে। ~~এইরূপ~~

~~স্ত্রীং অর্থাৎ সময় লাভ করিয়েছে। এইরূপ —~~

এইরূপ— যত্র (উক্ত বনবিভাগে), স্থলকমলবনান্তঃ (স্থলপদ্মের বনমধ্যে) যস্য (যাহার) কৌসুমং তল্পং (কুসুমশয্যা), বিমলবকুলতারং (শুভ্রতারকারাজি ~~সজ্জিত~~ প্রচুর) ব্যোম (আকাশই [যাহার]) মুক্তা-বিতানং (মুক্তা-খচিত চন্দ্রাতপ [এবং]) বিকসিতচলকাশাঃ (কুসুমিত বাতচঞ্চল কাশবনই [যাহার]) চামরানাং সমূহঃ (চামররাজি), সঃ (সেই) অতুলকান্তিঃ (অতুলনীয়-কান্তিশালী) ঋতুঃ (শরৎকাল) রাজা ইব রেজে (রাজার ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে)॥ ৩০॥ (৪)

এইরূপ —

বর্ষাহর্ষাৎ (বর্ষাহর্ষ-নামক বনবিভাগ হইতে) যত্র উপগতাঃ (শরদামোদ-নামক যে বনবিভাগে উপস্থিত হইয়া [জনগণ]) ক্ষণং (কিয়ৎকাল) ইত্থং (এইরূপ) তর্কং তন্বন্তি (বিচার করে যে), জলধরৈঃ (মেঘরাশি কর্তৃক) প্রত্যাক্রান্তাঃ ইব (উর্দ্ধ্বভাগে আক্রান্তের ন্যায় [এবং]) হরিদিভৈঃ ([অধোভাগ হইতে] দিগ্‌গজগণ কর্তৃক) অত্যাকৃষ্টাঃ ইব (অতিশয় আকৃষ্টের ন্যায়) ব্যোমবৃক্ষস্য শাখাঃ (আকাশবৃক্ষের শাখাস্বরূপ) যাঃ (যে দিক্‌সমূহ [বর্ষাহর্ষ-প্রদেশে])

নম্রতাং সমীয়ুঃ (অবনত হইয়াছিল), ইহ (এই নর্মদামোদ-প্রদেশে) হরিতঃ (সেই দিক্‌সমূহ) তৈঃ বিমুক্তাঃ (সেই কিঞ্চিৎ মেঘরাশি কর্তৃক বিমুক্ত হইয়াই কি, অর্থাৎ উপরিভাগে মেঘকর্তৃক ভার প্রদত্ত না হওয়ায়ই কি) দূরং যাতাঃ (উপরের দিকে দূরে চলিয়া গিয়াছে? [বর্ষায় মেঘাচ্ছন্ন দিক্‌সমূহের নিকটবর্তিত্ব ও শরৎকালে মেঘমুক্তি হেতু দূরবর্তিত্ব প্রতীত হয় বলিয়াই এইরূপ উৎপ্রেক্ষা হইয়াছে]।।৩১।। (৪২)

১৬। উক্ত বনবিভাগসমূহের মধ্যে তৃতীয় বিভাগের নাম— 'হেমন্ত-সন্তোষ'। ভীমসেন যেরূপ 'মহাসত্ত্বঃ' অর্থাৎ মহাবলশালী ও 'মোদ-মেদুর' অর্থাৎ হর্ষ-স্নিগ্ধ, এই বনবিভাগটিও সেইরূপ 'মহাসহামোদমেদুর' অর্থাৎ মহাসহা নামক পুষ্পবিশেষের আমোদ বা সৌরভে স্নিগ্ধ। অর্জুন যেরূপ মধুসূদনের প্রিয় সহচর, এই বনবিভাগেও সেইরূপ মধুসূদন অর্থাৎ ভ্রমরগণের প্রিয় 'সহচর' অর্থাৎ পীতঝিণ্টী বৃক্ষ বর্তমান রহিয়াছে। 'বাণ' নামক অসুররাজ যেরূপ শঙ্করের অনুগত, এই স্থানেও সেইরূপ 'বাণ' অর্থাৎ নীল-ঝিণ্টী অনুগত রহিয়াছে। কৈলাসপর্বত যেরূপ 'মহাবলোধ্রী' (মহ + অবলা + উ + ধ্রী) অবলা অর্থাৎ নিজকান্তার সহিত বর্তমান 'উঃ' অর্থাৎ শঙ্করকে 'ধ্রী' অর্থাৎ ধারণ করে, এই

বনবিভাগও সেইরূপ 'সহাস-লোধ্র' অর্থাৎ হাস্যযুক্ত বা উল্লসিত লোধ্রবৃক্ষবিশিষ্ট। শ্রীভাগবত গ্রন্থ যেরূপ মধুর ও শুকদেবকর্তৃক উদিত বা উক্ত হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ শুকপক্ষীর মধুর উদিত অর্থাৎ ধ্বনি বর্তমান।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যেরূপ হারীতনামক প্রবীন মুনি (গ্রন্থকার-রূপে) বিদ্যমান হৈ, এস্থলেও সেইরূপ প্রবীন বা প্রসিদ্ধ হারীতগণ (হরিয়াল পাখি) বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধুসঙ্ঘ যেরূপ 'সদা'-সর্বদা 'মদলাস' অর্থাৎ অহঙ্কারনাশক, এই স্থানেও সেইরূপ 'সদামদ' অর্থাৎ সর্বদা মদযুক্ত 'লাব' নামক পক্ষিগণ বিরাজ করিতেছে। ভগবদ্ভজনরত সুকৃতের জীবন যেরূপ উত্তরোত্তর 'শীতল' অর্থাৎ শান্তিযুক্ত হয়, এই হেমন্ত-সময়ে এ প্রদেশেও সেইরূপ 'জীবন' অর্থাৎ জলরাশি উত্তরোত্তর শীতল অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইতে থাকে।

এস্থলে 'দোষা' অর্থাৎ রাত্রিসমূহ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও ইহা নির্দোষ এবং (শৈত্যহেতু) পদ্মিনী বা কমলিনীগণের ম্লানিজনক হইলেও রাত্রিমানের দীর্ঘতানিবন্ধন পদ্মিনীজাতীয় কামিনীগণের পরম উৎসব বিস্তার করে ॥ (৪৩)

১৭। যে বনবিভাগে — সকল লোকের চিত্তই প্রাতঃকালে নবীন

সূর্যকিরণের সংস্পর্শলাভে উষ্ণ হয়। হরিণবধূগণও
পদ্মরাগমণিময় ভূতলকে নবীন রক্তবর্ণ সূর্যকিরণরাশি মনে করিয়া
অনেকক্ষণ তথায় অবস্থান করে। ইহারা স্ফটিকমণিময়
ভূতলকে চন্দ্রকিরণরাশি মনে করিয়া তাহার নিকটে
গমন করে না। অধিক কী বলিব? এখানে ভগবান
সূর্যদেবও শীতের ভয়েই যেন অগ্নিকোণেরই আশ্রয়
গ্রহণ করিয়াছেন॥ (৪৪)

১৮। নবীন অঙ্কুররাশির ন্যায় কিরণরাজিদ্বারা সুশোভিত,
মরকতমণিময় মার্গসমূহের প্রান্তভাগে চমূরুমৃগবধূগণ
চতুর্দিকে চকিতভাবে দৃষ্টিপাতসহকারে উক্ত মণিকিরণ-
সমূহকে যবাঙ্কুর মনে করিয়া বিচরণপূর্বক নিরন্তর
ব্রজসুলোচনাগণের নয়নে চমৎকারিতার সঞ্চার
করিতেছে॥ (৪৫)

১৯। ~~এইরূপ~~ যেখানে (যে বিনবিভাগে) —
মহতা হিমযোগেন (অতিশয় শীতের সংস্পর্শে) ভানোঃ
উষ্মা (সূর্যের সন্তাপ) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) হ্রসতি (হ্রাসপ্রাপ্ত
হয় [এবং]) বধূনাং (কান্তাগণের) বক্ষোজদ্বয়পার্শ্বদেশেষু
(কুচযুগলের প্রান্তভাগে [ক্রমশঃ]) উষ্মাবিভবাঃ বলন্তে
(উষ্ণতা বৃদ্ধিলাভ করে, [এইরূপ যেখানে]) রাত্রেঃ

(রাত্রির) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) দৈর্ঘ্যং ভবতি (পরিমাণ বৃদ্ধি
হয় [এবং]) শীতার্ত প্রিয়তম পরিষ্বঙ্গন বিধৌ (শীতপীড়িত
প্রিয়তমের আলিঙ্গন কালে [উক্ত বধূগণের]) বাম্য রহসঃ
হ্রসিমা (বামভাবোচিত রতিলীলা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়)॥৩২॥ (৪৬)
[এস্থানে] ব্রজসুদৃশঃ (ব্রজসুন্দরীগণ) কেশপাশেষু
(কেশবন্ধনের মধ্যে) কুরুবক-কুসুমানি (কুরুবক পুষ্পসমূহ),
অলককুলেষু (অলকরাশির মধ্যে) লোধ্রধূলীঃ (লোধ্র-
পুষ্পের পরাগরাশি [এবং]) উরসি (বক্ষঃস্থলে) মহাসহা-
প্রসূনৈঃ স্রজং (মহাসহা-পুষ্পের মালা) বহন্তি (ধারণ
করেন, [পরন্তু]) মণীন্দ্রমণ্ডনানি (বিবিধ উত্তম মণিময়
অলঙ্কার রাজি) ন (ধারণ করেন না)॥৩৩॥ (৪৭)
[এইরূপ ভাবিয়া] অঙ্গরাগে (অঙ্গরাগ ক্রিয়ায়) কালীয়কালেপনং
(কৃষ্ণবর্ণ অগুরুর প্রলেপ), নীলগৃহে (রতিগৃহে) কেবলধূপ-
ধূমং (কেবলমাত্র ধূপেরই ধূম [এবং]) এলাদি-কটুপ্রয়োগং
(এলাচ প্রভৃতি কটু (ঝাল) বস্তুযুক্ত) তাম্বূলং (তাম্বূল [ব্যবহার
করেন, পরন্তু]) যত্র (এস্থানে) উৎস্কতরঃ গুণঃ (শীত-
গুণ) গুণায় ন (দোষজনক হয়)॥৩৪॥ (৪৮)
২০। অতঃপর এই বনবিভাগসমূহের চতুর্থ বিভাগের নাম
'শিশির-সুখাকর'। সুহৃদ্‌গণের সমাগমে 'বল্লবীর' অর্থাৎ

বন্ধুগণের জীবনের যেরূপ উল্লাস হয়, এস্থলেও সেইরূপ 'বন্ধুজীব' অর্থাৎ বাঁধুলী পুষ্পসমূহের উল্লাস দৃষ্ট হয়। বিশ্বকর্মা যেরূপ 'প্রভাকর' অর্থাৎ সূর্যকে 'কুন্দ' অর্থাৎ শান-যন্ত্রে আরোপণ করিয়াছিলেন, এই বনবিভাগও সেইরূপ 'কুন্দ' অর্থাৎ তন্নামক পুষ্পরাশির মধ্যে সম্যগ্‌ভাবে 'প্রভা' অর্থাৎ কান্তি বর্ধন করে। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ 'সর্ব-দানব-দমনক' অর্থাৎ সকল দানবগণের দমনকারী, এই বনবিভাগও সেইরূপ 'সর্বদা-নব দমনক' অর্থাৎ সর্ব সময়ে নব নব দমনক পুষ্পশালী। প্রবল বর্ষাকাল যেরূপ 'মরু' ক্ষেত্রেও 'বক' পক্ষীর 'আমোদ' উল্লাস করে, এই বনবিভাগেও সেইরূপ প্রস্ফুটিত 'মরুবক' পুষ্পরাশির 'আমোদ' বা সৌরভ বিদ্যমান রহিয়াছে। মুনিসমাজের মধ্যে যেরূপ 'প্রমুদিত' অর্থাৎ সর্বদা হর্ষযুক্ত 'ভারদ্বাজ' অর্থাৎ ভরদ্বাজবংশের স্থিতি রহিয়াছে, এই বনবিভাগেও সেইরূপ হর্ষযুক্ত ভরদ্বাজ (ভরুই) পক্ষিগণ বিহার করে। লঙ্কাযুদ্ধে যেরূপ 'মানব' অর্থাৎ বৈবস্বত-মনুবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রেরও 'আসর' অর্থাৎ রাক্ষসের ক্রমশঃ বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, এস্থলেও সেইরূপ 'বাসর' অর্থাৎ দিবসের 'মান' অর্থাৎ পরিমাণ ক্রমশঃ 'বর্ধমান' হইতেছে। পদ্মিনীজাতীয়া

পত্নীর বিয়োগে সংসারবিরক্ত কোন সজ্জন সন্ন্যাসগ্রহণের নিমিত্ত উত্তরাপথে প্রস্থান করিলে লোকসকল যেরূপ (পুণ্য-কামনায়) তাঁহার পদসেবা করে, এস্থলেও সূর্যদেব প্রিয়তমা পদ্মিনীর (কমলিনীর) বিরহেই যেন বিরাগী হইয়া উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর দিকে প্রস্থান করিলে লোকসমূহ তাঁহার পদ-সেবা (অর্থাৎ শীত নিবারণের নিমিত্ত কিরণ উপভোগ) করে। আর, এইরূপ সূর্যদেব এই বনবিভাগের ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

৫০। যেখানে (বনবিভাগে) নদী, সরোবর ও ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে অভ্যন্তরাস্থিত মণিরাশির কিরণমালার ন্যায়, ধূমতুল্য জলীয় বাষ্পসমূহের উদ্গম হেতু জলরাশি লক্ষিত না হইলে ঐ সকল স্থানকে ধূমদর্শনে অনলযুক্ত বনরাশি মনে করিয়া হরিণীগণ সত্বর উহাতে প্রবেশ না করিয়া বিশেষভাবে নির্ণয় করিবার নিমিত্ত প্রভাতের আলোকের অপেক্ষা করে। আর, ভগবান্ সূর্যদেবও রাত্রিকালে পতিত তুষারকণাসমূহকে তৃণসমূহের অগ্রদেশে উৎপন্ন স্বচ্ছ মুক্তারাশি মনে করিয়া নিজ সুকোমল করাগ্রদ্বারা (কিরণের অগ্রভাগদ্বারা, অর্থাৎ রশ্মিচ্ছটাদ্বারা) হরণ করায় মুহূর্তমধ্যেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায় ॥ (৫০)

২২। উক্ত বনবিভাগে কৃষ্ণসারগণ অতি নিবিড় পত্ররাজির বিস্তারহেতু শিশির পাতশূন্য মনোরম বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া শীতভয়ে ভীত না হইয়া ধীরে ধীরে অতি-সুন্দর ভাবে রোমন্থনক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকিয়া দিবসের শেষভাগের অতিশয় শোভাবর্ধন করে। সন্ধ্যাকালে অগ্নিসন্তপ্ত প্রকাণ্ড লৌহগোলকতুল্য সূর্যমণ্ডল সমুদ্রজলে প্রবেশ করিলে (অর্থাৎ তথায় অস্তগমন করিলে) তদুত্থিত বাষ্পরাশির ন্যায় শিশির-কণাসমূহদ্বারা দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে নানাদিক্ হইতে বিহঙ্গগণ কলরব করিতে করিতে নিজ-নিজ-বাসস্থানের অভিমুখে যাত্রা করায় তাহাদের দ্বারা আকাশতল আচ্ছন্ন হয়। তথায় চতুর্দিকে অতিশয় অবনত ঘনপল্লবরাশির সমাবেশহেতু অভ্যন্তরে উষ্ণভাবাপন্ন, নীড়সদৃশ স্থানবিশেষে সুখনিদ্রায় নিমগ্ন বিহঙ্গ-মিথুনগণের নিঃশব্দতা-হেতু নিস্তব্ধপ্রায় তরুরাজিদ্বারা রাত্রিসমূহের অতিশয় রমণীয় ভাবেরই সঞ্চার হয়। আর, ঐ স্থলে রজনীতে চকোর-গণও শীতের ভয়ে চন্দ্রের কিরণরাশি উপভোগ করেনা॥ (৫২)

৫৩। এইরূপ —

(যত্র (যেস্থলে) স: (সেই) শিশির: কাল: অপি (শীতকালও) অতি প্রেমদ: (অতিশয় প্রেম বিস্তার করে, [যেহেতু এ সময়ে]) শয়নং গাঢ়ালিঙ্গন রসং এব (গাঢ় আলিঙ্গন রূপ বিলাসসহকারেই শয়ন হয়), মান: (মান) অপমানং গত: (অপমান লাভ করে, অর্থাৎ হীনদশা প্রাপ্ত হয়), প্রিয়সংকথা (প্রিয় ও প্রিয়াগনের পরস্পর আলাপ) দীর্ঘা এব (দীর্ঘভাবে চলিতে থাকে), রজনী ন ক্ষীণা ইতি (রাত্রির দীর্ঘতাবশত:) নিদ্রাগ্রহ: (নিদ্রা আসেনা), আলেপ: (অঙ্গে চন্দন-অগুরু প্রভৃতির প্রলেপ) পরিরম্ভণ ব্যবহিতে: কর্তা ইতি (আলিঙ্গনের ব্যবধান ঘটায় বলিয়া) দূরে (দূরে পরিত্যক্ত হয় [এবং]) প্রিয়য়ো: (প্রিয় ও প্রিয়তমার) সংশ্লেষা ([গাঢ় আলিঙ্গনকালীন] সংশ্লেষের উষ্ণতাই) প্রিয়: (প্রীতিদান করে) ॥ ৩৫॥ (৫২)

তদানীং (তৎকালে) দৈবগত্যা (দৈবের বিধানক্রমে) পদ্মিনীনাং (কমলিনীগনের) সম্ভব: হি ন ভবতি (জন্মই হয়না; [সেইহেতু]) দিনমণিভাস: (নিজ নায়ক সূর্যদেবের কিরণরাশি) ক্ব নু গোচরা: (কীরূপে তাহাদের গোচরীভূত হইবে?)। তৎ অপি (তথাপি) অস্মিন্ (এই বনভাগে) পদ্মিনীনাং আবলি: (পদ্মিনীজাতীয়া রমণীগন) উষসি

(প্রভাতকালে) কুতুকযোগাৎ (কৌতূহলবশত:) পৃষ্ঠত: (পৃষ্ঠভাগ দ্বারা) সাদরং (আগ্রহের সহিত) তা: ভজতি (সূর্যকিরণরাশির সেবা বা উপভোগ করেন)॥ ৩৬॥ (৫৩)

[এসময়ে বিলাসিনী রমণীর] কচভরম্ অপি (কেশপাশের উপরে) বন্ধুজীবমালা (বন্ধুজীব বা বাঁধুলী পুষ্পের মালা), অবতংস: দমনক-পল্লব-বল্লভ: (কর্ণভূষণরূপে দমনক-পল্লবের প্রতিই আসক্তি [এবং]) উরসি চ (বক্ষ:স্থলেও) নবকুন্দকোরকানাং স্রক্ ইতি (নূতন কুন্দকলিকার মালাই শোভা পায় বলিয়া) বধূ: (বিলাসিনী রমণী) মণীন্দ্রভূষাং (রত্নময় অলঙ্কার) ন দধে (ধারণ করেননা)॥ ৩৭॥ (৫৪)

২৪। এই বনবিভাগসমূহের পঞ্চম ভাগের নাম 'বসন্ত-কান্ত'। প্রিয়তমের সংযোগ যেরূপ অভিনব 'উৎকলিকাকুল' অর্থাৎ উৎকণ্ঠারাশিদ্বারা 'রসাল' অর্থাৎ সরস, সেইরূপ এই বনবিভাগে 'রসাল' অর্থাৎ আম্র তরুরাজি ও অভিনব 'উৎকলিকাকুল' অর্থাৎ উদ্গত মুকুলরাশিদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ভগবদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অতিমুক্ত পুরুষগণ যেরূপ সর্বদা উল্লসিত হ'ন, সেইরূপ এস্থলেও 'অতিমুক্ত' অর্থাৎ মাধবীলতার সর্বদা উল্লাস লাঞ্ছিত হয়। ভগবদ্ভক্ত পুরুষ যেরূপ 'প্রফুল্ল', 'রক্ত' (ভগবদনুরাগী) ও

'অশোক' (শোকমুক্ত), এস্থলেও সেইরূপ প্রফুল্ল রক্তবর্ণ অশোকবৃক্ষরাজি বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রার্থে যেরূপ 'নবস্তবক-কোবিদার' অর্থাৎ নবীনস্তুতিপ্রাপ্ত 'কোবিদ' অর্থাৎ পণ্ডিতগণের 'আর' অর্থাৎ গতি রহিয়াছে, সেইরূপ এই বনবিভাগেও নবীনস্তবকশালী 'কোবিদার' অর্থাৎ কাঞ্চনতরুরাজি বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাসংগ্রামের উপ-ক্রমে যেরূপ 'প্রভিন্ন' অর্থাৎ মত্ত 'পুংনাগনিকর' অর্থাৎ পুরুষজাতীয় হস্তিগণ অবস্থান করে, এই বনপ্রদেশেও সেইরূপ 'প্রভিন্ন' অর্থাৎ বিকসিত 'পুংনাগনিকর' অর্থাৎ নাগকেশর বৃক্ষসমূহ অবস্থান করিতেছে। মত্ত ব্যক্তি যেরূপ মধু-রসের 'আমোদে' অর্থাৎ সৌরভে বা অনুরাগে 'মন্দার' অর্থাৎ ধীরে ধীরে গমন করে, এই বনভাগেও সেইরূপ মধুরসের আমোদ বা সৌরভযুক্ত মন্দার-তরু বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যসমাবেশে যেরূপ 'বিলসৎ-কপিক' অর্থাৎ কপিগণের বিলাসযুক্ত, এই বনভাগও সেইরূপ 'পিক' অর্থাৎ কোকিলগণের আনন্দ-বিলাসযুক্ত। জীব যেরূপ সংসারসুখের 'লব' বা লেশমাত্র লাভ করিয়াই আমোদিত হয়, এই বনবিভাগও সেইরূপ ~~সংসারসুখ~~ ~~অর্থাৎ সংসক্ত সারভূত সুজনকে 'লবঙ্গ প্রমোদিত'~~ —

সংসার-সুমন-লবঙ্গ-ঘ্রাণমোদিত (অমৃত-সারভূত সুরা হয় যাহা হইতে, এইরূপ লবঙ্গ আছে যাহাতে, সেই বসন্তের ভারদ্বারা সৌরভযুক্ত)। ইক্ষ্বাকু-বংশে যেরূপ 'সদাবল' অর্থাৎ সর্বদা বলশালী 'মানবকুল' অর্থাৎ মনুকুলজাত পুরুষগণ বিদ্যমান, এই বনবিভাগেও সেইরূপ 'সদা-বলমান' অর্থাৎ সর্বদা বৃদ্ধিশালী 'বকুল' তরুরাজি বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বরসমূহের মধ্যে যেরূপ প্রস্ফুটভাবে 'সপ্তলপন' অর্থাৎ সপ্তপ্রকার আলাপ বর্তমান রহিয়াছে, এই বনবিভাগও সেইরূপ প্রস্ফুটিত 'সপ্তলাপ' অর্থাৎ সপ্তলাবৃক্ষকে প্রাপ্ত হইয়াছে। দান-প্রবাহ অর্থাৎ মদধারা যেরূপ 'প্রভিন্ন-করীর' – প্রভিন্ন অর্থাৎ মত্ত 'করী' বা হস্তী হইতে 'ঈর' অর্থাৎ নির্গত হয়, এই বনবিভাগেও সেইরূপ 'প্রভিন্ন' অর্থাৎ প্রস্ফুটিত 'করীর' অর্থাৎ টৈটে-পুষ্পের বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। রাগী অর্থাৎ অনুরাগী ব্যক্তির যেরূপ 'সদামন্দকুসুমাশুগ' অর্থাৎ সর্বদাই 'অমন্দ' বা প্রবলভাবে 'কুসুমাশুগ' অর্থাৎ পুষ্পবাণ কাম বর্তমান, এই বনভাগেও সেইরূপ 'সদা মন্দকুসুমাশুগ' অর্থাৎ সর্বদা মন্দ বা ধীর ভাবে কুসুমসম্বন্ধী 'আশুগ' অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত হয়॥ (৫৫)

১৬। যেস্থানে শিশিরের অবসানহেতু নির্মল অমৃতকর অর্থাৎ চন্দ্র মৃত কান্তিগণের সকলেরই যেন প্রাণের সঞ্চার করিয়া, মধুর ভাবে আবির্ভূতা মধু-যামিনীগণকে আলিঙ্গন করিতেছে। বাসন্তী পূর্ণিমা রজনী অতিমনোরম ভাবে বিরাজ করিতেছে। আর, এস্থলে কোন কামিনীই বা মধুর উৎসবসমূহে রমনীয়তা ধারণ না করে? ॥ (৫৬)

২৬। যে বনবিভাগে পুষ্পোদ্যানসমূহে সর্বদাই বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ পুষ্পচয়নছলে তথায় গমন করেন এবং সেই অলঙ্কৃত পুষ্পশালী তরুরাজির বিলাসহেতু মদমত্ত তরুণ শ্রীকৃষ্ণও সর্বদা তথায় বিহার করিয়া বিহারী হন। অর্থাৎ নিকুঞ্জে সকলদেশের হার-শূন্য হন। দিগ্বধূগণ পুষ্পপরাগে পরিপূর্ণ এবং পদ্মরাজির প্রতি আসক্ত ভ্রমরবৃন্দের সমাবেশে সবল অর্থাৎ মহিষশৃঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ শ্যামলবর্ণ হইয়াও নির্মল বলিয়াই লক্ষিত হয়। আর, এস্থলে ভ্রমরগণও প্রভূত কামসূচক ভাবসমূহে শুক্লভাবাপন্ন মহিলাগণের সুশোভন সুসৌরভে অতিশয় মত্ত হইয়া, মধুরূপ কর (শুল্ক) প্রদানকারী পুষ্পসমূহের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কারই করিতেছে এবং সেই পুষ্পসমূহও নিজেদের অজ্ঞাত অপরাধের চিন্তা করিতেছে॥ (৫৭)

যেস্থানে (যে-)

২৭। (বনবিভাগে) পত্রহীন পলাশ বৃক্ষের বনমধ্যে (শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও তদ্রূপ রক্তবর্ণ পুষ্পরাজি দর্শন করিয়া) ভ্রমরগণ — ইহা কি শুকপক্ষীর চঞ্চুসমূহ, অথবা কিংশুকের (পলাশের) মুক্তাসিক্ত বনভূমিই হইয়াছে? এইরূপ বিচার করিতে থাকে ॥ (৫৮)

২৮। অধিক কি বলিব?—

যত্র (যে বনভাগে) অয়ং (এই) কোকিলঃ (কোকিল পক্ষী) মাকন্দানাং কলিত-কলিকাস্বাদনঃ (আম্রবৃক্ষসমূহের মুকুল আস্বাদন করিয়া) চঞ্চচ্চঞ্চুঃ কণ্ঠমূলং ধুনানঃ (চঞ্চুর চঞ্চলতা ও কণ্ঠমূলের কম্পন সহকারে) যৎ অনদৎ (যে শব্দ করে), তত্র [লব্ধাবকাশঃ] (সেই অবসরেই), কলিকয়া সহ (আম্র-মুকুলের সহিত) গ্রাসীভূতঃ (~~পূর্ব~~ গ্রস্ত) দ্বিরেফঃ (ভ্রমরটিই) কুহুঃ ইতি মূর্তঃ নাদঃ (মূর্তিমান কুহুধ্বনিরূপে) বহিঃ যাতি (বহির্গত হয়) ॥ ৩৮ ॥ (৫৯)

২৯। এইরূপ —

যত্র (যেস্থানে) [সঃ (সুপ্রসিদ্ধ)] স্মরপক্ষসিন্ধুরেন্দ্রঃ (কন্দর্পরূপ দুর্দান্ত মত্ত করিরাজ) মদকল-কলকণ্ঠ-কণ্ঠঘণ্টা-ধ্বনিনিকরানুমিত-স্বতন্ত্রচারঃ (মদমুখর কোকিলকণ্ঠরূপ ঘণ্টার ধ্বনিদ্বারা স্বাধীন বিচরণবার্তার অনুমান জন্মাইয়া) মত্তরামা-কল-কলদঃ

(মত্তা রমনীগণের অমত্ত কামকলা বিস্তার পূর্বক, গজরাজ-
গমনে — তাদৃশী রমনীগণের ভয়জনিত কোলাহল ধ্বনির সঞ্চার
করিয়া) প্রতিসরাতি (ভ্রমন করিতেছে)।। ৩৯।। (৮০)
যত্র (যেস্থানে) শোভাকরী শ্রী: (বসন্তলক্ষ্মী) পুন্নাগৈ:
অবতংসনং (নাগকেশর পুষ্পরূপ শিরোভূষণ), বাসন্তিকাভি:
স্রজং (মালতীলতারূপ মাল্য), ~~ললাটফলকে (ললাটদেশে)~~
বকুলৈ: গুচ্ছার্দ্ধং (পুষ্পসমৃদ্ধ বকুলবৃক্ষরাজিরূপ হারবিশেষ), ললাট-
ফলকে (ললাটতটে) কিংশুকৈ: সিন্দুরকং (পলাশপুষ্পরূপ
সিন্দুরচিহ্ন), চাম্পেয়ৈ: কুচকঞ্চুকং (চম্পকরাজিরূপ স্তন-
কঞ্চুক [এবং]) কটিতটে (কটিদেশে) বঞ্জুলৈ: (পুষ্পশালী
অশোকবৃক্ষরূপ) শোণাম্বরং (রক্তবসন) বিদধতী
(পরিধান পূর্বক) নিত্যং (সর্বদা) মূর্তিমতী সতী (মূর্তিমতীরূপে)
বিজয়তে (নিজ উৎকর্ষ বিস্তার করেন)।।৪০।। (৮১)
যত্র কিল (যেস্থানে) নিরবধি (নিরন্তর) ভাববত্য: (অনুরাগ-
যুক্তা) কা: (কোন জাতীয়া) কতি বনলতিকা: (কতই বা
বনলতা) স্মিতকুসুমতুষ: (পুষ্পরূপ মৃদুহাস্যরতা), মরন্দ-
বাষ্পা: (মধুরূপ প্রেমবাষ্প বর্ষিনী [ও]) প্রাবিলসদঙ্কুর-
জাতরোমহর্ষা: (বিকাসিত কলিকারূপ রোমাঞ্চ শোভিতা
হইয়া) ন সংলসন্তি (বিলাস বিস্তার না করিতেছে?)।।৪১।। (৮২)

৩০। উক্ত বনবিভাগসমূহের মধ্যে ষষ্ঠ বিভাগের নাম 'নিদাঘসুভগ'।
কাশ্মীরপ্রদেশে যেরূপ সর্বদা উৎপত্তিশীল ও সৌরভপূর্ণ
'বিলসৎক' অর্থাৎ সুষবিলাসযুক্ত 'পীতন' অর্থাৎ কুঙ্কুম বিরাজ-
মান, এস্থলেও সেইরূপ 'কপীতন' অর্থাৎ শিরীষবৃক্ষের বিলাস
বর্তমান। সরোবরের যেরূপ 'প্রফুল্লমাল্লকাক্ষ' অর্থাৎ ধূসরবর্ণ ও অর্থাৎ রক্তচঞ্চুচরণযুক্ত হংস (হংসবিশেষ)
দ্বারা 'অলিত' অর্থাৎ শোভিত, এই বনপ্রদেশও সেইরূপ
'প্রফুল্ল মাল্লিকা' পুষ্পদ্বারা 'আলিত' অর্থাৎ শোভিত। শরৎকাল যেরূপ
'সসন্নপাটল' অর্থাৎ 'সসন্ন' বা পরিপক্ক 'পাটল' অর্থাৎ আশুধান্য-
যুক্ত, এই বনবিভাগও সেইরূপ প্রস্ফুটিত 'পাটলা' নামক পুষ্পযুক্ত।
স্বর্গের ন্যায় এস্থলেও সর্বদা 'শক্র' (ইন্দ্র, বনপক্ষে কুটজবৃক্ষ)
উৎফুল্ল রহিয়াছে। সরোবরের ন্যায় এস্থলেও 'শতপত্রক'
(পদ্ম, বনপক্ষে দার্বাঘাট নামক পক্ষী) পরিস্ফুট রহিয়াছে।
দূরস্থিত পর্বতবর্তী বহ্নির অনুমান করিতে হইলে যেরূপ 'নিয়ত'
ভাবে তদ্গত 'ধূম্যা' অর্থাৎ ধূমরাশির 'অট' অর্থাৎ অনুসন্ধান করিতে
হয়, এস্থলেও সেইরূপ নিয়তভাবে 'ধূম্যাট' অর্থাৎ ফিঙা-
নামক পক্ষিগণ বর্তমান। প্রহ্লাদের বংশে যেরূপ প্রচণ্ড
'বিরোচন' (তৎপুত্র) বিরাজমান, এস্থলেও সেইরূপ প্রচণ্ড বিরোচন
অর্থাৎ সূর্যদেব বিরাজ করেন। বৈকুণ্ঠ যেরূপ ব্যক্তি 'বিষ্ণুপাদ'
অর্থাৎ বিষ্ণুর পাদপদ্মে সূক্ষ্যযুক্ত, এস্থলেও সেইরূপ

'নিষ্ঠুরাদ' অর্থাৎ চন্দ্রকিরণরাজি স্পৃহনীয় হয়। ঈশ্বর যেরূপ 'অমন্দ' অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে 'নমজ্জন' অর্থাৎ প্রণত জনগণের সুখদাতা, এস্থলেও সেইরূপ 'অমন্দ' অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপেই 'মজ্জন-সুখ' অর্থাৎ স্নানক্রিয়ায় সুখ হয়। সাধুসঙ্গে যেরূপ 'দোষাবসর' অর্থাৎ দোষের অবসর ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়, এস্থলেও 'দোষা' অর্থাৎ রাত্রির 'অবসর' অর্থাৎ ক্ষণ ক্রমশঃই সেইরূপ ক্ষীণ হইতেছে। হরিভক্তের প্রতি 'জগৎপ্রাণ' অর্থাৎ জগতের প্রাণিমাত্রই যেরূপ সর্বদা অনুকূল, এস্থলেও সেইরূপ সর্বদাই 'জগৎপ্রাণ' অর্থাৎ সমীরণ অনুকূল রহিয়াছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ 'ভদ্রশ্রী' অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সম্পত্তিদ্বারা 'রসবিলাস' অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি রসের বিলাসহেতু 'সুখ' ভোগ করেন, এস্থানেও সেইরূপ 'ভদ্রশ্রী-রস' অর্থাৎ চন্দনদ্রবদ্বারা বিলাসসুখ অনুভূত হয় ॥ ৫৩ ॥

৫৩। এইরূপ, যেস্থানে (যৌবনবিভাগে) শৈত্যগুণ প্রবল গ্রীষ্মজনিত মর্মবেদনা-হেতু সকলস্থান হইতে পলায়ন করিয়াই যেন কেবলমাত্র ব্রজবাসিনী পদ্মিনী রমণীগণের স্তনদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; যেস্থানে (যৌবনবিভাগে) তরু ও লতাসকল গ্রীষ্মসন্তাপে পীড়িত হইয়াই যেন দুঃসহভাবে ধীরে ধীরে কম্পিত

পল্লব ব্যজনদ্বারা পরস্পর বীজন বা বায়ুসঞ্চালন করিতেছে।
আর, তাহারা নিজ-নিজ নিবিড় পল্লব-ছায়াদ্বারা মণিময় আলবালাস্থিত
জলরাশিকে আচ্ছাদনপূর্বক শীতল করিয়াই যেন অতিশয়
আতিথ্যপরায়ণ ব্যক্তিগণের ন্যায় অনুগ্রহকৃত জলছত্র রচনা
করিয়া পশু ও মৃগগণের তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিতেছে
এবং নিরন্তর ছায়াযুক্ত ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণের ন্যায় বিরাজমান
নিজ-তল দেশে তাহাদিগকে বিশ্রাম করাইতেছে ॥ (৬৪)

৩২। (যে বনবিভাগে) যেস্থানে বনপথসমূহ প্রখর সূর্যকিরণের সম্পর্কযুক্ত
সূর্যকান্তমণিরাশি হইতে উৎপন্ন অগ্নিরাশির নির্বাপনক্ষম, এবং
ক্রীড়াপর্বতের অগ্রদেশ হইতে প্রবাহিত, সুশীতল নির্ঝরের
জলপ্রপাতদ্বারা শীতল হইলে এবং বৃক্ষরাজির নিবিড় পল্লব-
বৃন্দের দ্বারা সূর্য্যকিরণরাশি প্রতিহত হইলে ব্রজদেবীগণ
পরস্পর ভঙ্গীসহকারে হস্তধারণপূর্বক মণিময় নূপুরের মধুর
ঝন্‌ঝন শব্দের সঞ্চার করিয়া তাদৃশ গ্রীষ্মকালেও বসন্ত-
কালের ন্যায়ই কৌতুকভরে উক্ত বনপথসমূহে ক্রীড়া
করেন ॥ (৬৫)

৩৩। (যে বনবিভাগে) যেস্থানে সূর্যকিরণের শিলাসম্পর্কহেতু বিষম বিষধর
সর্পের নিঃশ্বাসের ন্যায় অতিভয়ঙ্কর পবনসমূহ স্বয়ংই
নিজকে পীড়াদানপূর্বক অগ্নিযুক্তের ন্যায় প্রতি জলাশয়ে

অবগাহন করিয়াও গাত্রজ্বালা নিবারণে অসমর্থ হইয়াই যেন শীতল হইবার আশায় ব্রজবাসিনী নায়িকাগণের স্তনসৌরভের লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের নিকটে আগমন করে। এইরূপ, (যে বনবিভাগে) যেখানে যে গ্রীষ্মকালে লোকসমূহের দিবাভাগ হইতেই ভয় দেখিয়াই যেন রাত্রিকাল চন্দ্রকিরণদ্বারা রমণীয়ভাব ধারণ করে, সেই সময়ে জনগণ সেই রাত্রির প্রতি আসক্তি-বশত: গ্রীষ্মকালেরই প্রশংসা করেন ॥৬৬॥

৩৪। এইরূপ যত্র (অর্থাৎ যে বনবিভাগে) (যেখানে) নিদাঘসময়ে (গ্রীষ্মকালে) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কান্তয়া সমং (প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত), সরোবাপ্যাদিমধ্যস্থিতে (সরোবর ও দীর্ঘিকার মধ্যস্থিত), চঞ্চচ্চামরচারুমারুতযুতৈঃ (চঞ্চল চামররাজির বায়ুকম্পিত), কর্পূরসূক্ষ্মরেণুবন্ধুভিঃ (অতিসূক্ষ্ম কর্পূররেণুমিশ্রিত), নিঃস্যন্দিভিঃ অপাং বিন্দুভিঃ (ক্ষরিত জলবিন্দুরাশি [ও]) মুক্তাবিতানৈঃ অপি (মুক্তাময় চন্দ্রাতপদ্বারা) আকীর্ণে (পরি-ব্যাপ্ত) জলযন্ত্রবেশ্মনি (জলযন্ত্রের গৃহে অর্থাৎ ফোয়ারাযুক্ত গৃহমধ্যে) মুদা (হর্ষভরে) শেতে (নিদ্রা উপভোগ করেন) ॥৪২॥ (৬৭)

[এস্থানে] হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) স্থূলয়া মুক্তাস্রজা (স্থূল মুক্তার মালাদ্বারা) ভালপ্রান্তনিবদ্ধকুন্তলভরঃ (ললাটের প্রান্তভাগে কেশরাশি দুইভাগে আবদ্ধ করিয়া) কাঞ্চনসারিহারি (স্বর্ণজলের [স্বর্ণরশ্মির] উজ্জ্বল

ন্যায় মনোহর [ও]) পবনস্পন্দানুমেয়ং (বায়ুর স্পন্দনে অনুমান-
যোগ্য অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম) বাসঃ দধৎ (বস্ত্র পরিধানপূর্বক),
মল্লীকোরকমালয়া (মল্লিকা পুষ্পের কলিকা-রচিত মাল্য),
দ্রুততর-শ্রীখণ্ডপঙ্কেন চ (অতিতরল চন্দন লেপ [ও])
দ্বিত্রেন প্রিয়মণ্ডনেন চ (দুই তিনটি মাত্র প্রিয় অলঙ্কারদ্বারা)
কৃতাকল্পঃ (বেশ রচনা করিয়া) ক্রীড়তি (বিহার করেন) ॥৪৩॥ (৬৮)

গ্রীষ্মের বনবিভাগ

[যস্মিন্ (যেস্থানে) নিদাঘশ্রিয়া (গ্রীষ্ম লক্ষ্মী) দিবসাবসান-
সময়ে (সন্ধ্যাকালে) আত্মনঃ (নিজের সম্বন্ধে) শিরীষকুসুমৈঃ
(শিরীষপুষ্পরূপ) কর্ণালঙ্করণং (কর্ণভূষণ), পাটলৈঃ
(পুষ্পশোভিত পাটল বৃক্ষরূপ) উত্তংসনং (শিরোভূষণ),
মল্লীভিঃ (মল্লিকা পুষ্পরূপ) মালাং (মালা), কুটজৈঃ
([ও] কুটজ-পুষ্পরূপ) অঙ্গদাদি (বলয় প্রভৃতি) সম্পাদয়ন্তী
(রচনা করিয়া), সদৃগ্ভূষাভিঃ (তুল্য ভূষণভূষিতা)
আলীভিঃ বনরাজীভিঃ সহ (শ্রীরাধার সহচরী ও বনরাজির
সহিত মিলিতা হইয়া) ঐশাঙ্ঘ্রয়ঃ সেবতে (শ্রীকৃষ্ণের
চরণসেবা করেন) ॥৪৪॥ (৬৯)

৩৫। এইরূপ দুই দুইটি ঋতু একত্র হইয়া তদ্দ্বারা বিভক্ত
আরও তিনটি (শরৎ-হেমন্ত সন্তোষ, শিশির-বসন্ত কান্ত ও
নিদাঘ-বর্ষা-হর্ষ) বিভাগের অবস্থানহেতু বৃন্দাবনে

নয়টি বনেরই অবস্থান রহিয়াছে। আর, মূল বনটি একসঙ্গে
ছয় ঋতুরই সমাবেশযুক্ত বলিয়া উহাই অঙ্গী। উক্ত অঙ্গী
মূল বন এবং অঙ্গস্বরূপ নয়টি বনে মিলিত হইয়া বৃন্দাবনে
দশটি বিভাগ বিরাজমান রহিয়াছে ॥ (৭০)

৩৩। যে বৃন্দাবনে ছয় ঋতুর একত্র সমাবেশযুক্ত বিভাগে —
ব্রজসুভ্রুবঃ (ব্রজসুন্দরীগণ) প্রতিদিনং (প্রতিদিন)
সদা (সর্বদা) সীমন্তে (সীমন্তদেশে) নবনীপকং
(নবীন কদম্ব পুষ্প), করতলে (হস্তে) লীলারবিন্দং
(লীলা-কমল), কপোলস্থলকে (গণ্ডস্থলে) নবাস্নিগ্ধং
(নূতন ও স্নিগ্ধ) লোধ্র রেণুঃ (লোধ্র-পুষ্পের রেণু),
গলে (গলদেশে) বন্ধুকমালাং (বাঁধুলী ফুলের মালা),
কর্ণে (কর্ণযুগলে) শুষাকিনং (শুষকযুক্ত) বঞ্জুল পল্লবং (অশোকের পল্লব [ ]) কুণ্ডলে (কেশবন্ধনে) মল্লীস্রজং (মল্লিকার
মালা) বিভ্রত্যঃ (ধারণ করিয়া) কৃষ্ণং উপাসতে
(শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবস্থান করেন) ॥৪৫॥ (৭১)

যস্মিন্ (এইরূপ স্থানে — যে বন-বিভাগে) নানামণীন্দ্রালয়সন্নিধা-
বর্ধিতসৌভগং (বিবিধ মণিময় গৃহসমূহের সহিত
সন্নিধিহেতু অতি সৌন্দর্যশালী) মঞ্জুল কুঞ্জ মণ্ডপ কুলং
(মনোরম কুঞ্জ মণ্ডলসমূহ) পিককুলৈঃ (কোকিল
[ও]) ভৃঙ্গৈঃ চ (ভ্রমরগণের) নিকূজিতং (ধ্বনি-

যুক্ত হইয়াছে, [এবং]) যস্মিন্ (যেস্থানে — যে বনবিভাগে) রজনৌ (রাত্রিকালে) ওষধয়ঃ (ওষধিগণ) দীপায়িতাঃ জ্বলন্তি (প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতে থাকে), কস্তুরীহরিণাঙ্গনাঃ (কস্তুরীমৃগের বধূগণ) সৌরভং (সৌরভ) বিদধতে (বিস্তার করে [ও]) চমর্য্যঃ (চমরীগণ) লুমৈঃ (পুচ্ছ-দ্বারা) মৃজাং (সম্মার্জনীর কার্য্য [সম্পাদন করে]) ॥৪৬॥ (৭২)

৩৭। এইরূপ বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে বৃন্দাটবীদেবীর ইন্দ্রনীলমণিময় হারলতার ন্যায়, নীলপদ্মের মালার ন্যায়, কজ্জলের প্রণালীর ন্যায় ও নীলবর্ণ শাটী বা শাড়ীর ন্যায় যমুনানাম্নী এক নদী বিরাজ করিতেছেন ॥ (৭৩)

৩৮। যে যমুনা-নদী তরঙ্গশালিনী হইয়া প্রণতগণের রঙ্গদাত্রী; যিনি কমলশোভিতা, অথচ যাঁহার জলরাশি কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না; যিনি সারসপক্ষীর শোভাযুক্তা, অথচ 'বিসার-সারসা' অর্থাৎ তন্মধ্যে মৎস্যগণের বল লক্ষিত হয়; যিনি প্রণতকে সুখ প্রদান করেন, অথচ নমজ্জনেও (প্রণতজনের প্রতিও) সুখদান করেন ॥ (৭৪)

৩৯। এই যমুনানদী মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ন্যায় অতিচঞ্চল তরঙ্গহস্তদ্বারা গৃহীত জলজ পুষ্পরাশি দ্বারাই যেন নিরন্তর অবাধে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া অতিশয় শোভা পাইতেছেন।

তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত চক্রবাকমিথুনরূপ পয়োধরযুগল
বিবিধ লতাকারে চিত্রবিচিত্রা কঞ্চুলিকার ন্যায়
চিকুর চিকুরস্বরূপ শৈবাললতারাজিদ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে;
তিনি কহ্লারপ্রভৃতি পুষ্পরাশির সুবিস্তৃত রেণুরাশিরূপ
বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া চঞ্চল ভ্রমরশ্রেণীরূপ বেণী-
ধারণ করিতেছেন; নীলকমলই তাঁহার নয়ন; প্রস্ফুটিত পদ্মই
তাঁহার মুখ; প্রফুল্ল হল্লক অর্থাৎ রক্তসুঁদিপুষ্পই তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ;
সারসবৃন্দরূপ চন্দ্রহারশোভিত পুলিনভাগই তাঁহার নিতম্ব;
এবং কলহংসই তাঁহার পাদ-বলয়রূপে বিরাজ করিতেছে॥ (৭৫)

৪০। যেই যমুনা নদী স্বীয় উভয়তীরবর্তী, পুষ্পভরে অবনত-
শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজির প্রতিবিম্বচ্ছলে জলমধ্যেও
পুষ্পসমৃদ্ধিশালী অপর একটি বনের অবস্থা প্রকাশ করিলে
জলমধ্যস্থিত মৎস্যগণ বৃক্ষরাজির সহিত প্রতিবিম্বিত
তদ্গত পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত চঞ্চুদ্বারা কিয়ৎক্ষণ
তাহাদের খণ্ডনের অভিনয় করে। আর, রাত্রিকালে উক্ত
জলমধ্যে নক্ষত্র ও গ্রহরাজি প্রতিবিম্বিত হইলে তাহা কোন
ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রসারিত লাজরাশি মনে করিয়া শফরী (অর্থাৎ পুঁটিমাছ)
সমূহও ইহার প্রত্যেকটিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠা
প্রকাশ করে॥ (৭৬)

৪১। যে-যমুনানদীর দক্ষিণভাগে কর্পূররাশিময় স্থলীসদৃশ, অন্ধকাররাশি কর্তৃক উদ্গীর্ণ মনোরম জ্যোৎস্নাসমূহের ন্যায়, বৃন্দাটবী দেবীর চন্দনরচিত অঙ্গরাগরাশির ন্যায়, সজ্জিত বেণীর মধ্যে মধ্যে বিরাজমান মালতীপুষ্পরচিত মালার [illegible]-সমূহের ন্যায় নূতন পুলিনরাজি পরিলক্ষিত হয়। আর, এই পুলিনসমূহের কোন প্রদেশে মরকতমণির অঙ্কুররাশির ন্যায় নববিকশিত তৃণাঙ্কুর-রাশিদ্বারা পরিপূর্ণ হইলে তন্মধ্যে পুষ্পশালী বিবিধ উপবন, মধ্যে মধ্যে মনোরম কুঞ্জসমূহ ও প্রত্যেক পুলিনস্থ উপবনে চিন্মণিময় মণ্ডপরাজি বিরাজ করিতেছে ।। (৭৭)

৪২। যে-সকল চিন্ময় মণিময় মণ্ডপসমূহের অঙ্গনসকলে সারস, মরাল, কুরর, চক্রবাক ও কলহংস প্রভৃতির সহিত শুক, কোকিল, লাব, ও চকোর প্রভৃতি বিহঙ্গগণ যেন আগ্রহভরেই কৃষ্ণকথার আলাপদ্বারা মধুর গোষ্ঠী অর্থাৎ মনোরম আলাপসভার প্রবর্তন করিতেছে; আর, যে-যমুনার উভয়পার্শ্বে বিবিধ মণিদ্বারা আবদ্ধ তীরভাগ-সমূহের মধ্যে মধ্যে মরকত, পদ্মরাগ, বৈদূর্য ও প্রবালাদি

বিবিধ মণিরাজি দ্বারা নির্মিত ঘাটসমূহ বর্তমান রহিয়াছে; উভয়তীরেরই সেই ঘাটসমূহের সোপানশ্রেণি ~~পরস্পর~~ সমভাবে ~~এবং~~ সুগঠিত হইয়া পরস্পরের অভিমুখে অবস্থানহেতু সৌন্দর্যলক্ষ্মীর দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ের আকারেই অনুভূত হয়॥ (৭৮)

৪৩। (যে-) ~~ঐ~~ ঘাটসমূহের উভয়পার্শ্বে মণিময় মণ্ডপরাজি অপেক্ষাও মহার্ঘকলোভাসিযুক্ত লতামণ্ডপ সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। তাহারা এইরূপ —

চতুর্ষু কোণেষু (ঐ সকল লতামণ্ডপের চারি কোণে) সরুচঃ (সমানকান্তিযুক্ত [সর্বতোভাবে একই প্রকার]) চত্বারঃ তরবঃ (চারিটি বৃক্ষ [অবস্থান করিতেছে, E-এবং]) তেষাং অধঃ (তাহাদের অধোদেশে) উভয়তঃ চ (দক্ষিণ ও বামদিকে) দ্বে দ্বে লতে (দুই দুইটি লতা) প্রিয়ে ইব (প্রিয়াযুগলের ন্যায়) তান্ আক্রম্য (সেই বৃক্ষচতুষ্টয়কে আলিঙ্গনপূর্বক) পরস্পরাত্ত-বপুষঃ (নিজেরাও পরস্পরের দেহকে জড়িত করিয়া) বিষ্বক্ (উক্ত মণ্ডলমধ্যে সর্বত্র) তথা (এরূপ) অবর্ধতাং (বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে) যাসু (যাহাতে) সর্বাঃ (তাহারা সকলে) পুষ্পৈঃ ফলৈঃ পল্লবৈঃ

(পুষ্প, ফল ও পল্লবরাজি দ্বারা) সাঙ্গোপাঙ্গ-মণীন্দ্র-মণ্ডপ-রুচঃ (অঙ্গ ও উপাঙ্গযুক্ত মণিময় মণ্ডপ সমূহের ন্যায় কান্তি) কুর্বন্তি (বিস্তার করিতেছে)॥ ৪৭॥ (৭৯)

৪৪। উহা এইরূপ —

তে অমী (সেই সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষচতুষ্টয়ই) স্তম্ভাঃ (মণ্ডপের চারিটি স্তম্ভ), নিয়তকুসুমিতাঃ (সর্বদা পুষ্পশালী) তদীয়াঃ (তদীয়) কাণ্ডশাখাঃ (কাণ্ডশাখাসমূহই) বড়ভ্যঃ (চারিটি বড়ভী অর্থাৎ ছাদের নিম্নে চতুষ্পার্শ্বস্থ [এইরূপ] চারিটি কাষ্ঠবিশেষ), স্তবকিতানাং বল্লীনাং (পুষ্প-শোভিতা লতারাজির) বিটপকুলৈঃ (পল্লবাবলিদ্বারা) ছদীংষি অপি কল্পিতানি ([তাহার] ছাদসমূহও রচিত হইয়াছে। আর,) কৈশ্চিৎ (ঐ লতারাজিরই কোন কোন পল্লবরাজি দ্বারা) ভঙ্গীবিরচনরুচিরাঃ (ভঙ্গীবিশেষ সহকারে মনোরম) ~~দ্বারক~~ দ্বারঃ (দ্বারসমূহ), অন্যৈঃ কৈশ্চিৎ (অন্য কতিপয় লতাপল্লবদ্বারা) ভিত্তয়ঃ (মণ্ডপের প্রাচীর-সমূহ [এবং]) কৈশ্চিৎ পুষ্পৈঃ (কতিপয় পুষ্পরাশি-দ্বারা) প্রালম্ব চূড়াকলসবিরচনা-চামরাদীনি (উর্দ্ধভাগে লম্বমান মালা, চূড়াস্থিত কলস, বিচিত্র পত্রশোভা বিরচনা ও চামরসমূহ [বিরচিত হইয়াছে]) (৪৮) (৮০)

৪৫। যে বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধননামক গিরিরাজ বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণুর পুরুষরূপী অবতার যেরূপ সহস্রশিরাঃ ও সহস্র-পাদ (সহস্র মস্তক ও চরণ বিশিষ্ট), এই গিরিরাজও সেইরূপ সহস্র শিরঃ অর্থাৎ শৃঙ্গ ও সহস্র পাদ অর্থাৎ প্রান্তবর্তী পর্বতমালাদ্বারা বিভূষিত; ইনি অতিবিলাসী ব্যক্তির ন্যায় উজ্জ্বল মণিকটক (বিলাসিপক্ষে মণিময় বলয়, পর্বতপক্ষে — মণিময় নিতম্বদেশ) ধারণ করিতেছেন; শব্দরাশি যেরূপ 'বিবিধ ধাতু যোনি' অর্থাৎ নানাবিধ ধাতু (শব্দশাস্ত্রোক্ত 'ভূ', 'অস্' প্রভৃতি ধাতু) রূপ 'যোনি' বা মূল কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এই পর্বতও সেইরূপ স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতুদ্রব্যের যোনি অর্থাৎ আকরস্বরূপ; ধ্রুব যেরূপ 'ভূভৃৎকুলের' অর্থাৎ রাজকুলের ভূষণ, অথচ ভগবানের অনুগ্রহে সকলের ঊর্দ্ধবর্তী 'লোক' অর্থাৎ মহর্লোক লঙ্ঘন করিয়া বিরাজ করেন, এই পর্বতও 'ভূভৃৎকুল ভূষণ' অর্থাৎ সমস্ত পর্বতের অলঙ্কারস্বরূপ, অথচ (শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে) সকলের ঊর্দ্ধবর্তী বৈকুণ্ঠলোক অতিক্রম করিয়াছেন; ইন্দ্রের সেনামণ্ডলী যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ গুহালঙ্কৃত (গুহ অর্থাৎ কার্তিকেয় দ্বারা অলঙ্কৃত), এই গিরিরাজ সেইরূপ দুর্গম গুহাসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত; মলয়পর্বতে যেরূপ সর্বত্র 'ভদ্রশ্রী' অর্থাৎ চন্দনশোভা বর্তমান, এই গোবর্দ্ধনেও

সেইরূপ 'সর্বতোভদ্রশ্রী' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উত্তম সমৃদ্ধি বিরাজ করিতেছে; অথচ মলয়পর্বতের ন্যায় ইনি সর্পগণের আবাস স্থান নহেন; শঙ্করের চূড়ায় চন্দ্র থাকিলেও তিনি উগ্র, পরন্তু এই পর্বতের চূড়ায় অর্থাৎ শৃঙ্গেও চন্দ্র বিরাজ করেন, অথচ ইনি উগ্র নহেন; ভগবানের অঙ্গের ন্যায় ইঁহার অঙ্গেও বনমালা (মালাবিশেষ, পক্ষান্তরে বনরাজি) শোভা পায়। আনন্দ যেরূপ 'মহোৎসবেষ্ট' অর্থাৎ মহান উৎসবসমূহে অভীষ্ট, সেইরূপ ইঁহার মধ্যেও 'মহান উৎস' অর্থাৎ প্রস্রবণাদির 'বেষ্ট' বা বেষ্টন রহিয়াছে; ভূমণ্ডল যেরূপ 'লোকালোক'নামক পর্বতদ্বারা রমনীয়, ইনিও সেইরূপ 'লোক'সমূহের 'আলোক' অর্থাৎ দর্শনে বা দৃষ্টি-মার্গে 'রমণীয়'; এই গোবর্দ্ধনে 'আনন্দকন্দর' অর্থাৎ আনন্দের মূলদাতা 'বট' বৃক্ষ বিরাজমান, অথচ ইহাতে আনন্দময় 'কন্দর' বা গুহাসমূহের 'অবট' বা গর্তসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে; আর, ইনি বনরাজির মধ্যে অবস্থিত প্রাণি-গণের পালন করিয়া পরম শোভা ধারণ করিতেছেন। (৮৭)

৪৬। 'অরূপ্যত্ব' হেতু কৈলাস পর্বতের সহিত এই গোবর্দ্ধনের উপমা হয় না, অর্থাৎ ইনি 'অরূপ্য' - রৌপ্যময় নহেন, পরন্তু বিবিধ ধাতুময়, এবং 'অরূপ্য' অর্থাৎ নিরূপণের অযোগ্য, আর কৈলাসপর্বত কেবলমাত্র

সৌন্দর্য্য ও নিষ্কলঙ্কের যোগ্য। আর, অজাতরূপত্ব-হেতু
সুমেরুর সহিত ও এই গোবর্দ্ধনের তুলনা হইতে পারে না। অর্থাৎ
ইনি 'জাতরূপ' অর্থাৎ সুবর্ণময় নহেন এবং 'জাতরূপ' অর্থাৎ
উৎপত্তিশীল-রূপ-বিশিষ্ট নহেন, পরন্তু নিত্যসিদ্ধ-রূপ-বিশিষ্ট,
আর সুমেরুপর্ব্বত 'জাতরূপ' অর্থাৎ সুবর্ণময় ও 'জাতরূপ'
অর্থাৎ প্রকৃতিজাত স্বরূপ-বিশিষ্ট ॥ (৮২)

৪৭। আদিরসের বর্ণনার উপযোগী বর্ণসমূহের মধ্যে যেরূপ
'টবর্গ' অর্থাৎ 'ট' বর্গীয় বর্ণসমূহ মাধুর্য্য পোষক নহে এবং
নাটক-নাটিকার অভিনয়ে 'নটবর্গ' অর্থাৎ অভিনেতৃ নটগণ
যেরূপ মাধুর্য্য পোষক হয়, সেইরূপ এই গোবর্দ্ধনেও
'নটবর্গ' অর্থাৎ সোনালুনামক বৃক্ষসমূহ মাধুর্য্য পোষণ
করিতেছে ॥ (৮৩)

৪৮। এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে কালীয়ক বৃক্ষরাজির মূলদেশ দ্বারা
প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ উপত্যকা ভাগসমূহকে সৌরভসম্পন্ন
করিলে তথায় উৎপন্ন তৃণমাত্রই গন্ধতৃণ রূপে পরিচিত হয়।
আর মরকতমণিময় বৃক্ষরাজির মূলদেশে প্রবাহিত ও শুকপক্ষীর পক্ষরাজির
ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট প্রস্রবণসমূহে স্নান করিয়া রুরু, চমর, চমূরু,
শম্বর, গন্ধর্ব, সৃমর, রোহিষ, শশ ও সম্বর প্রভৃতি সকল জাতীয়
মৃগই মরকতমণি রচিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইলে পরস্পর
কেহই কাহারও পরিচয়ে সমর্থ হয় না ॥ (৮৪)

BINA
EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূর অন্বয়ানুবাদ
হেতমান খাতের মধ্যে
খাতা — ২নং

Pages 128 No. 8

[illegible]

শ্রীব্রজানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ।
প্রথম স্তবক (Contd.)

৪২। (গো-) গোবর্ধন পর্বতের কোন স্থানে স্ফটিক মণিময় শুভ্র
অংশবিশেষ নীলকান্তমণিময় শিলাসমূহের কিরণরাশি দ্বারা
রঞ্জিত হইলে উহা নীল উত্তরীয়ধারী শ্রীবলদেবের ন্যায়
(দৃষ্ট) হইতেছে। কোনস্থলে মরকতমণিময় উজ্জ্বল অংশবিশেষ
মনোরম স্বর্ণময় শিলারাশির কিরণমালা দ্বারা অধোভাগে
বিলিপ্ত হইলে উহা পীতাম্বর নারায়ণের শ্রীবিগ্রহের ন্যায়
পরিলক্ষিত হইতেছে। কোন স্থানে বা স্বর্ণময় শিলাপট্টের
সহিত উজ্জ্বল হীরকময় প্রস্তর ভিত্তির মিলনহেতু উহা
হর-গৌরীর মিলিত দেহের ন্যায় শোভা পাইতেছে।
কোন স্থানে মরকতমণিময় অংশবিশেষের উভয় পার্শ্বে
প্রস্রবণের জলধারা প্রবাহিত হওয়ায় উহাকে মণ্ডলাকৃতি-
ধনুকধারী শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়ই মনে হইতেছে। কোন স্থানে
রজতময় অংশবিশেষের উপরিভাগে পদ্মরাগমণিময়
শিলাপট্টের অবস্থানহেতু উহা মহাহংসের উপরে
উপবিষ্ট ব্রহ্মার ন্যায় # বিরাজ করিতেছে। কোনস্থানে বা
অত্যুচ্চ ও বিবিধমণিময় অংশবিশেষের উপরিভাগ হইতে
বিবিধ মণিকিরণে রঞ্জিত হইয়া প্রবলবেগে নির্মল প্রস্রবণ
প্রবাহিত হইলে মনে হয় যেন, এই গোবর্ধনের গাত্রে
ইন্দ্রধনুই সরলভাবে লম্বমান রহিয়াছে। কোনস্থানে

বিবিধ মণিময় পাষাণরাশির মিলনহেতু সমুজ্জ্বল সানুদেশের
বিনিঃসৃত কিরণরাশি দ্বারা উহা যেন আকাশমণ্ডলে বিরচিত
ইন্দ্রধনু রূপেই লক্ষিত হইতেছে। কোথাও বা বৈদূর্য্যমণিময়
শিখরদেশের অগ্রজাত কিরণসমূহ হইতে নিরবচ্ছিন্ন ধূম-
রেখার উদয়হেতু মনে হয়, যেন এই গোবর্দ্ধনের অগ্রভাগে
ধূমাটনাত্মক ধূম্রবর্ণা (ফিঙ্গা) সাপিনীই বিচরণ করিতেছে। কোনস্থানে
এই গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের রত্নময় সিংহাসনের ন্যায় সুরম্য-
সীমাযুক্ত সুশীতল শিলাপাতির বিলাস ধারণ করিতেছে।
কোনস্থলে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসের উপযোগী মণিময়
ক্ষেত্রবিশেষ দ্বারা চতুষ্পার্শ্ব সুশোভিত রহিয়াছে।
কোনস্থানে বা শ্রীকৃষ্ণের রত্নময় মন্দির সদৃশ
গুহাসমূহ বিরাজ করিতেছে। কোনস্থানে বা নানাবিধ
শ্বেত পুষ্পের রেণু বায়ুবেগে আকাশে উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের
উপরিভাগে শুভ্র বিতান বা চাঁদোয়ার ন্যায় শোভা
পাইতেছে। কোনস্থানে বা মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত
পুষ্পবিকাশশালী লোধ্র বৃক্ষসমূহের দ্বারা এই গোবর্দ্ধন-
গিরি চতুষ্পার্শ্বে পটের (পর্দার) শোভাযুক্ত মণিময়
চত্বরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ধব, খদির, পলাশ,
শল্লকী, নিচুল, শিংশপা, করঞ্জ, মধূক, পনস, প্রিয়াল
ও তালবৃক্ষের বনরাজি এই গোবর্দ্ধনে আতপ নিবারণ

করিতেছে এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রাণিসমূহও তাঁহার মধ্যে
স্বভাবতঃই বৈরভাব পরিহার করিয়া সুখে অবস্থান
করিতেছে। শ্রীগোবর্দ্ধনের অন্যান্য পাদপর্বতসমূহও
তাঁহারই সমান গুণ ধারণ করে॥ (৮৫)

৮৬ এইরূপ পূর্বোক্ত গোবর্দ্ধনগিরির অদূরেই তাঁহারই
তুল্য এবং দ্বিতীয় নন্দীশ্বরের অর্থাৎ মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর-
নামক গিরিরাজ বিরাজ করিতেছেন। মনোরম ধববৃক্ষ-
সমূহের উপবন যুক্ত হইয়া উহা মাধবের ক্রীড়াবনস্বরূপ;
যে নন্দীশ্বর কিংশুক বৃক্ষ বহুল, অথচ শুকপাখী প্রচুর;
যাঁহা সুরম্য সানুদেশের শোভাবিশিষ্ট, অথচ তথায়
খাদ্য ও পানীয় দ্বারা প্রাণরক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে।
বামনদেব যেরূপ দেবগণের স্বার্থসম্পাদনে হর্ষযুক্ত
এবং তাঁহারই (অর্থাৎ বিষ্ণুরূপী বামনেরই) পাদনখ হইতে
ক্ষরিত জলধারায় অর্থাৎ গঙ্গার জলে যেরূপ মহাদেব
শীতল হইয়াছেন, এস্থলেও সেইরূপ সুরস বস্তুসমূহের
উৎপাদক খনিসমূহ বর্তমান রহিয়াছে এবং ক্ষরিত
নির্ঝরসমূহের তীরভাগে শীতল শিবা (গাভী) নামক (হংসী) সমূহ অবস্থান
করিতেছে।

প্রৌঢ়া মানিনীর মনোরূপ শিলাসার অর্থাৎ গুরুতর মানযুক্ত
চিত্ত যেরূপ একমাত্র সখীগণের রচিত প্রসন্নতা দ্বারাই
ভেদযোগ্য হয়, এস্থলে উৎকৃষ্ট মনঃশিলানামক ধাতু-
রাশিও সেইরূপ সহচরী অর্থাৎ পীতঝিণ্টীর প্রফুল্লতাহেতু
তাহার সহিত আকৃতিগত ভেদলাভের যোগ্য হয়না।
শিব যেরূপ সর্বদা শৈলজাকে (পার্বতীকে) আলিঙ্গনে
আবদ্ধ করিয়াছেন, এই নন্দীশ্বরের নিকট দেশেও
সেইরূপ দৃঢ়ভাবে 'শৈলজ' অর্থাৎ শিলাজতু
বিদ্যমান রহিয়াছে॥ (৮-৬)

৩৯। যে-নন্দীশ্বরে ব্রজরাজের রাজধানী বিরাজমান;—
যে-রাজধানীতে 'মেখলা' ও 'শৃঙ্খল' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই
কেবল (অংশরূপে) 'খল' শব্দ বর্তমান, পরন্তু সামাজিক-
গণের মধ্যে কেহ 'খল' নহে। তথায় নিজ-নিজ-সরঃ অর্থাৎ সরোবর-
সমূহই 'মৎসরঃ' (অর্থাৎ আমার সরোবর) এইরূপে
নির্দিষ্ট হয়, পরন্তু তত্রত্য লোকের মধ্যে 'মৎসর' অর্থাৎ মাৎসর্যযুক্ত
কেহই নাই। সেখানে কেবল চন্দ্রই তাহার পর্যায়ভূত 'দোষাকর'-
শব্দে কথিত হয়, অপর কেহই দোষাকর (দোষের আকর)
নহে। 'পরিমল' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই কেবল 'মল' শব্দ বর্তমান,
তদ্ভিন্ন কুত্রাপি মল (মালিন্য) নাই। ছত্রদণ্ড বা চামর-

দণ্ড প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই কেবল 'দণ্ড'-শব্দ বিদ্যমান, পরন্তু লোকের কোনরূপ
দণ্ড নাই (অর্থাৎ সকলেই দণ্ডের অযোগ্য সাধু ব্যক্তি)।
নীবি-বন্ধ ও কাঞ্চীবন্ধ প্রভৃতি শব্দেই কেবল 'বন্ধ'-শব্দ বর্তমান,
অন্য কাহারও বন্ধ (বন্ধন) নাই অর্থাৎ সকলেই মুক্ত পুরুষ।
চন্দনপঙ্ক, কুঙ্কুমপঙ্ক প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই কেবল 'পঙ্ক'-শব্দ
বিদ্যমান, পরন্তু লোকজনের মধ্যে 'পঙ্ক' অর্থাৎ পাপ নাই।
'সমাধি' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই 'আধি'-শব্দ বর্তমান, পরন্তু
লোকমধ্যে কোনরূপ 'আধি' অর্থাৎ চিত্তসন্তাপ নাই। আর,
'আপীড়' (চূড়া) প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই কেবল 'পীড়া'-শব্দ
শোনা যায়, অন্যথা লোকের কোন পীড়া নাই।। (৮৭)
৮৮। এই রাজধানীতে কেশ প্রভৃতিরই কুটিলতা, হার প্রভৃতিরই
চঞ্চলতা, হস্ত-পদ প্রভৃতিরই 'রাগ' (রক্তিমা), শরীরের
মধ্যভাগ প্রভৃতির বাচকরূপেই 'মধ্যম' সংজ্ঞা, পলপ্রমাণ
(আট তোলা) বস্তুই 'পলিত', পুষ্প প্রভৃতির রেণুই 'রজঃ',
অন্ধকারেরই 'তমঃ', রত্ন প্রভৃতির মধ্যেই কাঠিন্য, যুগ্মভাবের
বাচকরূপেই 'দ্বন্দ্ব', পবন প্রভৃতিরই 'মন্দ' ভাব, শরীরের
মধ্যভাগ অর্থাৎ কটি প্রভৃতিরই 'ক্ষীণতা', নয়নাদিরই
চপলতা, জলেরই নীচগামিতা, কাব্যের রসবিচারে
বর্ণিত ব্যভিচারী ভাবসমূহের মধ্যেই গ্লানি, শঙ্কা, দৈন্য ও

বিষাদ প্রভৃতি ভাব, মুক্তা প্রভৃতির মধ্যেই (গোলাদি রচনার
রচিত) ছিদ্র, কটাক্ষ প্রভৃতিরই তীক্ষ্ণতা, রসবিশেষেই
(ও তিক্ত রসেই) কটুতা, ন্যায়শাস্ত্রোক্ত জাতি নামক
পদার্থের বাচকরূপেই 'সামান্য' সংজ্ঞা এবং রজতেরই বাচক-
রূপে 'দুর্বর্ণ' সংজ্ঞা লক্ষিত হয়; পরন্তু লোকের মধ্যে
কুটিলতা, চঞ্চলতা, 'রাগ' অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বা ক্রোধ,
মধ্যম শ্রেণী, 'পলিত' অর্থাৎ জরাজনিত কেশপক্বতা,
রজোগুণ, তমোগুণ, কঠোর ভাব, দ্বন্দ্ব অর্থাৎ কলহ,
'মন্দতা' অর্থাৎ হীনভাব, ক্ষতি, চপলতা, নীচমার্গে গতি,
গ্লানি, শঙ্কা, দৈন্য, বিষাদ, 'ছিদ্র' অর্থাৎ দোষ, তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ
প্রখর ভাব, 'কটুতা' অর্থাৎ বিরসতা, 'সামান্য' অর্থাৎ
বৈশিষ্ট্যের অভাব, 'দুর্বর্ণ' অর্থাৎ নীচজাতি অথবা শরীরের
বিবর্ণতা লক্ষিত হয় না। এস্থানের অধিবাসিগণ নানা-
গুণের অর্থাৎ বাৎসল্যাদি রসের পরিপোষক, বৃদ্ধত্ব তরুণত্ব-
প্রভৃতি বিবিধ দশাগত গুণসমূহের আশ্রয়রূপে বিভক্ত
হইলেও বস্তুতঃ সকলেই মুক্তদশায় অর্থাৎ কালক্ষোভের
অযোগ্য অবস্থায়ই বিরাজ করিতেছেন। অরুণোদয় কালে
যেরূপ 'প্রাচী-রাগম' – 'প্রাচী' বা পূর্বদিকের 'রাগম' অর্থাৎ
রক্তিমালোভাযুক্ত, এই নন্দীশ্বরও সেইরূপ 'প্রাচীর' দ্বারা

'অলস' অর্থাৎ অসমর্থ হইয়াছে। উৎসবক্ষেত্রে যেরূপ 'বিতানিত'
অর্থাৎ চাঁদোয়াযুক্ত মণিময় তোরণ অর্থাৎ বন্দনমালা বিরাজ
করে, এস্থলেও সেইরূপ 'বিতানিত' অর্থাৎ বিস্তারিত 'মণি-
তোরণ' অর্থাৎ মণিময় সিংহদ্বার বিরাজমান। সূর্য্যের
রথের মহান্ অশ্বসমূহ যেরূপ মরকতমণির ন্যায় কিরণ
ধারণ করে, এই রাজধানীর মহারথ্যা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ
গলিপথসমূহও সেইরূপ মরকতমণির কিরণ শোভা
ধারণ করিতেছে। মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য যেরূপ
মহান্ অট্টহাসযুক্ত, এই রাজধানীও সেইরূপ মহান্
'অট্ট' বা অট্টালিকাসমূহের 'হাস' অর্থাৎ প্রকাশযুক্ত।
সূর্য্যোদয়ে যেরূপ নিজদীপ্তিদ্বারা অধিক চারুতার প্রকাশ
হইলে 'নিশান্ত' অর্থাৎ রাত্রির অবসান হয়, এস্থলেও সেই-
রূপ নিজ-দীপ্তিযুক্ত মহামণিময় 'নিশান্ত' অর্থাৎ মন্দির রাজি
বিদ্যমান। নারায়ণ যেরূপ সুবর্ণময় বসন
ধারণ করেন, এই রাজধানীও সেইরূপ গৃহসমূহের
সুবর্ণময় ছাদ ধারণ করে। ব্রহ্মানন্দে যেরূপ উপযুক্ত
'মুক্তাবলী' অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ বিরাজ করেন, এইস্থলেও
সেইরূপ গৃহের বলীক-ভাগ (ছাঁচ) উপযুক্ত মুক্তারাজিদ্বারা
বিরাজমান। মহান্ সেনাপতি যেরূপ 'বিদূর-বলভীক' অর্থাৎ

(নিজ)

নিজ 'বল' অর্থাৎ সৈন্যগণের 'ভী' অর্থাৎ শত্রুভয় 'বিদূর' অর্থাৎ
একান্তভাবেই দূর করেন, এই রাজধানীতে সেইরূপ 'বিদূর-
বলভীক' — অর্থাৎ বৈদূর্যের 'বলভী' বা আড়কাঠসমূহ অতিদূরে
অর্থাৎ উচ্চে বর্তমান রহিয়াছে। চকোরসমূহের যেরূপ
'শশধরের কান্ত' অর্থাৎ মনোরম 'গো' অর্থাৎ কিরণসমূহের
'পানসীম' অর্থাৎ পানেই মর্যাদা রহিয়াছে, এই স্থানেও
সেইরূপ 'শশধর কান্ত' অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণিময় 'গোপানসীম'
অর্থাৎ 'গোপানসী' বা আড়কাঠসমূহের 'মা' অর্থাৎ শোভাযুক্ত।
সুমেরুপর্বত যেরূপ 'বিবিধ রত্নপ্রঘন' অর্থাৎ বিবিধ
রত্নদ্বারা অতিনিবিড় ভাবাপন্ন, এস্থলেও সেইরূপ
বিবিধরত্নময় ~~অলিন্দ~~ 'প্রঘন' অর্থাৎ গৃহদ্বারের বহিঃস্থিত
প্রকোষ্ঠ বর্তমান রহিয়াছে। আর, মহাদেবের যেরূপ
'সদা মহা' অর্থাৎ সর্বদা মহোৎসবযুক্তা 'উমা' অর্থাৎ পার্বতী
'অঙ্গনা' অর্থাৎ পত্নীরূপে বিরাজ করেন, এই রাজধানীর
পুরীসমূহেও সেইরূপ 'সদাম' অর্থাৎ মাল্যযুক্ত
'হোমাঙ্গন' অর্থাৎ যজ্ঞচত্বর বিদ্যমান রহিয়াছে।। (৮৮)

তত্র পুরীসমূহের মধ্যে প্রধানতম পুরটির প্রাচীর
ইন্দ্রনীলমণিময়, গৃহসমূহ মরকত-মণিময়, ছাদগুলি
সুবর্ণময়, স্তম্ভসমূহ প্রবালময়, দেয়াল স্ফটিকময়,

~~মহাঙ্গুলিময়~~ মহানীলমণিময় অট্টালিকাসমূহের আড়গুলি
প্রবালমণিময়, বৃহৎ বৃহৎ দ্বারসমূহ বিশুদ্ধ পদ্মরাগমণিময়
এবং উক্ত পুর বিবিধ বিচিত্র ভাবদ্বারা বিমানসমূহকেও
পরাভূত করে ॥ (৮৯)

গৃহশুকেষু (গৃহপালিত শুকপাখিগণ) যস্যাং (যে পুরীর)
মণিপ্রবেকরচিতে (উত্তমমণিরচিত) কুড্যে (গৃহপ্রাচীরে
অর্থাৎ দেয়ালে) শিল্পক্রিয়াকল্পিতৈঃ (শিল্পনৈপুণ্য-
রচিত) শুকৈঃ সমং (শুকপাখিগণের) ~~প্রত্যাসক্তা~~
প্রত্যাসক্তাঃ (সহিত মিলিত হইয়া) আসাদিতস্থেমসু
(স্থির ভাবে অবস্থান করিলে) অমী সপ্রাণাঃ কিং
(এইগুলিই কি সজীব শুক), অথবা ইমে কিং
(অথবা এইগুলি সজীব শুক, [কৃত্রিম ও বাস্তবের
মধ্যে]) ইতি (এইরূপ) উন্মীলতঃ সংশয়াৎ
(সংশয়ের উদয়হেতু) সুকাঙ্গনাঃ (সরলা ~~রমণী~~ ললনা-
গণ) ~~সুচিরং~~ দাড়িমবীজফলানি দাতুং
(দাড়িম ফল দান করিতে উদ্যত হইয়া) সুচিরং
(দীর্ঘকালপর্যন্ত) মুহ্যন্তি (মোহপ্রাপ্ত হ'ন) ॥৯০॥
(৯০)

৯০। ~~উক্ত~~ যে পুরীও মধ্যে মূর্তিমান বাৎসল্য রসের ন্যায়,
শরীরধারী শুদ্ধসত্ত্বগুণের ন্যায়, সকল সৌভাগ্যের

সারসদৃশ ও আনন্দ সাগরের দ্বীপতুল্য শ্রীনন্দনামক ব্রজরাজ অবস্থান করেন। ইনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্ব ভাবের দ্বারা সৌভাগ্যশালী হইয়া ঐশ্বর্য্য চিদ্বিলাসসম্পন্ন একই অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন।। (৯১)

৫৫। এই শ্রীনন্দমহারাজের সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীযশোদা-দেবী। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ ফল ধারণ করিয়া কল্পলতার ন্যায়, মূর্ত্তিমতী বাৎসল্য-লক্ষ্মীর ন্যায় ও সঞ্চারিণী দীপ্তিমঞ্জরীর ন্যায় নিজ বংশের মঙ্গল বিস্তার করেন।। (৯২)

৫৬। নন্দমহারাজের যে-রাজধানীতে বহুসংখ্যক গোপজাতীয় লোক বাস করেন। তাঁহারা সকলেই পশুপতি হইয়াও 'অহর', 'অভব', 'অনুগ্র' (পশুপতি অর্থাৎ শঙ্কর হইয়াও 'হর' নহেন, 'ভব' নহেন, 'উগ্র' নহেন — এইরূপ অর্থে বিরোধ হয়; বাস্তব অর্থে— অর্থাৎ তাঁহারা পশুপতি বা পশুপালক, অথচ অহর 'হর' অর্থাৎ চোরের উপদ্রবশূন্য, সংশয়রহিত ও উগ্রভাবরহিত)। তাঁহারা 'গব্যাজীব' অর্থাৎ গব্য-দ্রব্যই জীবিকারূপে ধারণ করিলেও গব্য জীব নহেন ('গব্য' — গো অর্থাৎ পৃথিবী, তাহা হইতে জাত 'গব্য' অর্থাৎ পার্থিব জীব নহেন)।। (৯৩)

৫৭। যে গোপগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রজরাজের
সচিব, আর কেহ কেহ তাঁহার দূর সম্পর্কে আত্মীয়।
তাঁহাদের সন্তানগণ শ্রীকৃষ্ণের সহচর। কোন কোন
গোপ মূর্তিমান্ ভগবদ্ধর্মসদৃশ এবং তাঁহাদের পত্নীগণ
মূর্তিমতী ভক্তিবৃত্তির সহিত তুলনার যোগ্য; আর
তাঁহাদের সকল কন্যাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ॥ (৬৪)

৫৮। ~~শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম ও সুবল প্রভৃতি ও অপরাপর~~
শ্রীকৃষ্ণের যে সকল বালক সহচর, তাঁহারা সকলেই শ্রীসনক-
প্রভৃতির ন্যায় চিরকুমার। বনপ্রদেশ যেরূপ 'সবয়াঃ'
(বয়স্ অর্থাৎ পক্ষিগণের সহিত বর্তমান), ইঁহারাও
সেইরূপ সমান-বয়স্ক। হার বিশেষ যেরূপ সমান
'গুণ' অর্থাৎ সূত্রযুক্ত, ইঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ সমান
'গুণ' অর্থাৎ সৌহার্দ্দ প্রভৃতি বর্তমান রহিয়াছে। শরৎকালীন
পদ্মবন ও বৃহস্পতির বংশের ন্যায় ইঁহারাও
'সদাচ্ছবিকচ' (পদ্মবনপক্ষে — 'সদা' — সর্বদা, 'অচ্ছ' — নির্মল,
'বিকচ' — বিকাশভাবযুক্ত; বৃহস্পতিবংশপক্ষে — 'সদাচ্ছবি'
— সর্বদা কান্তিযুক্ত 'কচ' অর্থাৎ শুক্রাচার্যের শিষ্যবিশেষ-
দ্বারা যুক্ত, বালকগণপক্ষে — সর্বদা কান্তিমান্ 'কচ' অর্থাৎ
কেশবিশিষ্ট)। ঐশান কোণে যেরূপ 'সমদ' — মদমত্ত

'সুপ্রতীক' - তন্নামক দিগ্‌গজ বর্তমান, ইঁহাদের মধ্যেও
সেইরূপ 'সমদ' - মৃগমদচর্চিত 'সু-প্রতীক' - সুন্দর
অঙ্গরাজির বিকাশ হইয়াছে। শরতের বিলাস যেরূপ
'পদ্মাস্য' - পদ্মমধ্যে বিরাজমান, ইঁহারাও সেইরূপ
পদ্মসদৃশ 'আস্য' অর্থাৎ মুখযুক্ত। ষড়্‌জ, মধ্যম ও
পঞ্চম নামক সঙ্গীত-স্বরের সকলেই যেরূপ সমান
শ্রুতি অর্থাৎ প্রত্যেকেই চারিটি শ্রুতিযুক্ত, ইঁহাদের
'শ্রুতি' অর্থাৎ কর্ণও সেইরূপ সমান। কুসুমসমূহের
ন্যায় ইঁহারাও 'সুঘ্রাণ' (সুগন্ধ, পক্ষান্তরে সুন্দর-
নাসিকাযুক্ত)। অক্ষক্রীড়াকারিগণ যেরূপ চঞ্চল
'অক্ষ' অর্থাৎ পাশা ধারণ করে, ইঁহারাও সেইরূপ
'চঞ্চলাক্ষ' অর্থাৎ চপল-নয়ন। রামচন্দ্রের সহচরগণ
যেরূপ ওজস্বী সুগ্রীব নামক বানররাজের সহিত
অবস্থান করেন, ইঁহারাও সেইরূপ ওজস্বী অর্থাৎ
তেজস্বী 'সুগ্রীব' - সুন্দর গ্রীবাযুক্ত। হস্তিশাবকের
ন্যায় ইঁহাদের হস্ত (গজপক্ষে হস্ত অর্থাৎ শুণ্ড)
স্থূল ও আয়ত। ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনকালীন তরঙ্গরাজি
যেরূপ নূতন শোভের প্রসারযুক্ত, ইঁহাদের
বক্ষের কান্তিও সেইরূপ প্রসন্ন। হরিণগণের

কণ্ঠ অর্থাৎ গণ্ডদেশের ন্যায় ইঁহাদের 'কট' অর্থাৎ কটিদেশও পীন অর্থাৎ স্থূল। চির সুখী ব্যক্তিগণ যেরূপ 'মহোরু' - 'মহ' অর্থাৎ উৎসব দ্বারা 'উরু' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইঁহারাও সেইরূপ মহান - উরুদেশযুক্ত। চন্দ্রের ন্যায় ইঁহাদেরও ~~কাদে~~ পাদসমূহ (চন্দ্রপক্ষে = কিরণ, বালকগণপক্ষে - পদদেশ) কোমল। ইঁহারা সর্বদা একই দশায় অবস্থিত, অথচ 'ত্রিদশ' অর্থাৎ দেবগণ অপেক্ষাও অধিক। শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম ও সুবল-প্রভৃতিই সেই শ্রীকৃষ্ণসহচর গোপকুমারগণ॥ (৭৫)

তথা পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর গোপগণের সেই সকল কলাপ উত্তম কবিতার ন্যায় সুকোমল পদযুক্ত, চিত্তের বৃত্তিসমূহ যেরূপ অতুলনীয় 'জঙ্ঘালতা' অর্থাৎ গতিবেগ ধারণ করে, ইঁহারাও সেইরূপ অতুলনীয় জঙ্ঘারূপ লতা ধারণ করেন॥ বনবাসগত শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যলক্ষ্মীর সকল 'সৌভাগ্য' যেরূপ 'স্ববরণ' অর্থাৎ 'সু' - উত্তম, 'অবরণ' - অনুজ ভরতের অনুগত হইয়াছিল, ইঁহাদের সকল 'সৌভাগ্য' অর্থাৎ সৌন্দর্যও সেইরূপ 'স্ব' - নিজের, 'বর' - উত্তম জানু-গত অর্থাৎ জানুকে প্রাপ্ত হইয়াছে। উৎসবক্ষেত্রে যেরূপ 'ঘন' - নিবিড়রূপে, 'উরু' - বৃহৎ বৃহৎ, 'রম্ভা-স্তম্ভ'

অর্থাৎ কদলীতরুসমূহের 'আরোপ' অর্থাৎ রোপণ করা হয়, ইঁহারাও সেইরূপ 'ঘন' অর্থাৎ নিবিড়ভাবে সন্নিবিষ্ট ~~ঊরু~~ 'ঊরু'যুগল দ্বারা সৌন্দর্যপ্রভাবে 'রম্ভাস্তম্ভ' অর্থাৎ দুইটি কদলী-স্তম্ভকে 'আরোপ' ('র' ও 'ল' এর অভেদনীয়ত্বহেতু 'আলোপ' অর্থাৎ পরাভব) করেন। দুরূহ শাস্ত্রের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাখ্যা যেরূপ 'প্রকটিত-টীকা' অর্থাৎ সুস্পষ্ট-টীকা (বিবরণ) যুক্ত, ইঁহারাও সেইরূপ 'প্র-কটি-তটীকা' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-কটিতটবিশিষ্টা।

দীর্ঘকালপরে বন্ধু ব্যক্তির আগমন যেরূপ 'বন্ধুরোদরা' অর্থাৎ বন্ধু-গণকে রোদন করায়, ইঁহারাও সেইরূপ 'বন্ধুর'-মনোরম 'উদর'-যুক্তা। ভগবানের নামকীর্ত্তন যেরূপ 'সদা'-সর্বদা 'আবর্তন'-অভ্যাসহেতু 'অভীষ্ট' অর্থাৎ অভয়প্রদান করে, ইঁহারাও সেইরূপ 'সদাবর্ত-নাভীকা'-'সৎ' অর্থাৎ (সুন্দর) 'আবর্ত' অর্থাৎ গর্তযুক্ত নাভীকা—নাভী-বিশিষ্টা। ভগবানের কৃপা যেরূপ 'দীন' জনের প্রতি 'অবলগ্ন' অর্থাৎ আবিষ্ট হয়, ইঁহারাও সেইরূপ 'দীন' অর্থাৎ ক্ষীণ 'অবলগ্ন' অর্থাৎ কটিদেশ ধারণ করেন। বর্ষাবল্লী যেরূপ নবীন 'পয়োধর' (মেঘ) যুক্তা, ইঁহারাও সেইরূপ নবীন 'পয়োধর' (স্তন) যুক্তা। হেমন্ত-লক্ষ্মীর 'দোষা' (রাত্রি) যেরূপ

'সুবলিত' (প্রতিদিন বৃদ্ধিশীল) বলিয়া 'আয়ত' (দীর্ঘ) হয়,
ইঁহাদের 'দোষা' অর্থাৎ ভুজও সেইরূপ সুগঠিত ও দীর্ঘ।
অভিষেকের অবসানে মস্তকশ্রী যেরূপ 'কম্বুকন্ধরা'
('কম্বু' বা শঙ্খের 'ক' অর্থাৎ জল ধারণ করে), ইঁহাদেরও
সেইরূপ 'কম্বু' অর্থাৎ শঙ্খের ন্যায় বলি-যুক্ত 'কন্ধরা' অর্থাৎ
গ্রীবাদেশ শোভা পাইতেছে। নারায়ণের করাঙ্গুলিসমূহদ্বারা
যেরূপ 'কমলার আননং' (লক্ষ্মীদেবীর মুখমণ্ডল) 'মার্জিত' হয়, ইঁহাদের
'কমলাননং' অর্থাৎ পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডলও সেইরূপ 'মার্জিত'।
বসন্তলক্ষ্মী যেরূপ তিলপুষ্পের 'গন্ধবহ' অর্থাৎ ~~বায়ু যুক্ত~~
গন্ধ বহন করে, ইঁহারাও সেইরূপ তিলপুষ্পের ন্যায়
'গন্ধবহ' অর্থাৎ নাসিকা-যুক্ত। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেরূপ
'ঈক্ষণ' অর্থাৎ দৃষ্টিপাতদ্বারা 'কু' অর্থাৎ পৃথিবীর 'বলয়'
অর্থাৎ মণ্ডলকে 'অনুগৃহীত' করেন, ইঁহারাও সেইরূপ
'ঈক্ষণ' অর্থাৎ নয়নদ্বারা 'কুবলয়' অর্থাৎ নীলপদ্মকে
'অনুগৃহীত' (অর্থাৎ অনুগ্রহ বা অনুকম্পা প্রকাশ) করেন (অর্থাৎ নীলপদ্ম তাঁহাদের নয়নের সহিত
স্পর্ধা করিতে অসমর্থ বলিয়া উহার প্রতি অনুকম্পাই
করেন)। ভগবানের গুণকীর্তন যেরূপ 'শ্রবণরম্য'
অর্থাৎ ~~শ্রবণে~~ কর্ণদ্বারা শ্রবণক্রিয়ায় রমণীয় (অর্থাৎ শ্রুতিসুখকর), ইঁহারাও সেইরূপ শ্রবণ(কর্ণ)যুগলদ্বারা
রমণীয় ভাব ধারণ করেন (অর্থাৎ ইঁহাদের কর্ণদ্বয় সুন্দর)।

কুবের পুরীর সম্পদ যেরূপ 'অলকার' (কুবের পুরীর) 'অভিখ্যা' অর্থাৎ শোভার বিলাস সম্পাদন করে, ইঁহাদেরও সেইরূপ 'অলক' সমূহের (ললাট প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র কেশরাশির) 'অভিখ্যা' বা শোভার বিলাস বর্তমান। পশ্চিম দিকের লক্ষ্মী যেরূপ অভিরাম অর্থাৎ মনোরম 'কেশ' ('ক' - জল, তাহার 'ঈশ' - অধিপতি) বরুণের 'কলাপ' অর্থাৎ কলা বা শিল্পসমূহ পালন করেন, ইঁহারাও সেইরূপ মনোরম 'কেশকলাপ' বা কেশরাশিযুক্তা॥ (৭৬)

৮০। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধা নাম্নী প্রেয়সী নিখিল রমণীমণ্ডলীর মস্তকমণিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কাব্যের বৈদর্ভী নাম্নী রচনারীতি যেরূপ মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ প্রভৃতি সকল গুণ, সকল অলঙ্কার, রস ও ভাব বহন করে, তাঁহার মধ্যেও সেইরূপ মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ প্রভৃতি গুণ, বিবিধ ভূষণ, রস ও ভাবসমূহ বর্তমান। তিনি যেন প্রেম উদ্যানের স্বর্ণকেতকী, মাধুর্য জলধরের তড়িৎ-মঞ্জরী, সৌন্দর্যরূপ নিকষ প্রস্তরের সুবর্ণ-রেখা, আনন্দ শশধরের জ্যোৎস্না, কন্দর্পের ভুজযুগলের দর্পরাজি, লাবণ্য সাগরের সার-শ্রী, বসন্তের অভিমানজনিত হাস্য-শোভা, কলা-রাশির আকর-ভূমি, এবং গুণমণিরাজির খনিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন॥৭৭॥

৬৮। যে শ্রীরাধা গৌরী (গৌরবর্ণা) হইয়াও সহস্র গৌরী (পার্বতী) অপেক্ষা অধিকতর গর্ব বহন করেন, অথচ তিনি শ্যামা (শ্যামবর্ণা - এইরূপ অর্থে বিরোধ হয়; বস্তুত: শ্যামা (গ্রীষ্মে শীতলদেহা, শীতে উষ্ণদেহা ষোড়শবর্ষীয়া) জাতীয়া ললনা বিশেষ)। অনাদি হইয়াও সর্বদা কিশোরী, সুরূপা (যাঁহার তুল্য সুরূপা কেহই নাই;) হইয়াও সখীগণের মধ্যে অসুরূপা (বাস্তব অর্থে - প্রাণরূপা)। তিনি সৌন্দর্যবতী কুমারীরূপে সকল সৌভাগ্যকে বশীভূত করিয়াছেন ॥ (৬৮)

৬৯। যে শ্রীরাধাকে কেহ কেহ মহালক্ষ্মী, তান্ত্রিকগণ লীলা এবং কেহ কেহ হ্লাদিনী শক্তিরূপে বর্ণনা করেন। বিশাখা ও ললিতা প্রভৃতি তাঁহারই তুল্য গুণ ও রূপ ধারণ করিয়া তাঁহারই প্রিয়সখীরূপে প্রতিবিম্বের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥ (৬৯)

৭০। শ্রীচন্দ্রাবলী নামে অপর একটি রমণীরত্ন যূথেশ্বরী-রূপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রাবলীর (চন্দ্রকান্তির) ন্যায় পরম আহ্লাদ বিতরণ করেন। প্রকৃতি যেরূপ গুণময়ী (ত্রিগুণা), ইনিও সেইরূপ গুণময়ী অর্থাৎ বিবিধ গুণশালিনী। নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যেরূপ (নিজ-গ্রাহ্য বিষয়) রূপকে বহন করে, ইনিও সেইরূপ রূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য বহন করেন।

জলের বৃত্তি যেরূপ রসময়ী (রসাত্মিকা), ইনিও সেইরূপ নানা রসময়ী। পুষ্পবৃন্দ যেরূপ 'পয়োদপরা' ('পর' অর্থাৎ অন্যের 'মোদ' হর্ষ, 'আ' - সম্যক্‌ভাবে 'রা' অর্থাৎ দান করে), ইনিও সেইরূপ পরম-উদারস্বভাবা। পদ্মা ও শৈব্যা প্রভৃতি তাঁহারই প্রিয়সখী। এইরূপ শ্রীরাধার পক্ষপাতিনী শ্যামলা সখী আর একটি যূথেশ্বরী আছেন। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে অনেক যূথেশ্বরীই বিরাজ করিতেছেন ।। (১০০)

৬৪। উক্ত রাজধানীতে মূর্তিমান ভগবদ্‌ধর্মের ন্যায় পরম দয়ালু, মূর্তিমান্‌ শম, দম, সহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্য-স্বরূপ, সাত্বত শাস্ত্রের অর্থাপনকারী, তদনুকূল বেদাভ্যাস-রত, কেহ কেহ বা পঞ্চরাত্রনিষ্ঠ, (কেহ কেহ বা) একমাত্র ব্রজরাজের প্রদত্ত দানেরই গ্রহণকারী এবং একমাত্র তাঁহারই যাজক (পুরোহিত) ভূদেব ব্রাহ্মণগণ বাস করেন ।। (১০১)

৬৫। যাঁহারা জ্ঞান ও আনন্দের একতরে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, পরন্তু সকলেই সিদ্ধান্তবিষয়ে অভিজ্ঞ। বিদ্যাবিলাসে পরম চাতুর্যশালী, পরন্তু 'আতুর্য' অর্থাৎ আতুরভাব বা পরাভবপ্রাপ্ত নহেন। 'সদারমাধুর্য' অর্থাৎ সর্বদা 'রমা' বা সম্পদের 'ধুর্য' বা ধুরন্ধর হইয়াও, কিম্বা

'সদার' অর্থাৎ পত্নীর সহিত 'মাধুর্য' যুক্ত হইয়াও নয়োচিত-
মাধুর্যযুক্ত। আর, 'প্রকৃতিগুণশাবল্য' অর্থাৎ স্বভাবজাত
মৈত্রীপ্রভৃতি গুণের মিশ্রণযুক্ত হইয়াও (অর্থাৎ সেই সেই গুণবিশিষ্ট থাকিলেও), 'প্রকৃতিগুণশাবল্য'
অর্থাৎ প্রাকৃত গুণত্রয়ের মিশ্রণ লাভ করেন নাই।
অধিক কি বলিব? তৌলিক, তাম্বূলিক, মালিক (মালাকার),
গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার ও
তন্তুবায়গণও সেস্থানে চিৎস্বরূপ হইয়াও মানবোচিত-
ধর্মবিশিষ্ট। আবার 'মনুষ্যধর্মা', 'শ্রীদ' ও 'পুণ্যজনেশ্বর'
হইয়াও 'কুবের' নহেন, 'একপিঙ্গ' নহেন, কিম্বা 'নরবাহন'
নহেন; (এস্থলে মনুষ্যধর্মা, শ্রীদ, পুণ্যজনেশ্বর প্রভৃতি ছয়টি
শব্দই কুবেরবাচক; অথচ প্রথম তিনটি স্বীকার করিয়া
পরবর্তী তিনটির অস্বীকার হেতু বিরোধ হয়; বাস্তবার্থ—
তাঁহারা মনুষ্যোচিত ধর্মবিশিষ্ট, ঐশ্বর্যদাতা, পুণ্যবান
ব্যক্তিগণের অধীশ্বর; 'কুবের' নহেন অর্থাৎ কুৎসিতদেহ
নহেন, 'একপিঙ্গ' নহেন অর্থাৎ তাঁহাদের একজনও
পিঙ্গলবর্ণ নহেন, কিম্বা 'নর-বাহন' নহেন অর্থাৎ শিবিকাদিদ্বারা
মনুষ্যকে বহন করেন না)॥ ১০২॥
৮৮। অধিক আর কি বলিব? সেই রাজধানীতে পুলিন্দ-

গণও * বর্ষাকালের ভ্রমরগণের ন্যায় জাতির নামেই
বিকল হইলেও ('জাতি' অর্থাৎ 'পুলিন্দ' এই রূপ জাতির নামেই
'বিকল' অর্থাৎ নিন্দনীয় হইলেও, ভ্রমর পক্ষে — জাতি পুষ্পের
নামেই বিহ্বল হইলেও) সকল 'সুমনাঃ' গণেরই (পুলিন্দ-
পক্ষে — দেবগণেরও, ভ্রমর পক্ষে — পুষ্পমাত্রেরই) রতি
দান করে ॥ (১০৩)

৬৭। (যে-) রাজধানীর চতুর্দিকে প্রতি বিশাল গোশালাসমূহ
বিরাজ করিতেছে। উহাদের অতি সুদীর্ঘ স্ফটিকময় ভিত্তিচতুষ্টয়ের
(দেয়াল চারিটির) উপরিভাগে
মরকত মণিময় চারিটি আড়-কাঠের প্রান্তভাগে
দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ স্বর্ণময় সুদীর্ঘ বংশসমূহ (বরগা)
বিদ্যমান রহিয়াছে। চতুষ্কোণে অবস্থিত, অষ্ট
অপর চারিটি মরকতমণিময় বৃহৎ আড়-কাঠের
সহযোগে দৃঢ়সংলগ্ন, পদ্মরাগ মণিময় চারিটি
কৌণিক দ্বারা উক্ত গৃহসমূহের 'মহাবিড়ঙ্গী'
অর্থাৎ 'আড়' আবদ্ধ রহিয়াছে। পর্বতময় প্রদেশে
যেরূপ নানাবিধ নির্মল মণিপটল (মণিরাশি) বর্তমান,
ইহাদের 'পটল' বা ছাদও সেইরূপ নির্মল ও মণিময়।
ইহারা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের ন্যায় 'নিঃস্পৃহ' (পণ্ডিত পক্ষে

অহঙ্কারশূন্য, পক্ষান্তরে শৃঙ্গশূন্য অর্থাৎ ঝুঁটিহীন)।
সহৃদয় ব্যক্তিগণের ন্যায় ইহারা বিশুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণতারহিত।
মহারাজপুরীর সিংহদ্বারের চতুর্দিকে যেরূপ অনেক
'প্রতীহার' অর্থাৎ দ্বারপাল থাকে, ইহাদের চতুর্দিকেও
সেইরূপ অনেক 'প্রতীহার' অর্থাৎ দ্বার অবস্থিত। আর
সর্বদা বায়ু প্রবাহিত হইয়া এই সকল গোশালায়
ধূলিরাশির অপসারণ করিতেছে ॥ (২০৪)

৬৮। ঐ গোশালাসমূহের অঙ্গনে সরস্বতীর
বিগ্রহ ও পূর্ণিমা রাত্রির ন্যায় সর্বাংশে শুক্লবর্ণ বেদী-
সমূহ বিরাজ করিতেছে। নীলমণিময় পর্বতের অগ্র-
ভাগের ন্যায় ইহাদের শৃঙ্গ শ্যামবর্ণ। রমণীগণের
'বালহস্ত' অর্থাৎ কেশরাশির ন্যায় ইহাদের বালহস্ত
অর্থাৎ পুচ্ছদেশের পূর্বভাগ ঘন ও সুদীর্ঘ। ভগবানের
চক্র যেরূপ 'মহসা' অর্থাৎ
তেজঃপ্রভাবে 'রিপুচ্ছিৎ' অর্থাৎ শত্রুচ্ছেদনকারী,
ইহারাও সেইরূপ 'মহঃসারিপুচ্ছ' — 'মহঃ' অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত উৎসবহেতু 'সারি' অর্থাৎ প্রসারিত
পুচ্ছযুক্ত। গঙ্গাদি তীর্থের জল যেরূপ 'অতিতরসা' অর্থাৎ
অতিবেগহেতু 'স্নপন-ধিত' অর্থাৎ স্নানকার্যে পারিষিত,+

ইহারাও সেইরূপ 'অতিতর-সাম্না-নমিত' অর্থাৎ অতিশয় লম্বমান 'সাম্না' বা গলকম্বল দ্বারা 'নমিত' অর্থাৎ অবনত। পর্বতের শরীর যেরূপ 'মহাপীন' (অতিস্থূল), ইহারাও সেইরূপ 'মহাপীন' — মহান্ আপীন অর্থাৎ পালান-যুক্ত। মন: যেরূপ 'অবশ' অর্থাৎ স্বাধীন, ইহারাও সেইরূপ 'অবশ' অর্থাৎ বন্ধন-রহিত (ইহাদের মধ্যে কেহই বন্ধ্যা নহে)। তপস্বিগণ যেরূপ সর্বদাই সুব্রতধারী, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ 'সুব্রতা' অর্থাৎ সুখে দোহন যোগ্য ধেনুই বর্তমান। চিন্তামণিরাশি যেরূপ 'সকলকামদুঘ' অর্থাৎ সকল প্রকার অভীষ্টদায়ক, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ সকলেই কামদুঘা। গ্রীষ্মকালীন বনে যেরূপ সর্বদাই 'বৎসক' অর্থাৎ কুড়চি ফুল উৎফুল্ল থাকে, ইহাদের বৎসক-(শাবক) সমূহও সেইরূপ সর্বদা উৎফুল্ল থাকে। যেরূপ সুকবির কাব্যে নানাবিধ বর্ণের বা অক্ষরের বিন্যাস থাকে, ইহাদের কোন কোন দলে আবার সেইরূপ নানাবিধ বর্ণ বা রংএর ও বিন্যাস রহিয়াছে ॥(১০৩)॥

৬৯। উক্ত গো-শালা সমূহে স্ফটিক গিরির শুভ্র অংশের ন্যায়, ঋষি সমূহের মহান্তঃকরণ সমূহের ন্যায়, শ্রদ্ধাকালের গৃহাশ্রিত মুনিগণের ন্যায়, ব্রহ্মচারী জীবন্মুক্ত-

৬৯। যে-সকল গো-শালাসমূহে জ্যোৎস্নারাশির ভূতল-পতিত সজীব পর্বতসদৃশ, কৈলাসপর্বতের সঞ্চরণশীল শিলাখণ্ডসদৃশ, শঙ্করের হাস্যসমূহের পিণ্ডসদৃশ, ক্ষীরসমুদ্রের ফেন-রাশিসদৃশ এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মাংসপিণ্ডসদৃশ, ইতস্তত: ধাবমান গো-বৎসসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে ।। (১০৬)

৭০। এইরূপ যে-সকল গো-শালাসমূহে স্ফটিকপর্বতের পতিত অংশসদৃশ, দধি-সমুদ্রের মহাতরঙ্গরাশিতুল্য, মুনিগণের ন্যায় 'সায়ংগৃহ' অর্থাৎ সন্ধ্যাকালকেই গৃহরূপে আশ্রয়কারী, জীবন্মুক্তগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দচারী, দিগ্‌গজগণের ন্যায় মহাবিষাণযুক্ত (গজপক্ষে - 'বিষাণ' অর্থাৎ দন্ত, বৃষগণের পক্ষে শৃঙ্গ), নরপতিগণের ন্যায় মহাককুদযুক্ত (নরপতির পক্ষে 'ককুদ' অর্থ রাজচিহ্নবিশেষ, বৃষপক্ষে - পৃষ্ঠের অগ্রভাগস্থ উচ্চ মাংসপিণ্ড), মত্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় স্থির রক্তনেত্র-বিশিষ্ট, মহাগর্বিত ব্যক্তিগণের ন্যায় 'সদাহম্বাদ' (তাদৃশ ব্যক্তিগণ যেরূপ 'সদা' - সর্বদা 'অহংবাদ' - 'আমিই বীর, আমিই বিদ্বান' ইত্যাদি অহঙ্কারবাক্য সর্বদা, বৃষগণও

সেইরূপ 'সদা'-সর্বদা 'হম্বাদ' অর্থাৎ হম্বা শব্দকারী),
বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় লম্বমান গলকম্বলযুক্ত (তাদৃশ ব্যক্তিপক্ষে —
গলদেশে লম্বমান কম্বল, বৃষপক্ষে — গলদেশে কম্বলতুল্য
লম্বমান মাংস) 'গলকম্বল' শব্দের অর্থ, মূর্তিমান চতুষ্পাদ
ধর্মের ন্যায় মহাবৃষভগণ বিরাজ করিতেছে। খুরদ্বারা
বিদীর্ণ মণিময় ভূমিভাগের রেণুরাশিদ্বারা উহারা
সর্বাঙ্গে ধূসরবর্ণযুক্ত এবং তাহারা শৃঙ্গদ্বারা নানামণিময়
'বপ্র' অর্থাৎ প্রাচীরাকার বেষ্টনীসমূহে আঘাত করায়
উক্ত শৃঙ্গে মণিসমূহের রেখা উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদিগকে
নানাবর্ণ-শৃঙ্গধারী বলিয়াই মনে হয়। এই গোকুলের
অংশেরও অংশদ্বারা দেবলোক কল্পিত হইয়াছে ॥ (২০৭)
৭৯। এই গোকুলের শোভমান নগরসমূহে চতুষ্পথসকলের
উভয় পার্শ্বে বণিগ্‌গণের আশ্রয়স্বরূপ বিপণিমার্গ
(অর্থাৎ হাটের পথ) বিরাজমান। ঐসকল পথ যেন
সমসূত্রপাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। মহারাজগণের
যাত্রাকালে যেরূপ 'পতাকিনী' অর্থাৎ সেনাগণের
বিলাস লক্ষিত হয়, এই পথসমূহও সেইরূপ পতাকা-
রাজির বিলাসযুক্ত। শুক্তিরাজি যেরূপ মুক্তাসমূহের

প্রালম্ব অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আশ্রয়, এই বিপনি শ্রেনী সমূহ ও সেইরূপ
মুক্তা সমূহের প্রালম্ব অর্থাৎ লম্বমান মালা যুক্ত।
বসন্তকালীন বৃক্ষরাজি যেরূপ প্রবাল অর্থাৎ নবকোমল নূতন-
রাজি দ্বারা প্রখর অর্থাৎ নিবিড়, এই বিপনি শ্রেনী সমূহও
সেইরূপ প্রবাল মনি বিরচিত প্রঘন অর্থাৎ আলিন্দ যুক্ত।
আর এই বিপনি শ্রেনী সমূহ নানাপ্রকার মনিরাজি দ্বারা
নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের কোন কোনটি বসন্ত শোভার
ন্যায় বিবিধ পুষ্প সৌরভে সুবাসিত, কোন কোনটি
পর্বতের উচ্চ প্রদেশ সমূহের ন্যায় বিবিধ গন্ধদ্রব্যে
সুগন্ধীকৃত, কোন কোনটি মনিরাজির আকরের ন্যায়
নানাবিধ মনিসমূহের কান্তি সমুজ্জ্বল, কোন কোনটি
~~বিলাসিনী রমনীগনের~~ বিলাসী ব্যক্তিগনের বক্ষঃ-
স্থলের ন্যায় চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কর্পূরের
সৌরভ বিস্তারকারী এবং কোন কোনটি পরিপক্ক
শালিধান্যের ক্ষেত্ররাজির ন্যায় শালিধান্যের
সৌরভ-বিতরনকারী ॥ (১০৮).

৭২। এইরূপ, ব্রজপুরীর মহানগরের চতুর্দিকে অপর কয়েকটি
বন অবস্থিত। সমুদ্রের তীরভূমির ন্যায় তন্মধ্যে বিদ্রুম-
রাজির (সমুদ্রতটপক্ষে - বিদ্রুমের প্রবালের, বনপক্ষে -

বিশিষ্ট ফুলের বা ফলের) উল্লাস লক্ষিত হয়। যথা সেনামণ্ডলী যেরূপ বিবিধ কুঞ্জর অর্থাৎ হস্তিযুক্ত, এই বনসমূহও সেইরূপ বিবিধ কুঞ্জর অর্থাৎ কুঞ্জযুক্ত। আর, সেই সেনামণ্ডলীতে যেরূপ বিবিধ 'গুল্ম' (সেনা-বিশেষ) অবস্থান করে, এই বনসমূহেও সেইরূপ বিবিধ 'গুল্ম' জাতীয় (বৃক্ষ) বর্তমান রহিয়াছে। তপস্বিগণ যেরূপ বিবিধ ব্রতবিষয়ে 'তীব্র' অর্থাৎ কঠোর 'আতত' অর্থাৎ নিয়তগতিযুক্ত, এই বনসমূহও সেইরূপ বিবিধ 'ব্রততী-ব্রাত' অর্থাৎ লতারাজিযুক্ত। আর, রসিক পুরুষগণ যেরূপ সর্বদা বিলাসদ্বারা 'বয়স্' অর্থাৎ জীবনকালকে আমোদযুক্ত করেন, এই বনরাজিও সেইরূপ সর্বদা বিলাসদ্বারা 'বয়স্' অর্থাৎ পক্ষিগণকে আমোদ দান করে ॥১০৬॥

৭৬। যে উক্ত বনরাজির মধ্যে পথসমূহ নিরন্তর বিগলিত, নির্মল, মনোরম গুগ্গুলুর নির্যাসদ্বারা পিচ্ছিল হইলে বনদেবীগণ পরস্পর হস্তধারণপূর্বক তন্মধ্যে বিচরণ করেন। বন্য বৃষভগণের ককুদ্ অর্থাৎ গ্রীবাদেশের ঊর্ধ্বভাগের ঐরূপ ঘর্ষণহেতু বদরীবৃক্ষসমূহ ভগ্ন হইলে তাহা হইতে নির্গত সৌরভপ্রবাহশালী লাক্ষারেণুসমূহের সংযোগে বনদেবতাগণের চরণতলে

অযত্নসুলভ অলক্তক প্রলেপ (আলতার লেপ) শোভা পায়।
মত্তভৃঙ্গজনিত হর্ষভয়ে বন্যমেষগণ ধীরে ধীরে
রোমন্থন-ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলে তাহাদের মুখ হইতে
উদয়মুখ পরিপাকপ্রাপ্ত কক্কোলফলের সৌরভ নির্গত
হইয়া দিগ্বধূগণের মুখকে সুবাসিত করে। বন্য মহিষ-
গণের শৃঙ্গের অগ্রভাগদ্বারা সরল ও দেবদারু বৃক্ষরাজির
বল্কল খণ্ডবিখণ্ড হইলে গগনতল উহার সৌরভে
অতিস্নিগ্ধভাব ধারণ করে। গিরিতটসমূহ বন্য হস্তি-
শাবকগণ কর্তৃক ভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের (শাল বা বরিলা গাছের) পল্লবরাজি দ্বারা
আবৃত হয়। নবীন তৃণযুক্ত প্রদেশে বন্য ধেনুগণ কর্তৃক
আস্বাদিত গন্ধতৃণ (ভূস্তৃণ শরবান) রাজির মনোরম সৌরভে ভূতলে
অতিশয় সদ্গন্ধের বিস্তার হইয়া থাকে। উক্ত বনরাজির
প্রান্তভাগে (পুলিন্দ) শবর বধূগণ নিজ-হস্তে ভগ্ন কর্পূরতরুর
ক্ষুদ্রশাখা হইতে নির্গত নির্যাসদ্বারা সুবাসিত
তাম্বূল চর্বন করিয়া মুখ অনুভব করে।
আর, সেখানে ভূমিতল বানরগণ কর্তৃক ছিন্ন
সুগোল ও অতুলনীয় দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছসমূহ দ্বারা
আবৃত রহিয়াছে॥ (১১০)

৭৪। এইরূপ অন্যান্য বনরাজিও —

রসাল-পনসার্জুন-ক্রমুক-নারিকেলাসনৈঃ (আম্র, পনস,
অর্জুন, গুবাক, নারিকেল, পীত-সাল (পিয়াশাল)), পলাশ-বট-পর্কটী-
খদির-বিল্ব-জম্ব্বাদিভিঃ (পলাশ, বট, (প্লক্ষ বা) পাকুড়, খদির,
বিল্ব, জম্বু), মধূক-শিরিমল্লিকা-বকুল-নাগ-পুন্নাগকৈঃ
(মধূক বা মহুয়া, (কুটজ/কুরচি?) ~~শিরিমল্লিকা~~, বকুল, নাগ (কেশর), পুন্নাগ),
অশোক-বক-পাটলী-কনকচম্পকৈঃ চম্পকৈঃ (অশোক,
বক, পাটল, স্বর্ণচম্পক, চম্পক), শিরীষ-ধব-শিংশপা-
লকুচ-লোধ্র-কোশাতকী-শিমুল-নট-শল্লকী-সরল-
শাল-পীল্বাদিভিঃ (শিরীষ, ধব (ধাওয়া), শিংশপা (শিশু), লকুচ (ডেহুয়া),
লোধ্র, (ঝিঙা?), শিমূল, সোনা?, ~~শল্লকী~~, সরল, শাল,
পীলু), কপিত্থ-করমর্দকৈঃ (কপিত্থ (কয়েৎবেল), করমর্দক),
প্রিয়ক-তিন্দুকাম্রাতকৈঃ (কদম্ব, গাব, আমড়া),
করীর-করবীরকৈঃ (করীর (টেঁটি?), করবী), কদলিকা-
লবল্যাদিভিঃ (কদলী, লবলী (নোয়াড়?)), তমাল-নবমালিকা-
কনকযূথিকা-যূথিকা-কুরণ্টক-লবঙ্গিকা-দমনিকাতিমুক্তাদিভিঃ
(তমাল, নবমল্লিকা, স্বর্ণযূথী, যূথী, (পীত ঝিন্টী), লবঙ্গ, দমনক (দোনা),
মাধবী), অপি স্থলসরোজিনী-বিচকিলাদিভিঃ (স্থলপদ্ম,
মল্লিকা (বেলফুল)), কন্দলী-প্রিয়ঙ্গু-তুলসীগুল্মৈঃ অপি (কন্দলী, প্রিয়ঙ্গু
ও তুলসী প্রভৃতি) বিচিত্র বীরুদ্‌গণৈঃ (বিচিত্র লতারাজি),

বিভাষিতা বিলোহিতোৎপল-সরোজ-কহ্লারকৈঃ (শ্বেত, নীল ও রক্ত উৎপল, পদ্ম-পুষ্প), রথাঙ্গ-বক-সারসৈঃ (চক্রবাক, বক, সারস), কুরর-হংস-কারণ্ডবৈঃ (কুরর, (হংসবিশেষ) হংস ও কারণ্ডব পক্ষী [এবং]) বিমলবারিভিঃ (নির্মল-বারিপূর্ণ), বিরাজিত তরঙ্গকৈঃ (তরঙ্গশোভাশালী) বাপিকা-তড়াগ-সরসীমুখৈঃ (বাপী, তড়াগ ও সরোবর প্রভৃতি) তোয়াশয়ৈঃ (জলাশয়দ্বারা) পরিবৃতানি (পরিবৃত রহিয়াছে)॥ ৫০—৫৩॥ (১১১—১১৪)

৭৫। ঐ বনসমূহের মধ্যে বৃহদ্বন (মহাবন) নামক একটি উত্তম বন রহিয়াছে। তন্মধ্যে ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহারাজের পূর্বোক্ত রাজধানীর অনুরূপ আর একটি রাজধানী বিরাজমান॥ (১১৫)

৭৬। পূর্বোক্ত সমস্ত বস্তুই স্বরূপতঃ অলৌকিক হইয়াও ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই লোকমধ্যে স্থিতি অবলম্বন করায়, নেত্রগত দোষযুক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে শুক্লবর্ণ শঙ্খের (বর্ণভ্রান্ত) পীতবর্ণদর্শনের ন্যায় চর্মচক্ষু ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে ঐ সকল বস্তু লৌকিকরূপেই লক্ষিত হয়।

ভগবানের ইচ্ছায় বিলাসও এইরূপ—

যত্র (উক্ত গোকুলে) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পিতৃমাতৃভাব-

ভক্তিকৌ (শিশুলাভে ভাগ্যশালী), [যথাক্রমে] অধিপৌ (অধীশ্বর ও অধীশ্বরী) আসাতে (বিরাজমান রহিয়াছেন), যৌ (যে দুই জনের) একঃ (এক জন) নন্দঃ ইতি (শ্রীনন্দ ও) অন্যা (অপর জন) যশোদা ইতি প্রথাং (প্রথিতা প্রসিদ্ধি) যযৌ (লাভ করিয়াছেন)। তাভ্যাং (তাঁহাদের দুই জন হইতেই) এষঃ (এই) নিত্যকিশোরঃ (নিত্য কিশোর শ্রীকৃষ্ণ) শিশুবৎ (পুত্রবৎ) প্রাদুর্ভবন্ (প্রাদুর্ভূত হইয়া) মোদতে (লীলাসুখ অনুভব করেন), লীলানিধেঃ (অনন্তলীলাময়) ভগবদ্বর্যস্য (পরমপুরুষ শ্রীভগবানের) লীলায়াঃ (লীলার) কিম্ অশক্যং অস্তি (অসাধ্য কিছুই নাই)॥ ৫৪॥ (১১৬)

৭৭। তাঁহার অনন্তলীলাময়ত্ব ও এইরূপই যে —
যঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তয়োঃ (শ্রীনন্দের ও শ্রীযশোদার) শিশুঃ ভবন্ (পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া) পালন-লালনাভ্যাং (তাঁহাদের কৃত পালন ও লালন দ্বারা) তৎ বাৎসল্যম্ (সুপ্রসিদ্ধ বাৎসল্য ভাব) আস্বাদয়িতুং (প্রকাশ করিবার নিমিত্ত) অলৌকিকৈঃ (সর্বতোভাবে লোকাতীত) সদ্ভাবৈঃ এব (বাল্যাদি ভাবসমূহদ্বারাই) স্বয়ং (স্বয়ং) লোকে (অপ্রকট ও প্রকট, উভয় লোকেই) লৌকিকত্বম্ এতি (নরলীলার আবিষ্কার করেন)॥ ৫৫॥ (১১৭)

লৌকিকত্বম্ অতি (সেই লীলার আবিষ্কার করেন) ॥১১৭॥ (১১৭)
তাস্মিন্ অলোকে অপি (প্রপঞ্চাতীত মহাবৈকুণ্ঠীয় সুপ্রসিদ্ধ
গোলোকেও [যদিও]) গো-গোপ-গোপী-নিকরৈঃ
(গো, গোপ ও গোপীগণের সহযোগে) বিলাসঃ
(শৃঙ্গার রসনিষ্ঠ বিলাস) ভাবিতুং ক্ষমেত (সম্ভবপর
হয়, [তথাপি]) বাল্যাদিলীলা-সুরনাশলীলে
(বাল্যাদি লীলা ও অসুরনাশলীলা) লোকং বিনা
(প্রপঞ্চ লোকব্যতীত অন্যত্র) শোভাং ন অর্হত: এব
(কোনরূপেই শোভা পায় না) ॥৬৩॥ (১১৮).

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে ভাবপোষণতত্ত্ববল্লীবিস্তার-নামক
প্রথম স্তবক

১। অচ্যুতের আবির্ভাবের পূর্বে ক্ষত্রিয়কুলে বিরাজমান অযুত সংখ্যক অসুর-সেনানায়কগণের পদভরে পীড়িতা ধরিত্রীদেবীর অতিশয়-ভয়সঙ্কুল দুঃখ দৈন্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণুর নিকটে তাহা নিবেদন করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর নিকট হইতে তাহা জানিতে পারিয়া নিজেকে লৌকিক লীলার আনন্দ দান করিবার অভিপ্রায়ে ধরাতলে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া পূর্বোক্ত পিতৃ-মাতৃ-বান্ধববর্গকে তথায় অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন ।। (১)

২। বিশেষত: পূর্বোক্তা নিত্যসিদ্ধা গোপকন্যাগণের ধরাতলে আবির্ভাবকালে তাঁহাদের সহিতই তদ্রূপকামনা-যুক্তা ঋষিগণ ও সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের বিলাসদর্শনে মদনগোপালের প্রতি আসক্তিযুক্ত হইয়া সাধনবলে সিদ্ধদশাপ্রাপ্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ তাদৃশ সৌভাগ্য-শালী দেহ ধারণপূর্বক পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর গোপ ও গোপীগণের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।। (২)

৩। ভগবানের অতুলনীয়া শক্তিরূপা ও নানাবিধ অঘটন-ঘটননিপুণা ভগবতী যোগমায়াও ভগবানের প্রেরণায়ই অলক্ষিত দেহে শ্রীযশোদার গর্ভে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ।। (৩)

৪। শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিগণ ভগবানের

অবতরণের পূর্বেই সেই বৃন্দাবনেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর, ভগবানের অবতরণের পশ্চাৎ নিত্যসিদ্ধ সখা ও প্রেয়সীগণ এবং সাধনসিদ্ধ ভূতপূর্ব শ্রুতি ও মুনিগণও প্রেয়সী-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ (৪)

এইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল নিকটবর্তী হইলে, দীর্ঘকাল পরে প্রিয়তমের আগমনহেতু প্রিয়ার চিত্তে যেরূপ বিপুল হর্ষের উদয় হয়, পৃথিবীরও সেইরূপ প্রচুর হর্ষাবির্ভাব হইয়াছিল। জলরাশি ভগবদুপাসকগণের চিত্তের ন্যায় সুনির্মল হইয়া সকল লোকের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল। সমুজ্জ্বল ও দাক্ষিণাবর্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খের ন্যায় দক্ষিণদিকে আবর্তবিশিষ্ট হইয়া অনল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বায়ু ভগবদ্ভক্তগণের অঙ্গসঙ্গের ন্যায় জগতের পবিত্রতাজনক হইয়া শীতল, স্নিগ্ধ ও সুমধুর ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আকাশ ভগবদ্ভক্তবৃন্দের চিত্তের ন্যায় প্রভূত স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছিল। বৃক্ষসমূহ হরিভক্তগণের জীবনের ন্যায় নিরন্তর সুফলশালী ও নিরাতঙ্ক হইল। অসুরগণের জীবনে যেন জরা উপস্থিত হইল। দেবতাগণের আশালতাবৃন্দ ফলোন্মুখ হইয়া যেন

ভূতলপর্যন্ত লম্বিত হইয়াছিল। শ্রীহরির প্রসাদ প্রাপ্ত
ভাগবতগণের চিত্তবৃত্তির ন্যায় দিক্‌সমূহ প্রসন্নভাব
ধারণ করিল। পৃথিবীর দুষ্ট জনগণের জনিত পাপ-বিষ
যেন মন্ত্র, ঔষধি ও মণিসমূহের সংস্পর্শে দূরীভূত
হইল। প্রাণিসমূহেরই দুঃখের উপশম এবং নিখিল
জগদ্‌বাসিগণেরই চিত্তের সুখ সম্পাদিত হইয়াছিল।
জীবগণের দেহলতায় যেন নবীন মঙ্গলভাবের সঞ্চার
হইতেছিল। নিখিল গুণশালী ও স্তুতিভাজন সজ্জনগণের
উল্লাস বৃদ্ধি হইল। নিখিল লোকের সুসম্পাদিত
পুণ্যরাশির যেন ফলোদয় আরম্ভ হইল। আর,
চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের নয়নে যেন প্রবল সুখেরই
বিকাশ হইয়াছিল॥ (৫)

৬। এইরূপ মঙ্গলময় গুণসমৃদ্ধি হেতু দোষ-সংশয়শূন্য
দ্বাপরযুগের শেষভাগে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণরাশির
আশ্রয়স্বরূপ ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে নির্বিঘ্ন ও হিতজনক
সুখকর সময়ে চন্দ্র সর্বগুণময়ী রোহিণী-নক্ষত্র আশ্রয়
করিলে উৎসবদায়িনী রজনীর মধ্যভাগে আয়ুষ্মান্
যোগে যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
পূর্ণানন্দস্বরূপ বলিয়া জীবগণের ন্যায় বদ্ধদশার অভাবহেতু জননীজঠরের

সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই জীবগণের প্রতি অনুরাগময়ী ও স্বীয়
তাদৃশ লীলারাজির প্রকাশময়ী অপরূপ করুণাবশতঃ
পূর্বদিকে উদিত চন্দ্রদেবের ন্যায় স্বপ্রকাশত্বনিবন্ধনই
প্রাদুর্ভাব সম্পাদনপূর্বক প্রথমতঃ, পূর্বজন্মকৃত
তপঃসৌভাগ্য বলে পিতৃ-মাতৃ-ভাবপ্রাপ্ত শ্রীবসুদেব ও
শ্রীদেবকীর মধ্যে বাসুদেবরূপে আবির্ভাব লাভ করিয়া
তাঁহাদের মধ্যে অল্পকালই পুত্রত্ব-অভিমান
সঞ্চার পূর্বক পশ্চাৎ নিত্য-সিদ্ধ পিতৃমাতৃভাবপ্রাপ্ত
শ্রীনন্দের ও শ্রীযশোদার নিকটেও শ্রীগোবিন্দরূপী
নিজ-স্বরূপ দ্বারা পুত্রভাব ধারণ করিয়াছিলেন।। (৬)

৭। অনন্তর শ্রীগোবিন্দ কংসের ভয়ে বসুদেবকর্তৃক নন্দালয়ে
আনীত বাসুদেবাত্মক স্বরূপের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলে
তাঁহার হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি চিহ্নরূপে
অবস্থান করিলেন। আর, কৌস্তুভ, বেণু ও বনমালা
তাঁহার অঙ্গেই অবতীর্ণ হইলেও সময়ের প্রতীক্ষায়
তৎকালে অলক্ষ্যরূপেই অবস্থান করিয়াছিলেন।। (৭)

৮। নিষ্ঠুর কংসের ভয়ে বসুদেব দেবকী ব্যতীত অন্য
ভার্যাগণকে স্থানান্তরিত করিবার সময়ে শ্রীরোহিনীদেবীকে

নিজ-প্রিয় সখা শ্রীনন্দমহারাজের গৃহে রাখিয়া দিয়াছিলেন।
দেবকীর সপ্তমগর্ভে ভগবানের অংশাবিশেষ শ্রীসঙ্কর্ষণ
দেব আবির্ভূত হইলে ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে ভগবতী
যোগমায়া তাঁহাকে রোহিণী দেবীর গর্ভে লইয়া যাওয়ায়
শ্রীরোহিণী যথাকালে শ্রীসঙ্কর্ষণকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বেই
প্রসব করিয়াছিলেন ॥ (৮)

৯। অন্বয় —
মূর্তানন্দঃ (মূর্তিমান্ আনন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ)
মধুরচরিতৈঃ (নিজ মধুর চরিতাবলী দ্বারা) আত্মারামান্
(আত্মারামগণকেও) ভক্তিযোগে (ভক্তিমার্গে)
বিধাস্যন্ (আনয়ন), নানালীলারস-রচনয়া
(বিবিধ লীলারসের সম্পাদনদ্বারা) স্বভক্তান্
(নিজ-ভক্তগণকে আনন্দ দান [এবং]) দৈত্যানীকৈঃ
(অসুর সৈন্য দ্বারা) অতিভরাং (অতিভারগ্রস্তা) ভুবং
(পৃথিবীর) বীতভারাং করিষ্যন্ (ভার দূরীভূত করিবার নিমিত্ত)
ব্রজপতিগৃহে (শ্রীনন্দমহারাজের গৃহে) জাতবৎ
(প্রাকৃত বালকের জন্মের ন্যায়) প্রাদুরাসীৎ
(নিজ আবির্ভাব স্বীকার করিয়াছিলেন) ॥৯॥ (৯)

১০। আর, তিনি আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই যোগমায়াকে

অয়াসমুক্ত করিয়াই যেন (অর্থাৎ যেন মায়াকে আশ্রয়
না করিয়াই যেন) মণিময় ভিত্তিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন
অংশে স্বীয় দেহের স্নিগ্ধ প্রতিবিম্বরাজির শোভাচ্ছলে
সচ্চিদানন্দগুণশালী কায়ব্যূহ (একসঙ্গে প্রকাশিত বহু
মূর্তি) প্রকট করিয়া, সুখশোভাভরে অপরাজিতা লতা-
মণ্ডপের পরাভবকারীর ন্যায় প্রতীয়মান এবং পরম-
সৌন্দর্য প্রকাশক সেই সুরম্য সূতিকাগৃহটিকে
উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ॥ (১০)

তদনন্তর —

১১ [তৎকালে] যশোদায়াঃ ক্রোড়ে (শ্রীযশোদার
ক্রোড়দেশে) চিদানন্দরসঃ তৎ ওজঃ (সেই মূর্তিমান চিদানন্দ-
ময় তেজঃ শ্রীকৃষ্ণ), ভৃঙ্গৈঃ অনাঘ্রাতং (ভ্রমরসমূহ
যাহাকে আঘ্রাণ করে নাই), অনিলৈঃ অনপহৃত সৌগন্ধ্যং (বায়ু-
প্রবাহ যাহার সৌরভ হরণ করে নাই), নীরেষু
অনুৎপন্নং (যাহা জলে জন্মগ্রহণ করে নাই), ঊর্মীকণ-
ভরৈঃ অনুপহতং (তরঙ্গের কণারাশি দ্বারা যাহা
আহত হয় নাই [এবং]) ক্বচন (কোথাও) কেনাপি
চ (কেহই) অদৃষ্টং (যাহাকে দর্শন করে নাই), [এইরূপ])
কুবলয়ম্ ইব অভবৎ (নীলপদ্মের ন্যায়
শোভা ধারণ করিয়াছিলেন) ॥২॥ (১১)

২১। [তৎকালে] মাত্রা সমং (মাতা যশোদার সহিত)
সূতিকা-পরিজনে (প্রসূতির পার্শ্বজনগণ সকলে) সর্ব্বতঃ
(সর্ব্বত্র) নিদ্রাণে (নিদ্রামগ্ন হইলে) বালঃ হরিঃ
(বালক শ্রীকৃষ্ণ) সদ্যোজাত-শিশু-স্বভাব-রীতি-রবং (নবজাত
শিশুর ন্যায় স্বাভাবিক স্বরসরূপে) চক্রন্দ (ক্রন্দন
করিয়াছিলেন; [তৎকালে]) ভগবতঃ (ভগবানের)
কণ্ঠোপকণ্ঠগতঃ (কণ্ঠসমীপগত) ওঙ্কারঃ
(ওঙ্কারধ্বনি তুল্য সেই 'ওঁয়া ওঁয়া' এইরূপ ক্রন্দনশব্দ)
অস্য (তাঁহার) মহতঃ তল্লীলোৎসবকর্ম্মণঃ
(সেই লীলা-উৎসবময় মহৎ কার্য্যের) প্রাক্
(প্রারম্ভিক) মঙ্গলোদ্ঘাতনাম্ অতনোৎ কিমিব?
(মঙ্গলাচরণেরই সূচনা করিয়াছিল কি?) ।৩।(২২)

২২। অতঃপর তৎকালে তাঁহার সেই সুমধুর রোদন-ধ্বনি-
শ্রবণে ব্রজপুরীর প্রাচীনা মহিলাগণ জাগ্রত হইয়া
তাঁহাকে উত্তান-শায়ি রূপে অর্থাৎ চিৎ হইয়া শয়নাবস্থায়
দেখিতে পাইলেন। নিরুপাধিক স্নেহ অর্থাৎ বাৎসল্য-
রতির পরিণাম-বিশেষ দ্বারাই যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ
অভ্যক্ত (মর্দ্দিত) ছিল; স্বতঃসিদ্ধ সৌগন্ধ্য দ্বারাই যেন
সর্ব্বশরীর উদ্বর্তন অর্থাৎ ~~মার্জ্জন~~ ঘর্ষণ করা হইয়াছিল;

মাধুর্য্য দ্বারাই যেন স্নান হইয়াছিল ; লাবণ্য দ্বারাই যেন
মার্জ্জন করা হইয়াছিল ; সৌন্দর্য্যের দ্বারাই যেন অনুলেপন
করা হইয়াছিল ; ত্রিলোকের শোভাই যেন তাঁহার
ভূষণ সম্পাদন করিয়াছিল ; গৃহলক্ষ্মী যেন চম্পকপুষ্পতুল্য
সূতিকাগৃহস্থিত প্রদীপ প্রভা দ্বারা তাঁহার পূজা
করিয়াছিলেন ; তিনি তৎকালে ক্ষুদ্র অঙ্গসমূহের
কান্তি দ্বারাই সূতিকাগৃহের প্রদীপ আলোকে যেন নীলপদ্মের
কলিকা-রাশির ন্যায় প্রকাশ করিতেছিলেন ; তাঁহাকে
অভিনব মহানীলমণির অঙ্কুরের ন্যায়, তমালের পল্লবের
ন্যায়, নবীন মেঘের নূতন অঙ্কুরের ন্যায়, ত্রিলোকলক্ষ্মীর
ললাটস্থ কস্তূরীতিলকের ন্যায়, ঐ সৌভাগ্য-সম্পদ্‌লাভের
উপযোগী স্নিগ্ধ অঞ্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল ;
তিনি অরিষ্ট অর্থাৎ সূতিকাগৃহকে স্পর্শ, অথচ সকল
অরিষ্ট অর্থাৎ অমঙ্গলকে দূরীভূত করিতেছিলেন ;
তিনি বালক, অথচ নবালক অর্থাৎ নূতন অলক রাজি-
শোভিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ সুকোমল করপল্লব অথবা
করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা মৎস্য ও অঙ্কুশাদি রূপ ভগব-
ল্লক্ষণ নিজেই গোপন করিবার নিমিত্তই যেন করকমল-
কলিকা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নিমীলিতনয়নে অবস্থান
করিতেছিলেন ।। (১৩)

১৩। তদনন্তর উক্ত পুরমহিলাগণের হর্ষধ্বনিতে মাতা শ্রীযশোদা জাগ্রতা হইয়া —

অথ (অতঃপর) অপত্যং জাতং শ্রুত্বা (পুত্র হইয়াছে শুনিয়া) ঈক্ষিতুং (তদ্দর্শনার্থে) ন্যগ্ভুতনুঃ (দেহ অবনত করিলে) তত্তনৌ (পুত্রের দেহমধ্যে) প্রতিবিম্বিতাং নিজতনুং আলোক্য (নিজ-দেহের প্রতিবিম্ব দর্শনপূর্বক [উঁহাকে]) অন্যা ইতি শঙ্কাকুলা (অন্য রমণী আশঙ্কা করিয়া) 'অপসর গচ্ছ' (দূরে সরিয়া যাও) ইতি (এই বলিয়া) তন্নিরসনপরা (তাহাকে নিবারণ করিতে করিতে) অমুষ্য আননং (পুত্রের মুখ) পশ্যন্তী (দেখিয়া) স্নেহাশ্রুনঃ বিন্দুভিঃ (স্নেহজাত অশ্রুবিন্দুসমূহদ্বারা) মুক্তাহারং উপঢৌকিতবতী ইব (যেন মুক্তাহার উপহার দিয়াছিলেন)॥ ৪॥ (১৪)

১৪। অনন্তর স্বয়ং অতিকোমলাঙ্গী হইলেও কস্তুরীর কর্দমের ন্যায়, শ্যামল অমৃতসিন্ধুর মন্থনজাত নবনীত পিণ্ডের ন্যায় এবং কস্তুরীরসযোগে কৃষ্ণবর্ণ দুগ্ধের ফেনারাশির মধ্যের ন্যায় সেই নবজাত শিশুকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিতে যাইয়া নিজ-দেহের

~~অঙ্গ~~ কর্কশতার আশঙ্কা করিয়া অনেকক্ষণ দেহ অবনত
থাকিলেই স্নেহবশতঃ স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হওয়ায়
ঐরূপ স্তনের অগ্রভাগ তাঁহার অধরে সংলগ্ন করিয়া
দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন ॥ (১৫)

১৬। অনন্তর ব্রজপুরের প্রাচীনা মহিলাগণ তাঁহাকে
সর্ববিষয়ে শিক্ষা দান করিলে তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে
করিয়া পুনরায় দুগ্ধ পান করাইতে প্রবৃত্তা হইলে
শিশু তৎকালে স্নেহবেগে ক্ষরিত মূর্তিমান্ অমৃতরস-
সদৃশ সেই স্তনদুগ্ধ সম্পূর্ণ পান করিতে না পারায়
তাঁহার সুকোমল ওষ্ঠের প্রান্তভাগ হইতে উহা পতিত
হইয়া গণ্ডদেশকে প্লাবিত করিলে মাতা নিজ-পরিধেয়
সূক্ষ্ম বসনের অঞ্চল দ্বারা উহার নিঃসারণ করিতে করিতে
স্তন দান হইতে নিবৃত্তা হইয়া আদর ও স্নেহসহকারে
তাঁহার দর্শনহেতু পরম বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন ॥ (১৬)

১৭। তিনি তদীয় সকল অবয়বকে নীলমণি, বিম্বতুল্য
অধরকে কুরুবিন্দমণি, হস্ত-পদকে প্রবাল মণি ~~এবং~~ ও
নখসমূহকে শিখরমণি দ্বারা রচিত মনে করিয়া
ধারণা করিতেন।
কখনও তাঁহাকে মণিময় বলিয়া মনে ~~করিয়াছিলেন~~ ।
আবার কখনও সমস্ত অবয়বকে নীলপদ্ম, বিম্বতুল্য

অধরকে বন্ধূক পুষ্প, হস্ত পদকে জবাপুষ্প ও নখসমূহকে মল্লিকার কলিকা দ্বারা রচিত মনে করিয়া তাঁহাকে পুষ্পময় বলিয়াই ধারণা করিতেন। তখন তিনি 'ইহা আমার পুত্র নহে' এইরূপই অসম্ভাবনা (অসম্ভব বিচার) করিতেছিলেন। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে মৃণাল সূত্রের চূর্ণসদৃশ মনোরম ও অতিস্নিগ্ধ শ্রীবৎসনামক রোমরাজিরূপ লক্ষণবিশেষও লক্ষ্য করিয়া পূর্বপ্রদত্ত স্তন-দুগ্ধের পতনজনিত চিহ্নবিশেষ ধারণা করিয়া পুনরায় সুকোমল সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহার অপসারণে প্রবৃত্তা হইলেও তাহার অপসারণ না হওয়ায় উহাকে মহা-পুরুষসুলভ লক্ষণবিশেষই মনে করিতেন। পুনরায় বক্ষঃস্থলের বামভাগে অবস্থিত (স্বর্ণবর্ণ) লক্ষ্মীচিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহাকে পীতবর্ণ কোন সুন্দরতর পক্ষিশাবকের আবাস তমাল পল্লব বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। আবার কখনও তাঁহাকে স্বাভাবিক বিদ্যুদ্‌রেখাযুক্ত মেঘের অতিক্ষুদ্র অংশ, আর কখনও বা স্বর্ণের রেখাযুক্ত নিকষপ্রস্তর বলিয়াই ধারণা করিতেন। আবার হস্ত ও পদযুগলের অতিরক্তিমাহেতু তাঁহাকে চারি বা পাঁচটি রক্তপদ্মযুক্ত যমুনার তরঙ্গ বলিয়াই

ধ্যান করিতেন। অতঃ অতিরিক্ত মধুপানহেতু মত্ততাবশতঃ ভ্রমণে অসমর্থ নিশ্চল ভ্রমরসমূহের ন্যায় কুঞ্চিতকেশ কলাপ, অভিনব অন্ধকাররাশির ন্যায় অলকরাজি, মুকুলিত নীল উৎপলের ন্যায় নয়নযুগল, বিগলিত নীলমণিরাজির জলবুদ্বুদসদৃশ গণ্ডযুগল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ লতাবিশেষের সদ্যোজাত পল্লবযুগলের ন্যায় কর্ণদ্বয়, অন্ধকাররূপ বৃক্ষের অঙ্কুরতুল্য নাসাগ্রভাগ, যমুনার ক্ষুদ্র বুদ্বুদসদৃশ নাসা-পুট, দ্বিদল জবাপুষ্প-কলিকার ন্যায় ওষ্ঠ ও অধর এবং পরিপক্ক ক্ষুদ্র জম্বুফল-দ্বয়সদৃশ চিবুকভাগ দর্শন করিয়া, 'সম্প্রতি আমার নয়নের উৎপত্তি সার্থক হইল' এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক নিজেকে আনন্দসাগরে অভিষিক্তের ন্যায় অবগত হইলেন ॥ (১৭)

১৮। তৎকালেই ব্রজরাজ পুরমহিলাগণের মুখ হইতে 'হে মহাভাগ! আপনার পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে' এইরূপ কোন এক অপূর্ব বার্তা শ্রবণ করিলেন। বারিবর্ষণ যেরূপ সুদীর্ঘ গ্রীষ্মঋতুর প্রভাবে পরিশুষ্ক ক্ষুদ্র জলাশয়ের বিদীর্ণ স্থানসমূহকে সরসভাবে পরিপূর্ণ করে, সেই শুভবার্তাও সেইরূপ দীর্ঘকালজাত

পুত্রকামনার ফললাভবিষয়ে প্রতিবন্ধকতাহেতু কর্কশতা-
প্রাপ্ত তদীয় চিত্তের পরম সুখজনক হওয়ায় তিনি যেন
তখন হর্ষবারিধারায় স্নান করিলেন, অমৃতময় মহা-
সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন, এবং আনন্দমন্দাকিনীর আলিঙ্গন
লাভ করিলেন। আর, সেই পুত্রদর্শনের উৎকণ্ঠা উৎপাতের
পূর্বেই সাক্ষাৎ শরীরধারী ব্রহ্মানন্দানুভূতি সৎকারিতাই
যেন তাঁহাকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইয়াছিল।
দীর্ঘকালের সঞ্চিত পুণ্যরাশির সুকৌশলই যেন তখন
তাঁহার হস্তধারণ এবং প্রবল উৎকণ্ঠাদেবীই যেন
পশ্চাৎ হইতে ~~তাঁহাকে~~ দ্রুত পরিচালনা করিতেছিল।
এইরূপে তিনি সত্বর নিকটে যাইয়া প্রগাঢ় আনন্দের
বীজ, জগতের পরমমঙ্গলের অঙ্কুর, সিদ্ধ-অঞ্জন-
লতিকার পল্লব, দীর্ঘকালজাত পুণ্যরাশিরূপ
কল্পতরু উদ্যানের পুষ্প, নিখিল উপনিষদ্রূপ
কল্পলতারাজির ফল এবং ব্রজেশ্বরীর দেহরূপা
অপরাজিতা লতার প্রকৃষ্ট কুসুমের ন্যায় পুত্রকে
দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি যেন সর্বপ্রকার
অভিলাষ-সম্পত্তিদ্বারা সমৃদ্ধিশালী, আনন্দের সাক্ষাৎকার-
জনিত চমৎকারদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রমত্ত:

বিক্ষিপ্ত, পশ্চাৎ স্থির, অনন্তর (পরে) নিদ্রিত ও অবশেষে জাগ্রত-
প্রায় হইয়া বিপুল সুখজনিত প্রবল পুলকসঞ্চারে
আনন্দজনিত বাষ্পকণাসমূহের পতনহেতু স্তিমিতভাব-
পন্ন অলৌকিক দশা লাভ করিয়া অবস্থান করিতে
লাগিলেন। উপনন্দ, সনন্দ প্রভৃতি বান্ধববর্গ
এবং বিপ্রবর পুরোহিত মহোদয়, আনন্দসহকারে তাঁহার দ্বারা পুত্রের
জাতকর্মাদি ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করাইলে পুত্রের
মঙ্গল সমৃদ্ধি কামনায় তিনি শৃঙ্গে সুবর্ণ ও খুরে
রৌপ্য ভূষিতা, গলদেশে মণিময় মাল্যযুক্তা নবপ্রসূতা
ধেনুবৃন্দের বিতরণদ্বারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহকে
অনেককাল [illegible] এক একটি সুরভি-লোক রূপে পরিণত এবং তাঁহাদের
প্রত্যেকের অঙ্গনকেই তিলপর্বত, সুবর্ণপর্বত ও মণি-
পর্বতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন ॥ (১৮)

১৯। তাঁহার এইরূপ অপরিসীম দানকালে চিন্তামণি,
কল্পতরু ও কামধেনুগণ যেন শক্তিহীন এবং রত্নাকরও
(সমুদ্রও) যেন কেবলমাত্র জলজন্তুগণের দ্বারাই
অবশিষ্ট রহিয়াছিল। অধিক কি, ত্রৈলোক্য-
লক্ষ্মীরও যেন লীলাপদ্মটিই কেবল অবশিষ্ট
ছিল ॥ (১৯)

১৯। অতঃপর যখনই শ্রীব্রজরাজের শুভ্রমূর্ত্তি কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপে জগতের পরমমঙ্গলকর রব প্রতি পদে একের মুখ হইতে অপরের মুখে সর্ব্বত্রে সঞ্চারিত হইল, তৎক্ষণাৎ বা তাহার পূর্ব্বেই উপ-নন্দ সুনন্দ প্রমুখ সকল গোপগণ আনন্দের সহিত নিজ-নিজ-পরিজনগণের দ্বারা মণিময় ভারযষ্টি (বাঁক) ও বিবিধ পট্টসূত্ররচিত শিক্যায় সংস্থাপিত, মণিময় ঘটপূর্ণ ঘৃত, দধি, নবনীত, মথিত (জলরহিত মথিত দধি) ও উদশ্বিৎ অর্থাৎ অর্দ্ধেক জলদ্বারা মথিত দধি আমিক্ষা (ছানা) প্রভৃতি নানাবিধ গব্য দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক বিবিধ মণিময় অলঙ্কার ধারণ এবং হরিদ্রারঞ্জিত মাঙ্গলিক বস্ত্রের অনুকরণকারী ও বিদ্যুতের কান্তিপরাভব-কারী সুরম্য স্বর্ণখচিত বসন পরিধান করিয়া সুবর্ণ ও মণিময় দণ্ড হাতে লইয়া উদ্বেল পরমানন্দসাগরের মহাতরঙ্গমালার ন্যায় চতুর্দিক আবরণ করিয়া ছিলেন॥ (২০)

২০॥ আর ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজপুরীর নাগরীবৃন্দ মনোরথের অতীত সেই শুভবার্ত্তাকে কর্ণের অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়া ইহ জীবনে অননুভূত অদ্ভুত হর্ষভরে

প্রফুল্লচিত্তে সকল কর্ম পরিত্যাগপূর্বক ব্রজরাজের গৃহে
উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মনোরম কণ্ঠদেশে উত্তম হার
শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়াছিলেন।
তাঁহাদের পরিহিত হারের মধ্যমণিতে মাণিক্যসমূহ সংলগ্ন ছিল। হস্তদ্বয়ে
নিরতিশয় শোভাযুক্ত কঙ্কণ বিরাজ করিতেছিল। অলকনা-
সদৃশ হীরকরাজির সমাবেশে অপূর্ব কেয়ূর শোভায়
উদয় হইয়াছিল। সকল অলঙ্কারই অঙ্গের অনুকূল
হইয়াছিল। কটিদেশে অতিযত্নে রক্ষণীয় মহামূল্য চন্দ্রহার
শোভা বিস্তার করিতেছিল। কিঙ্কিণীসমূহ তাঁহাদের
নিবিড় নিতম্বভাগে আবদ্ধ হইয়া অতিশয় ধ্বনিত
হইতেছিল। পদযুগলে মনোরম সুবর্ণ-বলয়
পরিধান করিয়া তাঁহারা হংসের ন্যায় মনোজ্ঞ
গতিভঙ্গী ও চঞ্চল কেশভার ধারণ করিয়াছিলেন।
তৎকালে তাঁহারা সদ্যঃ আবির্ভূত ও কমনীয় তেজঃপুঞ্জ-
শালী কেশবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সুবর্ণময় পাত্রে
নির্মঞ্ছন রূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার উপযোগি ফল, পুষ্প,
দধি, দূর্বা, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), ও মণিপ্রদীপপ্রভৃতি
দ্রব্যসম্ভার হরিদ্রাবিরঞ্জিত অতিমৃদু সূক্ষ্ম বস্ত্রে (সওয়ার) আচ্ছাদন-
পূর্বক নিজ-নিজ-করকমলে ধারণ করিয়া মণিময়

নূপুরের সুমধুর মঞ্জু-রবে দশ দিক মুখরিত করিয়াছিলেন ॥ (২১)

২২। অনন্তর তাঁহারা সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া নিজ-নিজ-নয়ন-সৃষ্টির নূতন ফলের ন্যায়, জ্ঞানোৎপত্তির সার্থক অঙ্কুরক মনোরথের পল্লবের ন্যায় এবং নিজ-নিজ-প্রাণসম সখ্যাবয়বের মহা-নীলোৎপলের ন্যায় সেই নবজাত বালককে দর্শনপূর্বক 'চিরকাল জয়যুক্ত হও' এইরূপ মঙ্গল-কামনারূপ পুষ্পরাশি দ্বারা অর্চনা করিয়া নির্নিমেষ-নয়নে আগ্রহ ভরে দর্শন করিতে করিতে 'এই শিশু ব্রজেশ্বরীর মূর্তিমান্ পরম সৌভাগ্যস্বরূপ' এইরূপে তাঁহারাই স্তুতি করিয়া মুহূর্তকাল পরে গৃহের অলিন্দ-তলে উপস্থিত হইলেন। পদ্মলতারাশির মুখস্বরূপ পুষ্প যেরূপ অভ্যন্তরে ভ্রমরগণের সুমধুর ঝঙ্কার-দ্বারা আকুলতা প্রকাশ করে, তাঁহারাও সেখানে নিজ-নিজ-মুখে সুরম্য মঙ্গল সঙ্গীত প্রকাশ করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর অপূর্ব কৌতুকভরে প্রীতি-পরম হস্তরূপ কমলকলিকা দ্বারা পরস্পরের মুখ-মণ্ডলে অতি নির্মল ও সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রারস, নূতন

নবনীত প্রভৃতি লেপন করিয়া হাস্য প্রকাশ করিতেছিলেন।
সেই সময়ে তাঁহাদের অধরপল্লব দন্তাকিরণের সহযোগে
স্থির শোভাযুক্ত রমনীয় বন্ধুকপুষ্প অপেক্ষাও সুন্দর
হইয়াছিল। তাঁহারা এইরূপে যে সময়ে ত্রিলোকলক্ষ্মীর
সৌভাগ্যরাশিকেও পরাভূত করিতেছিলেন, সেই সময়েই
শ্রীনন্দমহারাজের নিকটে পূর্বোক্ত গোপগণ কালোচিত
পরমানন্দে মগ্ন ও মহাহর্ষযুক্ত হইয়া চন্দ্রের ক্রীড়া-
গোলকের ন্যায় নবনীত পিণ্ড, অতিস্থূল হিমশিলা-
রাশির ন্যায় আমিক্ষা (ছানা) রূপ গেণ্ডুক (ক্রীড়াগোলক),
ও দধিসমুদ্রের কর্দমপিণ্ড ও জ্যোৎস্নার মাংসপিণ্ডসদৃশ
পিণ্ডাকার দধি দ্বারা নির্ভয়ে পরস্পর আঘাত
করিতেছিলেন। আর, মণিময় জলযন্ত্রে (পিচ্কারীতে)
পূরিত দুগ্ধ, দধি, মণ্ড, মাক্ষিত, উদশ্বিৎ, গলিত স্বর্ণ-
জলসদৃশ হরিদ্রামিশ্রিত জলরাশি-শ্রেণী ও মহামূল্যক
তৈলসমূহের ধারা বর্ষণ দ্বারা পরস্পরের গাত্রে সিক্ত
করিতে লাগিলেন। এইরূপ তাঁহারা মৃদঙ্গ, পণব,
ডমরু, ঝর্ঝর, মৃদু মাদল, কাহল ও ভেরী প্রভৃতি বিচিত্র
মাঙ্গলিক বাদ্য ধ্বনির সহিত তালক্রমে নৃত্য ও সঙ্গীত
প্রকাশপূর্বক, ব্রজরাজকে নবজাত কুমার প্রদর্শনের ন্যায়

নিত্যের অনভ্যস্ত, অথচ ভগবদিচ্ছায় তৎকালে আবির্ভূত
মাঙ্গলিক সঙ্গীতের অন্তর্গত চর্চরিকা, দ্বিপদী, খণ্ডলিকা
ও তেন প্রভৃতি বিবিধ ছন্দের গান অনুভব করাইয়া
আনন্দ দান করিয়াছিলেন ॥ (২২)

২২। এইরূপ সেই সময়টি ইতস্ততঃ ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল-
আশীর্বাদ, বেদধ্বনি, অন্যান্য জনগণের জয়-জয়-রব
এবং চতুর্দিকে চারণ, মাগধ, সূত ও বন্দিগণের রচিত
সময়োচিত মনোরম স্তুতিবাদদ্বারা শব্দব্রহ্মময় বলিয়াই
যেন প্রতীত হইয়াছিল ॥ (২৩)

২৩। অনন্তর ব্রজের সেই রাজধানী যেন উক্ত মহোৎসবের
মহারস জীর্ণ করিতে অসমর্থা হইয়া পুরীর প্রণালী-
সমূহের মুখদ্বারা নির্গত দধি-দুগ্ধাদির ধারাপ্রবাহচ্ছলে
বারম্বার সেই মহারসেরই উদ্গার করিয়া নগরের
পথসমূহে সৌরভ সঞ্চার করিতেছিল। আর, দেবতা-
গণও তৎকালে পক্ষিগণের আকার ধারণপূর্বক সমা-
দরের সহিত প্রণালীস্থিত উক্ত মহারস স্পর্শ ও পান
করিয়াছিলেন ॥ (২৪)

২৪। তৎকালে জগতের সারস্বরূপ সবয়সা ধেনুমন্ত সকলেই সদ্যোজাত
নবনীত, হরিদ্রা ও তৈলদ্বারা রঞ্জিত, স্বর্ণময় ও মণি-

ময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নিজ-নিজ-চিত্তে কৃষ্ণের
আবির্ভাব রূপ মঙ্গল দ্বারা সৌভাগ্যশালী হইয়া
হর্ষজনিত 'হুম্বা'-শব্দে জগন্মণ্ডল মুখরিত করিয়া
আপনাদিগকেই ভুলিয়া গিয়াছিল, আহার বা জলপানাদি
সম্বন্ধে আর কথা কি? ॥ (২৫)

২৬। গোপীগণ এইরূপে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মহোৎসবের
অনুষ্ঠান করিলে শ্রীবসুদেবের পত্নী ভগবতী শ্রীরোহিণী-
দেবী তৈল, সিন্দূর, মাল্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা
সৎকারপূর্বক তাঁহাদের নিকটে নবজাত কুমারের
কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। গৃহের বহির্ভাগে
উপনন্দ প্রভৃতি প্রাচীন গোপগণও পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন
হর্ষবেগবশতঃ হাস্য ও হর্ষকৃত যজ্ঞের সমাপনকালীন
অভিষেক অনুষ্ঠানপূর্বক শ্রীনন্দমহারাজকে
অগ্রবর্তী করিয়া প্রত্যেকেই মণিময় অলঙ্কার, মহামূল্য
বস্ত্র, মাল্য, চন্দন ও তাম্বূলাদি দ্বারা অর্চনা করিতে
করিতে নবকুমারের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন ॥(২৬)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে প্রাদুর্ভাবলীলা-লতা-বিস্তার-নামক
দ্বিতীয় স্তবক।

তৃতীয় স্তবক

১। এইরূপে নরাকার পরম ব্রহ্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া স্তন্যপায়ী শিশুর অভিনয় গ্রহণ করিলে তাঁহার অবতরণের পূর্বেই অবতীর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ তদীয় ধাম ও জনগণ কর্তৃক কেবলমাত্র লৌকিকরূপে লক্ষিত হইলেও, নিজের সহিত অবতীর্ণের শ্রী দ্বারাই অর্থাৎ স্বীয় অলৌকিক শোভাদ্বারাই পুনরায় অলৌকিকরূপে প্রকট হইয়া সকল জনগণের নয়নের ও চিত্তের চমৎকার উৎপাদন করিয়াছিলেন ।। (১)

২। উক্ত ভগবদ্ধামের মধ্যে লৌকিকভাবাপন্ন শ্রীনন্দমহারাজ স্বীয় রাজধানীর ভার বিশ্বাসভাজন বৃদ্ধ গোপগণকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজা কংসের বার্ষিক প্রাপ্য দ্রব্য-বস্তু প্রভৃতি প্রদান করিবার নিমিত্ত কতিপয় অনুচরের সহিত যাদবগণের রাজধানী মথুরায় গমন করিলে, পূর্বজন্মে কালনেমি-নামে পরিচিত নৃশংস ও দুরাত্মা সেই কংস পূর্ব শত্রুতার স্মরণ করিয়া, 'হে মূর্খ! আমাকে বধ করিলে তোমার কি লাভ হইবে? পরন্তু তোমার সংহারকারী অন্যত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন' - শ্রীযোগমায়ার এইরূপ উক্তি অনুসারে পূর্ব শত্রুর (শ্রীহরির) অনুসন্ধানে নৈপুণ্য বশতঃ বাল গোপালরূপী সেই শ্রীহরির অনিষ্ট সাধন করিবার ইচ্ছায় পূতনানাম্নী বালকঘাতী গ্রহবিশেষকে প্রেরণ করিলে সে প্রথমতঃ

ব্রজরাজের সেই রাজধানীতেই উপস্থিত হইয়াছিল এবং
আর, ইচ্ছানুযায়ী রূপ গ্রহণে সমর্থা সেই পুতনা মূর্তিমতী
সৌন্দর্য সম্পদের ন্যায় তৎকালে সকল লোকের নয়নের
চমৎকার উৎপাদন করিয়াছিল ॥ (২)

তৎকালে এই পূতনাকে দেখিয়া পুরবাসী সকলেই —
'হে উর্বশি! তোমার সৌভাগ্য অতিশয় অশুভ হইল!
হে অলম্বুষে! অসার ধান্যের ন্যায় তোমার দর্পের আর
প্রয়োজন নাই! হে রম্ভে! তুমি নিশ্চয়ই ভেকীর মত
হইয়াছ! হে ঘৃতাচি! তোমার যশঃস্বরূপ নবনীত-
রাশি জলাদিদ্বারা নির্বাপিত চিতার আকার ধারণ
করিয়াছে! হে মেনকে! আমাদের কেই বা তোমাকে
উপহাস না করে? হে প্রম্লোচে! তোমার রূপসৌভাগ্য
স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে! হে চিত্রলেখে! তোমার
মূর্তি চিত্রাঙ্কিতার ন্যায় স্তব্ধ হইল! হে তিলোত্তমে!
তোমার কীর্তি তিন্দুল অপেক্ষাও অধিক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ
করিল!' এইরূপে স্বর্গের অপ্সরোগণকে উপহাস করিয়া,
পূতনায় সম্বন্ধে — 'ইনি কি মূর্তিমতী ব্রজপুরাধিষ্ঠাত্রী,
অথবা ইনি কি ত্রিলোক-লক্ষ্মী, কিম্বা ইনি কি মেঘের
সম্পর্ক-শূন্যা বিদ্যুন্মঞ্জরী, অথবা চন্দ্রের সংসর্গশূন্যা

জ্যোৎস্নাই হইবেন ? এই কথা বিতর্ক আরম্ভ করিলে
তদনন্তরে সেই মায়াবিনী শ্রীব্রজেশ্বরীর মন্দিরেই প্রবেশ
করিয়াছিল ।। (৩)

৪। তখন সকলে "ইনি নিশ্চয়ই ব্রজরাজের গৃহে অবতীর্ণ
পরম মহাপুরুষের সম্পদসেবায় অতিনিপুণা ত্রিলোক-
লক্ষ্মীই স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন" ইহাই স্থির
করিয়াছিলেন ।। (৪)

৫। অতঃপর সেই পূতনা চোরের ন্যায় অতিসাহস, লুব্ধ
ব্যক্তির ন্যায় নির্লজ্জতা ও ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় অবিবেচনা-
সহকারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিখিল অমঙ্গলরাশির
ভস্মীকারক প্রবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গধারী ও নিখিল
শত্রুরাশিরূপ গাঢ় অন্ধকারের বিনাশে অতিনিপুণ
প্রদীপশিখার ন্যায়, সংসাররূপ বিষম বিষ-সমুদ্রের
নিঃশেষ শোষণকারী নূতন অগস্ত্য-ঋষির ন্যায় এবং
মথিত জ্যোৎস্নারাশির ফেনসদৃশ শুভ্রবর্ণ শয্যাশ্রিত,
অথচ কর্পূরচূর্ণময় ক্ষেত্রবিশেষে উৎপন্ন মহামরকত-
মণির অঙ্কুরের ন্যায় সেই নবীন শ্রীকৃষ্ণকে
মাতার ন্যায় স্নেহসহকারে ক্রোড়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা
করিয়াছিল। খলব্যক্তির বাক্য যেরূপ বাহিরে

সরস, সেইরূপ তাঁহারও বাহ্যভাব সরস বলিয়াই মনে
হইতেছিল। বারী (অর্থাৎ হাতী ধরিবার খেদা) যেরূপ
অভ্যন্তরে গর্তযুক্ত হইলেও বাহিরে লতা পাতায় আবৃত
থাকে, সেইরূপ তাঁহার অভ্যন্তরে কুটিলতা থাকিলেও
বহির্ভাগ সদ্ভাবযুক্তই ছিল। শানিময় কোষে
(অর্থাৎ খাপে) আবদ্ধ, তরবারি (অসি) যেরূপ বাহিরে সুন্দর
দেখায়, তাঁহাকেও সেইরূপ বাহিরে সুন্দরই দেখা
যাইতেছিল। বস্তুতঃ সে বিষলতার ন্যায় হইয়াও
কল্পলতার আকার ধারণ করিয়াছিল। [illegible]
জননী শ্রীযশোদা ও বসুদেবের পত্নী শ্রীরোহিণী দেবী
তাহাকে দেখিয়া, 'ইনি কি ভগবতী গৌরী, অথবা
সাবিত্রী দেবী, কিম্বা ইন্দ্রের মহিষী, অথবা বনলক্ষ্মী,
অথবা স্বাহাদেবীই আমাদের পুত্রের প্রতি বাৎসল্য-
বশতঃ এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন?' এইরূপ
বিচার করিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন না॥ (৫)

৬। বিশেষতঃ শ্রীব্রজেশ্বরী তখন — 'আমিই এই
শিশুর মাতা, অথবা ইনিই ইহার মাতা হইবেন'
এইরূপ নিশ্চয় করিতে না পারায় সে নির্ভয়েই সেই
বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিতে উদ্যতা হইল॥ (৬)

৭।। ~~অথ~~ তৎকালে জ্ঞানঘনবিগ্রহ পরমকারুণিক ভগবান, বাহিরে অজ্ঞের ভাব ধারণ করিয়া পূতনার ~~মধ্যে~~ ধাত্রিনী জননীর ন্যায় বেশদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াই যেন তাহার স্পর্শমাত্রেই ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন।

আর, পূতনাও তাঁহাকে আদরের সহিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়া মাতৃযুগলের দৃষ্টির সম্মুখেই পরমস্নেহশীলা জননীর ন্যায় তাঁহার অধরে পয়োমুখ বিষকুম্ভসদৃশ ~~ন্যায়~~ ~~নিজ~~ স্বীয় বিষলিপ্ত স্তন বিন্যস্ত করিল ।। (৭)

৮।। অন্বয় —

লীলাময়-নবশিশুঃ (লীলাময় সেই নবীন শিশু)। স্নিগ্ধোদর-দলিত-বন্ধূক-কলিকা-দল-দ্রোণী-তাম্রাধরপুট-চমৎকার-কলয়া (অভ্যন্তরে স্নিগ্ধ ও দলযুক্ত বন্ধূকপুষ্প-কলিকার দলরূপ পানপাত্রের ন্যায় তাম্রবর্ণ অধরপুটের চোষণকৌশল দ্বারা) দুগ্ধং পিবন্ (স্তন দুগ্ধ পান করিতে করিতে) প্রাণধমনী-সমাকৃষ্ট্যা (প্রাণনাড়ীর আকর্ষণসহকারে) সদ্যঃ (তৎক্ষণেই) অস্যাঃ (সেই পূতনার) সকল করণগ্লানিং বিবশাং চক্রে (ইন্দ্রিয়বর্গের গ্লানি উৎপাদনপূর্বক বিহ্বলতা সঞ্চার করিয়াছিলেন)।।৮।। (৮)

৯।। ইহার পরই —

তয়া (সেই মায়াবিনী) ব্যথমান মানসতয়া (অতিশয় পীড়িত-চিত্তে) মুঞ্চ ইতি (ছাড় ছাড় এইরূপে) পাঠং কিন্তু: অপি অস্মৈ (তাঁহাকে সবলে নিক্ষেপ বা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেও) কৌতুকী (তিনি কৌতুকযুক্ত হইয়া) সুকোমলাধর পুটেন (সুকোমল অধর পুট দ্বারা) অতৃপ্তবৎ (তৃপ্তিহীনের ন্যায়) চুম্বন এব (অনবরত চোম্বনই করিতেই করিতে ~~লাগিলেন~~, ~~[তখন]~~ ~~[এইরূপে]~~) সঃ (তিনি) সহসা কৃতিং বিভ্রত্যা: (স্বাভাবিক মূর্তি ধারিনী সেই পূতনার) বিষময়: পীত্বা (বিষাক্ত দুগ্ধ পান করিয়া) অস্থিবৎ (ফলের আঁটির মত) তাং তনুং (সেই শরীরটিকে) আবাসাৎ (নগরের) বহি: (বহির্ভাগে) নিরসীসবৎ (নিঃসারিত ~~নিক্ষেপ~~ করিলেন [এবং স্বয়ং]) তৎক্রোড়বর্তী চ (তাহার ক্রোড়দেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন)।।২।। (ক).

১৩। অনন্তর তৎকালে সেই পূতনার সার্দ্ধ যোজন ব্যাপী শরীরটি নগরের বহির্ভাগে বনের প্রান্ত ভাগে পতিত হইয়া বৃক্ষসমূহকেও ভূ-পাতিত করিয়াছিল। মহারাজ-চক্রবর্তী যেরূপ সকল প্রজাগণের করাল (কর-গ্রাহক), উহার দেহও সেইরূপ সকল লোকের করাল (ভয়ঙ্কর) হইয়াছিল। লঙ্কাপুরীতে যেরূপ বিভীষণের মাহাত্ম্য বর্তমান, উহার দেহেও সেইরূপ অতি ভীষণ মাহাত্ম্য

(মহাত্ম আত্মার (দেহের) ভার)

(বিরাট বপুত্ব)

অর্থাৎ বিশাল শরীরের ভার অবস্থিত ছিল। মহীতে
যেরূপ 'তাল-প্রবেষ্ট' অর্থাৎ বিবিধ তালের বেষ্টন থাকে,
উহার দেহেও সেইরূপ 'তালবৃক্ষের ন্যায় প্রবেষ্ট' অর্থাৎ
বাহুদ্বয় অবস্থিত ছিল। উন্নত পর্বতের 'গণ্ডশৈল' অর্থাৎ
অপ্রাস্থিত প্রস্তরখণ্ডে যেরূপ 'পয়োধর' অর্থাৎ মেঘমালা
বিরাজ করে, উহার দেহেও সেইরূপ গণ্ডশৈলের ন্যায়
'পয়োধর' অর্থাৎ স্তনযুগল বিদ্যমান ছিল। বারিরাশি
যেরূপ 'পাতালগম্য' অর্থাৎ পাতালে অবস্থিত, উহার
দেহেও সেইরূপ পাতালের ন্যায় 'আস্য' অর্থাৎ মুখ ছিল।
মহাপর্বতে যেরূপ 'কন্দরা' অর্থাৎ গুহামধ্যে 'গভীর'
'গহ্বর' অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ বর্তমান থাকে, উহার দেহেও
সেইরূপ গুহার ন্যায় গভীর 'গহ্বর' অর্থাৎ নাসাছিদ্রদ্বয়
অবস্থিত ছিল। মহাবীরগণ যেরূপ 'সংযুগ-প্রবলদন্ত' —
সংযুগে (যুদ্ধেই) প্রবলই অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে 'অন্ত'
(মরণ) লাভ করেন, উহার দেহেও সেইরূপ 'সংযুগের'
অর্থাৎ লাঙ্গলের অগ্রভাগে আবদ্ধ যোয়ালের ন্যায় 'প্রবল'
(দৃঢ়) 'দন্ত' রাজি ছিল। সেনাসমূহ যেরূপ
'মহাধ্বজিন্' — মহাধ্বজী অর্থাৎ সেনাপতিকে আহ্বান করে,
উহার দেহেও সেইরূপ 'মহাধ্বজের' অর্থাৎ দীর্ঘ বংশের ন্যায়

জিহ্বা ছিল। জলজন্তুগণ যেরূপ মহাহ্রদের উদরে (অর্থাৎ বিচরণশীল) ইহার দেহও সেইরূপ মহাহ্রদের ন্যায় উদর ধারণ করিয়াছিল। বনপ্রদেশে যেরূপ মহান্ বট ও অক্ষ (বহেড়া) বৃক্ষ ও বিশাল শাল বৃক্ষ থাকে, ইহার দেহেও সেইরূপ 'মহাবট' অর্থাৎ মহাগর্তের ন্যায় 'অক্ষি' অর্থাৎ নয়নদ্বয় এবং 'শালোরু' অর্থাৎ শাল বৃক্ষের ন্যায় ঊরুদ্বয় অবস্থিত ছিল ॥ (১০)

১১। অনন্তর ব্রজেশ্বরী পূতনার এই সকল ব্যাপারকে মায়া বলিয়া জানিতে পারিয়া এবং নিজ পুত্রকে ও দেখিতে না পাইয়া বৎসস্নেহাতুরা ধেনুর ন্যায়, হায়! একি দুঃখ উপস্থিত হইল? আমার পুত্রই বা কোথায় গেল? এইরূপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাগ্রস্তা হইলে ব্রজের প্রাচীনা মহিলাগণের আশ্বাস বাক্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, হায়! স্বর্গের রমণীগণ নীলোৎপল মনে করিয়া কর্ণে ধারণ করিবার নিমিত্তই কি ইহাকে অপহরণ করিয়াছে? নাগরমণীগণ নীল রত্ন মনে করিয়া মস্তকে ধারণ করিবার নিমিত্তই কি ইহাকে চুরি করিয়াছে? গন্ধর্ববধূগণ তমাল পুষ্প জ্ঞানে কেশপাশের শোভা-সম্পাদন করিবার নিমিত্তই কি ইহাকে লইয়া গিয়াছে?

গোপিনীগণ মিথ্যাক্রন্দন মনে করিয়াই কি ইহাকে
লুকাইয়া রাখিয়াছে? কিম্বা চন্দ্রকিরণের কলিকা
মনে করিয়া শঙ্কর কি ইহাকে জটাজালের মধ্যে স্থাপন
করিয়াছেন কি? অথবা, ইহা আমারই দুষ্টা নিয়তি দেবীর
(দুর্দৈব বিলাস)
বিলাসস্বরূপ কি? কিম্বা আমাকে অযোগ্যা জননী মনে
করিয়া স্বয়ংই কি অপর জননীর নিকট চলিয়া গেল কি?
এই রূপ বলিতে বলিতে পুনরায় ~~ভূপতিত~~ ধরাতলে পতিত হইয়া
সময় অতিবাহিত করার উপায়স্বরূপ মূর্চ্ছাকেই
আশ্রয় করিলেন ।। (১১)

১২। অনন্তর 'ইনি অবিলম্বেই নিজ পুত্রকে লাভ করুন'
এইরূপ মনে করিয়াই যেন মূর্চ্ছা তাঁহাকে পরিত্যাগ
করিয়াছিল। তখন তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া
'অহো! আমার পুত্রকে কে চুরি করিয়াছে, তাহা তোমরা
কে জান? বল, আমি কোথায় গেলে তাহাকে পাইব?' এই
বলিয়া বায়ু কর্তৃক ভগ্না লবলী ([illegible]) লতার ন্যায় মলিনদেহে
দৌড়িতে লাগিলেন এবং ব্রজের প্রাচীনা মহিলাগণ কর্তৃক
ধারণ সত্ত্বেও পদে পদে স্খলিত হইয়া বক্ষঃস্থলে
করাঘাত ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আলুলায়িত
কেশে করুণরসের সাক্ষাৎ মূর্তির ন্যায় পুরীর দ্বারদেশে

উপস্থিত হইলেন। তখনই পূতনার দেহ দর্শন করিয়া—
‘অহো! ইহা কি ঝটিকাকর্তৃক পাতিত কোন পর্বতশৃঙ্গ?
অথবা পৃথিবীরই বিনষ্ট গর্ভ? কিম্বা ইহা আকাশেরই
গলিত মাংসপিণ্ড? অথবা ইহা দিকসমূহেরই অস্থিরাশি?
কিম্বা ইহা কোন রাক্ষসীরই দেহ?’ এইরূপ বলিতে
বলিতে গোপগণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া,
পূতনার ক্রোড়দেশে, উন্নত পর্বতের উপরে অবস্থিত মেঘের
অঙ্কুরের ন্যায় বিরাজমান ও নির্ভয়ে ক্রীড়ারত সেই
লীলাময় শিশুকে দর্শন করিলেন। ‘সকলেই আমাকে
দর্শন করুক’ এইরূপ মনে করিয়া তিনি যেন সেই ছলেই
তখন করুণাসহকারে পুরীর বহির্ভাগে আগমন করিয়া-
ছিলেন। তখন সেই গোপগণ— ‘অহো! এই
রাক্ষসীর পুরীমধ্যে প্রবেশকালে আমরা তাহাকে লক্ষ্য
করিয়াছিলাম বটে; যাহাহউক— সে ব্রজরাজের পুত্রটিকে
বধ করিতে আসিয়া উক্ত অপরাধেই স্বয়ংই নিহতা
হইল! অহো! আমাদের কি সৌভাগ্য!’ এইরূপ
বিচার আরম্ভ করিলে তাঁহাদের দৃষ্টির
সম্মুখেই প্রাচীনা মহিলাগণ গিরিতটের ন্যায় পূতনার
উচ্চ শরীরে আরোহণপূর্বক তাহার বক্ষঃস্থল হইতে

নির্ভীক ও প্রসন্নবদন। শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ একজনের হস্ত হইতে অপরের হস্তে লইয়া ব্রজেশ্বরীর নিকটে আনিয়া, 'আয়ি! পুণ্যবতি! ধর, ধর, এই তোমার পুত্র' এইরূপ বলিলেও ব্রজেশ্বরী তাঁহাদের বাক্যকে স্বপ্নবাক্যের ন্যায় মনে করিয়া, 'অহো! তোমরা কি আমাকে প্রতারণা করিতেছ?' এইরূপ বলিয়া শোকগ্রহে অভিভূতার ন্যায় যখন সকল বাক্য বিশ্বাস করিতেছিলেন না, তখন ক্রোড়দেশে অর্পিত পুত্রের স্পর্শই তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল॥ (২২)

২৩। অনন্তর শ্রীযশোদা যেন শোকনিদ্রা হইতে জাগরণ লাভ করিলেন। তৎকালে যেন তিনি পুনরায় নূতন জীবনই ধারণ করিলেন। তাঁহার জ্ঞান যেন নূতনরূপেই উৎপন্ন হইল। আর, মূর্চ্ছাই যেন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি পরিবর্তন করিল। যে অবস্থায় তিনি যখন পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া শান্তি অনুভব করিতেছিলেন, তখনই শ্রীরোহিণীদেবীর সহিত উপনন্দ ও সনন্দ প্রভৃতির ভার্যাগণ মঙ্গলময় কৌতুকোৎসবাদিসহকারে বালকের উপরে গো-পুচ্ছ সঞ্চালন ও গোমূত্রদ্বারা তাঁহার স্নান প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক নিজ-নিজ-জ্ঞানানুসারে

ভগবানের উত্তম নামপ্রাপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥ (১৩)

১৪। অন্যদিকে গোপগণ সকলে মিলিয়া বৃহৎ টঙ্কদ্বারা পর্বতের প্রস্তরসমূহের ছেদনের ন্যায় বহু কুঠারদ্বারা পূতনার শরীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রভূত কাষ্ঠদ্বারা দূরবর্তী স্থানে চিতা নির্মাণপূর্বক গুরুতর শিখাযুক্ত আকাশস্পর্শী অগ্নিসংযোগে উহা ভস্ম করিয়াছিলেন ॥ (১৪)

১৫। ভগবান্ তাহার স্তনপান করায় তাহার চিতার ধূমরাশি গগনমার্গে আরোহণপূর্বক কৃষ্ণবর্ণ অগুরুর ধূপের ধূমের ন্যায় ঊর্দ্ধস্থিত সপ্তলোকের অধিবাসিগণের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল ॥ (১৫)

১৬। অধিক কি বলিব? উক্ত ধূমরাশি হইতে উৎপন্ন মেঘসমূহও যে সলিলরাশি বর্ষণ করিয়াছিল, তদ্দ্বারা পৃথিবীও সুগন্ধযুক্তা হইয়াছিল। অহো! ভগবানের দয়া এরূপই অবর্ণনীয় যে, উক্ত দয়ার প্রভাবে ~~বিষমিশ্রিত স্তনদানের~~ (কালকূটমিশ্রিত স্তন্য প্রদানের নিমিত্ত ~~ছলে~~ জননীর বেশের আভাসমাত্র ধারণ করিয়াও মায়াবিনী পূতনা ভগবানের মাতৃজনোচিত ধামে গমন করিয়াছিল ॥ (১৬)

১৭। এরূপ সময়ে মথুরা হইতে প্রত্যাবর্তনকারী শ্রীনন্দ-
মহারাজের অনুচরগণ দূর হইতে সেই ধূমরেখা দর্শন
করিয়া সন্দেহসহকারে প্রভুকে বলিতে লাগিলেন—
হে ব্রজরাজ! ইহা কি স্বর্গদেবীর পদাগ্রপর্যন্ত লম্বমান
ধূম্রবর্ণ নিচোলই (গাত্রাবরণ) বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে?
অথবা পাতাল লোক হইতে মহাসর্পসমূহের ফনারাজির
দীপ্তিবিশেষই [illegible] ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়া
ধরাতল বিদারণপূর্বক নিখিল জগতের মধ্যভাগকে
আচ্ছন্ন করিতেছে? অথবা, দিগ্‌গজসমূহই পরস্পর
যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে? অথবা,
মেঘমালাই ভূতলে পতিত হইয়া পুনরায় ঊর্দ্ধগমনকালে
দিক্‌সমূহকে মলিন করিয়া তুলিয়াছে? কিম্বা, ধরণীই
ধূলির আকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন
করিতেছে? কিম্বা, অকালে প্রবল অন্ধকাররাশিই
সমগ্র লোককে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে? ॥(১৭)॥

১৮। অতঃপর তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে
নিকটবর্তী হইয়া যখন — "অহো! ইহা ধূমেরই
রেখা বটে" এইরূপ নির্ণয় করিলেন, তখনই আবার
উহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া সন্দেহের উদয়হেতু

BINA
EXERCISE BOOK

Pages 128

No. 8

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ।
তৃতীয় স্তবক (Contd.)

অহো! অকস্মাৎ এইরূপ প্রভূত পরিমাণে অগুরু ধূপের
ধূম উদিত হইল কেন? অথবা, পৃথ্বীর নিবিড় গন্ধ রূপ
গুণই কি ধূমের রূপ ধারণ করিয়া আকাশের শব্দ-গুণকে
জয় করিবার ইচ্ছায় স্বয়ং সর্বলোকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে?
— এইরূপ বিতর্কযুক্ত হইলে এবং ব্রজরাজ স্বয়ং ও
'ইহা কি?' এরূপ সংশয়াকুল হইলে ব্রজবাসিগণ সত্বর
তাঁহাদের নিকটে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্বক
বালঘাতী পূতনা-গ্রহের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন।
তখন শ্রীব্রজরাজ কুমারের আরোগ্যের নিমিত্ত গোমূত্র-
স্নানাদি স্বস্ত্যয়ন বিধানে চাতুর্য সহকারে সত্বর নিকটে
যাইয়া যথাবিধি পুত্রদর্শনহেতু হর্ষপরবশ হইলেন
এবং আনন্দকোলাহল নিবৃত্ত হইলে পুত্রকে ক্রোড়ে
ধারণপূর্বক হৃদয়ে আনন্দের বীজ রোপণ করিয়া
তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করিলে, তাঁহার হর্ষরাশি যেন চিত্তে
স্থান না পাইয়া নয়নযুগল দ্বারা আনন্দাশ্রু-
জলে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল॥ (১৮)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে 'পূতনা-বধ-লীলা-লতা-বিস্তার'-
নামক তৃতীয় স্তবক।

চতুর্থ স্তবক

১। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কোন একদিন জন্মনক্ষত্রের যোগে ঔত্থানিক উৎসব অর্থাৎ বালকের অঙ্গপরিবর্তনোচিত করণীয় কৃত্য। বিশেষে ব্রজেশ্বরী ~~বাৎসল্যের লতাতুল্যা~~, উৎ(সব)ক্ষেত্রে জাত বাৎসল্যের লতাতুল্যা, হর্ষধারার যজ্ঞমণ্ডলী, সুকৃতশালিনী, অনন্তদয়ালঙ্কৃতচিত্তা, (কৃষ্ণগতপ্রাণা,) ধরাতলে অতিকৌতুকসহকারে কালযাপনরতা, ও প্রবল জয়াশ্রিতা ব্রজমহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া যথাবিধি মাঙ্গলিক বস্তুদ্বারা অঙ্গমর্দনপূর্বক সর্বজনাদৃত মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনির সহযোগে পুত্রের স্নানকার্য সমাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর উৎকৃষ্ট জলদ্বারা মার্জনপূর্বক অঙ্গের শোভাসম্পাদন করিয়া মাঙ্গলিক কজ্জলদ্বারা নয়নযুগল রঞ্জিত করিলেন। তৎপর যথারীতি হৃষ্টচিত্ত পুরজনগণের পরিবেষ্টনে পরিপূর্ণ আনন্দরসে বিরাজমান শ্রীনন্দমহারাজকে অগ্রে করিয়া ক্রিয়ানিপুণা ও দয়া প্রভৃতি সকল গুণযুক্তা শ্রীরোহিণী দেবীর সহিত মিলিতা হইয়া কর্পূররাশি অপেক্ষাও অধিক শুভ্রবর্ণ বহুমূল্য শয্যাতলে শিশুকে ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া সমাগতা ব্রজরমণীগণের যথোচিত সৎকারবিধানে প্রবৃত্তা হইলেন।

এই সময়ে মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, কাহল ও দুন্দুভির ধ্বনি, ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ-ধ্বনি, সূত, মাগধ ও বন্দিগণের উচ্চারিত পুনর্বর্তন-সূচক কোলাহল ও সঙ্গীতাচার্যগণের অনুষ্ঠিত সঙ্গীতের কলকল তরঙ্গে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হওয়ায় জননী ক্ষুধার্ত ও স্তন্যপানেচ্ছু সেই পরম-সৌন্দর্যশালী লীলাময় শিশুর ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলেন না ॥ (১)

২। এই রূপে জননী তাঁহার সেই রোদনধ্বনি সমূহ শুনিতে না পাইলে নিকটবর্তী শকটটি ভগ্ন করিবার নিমিত্ত উত্তান ভাবে শয়নকারী সেই শিশু নূতন পত্রের ন্যায় স্থির ভাবে বিরাজমান স্বীয় পদতলকে বিস্তারিত করিয়া সানন্দ দৃষ্টিতে সেই শকটটিকে ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ (২)

৩। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শকটনিক্ষেপকারী তদীয় চরণযুগল অতি কোমল পদ্মদল অপেক্ষাও লালিত্যযুক্ত ছিল, আর নবশোভাময় অলক্তকযুক্ত সেই পদযুগল তৎকালে কিঞ্চিন্মাত্রও বৃদ্ধিলাভ করে নাই, অথচ সেই শকটটিও তাঁহার অতিনিকটে ছিল না, তথাপি তাহা অতি তীব্র ও কর্কশভাবে কট্ কট্ শব্দ

করিয়া এরূপ ব্যস্ততা-সহকারে উল্টাইয়া গেল যে, তাহাতে
তাম্র, পিত্তল ও কাংস্যাদি ঘট ও ঘটীসমূহ লণ্ডভণ্ড
হইয়া পড়িল এবং শকটের ভগ্ন অক্ষ, যুগন্ধর ও যুগ-
প্রভৃতি অংশসমূহ শিশুর নিকটবর্তী ভূতলেই ইতস্ততঃ
বিক্ষিপ্ত ভাবে পতিত হইয়াছিল ॥ (৩)

৪। অতঃপর উৎসবমত্ততায় বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণ সকলেই সেই শকটের
কর্কশ পতন-ধ্বনি শ্রবণে সেই শকট-ধ্বনিকেই
শিশুর পীড়াজ্ঞাপক ধ্বনিরূপে জ্ঞান করিয়া অতিশয়
কাতর হইয়া আকুলচিত্তে উৎকণ্ঠাসহকারে দৌড়িতে
দৌড়িতে সত্বর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।
তাঁহারা শকটের নিকটে যাইয়া — অহো!
অকস্মাৎ আমাদের একি সঙ্কট উপস্থিত হইল? এই
শকটটি তো দীর্ঘকাল যাবৎ এইরূপ নির্বিঘ্ন ও স্থির ভাবেই
গৃহমধ্যে মঙ্গলময় বস্তুরূপে অবস্থান করিতেছিল;
এতদবস্থায় অদ্য অকস্মাৎ বিনাশের কারণব্যতীতই
ইহা কিরূপে এরূপ বিপর্যস্ত হইল? আর, অতিশয়
সৌভাগ্যশালী এই শিশুর শয্যাতলে পতিত ও চতুর্দিকে
বিক্ষিপ্ত ঘট প্রভৃতি দ্রব্যের একটিও তাঁহার শরীরে
কস্তূরী প্রলেপের পিচ্ছিলতাহেতুই যেন সংলগ্ন

হইলনা হইয়াই বা কি? হে ব্রজরাজ! সকল সভায়
শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান, সপত্নীক ও মঙ্গলশালী আপনার
সৌভাগ্য যে কীরূপ, তাহা আমরা বর্ণন করিতে
না পারিলেও বস্তুতঃ ইহা পল্লবাকারে লক্ষ্মীর উদয়
দর্শন করিতেছে বলিয়া প্রশংসাই তাঁহারা এরূপ বলিতে
আরম্ভ করিলে বালকের সমীপস্থিত অপর শিশুগণ
নিজ-নিজ-প্রত্যক্ষ দর্শনানুসারে ও শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম-
বর্ণনাযোগ্য কলস্বরে এরূপ বলিল যে, 'এই নির্দোষ
শিশু উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে বায়ুকর্তৃক
অপরিচালিত পদ্মকলিকাসদৃশ পদযুগল ঊর্দ্ধদিকে
নিক্ষেপ করিয়াই এই শকটের এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া
ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে!' কিন্তু তৎকালে কেহই
এ কথা বিশ্বাস না করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে,
নিশ্চয়ই এবিষয়ে কোন গূঢ় কারণ বর্তমান রহিয়াছে ॥ (৪)
অতঃপর শ্রীযশোদা দেবী শকটের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই
পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ভূতলে পতিতা হইয়া-
ছিলেন। অনন্তর শ্রীরোহিণী দেবীর সহিত পুরমহিলা-
গণ ব্যস্ততাসহকারে সত্বর তাঁহাকে উঠাইয়া পুত্রের মঙ্গলময়
নিরাময় বার্তাদ্বারা তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলে তিনি সংজ্ঞা
লাভ করিয়া ঐ বলিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মুহুঃ আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।। (ছ)

যে (আমার) ত্রৈমাসিকঃ বালঃ (তিনমাসের এই শিশু) নবনীততঃ চ (নবনীত অপেক্ষাও) মৃদুলঃ (কোমল), হা কষ্টং (হায়! কী কষ্টের কথা যে), অদ্য অন্তিকে (আমার নিকটে) একটেম (এই একটিই) ভূমিপতনাৎ (ভূতলে পতিত হইয়া) আকস্মিকঃ (অকস্মাৎ) অয়ং ভগ্নঃ (এইরূপ ভগ্ন হইয়া গেল)! তৎ শ্রুত্বা অপি (আর তাহা শুনিয়াও) মে (আমার) অসুভিঃ (প্রাণ বায়ু) যৎ (যে) ন গতং (দেহ হইতে বহির্গত হইল না), তেন (সেই হেতু) বজ্রাধিকা অস্মি (আমি নিশ্চয়ই বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হইয়াছি)! অহো (হায়!) মে (আমার) বৎসলতাং ধিক্ (বাৎসল্যকে ধিক্)! মে (আমায়) মাতা ইতি নাম এব ('মাতা' এই নামই কেবল) সুবিদিতং (প্রসিদ্ধ, [বস্তুতঃ মাতার কোন গুণ আমার মধ্যে নাই]) ।। ১ ।। (ঙ)

আরও— যাল্লপাতজবৈঃ (যাহার পতনের বেগে) মহী (পৃথিবী) বিচলিতা (বিচলিত হইল), যস্য (যাহার) আরবৈঃ (উচ্চ শব্দে) সর্বতঃ (সর্বত্র) অমী সর্বে (এই লোক সমূহ) বধিরীকৃতাঃ (বধিরতা প্রাপ্ত

হইল), তস্মিন্ (সেই শকটটি) সমীপে (নিকটে) নিপতিতে
(পতিত হইলে) এষ: (এই) শিশু: যৎ (শিশু যে),
ভূরি ভয়ং (অতিশয় ভয়) লব্ধা (প্রাপ্ত হইয়া)
অস্মাৎ (এই স্থান হইতে) তৎ (সেই শকট পতনের
ব্যাপার) স্মৃত্বা অপি (স্মরণ করিয়াও) জীবতি অহো
(এখনও জীবিত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য)!
মহৎ মদ্দুর্দৈব ফলং (আমার দুরদৃষ্টের উৎকট
ফলকে) ব্রজপতে: (শ্রীব্রজরাজের) ভাগ্যে: (ভাগ্য
আর) কিয়ৎ বার্যতাং (কতই বাধা দিবে)? ইহা॥ (৭)

৮/ এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি অতিশয় ভয় ও কাতরতার
সহকারে নিকটে যাইয়া চন্দ্রের ন্যায় রমনীয়-
বদনমণ্ডল বিশিষ্ট বালককে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার
পরম সৌন্দর্য দর্শন করিয়া স্বয়ংও তাঁহাকে ক্রোড়ে
ধারনহেতু পরম শোভা ধারন করিলেন। আর
তৎকালে তিনি চিত্তগত অপূর্ব উৎকর্ষহেতু সন্তুষ্টা
হইয়া নিজ মনকে আর চিন্তাগ্রস্ত করিলেন না ॥ (৮)

৯/ অতঃপর প্রথমত: অতি বিস্তৃত মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়নাদির
আচরনদ্বারা নির্মঞ্ছন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে
মাতা শ্রীযশোদা নিজ-দীপ্তিযোগে বিরাজমান, নবীন

অলকগ্ৰাজির শোভাযুক্ত, কোমলাঙ্গবিগ্ৰহধারী, বালকরূপী,
মূর্তিমান্, নরাকৃতি সেই পরম ব্রহ্মকে অতিস্নেহবশত:
ক্ষরিত নিজ-স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া তাঁহাকে নিদ্রাবিষ্টের
ন্যায় মনে করিয়া পুনরায় হস্তে উত্তোলনপূর্বক যে সময়ে
অন্য শয্যায় শয়ন করাইলেন, তখনই দেবকান্তি পূজনীয়া
শ্রীরোহিণী দেবী মহোৎসবে সমাগতা ব্রজমহিলাগণের
সহিত আরব্ধ পূজার অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করিলেন।
আর, শ্রীনন্দমহারাজও শাস্ত্রোক্ত আচারানুসারে কতিপয়
ব্রাহ্মণ কর্তৃক উচ্চারিত মাঙ্গলিক স্বস্তি বাচনাদি দ্বারা
শকটটিকে পুনরায় যথাযথভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন।।(৩)

৮। অতঃপর কোন এক সুসময় সময়ে লোকরীতিনিপুণা,
~~[illegible]~~ শ্রী, যশ: ও দয়াগুণে অলঙ্কৃতা জননী শ্রীযশোদা
প্রগাঢ় রত্নকিরণ-শোভিত পুরের অলিন্দ দেশে ~~নিজ~~ প্রীতিদায়ক
স্বীয় অঙ্কে আরোহণ করাইয়া মানোন্নত বুদ্ধি, পরম-
সৌন্দর্যশালী, মায়াধীশ, স্নেহময়, মানবশিশুর ন্যায় লীলা প্রকাশকারী,
জ্ঞানময়বিগ্রহ, অথচ প্রাকৃতজনোচিত চরিত্রবিশিষ্ট,
দুর্জ্ঞেয়, সেই বালক শ্রীকৃষ্ণকে লালন করিতে আরম্ভ
করিলে, তিনি আকাশগমনে ইচ্ছুক হইয়া প্রবল বায়ুরূপী
দানবের ভবিষ্যৎ আগমন বুঝিতে পারিয়া তাহার

বধের নিমিত্ত তৎকালে নিজ দেহে অভিনব গুরুত্ব ধারণ করিয়াছিলেন ॥ (১০)

৯। তৎকালে তিনি 'আমার নিমিত্ত জননী ঝটিকায় পীড়িতা হইবেন কেন?' এইরূপ মনে করিয়া মাতার ক্রোড়ে সেইরূপ ক্ষুদ্র আকারে থাকিয়াই প্রভূত গুরুভারযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ (১১)

১০। তৎকালে সর্বলোক-বন্দিতা শ্রীযশোদা তদীয় গুরুভারে আক্রান্তা হইয়া বাৎসল্যযোগে ফলভারনতা লতার ন্যায় অবস্থানপূর্বক, নিজ বেগে স্খলনোন্মুখ, চিদানন্দময়ী ও অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ সেই পুত্রকে অতিকষ্টে সেখানেই ভূতলে উপবেশন করাইলেন ॥ (১২)

১১। অতঃপর মাতা শ্রীযশোদা পুত্রের তাদৃশ গুরুভার অনুভব করিলেও ভগবানের বিশুদ্ধ ইচ্ছার প্রভাবেই কোন বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক চিন্তাগ্রস্তা হইয়া এবং উপস্থিত সেই ঘোরতর সময়ের কথা জানিতে পারিয়া, অথচ অমিতপ্রভাবশালী ও ঐশ্বর্যপ্রদীপ্ত সেই বালকের যেন সংশয় আনা হইয়াছে এইরূপ ধারণাবশতঃ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যে সময়ে কার্যান্তরে ব্যাপৃতা হইলেন,

সেই অবসরেই এককালে বিবরপ্রসুপ্তা নাগবধূগণের
সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসের ন্যায়, কালরূপিণী লৌহকায়-
কর্তৃক পরিচালিতা ধ্বনিরূপা ভস্ত্রার মুখনির্গত
বায়ু প্রবাহের ন্যায়, এককালে দিগ্‌গজগণের
কর্ণরূপ সূর্পসমূহের আস্ফালনহেতু কম্পমান
নভোমণ্ডলের স্খলনের ন্যায়, বায়ুস্বরূপ হইয়াও
পিত্ত ও কফজ রোগের ন্যায়, রজঃ ও তমোবাহুল্য-
যুক্ত (রোগপক্ষে — রজঃ ও তমোগুণের, ঘূর্ণাবর্ত বায়ুপক্ষে —
ধূলি ও অন্ধকারের বাহুল্যযুক্ত), বহির্ভাগে শর্করা বর্ষণ-
কারী ও অভ্যন্তরে দুর্গম খলের ন্যায় (খল যেরূপ
বাহিরে অর্থাৎ মুখে শর্করা বর্ষণ অর্থাৎ মিষ্ট ভাষার
প্রয়োগ করিলেও তাহার অন্তর দুর্জ্ঞেয়, এই ঝঞ্ঝা-
বায়ুও সেইরূপ 'শর্করা' অর্থাৎ কাঁকর বর্ষণ করিতে-
ছিল, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিলনা),
মত্ততার ন্যায় লোকের অন্ধতা-জনক (মত্ততাপক্ষে —
'অন্ধতা' — অজ্ঞানতা, বায়ুপক্ষে — লোকের দৃষ্টিবিঘাত),
পিত্তজ্বরের ন্যায় মহাবেগশালী, এবং
যুদ্ধের ন্যায় 'প্রসরৎকরেণু' রাজিদ্বারা (যুদ্ধ যেরূপ
'প্রসরৎ' — চতুর্দিকে বিস্তৃত, 'করেণু' রাজি — হস্তিনী-

সমূহদ্বারা, সেইরূপ এই বায়ুও 'প্রসরৎক' – চতুর্দিকে
বিসৃত 'রেণু' বা ধূলিরাশিদ্বারা) অন্ধকার উৎপাদন-
পূর্বক কংসের প্রেরিত তৃণাবর্তনামক ঝঞ্ঝাবায়ুরূপী
দৈত্যবিশেষ যেন পঞ্চভূতাত্মক ত্রিভুবনকে
একভূতাত্মক অর্থাৎ বায়ুময় করিতেই উদ্যত হইল ॥(১৩)
ক: অপি (সেই অদ্ভুত) বাত্যাবিবর্ত: (বিপরীতভাবে ঘূর্ণনরত বায়ু-
প্রবাহ) উর্দ্ধোদ্ধাবর্তনৃত্যৎপ্রচুরতৃণরজ:শর্করাপূর-
দূরভ্রংশৈ: (ক্রমশ: ঊর্দ্ধভাগে আবর্তাকারে নৃত্যরত
প্রভূত তৃণ, ধূলি ও কঙ্কররাশিকে দূরে নিক্ষেপপূর্বক)
অভ্রংলিহাগ্র: (অগ্রভাগদ্বারা মেঘমণ্ডলকে স্পর্শ
করিয়া) গ্লাপিতজনতনু: (প্রাণিমাত্রেরই শরীরের
গ্লানি(পীড়া)দায়ক হইয়া), ক্ষৌণীং নির্ভিদ্য উদীর্ণ:
(ধরাতল বিদারণপূর্বক উত্থিত) কল্পান্তপ্রজ্বলিষ্যৎ-
ফণিপতিবদনব্যূহবহ্নে: (প্রলয়কালে দহ্যমান,
[সহস্রফণি] শেষনাগের মুখসমূহ হইতে নির্গত অগ্নির) ধূমৈ:
ইব (ধূমরাশিদ্বারাই যেন) ভুবনজনান্ অন্ধয়ন্
(জগতের প্রাণিগণকে অন্ধ করিয়া) আবিরাসীৎ
(আবির্ভূত হইয়াছিল) ॥৩॥ (১৪)
'মহানিল: (প্রবল বায়ুরূপী) অয়ং (এই) অসুর: (অসুর)

এতি (আসিতেছে) [অতঃ (অতএব)] স্বয়ং এব (সে স্বয়ংই)
স্ববিনাশকারণং (নিজের বিনাশের কারণটিকে)
উররীকুর্বন্ (আশ্রয় করুক) ইতি (এইরূপ
বিচার করিয়াই) সঃ প্রভুঃ (সেই বালক শ্রীকৃষ্ণ [তৎকালে])
তস্য গরিমানং (শরীরের তাদৃশ গুরুত্ব) ন ততান
(বিস্তার বা বিকাশ করিলেননা) ॥ ৪ ॥ (১৫)

১২। তৎকালে তীব্র অন্ধকার দ্বারা সকল লোক অন্ধপ্রায় হইলে ও চতুর্দিকে অতিশয় অনিষ্টজনকরূপে তৃণ, ধূলি ও শর্করাবালির প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইলে পুরবাসিগণ গৃহমধ্যে অবস্থানপূর্বক অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। এদিকে হস্ত ও পদতলদ্বারা পদ্মের শোভা বিস্তারকারী, নিজ কার্যদ্বারা সকল লোকের আনন্দদায়ক, যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত মহাশৌর্যসম্পন্ন অসুরগণের সংহারকর্তা, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে মাতা যেরূপে উপবেশন করাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও অকুতোভয় বলিয়া নির্ভয়ে সেইরূপেই উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেই ভয়ঙ্কর দৈত্য নিজেরই বিনাশের নিমিত্ত তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল ॥ (১৬)

১৩। সেই বালকরূপী পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মরুদ্রাদিদ্বারা ভজিত

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গের সৌরভ বিস্তার করিয়া
ব্যগ্রশূন্যচিত্তে পরম উল্লাস ধারণ করিলে সেই অসুর
বস্ত্রদ্বারা বন্ধনপূর্বক নীত অগ্নির ন্যায়, কণ্ঠশুদ্ধির
নিমিত্ত কণ্ঠে ধৃত কালকূটের ন্যায় এবং স্বয়ং নিমন্ত্রণপূর্বক
আনীত মৃত্যুর ন্যায় তাঁহাকে অপহরণ করিয়া
লইয়া যাইতেছিল। আর, তিনিও যেন স্বর্গপুরীর
মহিলাগণের দর্শনোৎকণ্ঠাপূরণের নিমিত্তই সেই
বাত্যারূপ সোপান শ্রেণী দ্বারা স্বর্গলোক-গমনে
ইচ্ছুক হইয়া ঊর্ধ্বদিকে কিয়দ্দূর গমন করিয়া
কস্তূরীরঞ্জিত মৃণালনালসদৃশ স্বীয় স্বল্প প্রমাণ
বাহুবলয় দ্বারা প্রিয়সুহৃদের ন্যায় সেই দৈত্যকে
কণ্ঠতটে ধীরে ধীরে এরূপভাবেই পীড়ন করিতে
আরম্ভ করিলেন যে, যাহাতে অসুর প্রাণবায়ু
নির্গমনকালেও ধীরে ধীরে চূর্ণাকারে শোষিত
হইয়াই যেন বহির্গত হইয়াছিল। অহো!
লীলাময় বালকরূপী মঙ্গলময় সেই ভগবানের
কি অপূর্ব কৌশল!!! (৭৭)

১৪। অনন্তর বাত্যারূপী সেই অসুর প্রাণহীন হইলেও
ভগবানের অঙ্গসংস্পর্শ হেতু সর্বাপেক্ষা যথোচিত উৎকর্ষ

লাভ করায় দুর্ভাগ্যহীন হইয়া পূর্ববর্তী বেগহেতু উৎকর্ষ-
সহকারে ধূলি ও শর্করা বর্ষণ করিতে করিতে নিজ বংশ
পবিত্র করিয়া ভূপতিত হইলে বালক শ্রীকৃষ্ণও
তাহার কণ্ঠস্থিত নীলমণিময় হারের ন্যায় ভূমিতলে
সংলগ্ন না হইয়াই যে সময়ে ভূতলে অবতরণ করিলেন,
সেই সময়েই বায়ুবেগ শান্ত হইলে, পূর্ব হইতেই পুত্রের
অদর্শনজনিত শোকে শঙ্কাচিত্তা ব্রজেশ্বরী কোনরূপেই
স্থির থাকিতে না পারিয়া পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছাকেই
অবলম্বনপূর্বক অধীর ভাবে ভূতলে পতিত হইয়া-
ছিলেন ॥ (১৮)

১৫। তৎকালে ব্রজপুরীর প্রাচীনা মহিলাগণ তাঁহাকে
আলিঙ্গনাকারে ধারণ করিলে মৃদু মৃদু শ্বাসপ্রবাহই
তাঁহার জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান
উৎপাদন করিতেছিল। এ অবস্থায় তাঁহারা তদীয়
শোকানলের জ্বালা অনুভব করিয়াই যেন
মুখে জল সেচন করিতে করিতে এইরূপ প্রবোধ-
বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ (১৯)

১৬। "হে পুত্রবতি বিদুষি! তুমি পরম-উৎকর্ষশালী
যে সৌভাগ্যের প্রভাবে অনুরাগজনক কীর্তিবিস্তারশালী

ও অতিসুখদায়ক এই পুত্রকে লাভ করিয়াছ, সেই সৌভাগ্য বলেই ব্রজপুরের অধীশ্বর শ্রীনন্দমহারাজ ও অধীশ্বরী তোমার সম্মান ও সৌভাগ্যের উদয়-স্বরূপ এই মঙ্গলময় বালক সুখে বিরাজমান রহিয়াছে এবং সকলেই তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় অনুভব করিতেছে। অতএব তুমি মোহগ্রস্তা হইও না, কিম্বা দুশ্চিন্তা করিয়া চিত্তকে পীড়াদান করিও না; যেহেতু, চিত্তজ্বর বড়ই সন্তাপ-জনক। সেই হেতু তুমি এরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছ কেন? সম্প্রতি অকস্মাৎই তুমি পুত্রকে লাভ করিবে। অতঃপর তাঁহাদের এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী আশ্বাস বাক্যে শ্রীযশোদা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় যে চেতনা লাভ করিলেন, সেই চেতনাই তখন তাঁহার শোক উদ্দীপন করিতে লাগিল ॥ (২০)

২১। অথবা এইরূপ —

বত (হায়!) ময়া (আমি) ভরং বোঢ়ুং ([পুত্রের] ভার-বহনে) অসমর্থয়া হি (অসমর্থা হইয়া) ইতঃ এব (এখানেই) উপবেশিতঃ (উপবেশন করাইলে) তনয়ঃ ([আমার সেই] পুত্রকে) মম (আমারই) দুর্নয়গতিস্বরূপয়া (দুর্ভাগ্যরূপিনী)

বাত্যয়া (বাত্যা) অপহারি (হরণ করিয়া লইয়া গেল), হা ধিক্ (হায়! আমাকে ধিক্)॥ ৫॥ (২১)

বত বত (হায় হায়!) প্রসূঃ অপি (জননীও) যৎ (যাহা) ন সহতে (সহ্য করিতে পারে না), ~~অদ্য~~ ~~এইরূপ~~ শিশোঃ (শিশুর) তাদৃশঃ ভরঃ ক্ব (এরূপ ভার আর কোথায় দেখা যায়)? [?] অত এব (ইহা হইতেই) তথা অনুমীয়তে (এরূপ অনুমান হয় যে), খলু (নিশ্চয়ই) তৎ (তাহা) মম (আমার) দুর্দৈব-বিজৃম্ভিতং (দুর্দৈবেরই বিলাসমাত্র)॥৬॥ (২২)

বত (অহো!) যঃ (যে) নবনীতম্ ইব (নবনীতের ন্যায়) অতিকোমলঃ (অতিকোমল বলিয়া) মাতুঃ অঙ্কতঃ (মাতার ক্রোড় হইতেও) বাধতে (বাধা বোধ করে), মে (আমার) সঃ সুতঃ (সেই পুত্র) কথং (কীরূপে) খর-পাংশু-শর্করা-তৃণবর্ষং (প্রখর ধূলি, শর্করা ও তৃণবর্ষণ) সহতে স্ম (সহ্য করিল)? [?] ৭॥ (২৩)

(৩)

যেন বেধসা (যে বিধাতা) যথা এব (যেরূপে) নিশাচরী বিষ-স্তন পানাৎ (রাক্ষসীর বিষাক্ত স্তনপান [~~?~~]) শকটস্য পাততঃ (শকটের পতন হইতে)

সঃ অবিতঃ কিল (তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন), সঃ
(সেই বিধাতাই) ইদানীম্ অপি (এখনও) সদা (সর্বদা)
তম্ অবতু (তাহাকে রক্ষা করুন)।। ৮।। (২৪)
হা বত (হায়!) চেৎ (যদি) অধুনা (সম্প্রতি)
পরমেশ্বরেণ (আমাদের ইষ্ট দেব) অসৌ সুতঃ
([আমার] সেই পুত্রকে) অবিতঃ (রক্ষা করিয়া থাকেন,
[আর]) যদি লভ্যেত (যদি তাহাকে পুনরায় লাভ
করি), তদা (তাহা হইলে) অদ্যপ্রভৃতিঃ (এখন হইতে)
পুনঃ কদা অপি (আর কখনও) ভূমৌ (ভূতলে) ন
বিজহামি (রাখিব না)।। ৯।। (২৫)
অর্ভকঃ (আমার বালককে) ক্ব নু নীতঃ (কোথায় লইয়া গেল)?
ক্ব নু পাতিতঃ (কোথায়ই বা ফেলিল)? [তারা] ? পরিতঃ
(চতুর্দিকে) ত্বরিতং (সত্বর) অবলোকয়ত (তাহার
সন্ধান কর); যাবৎ (যে পর্যন্ত) মম (আমার) জীবিতং
(প্রাণবায়ু) বহিঃ ন অপৈতি (বহির্গত না হয়),
তাবৎ (তাহার পূর্বেই) অমুং (তাহাকে) সমানয়
([আমার নিকটে] আনয়ন কর)।। ১০।। (২৬)
এইরূপ বলিয়া পুনরায় মূর্ছিতা হইলেন।।
১৮। অনন্তর ব্রজপুরমহিলাগণ পুনরায় তাঁহাকে আশ্বাস

প্রদান করিলে, তিনি পূর্বমুহূর্ত্তে ভীতগণের পশ্চাৎ স্থান প্রাপ্ত
জীবনকে প্রবল চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ পুনরায় ত্যাগ করিতে
উদ্যত হইয়া মলিনবদনে প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় দাহজনক
শোক ধারণ করিয়া যখন সকলের চিত্তকেই বিনষ্ট-
প্রায় করিতেছিলেন, তখনই রণের প্রাঙ্গণে অতি শুভ
নক্ষত্রে বিজয়শালী বীরের ন্যায় শত্রুপরাভবকারী রসিক
বালক শ্রীকৃষ্ণ পুরীর বহির্দ্বারের সম্মুখভাগে ভূতলে দৃঢ়ভাবে
সংলগ্ন ও চূর্ণীভূত শত্রুর বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতেছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে নিবিড় কণ্টক বনে প্রস্ফুটিত
একটি অপরাজিতা পুষ্পের ন্যায়, তৃণসমাচ্ছন্ন পুরাতন
সরোবরে দণ্ডায়মান একটি নীলোৎপলের ন্যায়, গাঢ়
অন্ধকার রাশির উপরিভাগে ক্ষুদ্র প্রদীপকলিকার ন্যায়;
প্রবল মোহের উপরিভাগে পরম জ্ঞানামৃতের ন্যায়,
মরুক্ষেত্রে কল্পতরুর অঙ্কুরের ন্যায় এবং পরম দুঃসময়
বৃক্ষের অগ্রভাগে প্রগাঢ় আনন্দময় কুসুমের ন্যায়
মনে হইতেছিল।। (২৭)

২৮। তখন সেই নির্ভীক বালককে দর্শন করিয়া
সেখানে ক্রমশঃ লোকসংখ্যা অগণিত ভাবে বৃদ্ধিলাভ

করিলে কেহ কেহ এরূপ বলিতে লাগিলেন যে, 'এই দুষ্ট অসুরই প্রবল বায়ুর আকারে সকল কার্যের বাধা জন্মাইয়া যেন পৃথিবীর পীড়া উৎপাদন পূর্বক ব্রজরাজের পুত্রকে অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে নিজ পাপ বিষের জ্বালায়ই মূর্চ্ছিত হওয়ায় পুত্রের নিকটেও উপস্থিত হইতে না পারিয়া আকাশ হইতেই এস্থানে পতিত হইয়াছে'॥ (২৮)

২০। কেহ কেহ এরূপ বলিতে লাগিলেন — 'ওহে! এই ঐশ্বর্যশালী বালক অমোঘ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় মহাপ্রভাব তেজঃসমৃদ্ধ হইয়া ও সনাতনস্বরূপ হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী দানবগণের অত্যাচার জানিতে পারিয়া তাহাদের বধের নিমিত্তই যেন অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই হেতুই প্রথমতঃ পরমপবিত্রনামধারী পূতনাঘাতী এই শিশু শকট ভঞ্জন পূর্বক সকলের চিত্তে আনন্দ দান করিয়া, সম্প্রতি ত্রিভুবনের কণ্টকতুল্য এই তৃণাবর্তকেও বধ করিয়াছেন'॥ (২৯)

২১। কেহ কেহ বলিলেন, 'এই ব্রজরাজ পূর্ব পূর্ব জন্মে বিবিধ তপস্যা দ্বারা যে পুণ্যরাশির সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অদ্য তাহারই জয় হইল; অন্যথা এই শিশুর সম্বন্ধে পূতনাপ্রভৃতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সর্ব-

আনন্দের দমন-ব্যাপারে অন্য কোন কারণ দেখা যাইতেছেনা"॥ (৩০)

২২। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা কাতরতাশূন্য সেই বালককে দায়-লব্ধ (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত) পরম ধনের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে ক্রোড়ে লইয়া নিজ-জনগনের হৃদয় পূর্ণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন॥ (৩১)

২৩। ব্রজের প্রাচীনা মহিলাগণ সেই সকল ব্যক্তির হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া দানব-দমন শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল জানিতে পারিয়া চিত্তের বিপুল হর্ষতরঙ্গ বশতঃ সহাস বদনে শ্রীযশোদাকে বলিতে লাগিলেন— "অয়ি জগৎপূজ্যে ভাগ্যবতি যশোদে! তোমার ভাগ্যবলে তোমার এই পুত্র সুস্থদেহেই তোমার নিকটে আসিয়াছে"। তখন প্রভূত বর্ষাজলের সংস্পর্শে দাবানলদগ্ধা বনভূমি যেরূপ জীবিত তৃণলতাদির অঙ্কুর উৎপত্তিহেতু মনোরম শোভা ধারণ করে, সেইরূপ ব্রজমহিলাগণের অমৃত বাক্যরসে অভিষিক্তা হইয়া তাঁহারও জীবনের নবীন অঙ্কুর উদ্গম হেতু তিনি অতিশয় স্নিগ্ধ মনোরম শোভা লাভ করিয়া

তৎক্ষণাৎই 'বৎস আমার কোথায়, বৎস আমার কোথায়?' এইরূপ বলিতে বলিতে উৎকণ্ঠার কালিকাগ্রাসের উদয়হেতু শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় নয়নযুগলের শোভা ধারণপূর্বক ক্রিয়া, নীতি ও ন্যায়ের অনুরূপ গুণরাজি দ্বারা বিভূষিত হইয়া পুত্র দর্শনের নিমিত্ত গাত্রোত্থাপন করিলে অতিশয় হর্ষবেগে নিজেকেও ভুলিয়া গেলেন ॥ (৩২)

২৪। প্রভুর স্তুতিবাদরত অপর মহিলাগণ 'এই এই আপনার পুত্র' এইরূপ বলিতে বলিতে মৃতসঞ্জীবন ঔষধের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যশালী শিশুকে তাঁহার ক্রোড়দেশে অর্পণ করিলেন ॥ (৩৩)

২৫। তৎকালে তিনি অদর্শনের পশ্চাৎ পুনরায় প্রাপ্ত ধনের ন্যায় তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সস্পৃহ নয়নে দর্শন করিতে আরম্ভ করিলে এবং আনন্দানুভব-ব্যাপারে অক্ষম ইন্দ্রিয়বর্গের পুনরায় সামর্থ্য লাভ হইলে ক্ষণকাল স্তব্ধচিত্তে অবস্থানপূর্বক পুত্রকে বলিতে লাগিলেন — 'হে বৎস! তুমি জন্মকাল হইতেই মাতার এইরূপ গুরুতর খেদ উৎপাদন করিতেছ! ইহা তোমার পক্ষে নীতিসিদ্ধ নহে; অথবা, তোমারই বা দোষ কি? আমি তোমাকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর মধ্যে

বাহিরে রাখিয়া এবং গৃহের মধ্যে চলিয়া আসায়
অতিনিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিয়াছি! মত্তাবস্থায় আমি
শুধু নামেই মাতা মাত্র! তথাপি 'মাতা' এই নাম আছে
বলিয়াই তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া চলিয়া
যাইয়াও যে পুনরায় চলিয়া আসিয়াছ, ইহাতেই তুমি
অলৌকিক মাতৃবাৎসল্য ও নির্দোষত্বের প্রমাণ দিয়াছ;
বস্তুত: আমারই অপরাধ ঘটিয়াছে"! এইরূপে
তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত লালন করিয়া
সেই নরাকার আনন্দময় বস্তুকে স্নেহবিগলিত
স্তনদুগ্ধ হৃষ্টচিত্তে পান করাইয়াছিলেন॥ (৩৪)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলা-বিস্তারে
শকট-তৃণাবর্ত-বিবৃত-নামক চতুর্থ স্তবক।

১। অনন্তর একদিন ব্রজেশ্বরী পুত্রের লালনকার্যে নিযুক্ত হইয়া আনন্দকান্তির একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ সেই শিশুর পরমানন্দজনক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে পুত্র জৃম্ভা প্রকাশ করায়, ব্রহ্মাণ্ডকোষের ধারক বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডকোষের গৃহসদৃশ সেই বদনমণ্ডলের অভ্যন্তরে পৃথিবী, পর্বত, সমুদ্রপ্রবাহ, নিজ মাতা ও নিজেকে দর্শন করিয়া অলৌকিকত্বনিবন্ধন অতিশয় বিস্ময়গ্রস্তই হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

২। এইরূপ আর একদিনও পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া লালন করিতে করিতে ব্রজেশ্বরী তাঁহার বদনরূপ পদ্মকোষটি দর্শন করিয়া কৌতুকসহকারে এরূপ বলিয়াছিলেন — (২)

অঙ্গ (হে বৎস!) বদনং জৃম্ভস্ব (মুখ বিস্তার কর), তব (তোমার) দন্তাঙ্কুরাঃ (দাঁতের অঙ্কুর) উন্মিষিতাঃ কিং বা ন (উদগত হইল কিনা) ইতি (তাহা) পরিকলয়ামি (দর্শন করিব, [তখন]) অস্য (পুত্রের) ব্যাদত্তে (বিস্তৃত) বদনে (বদনমধ্যে) মাতা (জননী) নিজস্তনদুগ্ধস্য (নিজ স্তন দুগ্ধের) ~~[illegible]~~

~~(পৃথিবী প্রভৃতি পূর্বোক্ত পদার্থসমূহকে মঙ্গলময় করিয়া দেখিলেন) ।। ২।। (৩)~~ মঙ্গলধামন্ কলান্ ইব
(মঙ্গলময় কলারাশির ন্যায়) এতান্ (দন্তাঙ্কুর রাজি)
দদর্শ (দর্শন করিলেন) ।। ২।। (৩)

৩। অতঃপর দিঙমণ্ডলে কিরণবিস্তারকারী নূতন চন্দ্রকলার
ন্যায় আশা-জনক সেই বালকটিকে পুষ্টিদেবী দিন দিন
সেবা ও মাতা-পিতা পালন করিতে আরম্ভ করিলে বস্তুতঃ
তিনি কালজনিত কোনরূপ পরিণাম ধারণ না করিয়াও
নরলীলাবিলসতঃ তাদৃশ পরিণাম স্বীকার করিয়াই যেন
জানু ও করযুগলের সাহায্যে চঙ্ক্রমণচাতুরী
(হামাগুড়ির কৌশল) প্রকাশ করিয়াছিলেন ।। (৪)
[তৎকালে বালক শ্রীকৃষ্ণ] মন্দং (ধীরে ধীরে) সুকোমল-
করাম্বুজজানুযায়ী (সুকোমল করকমল ও জানুদ্বয়যোগে
চলিতে চলিতে) কাঞ্চীকলেন (কটিস্থিত মেখলার
কলধ্বনিশ্রবণে) চকিতঃ (চমকিত হইয়া) স্থগিতত্বং
এত্য (স্থির ভাব ধারণপূর্বক) সবিস্ময়-বিবর্তিত-কম্বু-
কণ্ঠং (শঙ্খসদৃশ বলিযুক্ত সুরম্য কণ্ঠদেশকে বিস্ময়-
সহকারে বিবর্তিত করিয়া অর্থাৎ ফিরাইয়া) পশ্চাৎ
আলোকয়ন্ (পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত দ্বারা)

জননী-প্রমোদং (মাতার হর্ষ) বিতনুতে (বিস্তার করিতেন)॥ ২॥ (৫)

এইরূপে তিনি — করাভ্যাং জানুভ্যাং (হস্ত ও জানুযুগল-দ্বারা) রত্নখচিত-প্রঘাণে (গৃহের রত্নময় অলিন্দভাগে) লঘু লঘু চলন্ (ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে) তৎপ্রান্তাবরণমণিদণ্ডেষু (ঊর্দ্ধদিকে সেই অলিন্দের প্রান্তস্থিত আবরণে সংলগ্ন মণিদণ্ডসমূহে) বসতাং (অবস্থিত) বীনাং (কপোতপ্রভৃতি পক্ষিগণের) প্রতিচ্ছায়াং (প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ভূতলস্থ ছায়াকে) অরুণমৃদুলৈঃ (রক্তবর্ণ সুকোমল) অঙ্গুলিদলৈঃ (অঙ্গুলিসমূহদ্বারা) ধর্ত্তুং কৃতারম্ভঃ (ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া) ব্রজপুরপুরন্ধ্রীঃ (ব্রজের প্রাচীনা মহিলাগণকে) সুখয়তি (আনন্দ দান করিতেন)॥ ৩॥ (৬)

৪। কখনও বা পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, অতিসুকোমল ও রমণীয় সেই শিশু আবৃত-চৈতন্যের ন্যায় অবস্থান করিলে তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার নিমিত্ত কৌতুক-সহকারে —

পুরন্ধ্রীভিঃ (পুর-মহিলাগণ) স্নিগ্ধং (স্নেহের সহিত), তব (তোমার) বক্ত্রং ক্ব? (মুখ কোথায়?),

'শ্রোত্রং ক্ব?' (কান কোথায়?), 'দৃক্ ক্ব?' (চক্ষু: কোথায়?),
ইতি উদিতঃ (এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে [তিনি]) অঙ্গুলি-
কিসলয়েন (সুকোমল অঙ্গুলি পল্লব দ্বারা) তানি আদর্শয়ন্,
(ঐ সকল স্থান ধরিয়া বুঝাইয়া দিতেন; [ইহার পর])
'দন্তাঃ ক্ব?' (দন্ত কোথায়?), ইতি উক্তঃ (এইরূপ জিজ্ঞাসা
করায়) বদনে (মুখে) করকমলম্ অর্পয়ন্ (করকমল
স্থাপন পূর্বক), স্মিতেন এব (হাস্য সহকারেই)
'মম (আমার) তে (দন্ত) ন উৎপন্নাঃ' (উৎপন্ন
হয় নাই' ইতি (ইহা) ব্যক্তম্ অবদৎ (স্পষ্ট ভাবেই
বলিয়াছিলেন) ।। ৪ ।। (৭)

এইরূপ — কয়াচিৎ (কোন পুরমহিলা), 'তে
(তোমার) প্রসূঃ কা?' (মাতা কে?), 'তব (তোমার)
জনয়িতা কঃ বদ' (পিতাই বা কে? তাহা বল) ইতি
(এইরূপ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসা করিলে [তিনি])
আনতিস্মিত পেশলাস্যঃ (বদন মণ্ডলে মনোরম মৃদু
হাস্য প্রকাশ করিয়া) কোমল করাম্বুজপল্লবেন
(সুকোমল হস্তাঙ্গুলি দ্বারা) তাং তং চ সন্দর্শয়ন্,
(মাতা-পিতাকে দেখাইয়া দিয়া) পুরনারীণাং (পুরনারী ব্যক্তি-
গণের) মুদম্ আততান (আনন্দ বিস্তার করিতেন) ।। ৫ ।। (৮)

৫। ~~অতঃপর~~ তখনই স্নেহশীলা ধাত্রী নূতন কৌতূহল হেতু
তাঁহার উচ্চারণশক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত —
'অয়ি তাত! (হে বৎস!) অনয়োঃ (এই উভয়ের) নাম কিং
(নাম কি?)' ইতি পৃষ্টঃ (এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে)
অলক্ষ্যবচাঃ সঃ (সেই শিশু অস্পষ্টভাষী হইয়াও [তৎকালে])
মন্দস্ফুটাক্ষরং (ধীরে ধীরে স্পষ্টাক্ষরে) চারু (সুন্দররূপেই)
অতিমাত্রং (সংস্কৃতাদি নিয়মত্যাগ করিয়া) 'মাতা ইতি
তাতঃ ইতি' ('মাতা ও তাত') ইতি নামযুগাদিবর্ণৌ
(এই নামদ্বয়ের আদি অক্ষর) 'মা' 'তা' ইতি ('মা' ও 'তা')
ইতি মাত্রং (এই মাত্রই) অলং জগাদ (স্পষ্টভাবে
বলিয়াছিলেন)॥ ৫॥ (৯)

৬। কোনদিন বা —
রত্নপ্রঘাণোদরে (রত্নময় অলিন্দের মধ্যে) জানুভ্যাং
করযুগ্মকেন চ (হস্ত ও জানুযুগলের সাহায্যে) চলন্
(চলিতে চলিতে) স্বচ্ছায়াম্ অবলোক্য (নিজের ছায়া
দেখিয়া) চারু চকিতঃ (অতিশয় চকিত হইয়া)
পাণিনা (হাত দিয়া) তাং লুম্পতি (তাহা ঢাকিয়া
ফেলিতেন, [কিন্তু]) ভূয়ঃ (পুনরায়) তাদৃশীম্
অপি তাং প্রাপ্তি (হস্তাচ্ছাদিত রূপেও অন্য দর্শন

করায়) ভিয়া (ভয়বশত:) সঙ্কোচম্-এব আচরন, (সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াই) চলনাৎ নিবৃত্য (গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া) সাশঙ্কং (আশঙ্কা সহকারে) মাতু: (মাতার) ক্রোড়তলং (ক্রোড়ে) আরোহতি (আরোহন করিতেন) ॥৭॥ (১০)

৭। অতঃপর কতক দিন অতীত হইলে বালক শ্রীকৃষ্ণ মনিময় ভিত্তি (দেয়াল) আশ্রয় করিয়া একটু দাঁড়াইয়াই প্রথম পদ চালনা করিতেই নিজের পতন আশঙ্কা করিয়া নিজ প্রতিবিম্বেরই হাত ধরিবার নিমিত্ত এক হাতেই যখন তাহাকে ধারণ করিলেন, তখনই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং ম্লানমুখে মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় মাতা নিজ হস্তযুগল দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জন পূর্বক নিজের অঙ্গুলি ধারণ করাইয়া ধীরে ধীরে চালাইতে আরম্ভ করিলে তিনি পূর্ব রোদনহেতু মলিন মুখচন্দ্রকে মৃদু হাস্য রূপ সুধাদ্বারা ধৌত করিয়া মাতার হর্ষ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ (১১)

৮। অনন্তর বক্ষ:স্থলে হার শোভিত এই বালক শ্রীকৃষ্ণ যখন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে পদবিক্ষেপ করিতে শিক্ষা করিলেন, তখন তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতুকশালী

শ্রীব্রজরাজের সম্মুখেই শ্রীযশোদার ধাত্রী মুখরা
কৌতুকের সহিত তাঁহাকে উপদেশ করিতে লাগিলেন —
'হে বৎস! [তুমি]
ক্রমাৎ (যথাক্রমে) স্থালীম্ আনয় (শাকভাত আন),
পীঠং (কাষ্ঠাসন অর্থাৎ পিঁড়ি) আনয় (আন), ঘটীম্ অপি
আনয় (এবং ঘটী আন)' ইতি (ইহা শুনিয়া [তিনি])
যস্য (যে দ্রব্যটি) আনয়নক্ষমঃ এব ভবতি (আনিতে
সমর্থ হইতেন), স্মিত্বা এব (মৃদু হাস্য করিয়াই)
তৎ (সেই দ্রব্যটিকে) পাণিভ্যাং (দুই হাতে) কিঞ্চিত্তরাং
অবগৃহ্য (কতকটা ধারণ করিয়া) চারুজঠরে (মনোরম
উদর মধ্যে) সংযোজয়ন্ (সংলগ্ন করিয়া) মন্থরং
(ধীরে ধীরে) বিশ্রম্য (বিশ্রামসহকারে) আনয়তে
(লইয়া আসিতেন), [আর] যস্য পটুতা ন (যে দ্রব্য
আনিবার সামর্থ্য থাকিত না), তৎ (সেটা) স্পৃষ্ট্বা এব
(স্পর্শ করিয়াই) মুঞ্চতি (পরিত্যাগ করিতেন)।।৮।। (১২)
১) তৎকালে উপনন্দ ও সনন্দের পত্নী শ্রীব্রজরাজের
সম্মুখেই তাঁহার দর্শনাভিলাষে আগ্রহান্বিতা হইয়া
পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহের বহন-রত, সর্বলোকের প্রণম্য-
চরণযুগলশালী বালককে ক্রোড়ে লইয়া, 'হে বৎস!

এসকল দ্রব্য ফেলিয়া দাও, তুমি রাজপুত্র এবং স্বয়ং
রাজা। তোমার এরূপ অসঙ্গত নারীপ্রসঙ্গের প্রয়োজন
নাই? এইরূপ বলিতে বলিতে যুবরাজকে তিরস্কার করিয়া
বালকের হাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য নামাইয়া রাখিতেন।(১৩)

১০। এইরূপ কোন দিন —

কদাচিৎ (কোন ব্রজ ~~রমণী~~ ললনা) কৌতুকবশেন (কৌতুহল-
বশতঃ) ভো! বৎস কৃষ্ণ! (হে বৎস শ্রীকৃষ্ণ! [তুমি])
নৃত্য (নৃত্য কর, [তাহা হইলে]) ইদং (এই) নবনীতং
(নবনীত) প্রদাস্যে (দান করিব) ইতি উক্তঃ (এরূপ
বলিলে) সুতালং ([তিনি] রমণীয় তাল যোগে)
অভিনীত করং (হস্ত সঞ্চালন [এবং]) সুপাদ বিন্যাস চারু
(সুন্দর ভাবে পদ বিন্যাস পূর্বক) নৃত্যন্ (নৃত্য করিতে
করিতে) জননীমুদং (মাতার হর্ষ) আতনোতি (বিস্তার
করিতেন)।। ৯।। (১৪)

কোন দিন বা — কদাচিৎ (কোন পুর ~~রমণী~~ মহিলা) রভসেন
(অনুরাগ সহকারে), ভো: বৎস! (হে বৎস!) তব
(তোমার) বক্ষসি (বক্ষঃস্থলে) সুবর্ণস্য পাঞ্চালিকা ইব
(সুবর্ণ-পুত্তলিকার ন্যায়) সুচারু (সুন্দর) এতৎ কিং
চিহ্নং (ইহা কোন চিহ্ন) বিরাজতি (শোভা পাইতেছে?)

তে বন্ধু: কিম্ (ইহারা কি তোমার বন্ধু?), ইতি উক্ত:
(এরূপ বলিলে, [তিনি সম্মতিসূচক]) শির: ধুন্বন্
(মস্তক সঞ্চালন করিয়া) হসতি (হাস্য করিতেন)
সর্বান্ হাসয়তে চ (এবং অন্য সকলের হাস্য সঞ্চার
করিতেন) ॥১০॥ (১৫)

কোন দিন বা —

মাত্রা (মাতা) শ্রদ্ধালুনা চেতসা (অনুরক্ত চিত্তে)
সকুতুকং (কৌতুহল সহকারে) চারু কটী-তটী-সমুচিতাং
(তদীয় রমণীয় [সুন্দর] কটিতটে ধারণের [পরিবার] উপযোগী) শ্লক্ষ্ণাতি-
সূক্ষ্মাং (সুকোমল ও সূক্ষ্ম) পীতাং ধটীং (পীত বসন)
সংপরিধাপিতাং (পরিধান করাইলে), সা (তাহা)
অনভ্যাসবশাৎ (অনভ্যাস বশত:) উপদ্রবকরী ইতি
(উপদ্রব সৃষ্টি করায়) আক্রন্দদীনানন: (রোদনপূর্বক
ম্লানমুখে) পাণিভ্যাং অপসারয়ন্ (দুই হাতে তাহা
অপসারিত করিয়া) মাতু: (জননীর) অতিতরাং
(অতিশয়) মুদে অবর্তত (প্রীতি উৎপাদন করিতেন)॥১১॥(১৬)

কখনও বা —

পুর-পুরন্ধ্রীমণ্ডলে (পুরীর প্রাচীনা মহিলাগণ) রহসি
(নিভৃত স্থানে) মণ্ডনেন (বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা)

ব্রজপতিদায়িতায়াঃ (শ্রীযশোদা দেবীর অঙ্কে) প্রীতিভূষাং
(প্রীতিজনক ভূষণক্রিয়া) কুর্বতি (সম্পাদন করিতে আরম্ভ
করিলে [বালক শ্রীকৃষ্ণ]) চপলমতি (চঞ্চল চিত্তে) হঠেন
(বলপূর্বক) তৎ সর্বং (সেই সকল অলঙ্কার) আকৃষ্য
(আকর্ষণপূর্বক) অস্যাং (শ্রীযশোদার অঙ্কে) অনিয়ত-
পদম্ এব (অসংলগ্ন ভাবেই) ভূষাং প্রাপয়ামাস (ঐ সকল
বিন্যাস করিতেন)॥ ১২॥ (১৭)

১১। অতঃপর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি দর্শন হেতু
ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও মাননীয়া শ্রীদেবকী দেবী
অপেক্ষাও ধন্যা ও ধর্মশীলা, পুণ্যশালীর সোপানতুল্যা
শ্রীরোহিণীদেবী যাঁহাকে কিয়ৎকাল গর্ভে ধারণ করিয়া-
ছিলেন, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আবির্ভূত হইয়া ও
সর্বদা স্মিতশীল সত্যরূপ মান-গৌরব হেতু সিদ্ধ, মুনি ও
চারণ-প্রভৃতির বন্দনীয়রূপে সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় হইয়াও
যে সময়ে ভগবানের দ্বিতীয় মূর্তি হেতু সহচর হইয়াছিলেন,
তৎকালে নরলীলার অনুকরণ-কারী, ক্রীড়া-চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ
স্ফটিকমণিযুক্ত মহামরকতমণি, চন্দ্রমণ্ডলীশোভিত
মেঘখণ্ড, শ্বেতপদ্ম-যুক্ত নীলোৎপল, হংস-শোভিত
যমুনাতরঙ্গ ও জ্যোৎস্নারশ্মিমিশ্রিত অন্ধকারের ন্যায়
শোভা ধারণ করিয়াছিলেন॥ (১৮)

তৎকালে —

যদি (যদি) সাংসৌ (গাতিশীল) শুভ্র-নীলৌ নিধী ইব (শুভ্র নিধি ও নীলনিধিসদৃশ) তৌ (শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ) শুদ্ধস্ফাটিক-নীলরত্নমহসৌ (শুদ্ধস্ফাটিক ও নীলরত্নের কান্তিবিশিষ্ট রূপে) খেলালয়েন অলসৌ (খেলার রসে অলস হইয়া) রেজাতে (একত্র অবস্থান করিতেন), তদা (তথা হইলে) অন্যোন্যদ্যুতিভিঃ বিভিন্ন-বপুষৌ (পরস্পর একের অঙ্গে অপরের দীপ্তিসংমিশ্রণ-হেতু) জননী (মাতা) অন্যোন্যভেদাক্ষমা (উভয়ের ভেদজ্ঞানে অসমর্থা হইয়া) রামে কৃষ্ণমতিঃ (বলদেবকে কৃষ্ণজ্ঞান [এবং]) কৃষ্ণে চ রামভ্রমা বভূব (কৃষ্ণকে ভ্রমবশতঃ বলদেব জ্ঞান করিতেন)॥১৩॥ (১৯)

এইরূপ — অতিশয়েন বাল্যেন (অতিশয় বালস্বভাব-বশতঃ) লব্ধকুতুকে (কৌতূহলযুক্ত) নির্ভয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ে (ভ্রাতৃযুগল নির্ভীকচিত্তে) দুষ্টানাম্ অপি শৃঙ্গিনাং ([গো-মহিষ] দুর্দান্ত শৃঙ্গিগণের) অভিমুখং (অভিমুখে) নিঃশঙ্কং (নিঃশঙ্কভাবে) আধাবতি (ধাবিত হইলে), ব্যালান্ (সর্পাদি হিংস্রজন্তুগণকে) ~~বিহংসতি~~ বিহিংসতি (কামড়াইতে ইচ্ছা করিলে [এবং]) পাবকস্য শিখাং চ (অগ্নির

লিমা) আক্রমন্তুং আকাঙ্ক্ষতি (আক্রমণ করিতে উদ্যত
হইলে) তন্মাত্রোঃ মতিঃ (মাতা রোহিণী ও যশোদার
চিত্ত) অনুতাপ-ভীতি-করুণা-শঙ্কাঙ্কিতা আসীৎ
(অনুতাপ, ভয়, করুণা ও শঙ্কায় আকুল
হইত)॥১৪॥ (20)

১২। অতঃপর শুদ্ধসত্ত্বরূপ-নবিত্তিযুক্ত বসুদেবকর্তৃক প্রেরিত
স্বীয় পুত্রের নামকরণের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া যদুকুলের
হিতকারী, আত্মসংযমপরিরহিত, ও ইন্দ্রিয়বর্গের নৈপুণ্যপ্রবুদ্ধ
শালী যাদবগণের আচার্য শ্রীগর্গমুনি প্রথমতঃ গূঢ়-
ভাব অবলম্বনপূর্বক শ্রীনন্দমহারাজের গৃহে উপস্থিত
হইলেন। সুবিস্তৃত যজ্ঞ যেরূপ 'মন্ত্রাত্মা' অর্থাৎ মন্ত্র-
প্রধান, তিনিও সেইরূপ মন্ত্রণায় আত্মনিয়োগ
করিয়াছিলেন। ভগবান্ কপিল যেরূপ 'অধীন-
তত্ত্বগ্রাম' অর্থাৎ সমুদয় তত্ত্বকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন,
ইনিও সেইরূপ 'ইনতত্ত্ব' অর্থাৎ সূর্যাদি গ্রহতত্ত্ব
'অধি' অর্থাৎ অধিকার করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের
স্বরসমূহ যেরূপ 'শ্রুতিসম্পন্ন' অর্থাৎ দ্বাবিংশতি শ্রুতি-
যুক্ত, ইনিও সেইরূপ 'শ্রুতি' অর্থাৎ চতুর্বেদদ্বারা সমৃদ্ধ
ছিলেন। সমুদ্র যেরূপ 'নদীন' – নদীসমূহের প্রভু,

ইনিও সেইরূপ 'নদীন' অর্থাৎ দৈন্যযুক্ত (কোনবিষয়েই হীন) ছিলেন না। সূর্য যেরূপ 'তমোপহ' অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, 'পরমমহাতপ' অর্থাৎ অতিপ্রচণ্ডকিরণশালী ও প্রকাশবাহুল্যযুক্ত, ইনিও সেইরূপ তমোগুণের নাশক, পরম মহৎ তপস্যার প্রকাশবিষয়ে বাহুল্যযুক্ত। মেরুপ্রভৃতি কুলপর্বত ও বর্ষাকালীন মেঘ যেরূপ 'মহাসার' (কুলপর্বত পক্ষে - অতি স্থৈর্যযুক্ত, মেঘ পক্ষে - অতিশয় বৃষ্টিধারাযুক্ত), ইনিও সেইরূপ 'মহাসার' - 'মহ' অর্থাৎ উৎসবের প্রতি 'আসার' অর্থাৎ অনুগত ছিলেন। আর, তিনি নিজ নিজ বংশের প্রবর্তক ও উত্তমস্বভাববিশিষ্ট বলিয়া অপরের সম্পদ-বিস্তারে যত্নবান্ ছিলেন ॥ (২১)

১৬। অনন্তর ব্রজরাজ সেই মুনিবরকে লাভ করিয়া শোভাজনিত গৌরবসহকারে অভিবাদন ও পাদ্যাদিদ্বারা অর্চনপূর্বক হৃষ্টচিত্তে তদীয় পাদোদক পান করিয়া নিভৃতস্থানে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন - 'মুনিবর! যথোচিত পরমকরুণাশালী ভবাদৃশ মুনিগণ দৃষ্টিমাত্রেই বিবিধপীড়াগ্রস্ত এই জগন্মণ্ডল পবিত্র করেন না কি? এবম্বিধ আপনার পাদোদকপান ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের

চিত্তে অতিসুখজনকই হয়। অদ্য আমার পক্ষে সেই সুদূব[?]-
পর হইল! অহো! আমার এই সৌভাগ্যসম্পদ্ বস্তুতঃই
অপরিসীম! আপনি স্বীয় পদরেণুর অনুগ্রহদ্বারাই[?]
এই ভুবনমণ্ডলকে বিবিধ পাপরাশি হইতে পবিত্র করেন।
এমতাবস্থায় যাঁহারা সর্বমঙ্গলশালী আপনার শুভাগমন
সর্বদা ~~আশা~~ কামনা করেন, তাঁহাদের কাহারও সেই
আশা অদ্যাবধি নিবৃত্ত হয় নাই। আমার সেই বাঞ্ছা
অনায়াসেই পূর্ণ হইয়াছে! ~~সুতরাং~~ অহো! আমার নিষ্ফল
সৌভাগ্যতরু অদ্যই ফলবান্ হইল! আপনি স্বীয়
ভবরোগ বিনাশ করিয়াছেন। আপনার বিগ্রহ সর্বরোগ-
বিমুক্ত অর্থাৎ দুঃখরহিত বলিয়া এখানে আগমনের কারণ প্রয়োজন-
সম্বন্ধে আর কী জিজ্ঞাসা করিব? যেহেতু আমাকে অনু-
গ্রহ করাই আপনার একমাত্র কামনীয় বলিয়া মনে
হইতেছে। পরন্তু বক্তব্য, বিষয়ে আমার ভয় অতিশয়
অসন্তোষেরই সঞ্চার করিতেছে। আপনার চরিত্র দুর্জ্ঞেয়!
আপনি উজ্জ্বলগৌরবশালী, নির্লোভ ও দয়ার্দ্রচিত্ত।
এমতাবস্থায় আমি বিবিধ গুরুতর উৎকণ্ঠাবিশতঃ
বিলম্ব সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াই আপনার নিকট এই
প্রার্থনা করিতেছি ~~যে~~, – 'হে ভগবন্! আপনি যদি

দুন্দুভির শব্দের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ কীর্তিধ্বনিশালী
শ্রীবসুদেব ও সুপ্রসিদ্ধ ব্রজের অধীশ্বর আমার পুত্রকে
নামকরণ ক্রিয়াদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই
গৃহমেধী আমি অতিশয় অনুগৃহীত ও সন্তুষ্ট হইব।
আপনার ন্যায় নীতিজ্ঞ পুরুষের নিকটে অধিক বলিবার
প্রয়োজন নাই? ॥ (২২)

১৪। তখন সেই মুনিবর অনুকূল ভাবেই বলিলেন — হে
সদাশয় ব্রজরাজ! আপনি যে একরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন,
ইহাতে আপনার দম্ভের পরিবর্তে বিনয়েরই প্রকাশ
হইয়াছে; আর, এই বিনয়গুণেই আপনি সকলকে
বশীভূত করিয়াছেন। চন্দ্র সর্বদাই কুমুদরাজির
হর্ষ বিস্তার করেন। অতএব আপনার অভীষ্ট এই
মাঙ্গলিক কার্যের সম্পাদন আমার পক্ষে সঙ্গতই
হইবে। কিন্তু নৃশংস কংস কোন লোকেরই সম্পদ সহ্য
করিতে পারে না; আর, কেহই তাহার সহিত স্পর্ধা-
প্রকাশ করিতেও সমর্থ নহে। সে স্বয়ং খলতার ফল
অর্থাৎ দুঃখস্বরূপ (সর্বদা মরণচিন্তায় দুঃখযুক্ত) হইয়াও
বিষলতার ফলের ন্যায় সকল লোকের উদ্বেগ জন্মাইতেছে।
সে দেবগণকেও পরাঙ্মুখ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে

বিরাজ করিতেছে। বিশেষতঃ, বসুদেবের পুত্র নিশ্চয়ই কোথাও বর্তমান রহিয়াছে' এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্বদা পর্বতবাসী সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে সাবধানেই বাস করিতেছে॥ (২৩)

১৫। হে ব্রজরাজ! কংস আমাকে যদুকুলের আচার্য বলিয়া অবগত আছে। এমতাবস্থায় আমি যদি আপনার অভীষ্ট এই শ্রেষ্ঠ কার্যটি সম্পাদন করি, তাহা হইলে সর্বত্র গূঢ়রূপে বিচরণকারী তদীয় অনুচরগণ অবশ্যই এই কথা তাহার নিকট নিবেদন করিবে। অপর, কংসনামক সেই ভোজ-কুলাঙ্গার তখন কোনরূপ দয়া না করিয়া বৃক্ষের কোটরবর্তী অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অতিশয় উৎপীড়নই করিবে। সেইহেতু ইহা দুষ্কর কার্য॥ (২৪)

১৬। শ্রীনন্দমহারাজ অতিধৈর্যশালী হইলেও এইকথায় অন্তরে দুঃখিত হইয়া পুনরায় বলিলেন—'হে মুনিবর! আপনার কথা যুক্তিসঙ্গতই বটে; পরন্তু আপনার ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষকে কোন ব্যক্তিই বা হিংসা করিতে পারে? আর, আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশতঃ আপনি এইকার্য অস্বীকার করিতে পারেন না; তথাপি আমার

অন্তঃপুরের নিভৃতস্থানেই ভূয় চক্ষুর (তিন ব্যক্তির) অগোচরে, অর্থাৎ
কেবল আপনার ও আমার (এই দুইজনেরই) জ্ঞাতসারেই অনুষ্ঠিত এই কার্যের
কথা অন্য কোন বাহিরের ব্যক্তিই জানিতে পারিবেনা। আর,
ভবতাপহারী, ~~[illegible]~~ মূর্তিমান পরমমঙ্গলস্বরূপ আপনার
অনুষ্ঠিত এই কার্যে বিবিধ মঙ্গলজনক কার্যোপযোগী
বাদ্যাদিরই বা প্রয়োজন কি? অতএব আপনি কেবল-
মাত্র "অদ্য অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে"
ইত্যাদি বাক্যযুক্ত প্রাসঙ্গিক স্বস্তিবাচন দ্বারাই এই
শুভ কার্য সম্পাদন করুন"। (২৫)

১৭। কাচনির্মিত ঘটী যেরূপ স্বচ্ছতাবিশতঃ নিজ-অভ্যন্তরস্থ
তৈলাদি পদার্থকে লোকের দৃষ্টিমার্গে প্রকাশ করে,
শ্রীনন্দমহারাজের তাদৃশ বাক্যের ~~অঙ্কুর~~ পর গর্গমুনির
আরব্ধ ক্রিয়াপরিপাটীও সেইরূপ মুখের প্রসন্নতা দ্বারা
তাঁহার আন্তরিক প্রীতিই প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর
শ্রীরোহিণী ও শ্রীযশোদা নিজ নিজ-পুত্রকে নিকটে লইয়া
আসিলে মুনিবর প্রথমতঃ শ্রীযশোদার ক্রোড়স্থিত
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মনে মনে এরূপ বিচার
করিতে লাগিলেন।— (২৬)

১৮। অহো! ইহা কি?—

ইত (অহো!) অয়ং কিং (এই বালক কি) অনাদি-
মোহতমস: (অনাদি অজ্ঞান অন্ধকারের [বিনাশক])
সদ্‌রত্ন দীপাঙ্কুর: (সদ্‌রত্নময় দীপবিশেষেরই অঙ্কুর-
স্বরূপ হ)? নু (অথবা,) ষৈশ্য-প্রতিপাদকোপনিষদাং
(ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবত্তত্ত্বের প্রতিপাদক উপনিষৎ-
সমূহের) প্রাণানাং (প্রাণসমূহই) বপু: আপ্তং কিম্,
(বিগ্রহধারী অর্থাৎ মূর্তিমান্ হইল কি)? কিং
(কিম্বা) ন: (আমাদের) সৌভগ-কল্পভূরুহ-বনস্য
(সৌভাগ্যরূপ কল্পতরু-কাননেরই) আদ্য:
প্রসূনোদয়: (ইহা প্রথম পুষ্পবিকাশ হইল)?
অথবা (অথবা ইহা) সান্দ্রানন্দসুধাম্বুধে: (প্রগাঢ় আনন্দ-
সুধাসিন্ধুর) সা কাপি জন্মস্থলী (কিং কোন বিচিত্র
উৎপত্তিস্থানই হইবে কি)? ১৫॥ (২৭)

আর, কেচন (জ্ঞানিগণ) যং (যাঁহাকে) ব্রহ্ম ইতি
(ব্রহ্ম), কেচন (অণিমাদি-ঐশ্বর্যপরায়ণ তার্কিকগণ)
জগৎকর্তা ইতি (জগৎকর্তা), পরে কেচিৎ তু (এবং অপর
যোগিগণ) আত্মা ইতি বদন্তি (আত্মা বলিয়া থাকেন,
[আর]) কে অপি উত্তমা: (ভক্তিনিষ্ঠ কতিপয় ব্যক্তিই)
ভগবান্ ইতি এব (ভগবান্ বলিয়াই) প্রতিপাদয়ন্তি

(প্রতিপাদন করেন), বত (অহো!) যস্য (যাঁহার) ওজস:
(দীপ্তি বা বলের) ~~সুলভঃ~~ দেশতঃ নো কালতঃ চন
~~পরিচ্ছেদ: অস্তি (দেশ বা কালদ্বারা নির্ণয় করা যায়না)~~
পরিচ্ছেদ: অস্তি (দেশ বা কালের পরিচ্ছেদ যোগ্য হয় না),
স: অয়ং দেব: (সেই পরম দেবতা সম্প্রতি) নন্দদায়িতোৎ-
সঙ্গে (শ্রীযশোদার ক্রোড়ে) পরিচ্ছিন্নতাম্ অবাপ
(পরিচ্ছেদ লাভ করিয়াছেন) ॥১৬॥ (২৮)

১৭) অহো! ইহা বিস্ময়ের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ; যেহেতু
ইনি সম্প্রতি মাতার ক্রোড়ে থাকিয়াই —
কর্পূরবর্তি: ইব (কর্পূরের বাতির ন্যায় [আমার])
~~[illegible]~~ লোচনং (নয়নযুগলকে), কৃতানুলেপ:
(গাত্রে লিপ্ত) মৃগমদস্য পঙ্ক: যথা (কস্তুরীরসের ন্যায়)
অঙ্গকানি (অঙ্গসমূহকে [এবং]) অগুরু ধূপ: ইব
(অগুরুর ধূপের ন্যায়) ঘ্রাণং (নাসিকাকে) প্রিণোতি
(প্রীতি দান করিতেছেন, [আর]) অয়ং (ইনি) আনন্দকন্দ:
ইব (আনন্দের মূলের ন্যায়) চেতসি চ (চিত্তের মধ্যে)
~~উচ্চৈ: প্রবিষ্ট: চ (একান্ত ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন)~~
উচ্চৈ: প্রবিষ্ট: চ (একান্ত ভাবেই প্রবেশ
করিয়াছেন) ॥১৭॥ (২৯)

বত (অহো! [ইনি আমার]) ধৈর্য্যং ধুনোতি (ধৈর্য্য দূর করিতেছেন), শরীরং কম্পয়তে (শরীরে কম্প উৎপাদন করিতেছেন [এবং]) রোমাঞ্চয়তি (রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছেন), মতিং অতি বিলোপয়তে (আর বুদ্ধির সম্পূর্ণ লোপ করিতেছেন)। হন্ত (হায়!) অহং (আমি) অস্য (ইঁহার) নামকরণায় (নামকরণের নিমিত্ত) সমাগতঃ (এখানে আসিয়াছি বটে), পুনঃ (কিন্তু) অনেন (ইনি) মম এব (আমারই) নাম (নাম) আলোপিতং (লোপ করিতেছেন অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল বলিয়া আমার যে সুখ্যাতি ছিল, তাহা দূর করিতেছেন)॥১৮॥ (৩০)

২০। এখন আমি আর কী করিব? —

বত (অহো!) যদি (যদি [আমি]) পাদৌ দধামি (পদযুগল ধারণ করি, [তাহা হইলে]) অয়ং জনঃ (এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা) মাং (আমাকে) উন্মত্তম্ এব বদিতা (উন্মাদই বলিবেন)। চেৎ (যদি) বক্ষসি দধামি (বক্ষে ধারণ করি, [তাহা হইলে]) তচ্চ (তাহাও) অতিচাপলং (অতিশয় চপলতা রূপেই পরিগণিত হইবে), অহো (অহো!) চেৎ বা (আর যদি) ন করোমি (তাহা না করি, [তাহা হইলে]) ভৎকর্তৃত্বম্ এব হি (সম্প্রতি

উৎকণ্ঠাই) ধৈর্যবন্ধং (ধৈর্যের বন্ধন) লাবিষ্যতি (ছেদন করিবে)॥ ১৯॥ (৩১)

২০। যাহাহউক, তথাপি -

অহো (অহো!) অদ্য (আজ [আমার]) সাধু জন্ম (উত্তম জন্ম) সফলং (সার্থক), নেত্রে চ (নয়নযুগল) সফলে (সার্থক [এবং]) বিদ্যা তপঃ কুলং (বিদ্যা, তপস্যা ও কুল) সমস্তং (সমস্তই) সফলং (সার্থক হইল)! হন্ত (অহো!) যদোঃ কুলস্য (যদুবংশের) ভগবতী আচার্যতা হি (এই মহাপ্রভাবময়ী আচার্যতা অর্থাৎ পৌরোহিত্য) অদ্য (অদ্য) মাং (আমাকে) নিতরাং (অতিশয়) কৃতার্থং অকরোৎ (কৃতার্থ করিয়াছে)॥ ২০॥ (৩২)

২১। এইরূপে তিনি অনেকাল যেন আনন্দসমুদ্রে স্নান করিয়া, অমৃত পান করিয়া, জাগ্রদবস্থায়ই নিদ্রিত হইয়া, জ্ঞানসত্ত্বেও মোহপ্রাপ্ত হইয়া, জীবিতদশায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া, দর্শনসত্ত্বেও অন্ধের ন্যায়, শ্রবণসত্ত্বেও বধিরের ন্যায়, বচনসত্ত্বেও মূকব্যক্তির ন্যায়, ধৈর্যযুক্ত হইয়াও চঞ্চলের ন্যায় অবস্থান করিয়া পরে মাতৃযুগলকর্তৃক সমীপে আনীত বালকযুগলের সম্মুখে মঙ্গলময় বিধিসম্মত স্বস্তিবাচন-সমাপনান্তে নামকরণে

প্রবৃত্ত হইলেন এবং সর্ব্বাবিধি অমঙ্গলনাশক মঙ্গলময় এই
বালকদ্বয়ের যথারীতি বিধি অর্থযুক্ত নাম প্রাপ্তিতে
ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ (৩৩)

২৩। শ্রীবসুদেবের এই পুত্রটি দেববালকের ন্যায় উত্তম-
বলশালী; ইঁহার 'দেবন' অর্থাৎ মল্লযুদ্ধাদি ক্রীড়া
প্রতিপক্ষের 'বল' থাকিলেই সম্ভবপর হইবে; এই হেতু
ইঁহার নাম 'বলদেব'। আর, কদাচিৎ প্রিয় সহচরগণ
ইঁহাকে ক্রীড়ায় পরাভূত করিয়া উপহাসচ্ছলে —
'হে দেব! 'বল' অর্থাৎ বল প্রকাশ কর' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন বলিয়াও
ইনি 'বলদেব' এইরূপ পরিহাসোচিত নামের যোগ্য।
বলের উন্নতিহেতু ইঁহার নাম 'বল'। যথাপূর্ব্ব-
নিবন্ধন পাপরাশির সম্যক্ কর্ষণহেতু 'সঙ্কর্ষণ' এই
নামটিও ইঁহার যোগ্যই হয়। সকলের অভিরাম অর্থাৎ
আনন্দদায়ক বলিয়া ইনি 'রাম'-নামেও প্রসিদ্ধি লাভ
করিবেন। আর, ইনি বলদ্বারা রমণ বা ক্রীড়া করেন
বলিয়া 'বলরাম' এই আখ্যা ধারণ করিবেন॥ (৩৪)

২৪। হে নন্দমহারাজ! ভগবানের ভক্তিযোগ যেরূপ
ব্রাহ্মণপ্রমুখ চারিবর্ণের উপযোগী, আপনার এই পুত্রও
সেইরূপ শুক্লাদি চারি বর্ণ-ধারণের উপযোগী।

ইনি স্বরূপতঃ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াও প্রতিযুগে অংশদ্বারা নির্মলকৃপাযুক্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়া নানাবিধ বর্ণ প্রকট করেন। অধিকৃত ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ সত্যযুগে ইনি শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে অগ্নি-তুল্য রক্ত-বর্ণ, দ্বাপরযুগে নিঃসন্দেহে শ্যামবর্ণ এবং মূর্তিমান্ কলি বা বিবাদের ন্যায় কলিযুগে পীতবর্ণ। ক্, ঋ, ষ্, ণ্, অ — এই পঞ্চবর্ণাত্মক 'কৃষ্ণ' এই নামের প্রথম চারি বর্ণদ্বারা ইনি চারিযুগে চারি বর্ণ ধারণ করেন। আর, সর্বলোকের আদিস্বরূপ স্বয়ং বর্ণমালার আদিভূত 'অ'কারদ্বারা ইন্দ্রনীলমণির তুল্য বর্ণ ধারণ করিয়া 'কৃষ্ণ' এই নাম আশ্রয় করেন। ইনি ভজনকারি-গণের পাপ কর্ষণ (দূর) করেন এবং অনুরক্তগণের চিত্ত কর্ষণ অর্থাৎ আকর্ষণ করেন বলিয়াও 'কৃষ্ণ' নামে প্রসিদ্ধ। আর, 'কৃষ্'-ধাতুর অর্থ সত্তা এবং 'ণ' এই প্রত্যয়ের অর্থ — আনন্দ; অতএব সত্তা ও আনন্দস্বরূপ বলিয়াও 'কৃষ্ণ' — এই নামটিই তাঁহার প্রধান নাম। এককালে ইনি মায়া-যুক্ত বসুদেব হইতেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া লোকসমূহ বাসুদেব-নামেও ইঁহার কীর্তন করেন। 'ইনি গুণদ্বারা নারায়ণ-সম' এইরূপ বাক্যে সরস্বতী

স্বগতভাবে পূর্বোক্ত অর্থেরই ব্যাখ্যা করেন; যথা —
নারায়ণও ইঁহার গুণসমূহের দ্বারাই সমান, পরন্তু
অংশিরূপে নহেন। অতএব উপচারিকী অর্থাৎ শব্দগত
গৌণী বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাকে নারায়ণ-নামেও
কীর্তন করা ~~[illegible]~~ হইবে'॥ (৩৫)

২৫। অনন্তর সেই মুনিবর পুনরায় বলিলেন — 'আমি
অধিক আর কী বলিব? ইঁহার মহিমা আমাদের বর্ণনের
(অর্থাৎ অতীত) যোগ্য নহে। হে ব্রজরাজ! ইনি আপনার সকল সৌভাগ্যের
ফলস্বরূপ। আপনি ইঁহাদ্বারা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ
হইবেন এবং সর্বপ্রকার দুর্লভ মনোরথ লাভ করিবেন।
যাঁহারা ইঁহার প্রতি অনুরাগী হইবেন, তাঁহাদের
সৌভাগ্য সর্বজ্ঞ পুরুষগণেরও জ্ঞানগম্য হইবেনা।
ইহা অতি গোপনীয় তত্ত্ব, অতএব কোথায়ও ইহা
প্রকাশ করিবেন না'। ইহার পর তিনি নিজ-উৎকণ্ঠার
বিনাশক সেই কুমারযুগলকে ~~[illegible]~~ ক্রোড়ে করিয়া
শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণপূর্বক পুলকিত দেহে স্বগত
বলিতে লাগিলেন — 'অহো! ইঁহার তেজঃপুঞ্জের
~~[illegible]~~ উজ্জ্বলতা কী অদ্ভুত! —
অস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) অলৌকিকম্ ইদং তেজঃ

(এই অভৌতিক বা অপ্রাকৃত তেজঃপুঞ্জ) ভৌতিকৈঃ
ইন্দীবরেন্দ্রমণি-বারিদাঞ্জনাদ্যৈঃ (নীলপদ্ম, ইন্দ্রনীলমণি,
মেঘ ও অঞ্জন প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের সহিত) কিং
(কীরূপে) ঔপম্যমেতু (তুলনীয় হইতে পারে)? যৎ
(যেহেতু) একে (জ্ঞানিগণ), মণিমণিদ্যুতিবৎ (মণি
হইতে তাহার দীপ্তির যেরূপ ভেদ নাই, [সেইরূপ
এই তেজঃপুঞ্জ হইতে ব্রহ্মের কোন ভেদ না থাকায়]),
অতীন্দ্রিয়ং যৎ (এই অতীন্দ্রিয় তেজঃপুঞ্জকে)
ব্রহ্ম ইতি গৃণন্তি (ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন)? ইত্যা (৩৬)

ইতি এইরূপে তিনি প্রচুর আদর ও অভিলাষানুসারে
তাঁহাকে ক্ষণকাল আলিঙ্গন পূর্বক পিতার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া
গমনের ইচ্ছা করিলে ব্রজরাজ তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া তাঁহার দ্বারা কুমারযুগলের আশীর্বাদ
করাইলেন এবং কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলে
মুনিবর যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইরূপেই
প্রস্থান করিলেন॥ (৩৭)

ইত্থং অতঃপর ক্রমশঃ স্বীয় জানুযুগল দ্বারা বিচরণ
প্রায় বন্ধ হইলে ও স্তন্য পানেরও নিবৃত্তি ঘটিলে
পরম আনন্দের মূলস্বরূপ বালক শ্রীকৃষ্ণ চরণযুগল দ্বারাই ধীরে ধীরে

চলিতে চলিতে এবং নবনীত হরণ করিয়া বাল্যলীলা-
কৌতুক প্রদর্শন পূর্বক ধরাতলে কোন্ প্রকারেই বা
আনন্দের সঞ্চার না করিয়াছিলেন ?॥ (৩৮)

২৮॥ একদিন — স্বয়ং (স্বয়ং) শূন্যে নিজগৃহে
(নিজ-শূন্যগৃহে) হৈয়ঙ্গবীনং (নবনীত) চোরয়তঃ
(অপহরণকালে) মণিস্তম্ভে (মণিময় স্তম্ভের গাত্রে)
স্বপ্রতিবিম্বং (নিজ প্রতিমূর্তি) বীক্ষিতবতঃ (দর্শন করিয়া)
ভিয়া (ভয়ে) তেন এব সার্ধং (তাহারই সহিত),
"ভ্রাতঃ ("হে ভ্রাতঃ!) মম মাতরং (আমার মাতাকে)
মা বদ (বলিও না), তব অপি (তোমার নিমিত্তও)
সমঃ ভাগঃ (ইহার সমান ভাগই) কল্পিতঃ (করিয়া
রাখিয়াছি), ভুঙ্ক্ষ্ব (ভক্ষণ কর)" ইতি (এইরূপ)
আলপতঃ (আলাপ আরম্ভ করিলে) হরেঃ কলবচঃ
(শ্রীকৃষ্ণের সেই অস্পষ্ট মধুর বাক্য) মাত্রা (মাতা)
রহঃ শ্রুয়তে (গোপনে শুনিতে পাইলেন)॥ ২২॥ (৩৯)

২৯॥ অতঃপর মাতা কৌতূহল সহকারে নিকটে আসিলে
বালক শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবিম্বকে দেখাইয়া উপস্থিত
বুদ্ধি সহকারে তাঁহাকে বলিলেন —
"মাতঃ ("হে জননি!) অদ্য (আজ) এষঃ কঃ (এ কোন্

ব্যক্তি) লোভেন (লোভবশতঃ) ত্বদীয়ম্ (তোমার) ইদং (এই) নবনীতং (নবনীত) চোরয়িতুং (অপহরণ করিবার নিমিত্ত) গৃহং প্রবিষ্টঃ (গৃহে প্রবেশ করিয়া) মদ্বারণং (আমার নিষেধ) ন মনুতে (গ্রাহ্য করিতেছেনা)? ময়ি (আমি) ক্রোধভাজি (ক্রোধ প্রকাশ করিলে) রোষং তনোতি (সেও ক্রোধ প্রকাশ করে), মে (আমার কিন্তু) নবনীতলোভঃ নহি (নবনীতের লোভ বিন্দুমাত্রও নাই)॥ ২৩॥ (৪০)

তত্র অন্য একদিনও মাতা কার্যান্তরে গমন করিলে তিনি সেইরূপ নবনীত অপহরণ করিতেছেন, এমন সময়ে মাতা দৈবাৎ সেখানে আসিয়া তাহা লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ (৪১)

পিতঃ কৃষ্ণ (হে বৎস শ্রীকৃষ্ণ! [তুমি]) ক্ব অসি (কোথায় আছ)?, কিং করোষি (কি করিতেছ)? মাতুঃ ইতি বচঃ ([তৎকালে তিনি] মাতার এই বাক্য) শ্রুত্বা এব (শুনিয়াই) সাশঙ্কং (সভয়ে) নবনীত-চৌর্যবিরতঃ (নবনীত-অপহরণ-ব্যাপার হইতে) বিশ্রম্য (নিবৃত্ত হইয়া) অমুং অব্রবীৎ (মাতাকে বলিলেন), মাতঃ! (হে মাতঃ!) কঙ্কনরত্নরাগমহসা

(কঙ্কণাস্থিত পদ্মরাগমণির তেজের দ্বারা) মম পাণিঃ
আতপ্যতে (আমার হাতে বড়ই জ্বালা হইয়াছে),
তেন (সেইহেতুই) অয়ং (এই হাতটিকে) নবনীতভাণ্ড-
বিবরে (নবনীতের ভাণ্ডের মধ্যভাগে) বিন্যস্য
(প্রবেশ করাইয়া) নির্বাপিতঃ (শীতল করিয়াছি)।।২৪।। (৩২)

৩১। মাতা তাঁহার এইরূপ অতিমুগ্ধজনক বাক্য শ্রবণ
করিয়া, 'বৎস! এস, এস' এই বলিয়া ক্রোড়ে ধারণপূর্বক,
'তোমার হস্ত কিরূপ তপ্ত হইয়াছে, দেখি তো' এইরূপে
তাঁহার প্রসারিত হাতটি দেখিয়া চুম্বনপূর্বক —
'আহা! সত্যই এই হাতটি উত্তপ্ত হইয়াছে; ~~অতএব~~ সেইহেতু
ইহা হইতে পদ্মরাগমণিগুলি খুলিয়া দিতে হইবে'
এইরূপ বলিতে বলিতে লালন করিতে লাগিলেন ।। (৩৩)

৩২। এইরূপ আর একদিনও —
নবনীতচৌর্যকুতুকে (নবনীত অপহরণরূপ কৌতুক
প্রকাশ করিলে) মাত্রা (মাতা) অথো (তাঁহাকে) প্রাক্
(প্রথমতঃ) ভর্ৎসিতঃ (তিরস্কার করায়) করকুড্মলেন
(স্বীয় সুকোমল হস্তযুগল দ্বারা) ক্ষুন্নাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং
(মর্দিত নয়নযুগল হইতে) বিগলদ্‌বাষ্পাম্বু রুদন্
(অশ্রু বিসর্জন সহকারে) [illegible]

রুদ্ধকণ্ঠকুহরাৎ (রুদ্ধ কণ্ঠ গহ্বর হইতে) হুং হুং হুং ইতি
অস্পষ্টবাল্ বিভ্রম: রুদন্ (নির্গত 'হু হু হু' এইরূপ অব্যক্ত
ধ্বনি প্রকাশ পূর্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলে [মাতাই])
স্বাঞ্চলেন (নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা) অস্য (বালকের) মুখং
আমৃজ্য (মুখমণ্ডল মার্জন করিয়া), বৎস (হে বৎস!)
এতৎ অখিলং তব (এই সকল দ্রব্য তোমারই হয়, [আমি
অযথাই তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি]) ইতি (এই বলিয়া) কণ্ঠে
কৃত: (তাঁহাকে কণ্ঠে জড়াইয়া ধরিলেন)॥ ২৫॥ (৩৪)

তত্র অতঃপর কোন একদিন মাতা শ্রীযশোদা পূর্ণিমার
চন্দ্রকিরণমণ্ডিত নিজ-মণিময় প্রাঙ্গণে বসিয়া ব্রজপুরের
প্রাচীনা মহিলাগণের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমনসময়ে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেখানেই খেলা করিতে করিতে চন্দ্র দেখিতে
পাইলেন। অনন্তর —

[মাতায়] পশ্চাৎ এত্য (পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া)
আত্মজ: (পুত্র শ্রীকৃষ্ণ) স্বতনবগুণ্ঠনপটে (অবগুণ্ঠন-বস্ত্র
অপসারণ করিয়া) মৃদুস্নিগ্ধাভ্যাং (স্নিগ্ধ ও সুকোমল)
করাভ্যাং (করযুগল দ্বারা) বেণীং লুলিতাং বিধায়
(বেণীবন্ধন শিথিল করিয়া) জননীপৃষ্ঠং (মাতার পৃষ্ঠে)
তুদতি (পীড়া দান করিতে করিতে) 'দেহি' ('দাও')

ইতি (এইরূপ) অস্ফুট গদগদং (অস্পষ্ট গদগদ স্বরে)
বিরুবতি (রোদন করিলে) সা (শ্রীযশোদা) স্নেহার্দ্রচিত্তা
(স্নেহবশতঃ চিত্তের কাতরতা প্রকাশপূর্বক) পার্শ্বস্থানি-
লয়েষু (পার্শ্বস্থিত সখীগণের প্রতি) পরং (কেবলমাত্র)
লোচনযুগং (নিজ নয়নযুগল) ব্যাপারয়ামাস
(প্রেরণ করিয়াছিলেন) ॥২৬॥ (৪৫)

৩৪। তৎকালে সেই সখীগণ বিনয়, প্রীতি ও উৎসাহ সহকারে
বালক শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে আনিয়া বলিলেন — "হে বৎস!
তুমি কী চাও?"
ক্ষীরং কিমু? (ক্ষীর কি? [কৃষ্ণের উত্তর]) ন (না);
উত্তমং দধি কিমু? (উত্তম দধি কি? [উত্তর]) ন নৈব
(না, না); কূর্চিকাং কিংবা? (কূর্চিকা অর্থাৎ ঘোল না মাঠা কি?
[উত্তর]) ন ন (না, না); আমিক্ষাং
কিমু? (ছানা কি?) [উত্তর]) ন ন (না, না); অয়ে
(অয়ি!) ঘনং হৈয়ঙ্গবীনং (ঘন নবনীতই) তব (তোমার)
অভিমতং কিমু? (অভিলাষিত দ্রব্য কি?) হে বৎস!
দদামহে (হে বৎস! আমরা দিব), ন বিষীদ (দুঃখিত
হইও না, [আর]) মাত্রে (মাতার প্রতি) ন তরাং কুপ্যস্ব
(রাগ করিও না; [উত্তর]) গৃহেহংসয়ে (গৃহজাত

নবনীতে) রুচিঃ নো' (আমার রুচি নাই') ইতি (এই বলিয়া
তিনি) উদঙ্গুলিদলঃ (অঙ্গুলিদল উত্তোলনপূর্বক)
শীতাংশুম্ (চন্দ্রমণ্ডল) আলোকয়ৎ (দেখাইয়া
দিলেন [অর্থাৎ ঐ নবনীতাদি তুচ্ছ উহাকেই আমি চাই এইরূপ
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন]) ॥২৭॥ (৪৬)

৩৫। তৎকালে তাঁহারা পুনরায় বলিলেন —
"হন্ত তাতঃ (হায় বৎস!) কলয় (ঐ দেখ), এতৎ (ইহা)
হৈয়ঙ্গবীনং ন (নবনীত নহে, [কিন্তু]) কলহংসঃ (কলহংসই)
ব্যোমবীথী-তড়াগে (আকাশরূপ সরোবরে) প্রতরতি'
(পার হইতেছে)', অহম্ অপি ([তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন]
"আমিও) খেলনার্থী (খেলা করিবার নিমিত্ত) কলহংসং
(কলহংস) প্রার্থয়ে (যাচ্ঞা করিতেছি); তৎ (সেইহেতু)
যাবৎ (যে পর্যন্ত) এষঃ (এই কলহংসটি) পারং ন
প্রয়াতি (সরোবর পার হইয়া না যায়, [তৎপূর্বেই ইহাকে])
উপনয়ত' (এখানে লইয়া এস) ॥২৮॥ (৪৭)

৩৬। এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত চরণযুগলকে
ভূতলে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করযুগল দ্বারা
তাঁহাদেরও কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া 'দাও, দাও'
এই বলিয়া পূর্বাপেক্ষাও অধিক ক্রন্দন করিতে আরম্ভ

করিলেন। এইরূপে বাল্যভাববিলসত: রোদন করিলে
অন্য মহিলা তাঁহাকে বলিলেন — হে বৎস!
আভি: (ইহারা) প্রতারিতং (প্রতারণা করিয়াছেন),
অয়ং (ইহা) রাজহংস: নহি (রাজহংস নহে, [পরন্তু])
অয়ং (ইহা) অম্বরমধ্যবর্তী (আকাশতলে অবস্থিত)
পীযূষরশ্মি: (চন্দ্রই বটে) [তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—],
এনমেব (এই চন্দ্রটি) দেহি (আমাকে দাও);
ইহ মহতী মদীয় বাঞ্ছা (ইহার নিমিত্তই আমার অতিশয়
আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে), খেলিষ্যামি
(ইহা দ্বারা আমি খেলা করিব); তৎ (সেই হেতু)
অধুনা (এখনই) আনয় (ইহাকে নিয়ে এস [এবং])
দেহি দেহি (আমাকে দাও) ॥২৭॥ (৪৮)

২৭। এইরূপে তিনি পুনরায় অত্যধিক রোদন আরম্ভ করিলে
মাতা তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিলেন — হে বৎস!
ইদং (ইহা) হৈয়ঙ্গবীনং এব (নবনীতই বটে), রাজহংস:
ন (রাজহংস নহে, [আর]) এষ: (ইহা) পীযূষরশ্মি: অপি ন
(চন্দ্রও নহে, [কিন্তু]) তৎ (এই নবনীত) প্রদেয়ং ন
(দানের যোগ্য নহে); পশ্য (ঐ দেখ) অত্র
(ইহার মধ্যে) দৈববশত: (দৈববশত:) গরলং

বিলগ্নং (যিনি সংলগ্ন হইয়াছে), তেন (সেই হেতু)
এতৎ (ইহা) উত্তমম্‌ অপি (উৎকৃষ্ট বস্তু হইলেও) ইহ
(এখানে) কঃ অপি (কেহই) ন ভুঙ্‌ক্তে? (ইহা ভক্ষণ
করে না?)॥ ৩৩॥ (৪৯)

৩৮। অনন্তর 'মাতঃ! ইহার মধ্যে কীরূপে গরল লাগিয়াছে,
আর সেই গরল ইবা কি?' এই বলিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণ
পূর্ব্ব অন্নগ্রহ ত্যাগ করিয়া রসান্তরে নিবিষ্ট হইলে,
তাঁহার এই ভাবে কথাশ্রবণে ঔৎসুক্য দেখিয়া মাতা
উহা সমীচীন মনে করিয়াই আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন —
'বৎস! শ্রবণ কর'। অতঃপর তিনি অতিমধুর ভাবে
বলিতে লাগিলেন॥ (৫০) ✓

৩৯। মাতা — 'বৎস! কোন একটি ক্ষীরসমুদ্র আছে'।
শ্রীকৃষ্ণ — 'মাতঃ! তাহা কীরূপ?' মাতা — 'এই যে দুগ্ধ
দেখিতেছ, তাহারই সমুদ্র'। শ্রীকৃষ্ণ — 'মাতঃ! কত
গাভী সেই দুগ্ধ দিয়াছে, যাহাতে সমুদ্রের সৃষ্টি হইল?'
মাতা — 'বৎস! তাহা গরুর দুগ্ধ নহে'। শ্রীকৃষ্ণ — 'মাতঃ!
তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ; ধেনুর সম্বন্ধ ব্যতীত
দুগ্ধ কীরূপে হইবে?' মাতা — 'বৎস! যিনি ধেনুগণের
মধ্যে দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ধেনুগণের সম্বন্ধ-

ব্যতীতও দুগ্ধ সৃষ্টি করিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ — মাতঃ!
তিনি কে? মাতা — বৎস! তিনি জগৎকারন (কর্তা) ভগবান।
শ্রীকৃষ্ণ — মাতঃ! ভগবান্ই বা কে? মাতা — বৎস!
তিনি সর্বব্যাপী, তথাপি তাঁহাকে জানা বা দেখা যায় না।
শ্রীকৃষ্ণ — মাতঃ! ইহা সত্যই বটে, ইহার পর বল?
মাতা — বৎস! সেই ভগবান্ দেবতা ও অসুরগণের
কলহ উপস্থিত হইলে অসুরগণের মোহনা করিবার নিমিত্ত একদা সেই ক্ষীরসমুদ্রকে মন্থন
করিয়াছিলেন। তৎকালে মন্দর পর্বত মন্থনদণ্ড ও
বাসুকি রজ্জু হইয়াছিলেন। একদিকে অসুর ও
অন্যদিকে দেবগণ সেই রজ্জু আকর্ষণ করিয়াছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণ — মাতঃ! গোপীগণ যেরূপ দধি মন্থন করেন,
এইরূপেই কি? মাতা — বৎস! এইরূপেই বটে।
আর, তখন উক্ত ক্ষীরসমুদ্র মথিত হইতে থাকিলে কালকূটসমস্ত
বিষের উৎপত্তি হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণ — মাতঃ! সর্পেরই ত
বিষ থাকে, দুগ্ধে বিষ কীরূপে থাকিবে? মাতা —
বৎস! শঙ্কর সেই বিষ পান করিলে ভূতলে তাহারই
যে সকল কণা পতিত হইয়াছিল, তাহা পান করিয়াই
সর্পগণ বিষধর হইয়াছে; সেই হেতু দুগ্ধেও যে বিষ

থাকে, ইহা ভগবানেরই শ্রী শক্তির মাহাত্ম্য। শ্রীকৃষ্ণ —
মাতঃ! ইহা সত্যই বটে? যশোদা — বৎস! এই নবনীতও
সেই ক্ষীরসমুদ্র হইতেই উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে বিষের
অংশ মিশ্রিত রহিয়াছে! ঐ দেখ, এই বিষের চিহ্নকেই
সকল লোক কলঙ্ক বলিয়া থাকে। সেই হেতু গৃহজাত
নবনীতই ভক্ষণ কর, উহা ভক্ষণ করিও না? ইহা
শুনিতে শুনিতে বালক শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রার আবেশ হইলে
মাতা তাঁহাকে কর্পূর চূর্ণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মহামূল্য
শয্যায় শয়ন করাইয়া ধীরে-ধীরে নিদ্রিত করিয়া-
ছিলেন ॥ (৫১)

৪০। অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মাতা দধি, নবনীত প্রভৃতি
নিকটে আনিয়া, "হে বৎস! উঠ, উঠ" এই বলিয়া করতল-
দ্বারা গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক, "আমি তোমার নির্মঞ্ছন করিতেছি;
তুমি সমস্ত রাত্রি হইতে ক্ষুধিত হইয়াই আছ! অতএব এখন
উঠ" এই বলিয়া উঠাইয়া সুগন্ধি জল দ্বারা মুখপদ্ম
ধৌত করিয়া ক্রোড়ে লইয়া স্বর্ণপাত্রস্থিত নবনীত প্রভৃতি
প্রদর্শন পূর্ব্বক, "হে বৎস! তোমার যাহাতে রুচি হয়,
তাহাই ভক্ষণ কর" এইরূপ বলিলেও তিনি অভ্যাসবশতঃ
বহুক্ষণ যাবৎ পবিত্র মাতৃস্তনই পান করিতে লাগিলেন ॥ (৫২)

৪১। তখন মাতাও কিয়ৎক্ষণ স্তন পান করাইয়া বলিলেন — 'বৎস! নবনীত তোমার প্রিয় বস্তু, ইহা ভক্ষণ কর'। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — 'মাতঃ! ইহা আমি খাইব না, কারণ — গতরাত্রিতে আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া # নিদ্রিত করিয়াছ। আর, আমি ক্ষুধার্ত হইয়াই রাত্রি কাটাইয়াছি'। মাতা বলিলেন — 'বৎস! তখন আর কে ~~[illegible]~~ নবনীত চুরি করিবে?' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — 'মাতঃ! আমি কবে তোমার নবনীত চুরি করিয়াছি? তুমি কেবল মিথ্যা কথা বল'। এইরূপে লীলাময় বালক শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলার পরিপাটী দ্বারা নানা প্রকারে মাতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন ॥ (৫৩)

৪২। কোনদিন তিনি —

গোশাল-চত্বরতলে (গোশালার প্রাঙ্গণে) বিচরন্ (বিচরণ করিতে করিতে) দ্রবন্তং (দ্রুতগমনরত) বৎসং (গো-বৎসকে) বিধৃত্য (ধারণপূর্বক) নিজাঙ্ক-মূলে (নিজ-ক্রোড়দেশের নিকটে) বিনিপাত্য (শয়ন করাইয়া) দোর্ভ্যাং (দুই হাতে) ~~অস্য (তাহার) মুখং~~ ~~[illegible]~~ বিধৃত্য (বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া) অস্য মুখং (তাহার মুখমণ্ডলকে) মুখাম্বুজেন (নিজ-মুখকমল দ্বারা) চুম্বন্ (চুম্বন

করিতে করিতে) মাতু: (মাতার) । ভিয়ং চ কুতুকং চ
(ভয় ও কৌতুক) তনোতি (বিস্তার করিতেন) ॥৩১॥ (৫৪)
অঙ্গনে ([কোন দিন] গোশালার প্রাঙ্গনে) নিজসখাং
(নিজ-ধেনুগনের) তর্নকে (কোন শাবক) ধাবতি
(দৌড়াইতে ~~ছুটিতে~~ আরম্ভ করিলে) সপদি (তৎক্ষনাৎ) ধৃতপুচ্ছ:
ধাবন্ (তাহার পুচ্ছ ধরিয়া স্বয়ং দৌড়াইতে : থাকিলে ~~ছুটিতে~~)
তৎ অনাবৃতং মূর্তং ব্রহ্ম এব (মায়ামুক্ত মূর্তিমান ব্রহ্মরূপী)
নগ্ন: এষ: (এই নগ্নকায় শ্রীকৃষ্ণ) জনচেত: অহরৎ
(দর্শকগনের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন) ॥৩২॥ (৫৫)
[তিনি] নিজগবাঙ্গনপঙ্কৈ: (নিজ ধেনুগনের প্রাঙ্গনের
পঙ্করাশি দ্বারা) আক্তিত: (লিপ্ত হইয়া) পশ্যতাং
(দর্শকগনের) নয়নয়ো: অভিরাম: (নয়নের প্রীতি-
দায়ক হইলে [সকলে তাঁহাকে]) মৃগমদৈ: লিপ্ত: ইব
(কস্তুরীলিপ্ত বলিয়া) লক্ষ্যতে (আশঙ্কা করিতেন)।
হি (যেহেতু) সুন্দরে (সুন্দর বস্তুর মধ্যে অনুমিতি) কিম্
অসুন্দরম্ অস্তি (কোন বস্তুই অসুন্দর বলিয়া
মনে হয়না) ॥৩৩॥ (৫৬)
কোন দিন উৎসবাদি-উপলক্ষে —
মাতা (জননী [তাঁহার]) মূর্ধ্নি (মস্তকে) অতিচারু

(অতি সুন্দর) উষ্ণীষং (উষ্ণীষটি) শ্লথং নিবধ্য
(শিথিল ভাবে আবদ্ধ করিয়া) বিশিষ্য (বিশেষভাবে)
পরিধাপিত পীতবাসা: (পীত বসন পরিধান করাইয়া)
গোরোচনা রচিত-চিত্র তমাল পত্র: (গণ্ডাদি স্থলে
গোরোচনা দ্বারা বিচিত্র তমাল পত্র অঙ্কন পূর্বক)
স্নিগ্ধাঞ্জনাঞ্চিত নয়ন: (নয়ন যুগলে স্নিগ্ধ কজ্জলের
প্রলেপ দান করিলে [তিনি]) বহি: অপি উপৈতি
~~এতি~~ (বহির্ভাগেও গমন করিতেন) ॥৩৪॥ (৫৭)
ত্রৈলোক্য মোহনম্ অবেক্ষ্য (ত্রিলোকের মোহকর ~~মোহন~~ [এই
বালককে] দেখিয়া) ইহ (তাঁহার প্রতি) কুলোক দৃষ্টি:
মা ভূৎ (যাহাতে কুলোকের দৃষ্টিপাত না হয়) ইতি
(এই অভিপ্রায়ে) মাতা (জননী) কৃতলৌকিক মাতৃভাব:
(লৌকিক মাতৃভাব অবলম্বন পূর্বক) থু থু ইত্যতি-দর-
ক্ষরদাস্য চন্দ্র-পীযূষ বিন্দুভি: (থু থু করিতে স্বীয় মুখচন্দ্রের
ঈষৎ ক্ষরণশীল অমৃতবিন্দু দ্বারা) সুতস্য মূর্ধা (পুত্রের
মস্তকে) অমার্জি (পরিমার্জনা করিতেন) ॥৩৫॥ (৫৮)
[বালক শ্রীকৃষ্ণ] কণ্ঠে (গলদেশে) অনুত্তম হেমনদ্ধং
(অত্যুত্তম সুবর্ণদ্বারা গ্রথিত) রুচো: নখং (ব্যাঘ্র নখ
[ও]) শ্রোণৌ (কটিদেশে) মহার্হমণি কিঙ্কিণি দাম

মহামূল্য (মণিময় ক্ষুদ্র ঘন্টার মালা) বিভ্রৎ (ধারণ করিয়া) মন্দং (ধীরে ধীরে) পুরাৎ (পুরী হইতে) বহিঃ উপেত্য (বাহিরে যাইয়া) আভীরনীরজদৃশাং (গোপ-সুলোচনাগণের) ভবনাঙ্গনেষু (গৃহ প্রাঙ্গনে) খেলনং করোতি (খেলা করিতেন)॥ ৩৬॥ (৫৯)

৪৩। অতঃপর জয়যুক্ত আবির্ভাবশালী সদয়হৃদয় সেই শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর বাল্যলীলোচিত ধৃষ্টতাপূর্ণ কৌতুক ভূতলে সকলেরই আনন্দপ্রদান করিয়া সর্বত্র উৎকর্ষ বিস্তার করিলে একদিন সকল ব্রজরমণী হৃদয়ে কোন পীড়া অনুভব না করিলেও কৌতুকের নিমিত্তই উদারচিত্তা শ্রীব্রজেশ্বরীর নিকটে বালকের আচরণ নিবেদন করিতে উপস্থিত হইলেন॥ (৬০)

৪৪। তৎকালে তাঁহারা হাস্য, প্রণয় ও কৌতুকমিশ্রিত স্বরে এরূপ বলিতে লাগিলেন — "অয়ি ব্রজেশ্বরি! আপনার এই পুত্র ভবিষ্যতে অতিশয় দুরন্ত হইবে, যেহেতু এই বালক সম্প্রতি দ্বিপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় ক্ষুদ্র অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধি না হইতেই লীলাস্মিতাদের অপূর্বতাদিতেই ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছে যেন পল্লীর বিস্ময়জনক কার্যসমূহ অভ্যাস করিতেছে! কোনদিন ইহার পর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কী করিবে? (৬১)

~~নাৰ্ত্তিনা কি করিবে ?।। (৬২)~~

তাহার আচরণ এইরূপ —

গবাং গণেষু (ধেনুগণের) অদুগ্ধদুগ্ধেষু (দুগ্ধ দোহন না হইতেই) প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বৎসান্ বিমুচ্য (বাছুরগণকে বন্ধন মুক্ত করিয়া) নিপায়য়তি (নিঃশেষ-ভাবে দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে); যদা তু (যখন) [আমরা] সমূয় (সকলে মিলিয়া) ভূয়ঃ রোষঃ ক্রিয়তে (অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করি), তদা (তখন) স্মিতেন (মৃদু হাস্য করিয়া) তৎ লুম্পতি (সেই ক্রোধের চিহ্নমাত্র ও অবশিষ্ট রাখেনা)।। ৩৭।। (৬২)

[আমরা] যৎ হৈয়ঙ্গবীনাদি (নবনীত প্রভৃতি যে সকল বস্তু) গহনান্ধকারে ([গৃহমধ্যে] গভীর অন্ধকারে) যত্নাৎ (যত্নপূর্বক) নিহ্নুত্য সুরক্ষিতং (লুকাইয়া রাখি, [আপনার পুত্র গৃহমধ্যে]) প্রবিশ্য (প্রবেশপূর্বক) স্বমহঃপ্রকাশৈঃ (নিজ-তেজঃপুঞ্জের প্রকাশদ্বারা) তৎ পশ্যন্ (তাহা দেখিতে পাইয়া) সর্বম্ আনীয় (সমস্তই গ্রহণ করিয়া) বহিষ্করোতি (বাহিরে লইয়া আসে)।। ৩৮।। (৬৩)

[শ্রীকৃষ্ণ] হেলানম্ (হেলাভরে) তৎকিয়ৎ এব
(তাহার কিয়দংশই) ভুঙ্ক্তে (স্বয়ং ভক্ষণ করে, [আর])
শাখামৃগান্ (বানরগণকে) প্রকামম্ (প্রচুর পরিমাণেই)
ভোজয়তে (ভোজন করাইয়া থাকে)। যদি (যদি) তে
(তাহারা) তৃপ্তিমন্তঃ (পরিতৃপ্ত হইয়া [আর]) ন ভুঙ্ক্তে
(ভক্ষণ না করে, [তাহা হইলে]) ভাণ্ডং বিভিদ্য (ভাণ্ড
ভগ্ন করিয়া [ঐ সকল দ্রব্য]) ভূমৌ এব (ভূতলেই)
কিরতি (ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করে)॥ ৩৯॥ (৬৪)
করালভ্যে (আবার ঐ সকল দ্রব্য হাত দিয়া না পাইলে)
পীঠোপরি (একটি পিঁড়ির উপরে) পীঠং (আর
একটি), পুনঃ তদূর্ধ্বং (পুনরায় তাহার উপরে)
অন্যং চ তৎ (আর একটি পিঁড়ি) বিরচয্য (স্থাপন
পূর্বক) তদুপরি (তাহার উপরে) চরণৌ (পদযুগল)
সমারোপ্য (উত্তোলন করিয়া) সমূর্ধ্ববাহুঃ (ঊর্ধ্বদিকে
হাত তুলিয়া) শিক্যাৎ (শিকা হইতে) দধি চ
নবনীতাদি চ (দধি ও নবনীত প্রভৃতি) হরন্
(অপহরণ করে, [তখন]) চেৎ (যদি) কৈশ্চিৎ
(কোন কোন ব্যক্তি) নিষিদ্ধঃ (নিষেধ করেন,
[তাহা হইলে]) তূর্ণং (সত্বরই) সকলং (সমস্ত দ্রব্য)
অবনৌ (ভূতলে) ক্ষিপতি (নিক্ষেপ করে)॥ ৪০॥ (৬৫)

~~অব্যক্তে (দ্রুত ভাবে) বিসর্পতি (নিষ্ক্রমণ করে) ॥ ৪০॥ (৬৫)~~

যদি (যদি) কয়াচিৎ (কোন রমণী) কৌতুকেন
(কৌতুক বশতঃ) ধৃতঃ বা (তাহাকে ধরিয়া
ফেলেন, [তাহা হইলে]) পানী বিমোট্য (হাত দুইটি
মোচড়াইয়া) সহসা (সত্বরই) অপসর্পতি (পলাইয়া
যায়, [আর]) দূরে স্থিতঃ (দূরে দাঁড়াইয়া)
"ভোঃ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ("ওহে! থাক, থাক), গৃহং দগ্ধা
(গৃহ দাহ করিয়া) বালকান্ (সকল শিশুকে)
তাড়য়িতা অস্মি" (তাড়াইয়া দিব" [এইরূপ])
গর্জতি (গর্জন করে) ॥ ৪১॥ (৬৬)

কেনচিৎ (কেহ যদি) "অয়ং চোরঃ" ("এই বালক
চোর") ইতি উক্তঃ (এরূপ বলেন, [তাহা হইলে])
ক্রুদ্ধঃ এব (ক্রুদ্ধ হইয়াই) অতি ধৃষ্টঃ (অতিশয়
ধৃষ্টতা সহকারে) নিগদতি (বলে যে,) "ত্বং হি
চোরঃ ("তুমিই চোর), ইদং গেহং (এই গৃহ)
মদীয়ম্ এব (আমারই হয়, [আর]) অস্য (এই
গৃহের) সকলং হি (সকল বস্তুই) মম এব"
(আমারই সম্পত্তি") ॥ ৪২॥ (৬৭)

BINA

EXERCISE BOOK

Pages 128

No. 8

[illegible]

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-চম্পূঃ

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

পঞ্চম স্তবক (Contd)

[আমরা] বাস্তৌ (নিজ-নিজ-গৃহ) সুললিতমৃদা (সুন্দর মৃত্তিকাদ্বারা) লিপ্তে (লেপন করিয়া) চারুচূর্ণৈঃ (মনোরম চূর্ণসমূহদ্বারা) চিত্রিতে (চিত্রিত করিয়া রাখিলে [বালক শ্রীকৃষ্ণ]) অশুচিভিঃ (অশুদ্ধ) ধূলীপত্রাদিভিঃ (ধূলি ও পত্রাদি দ্বারা) তাহ্নিস্থানং করোতি (তাহা অপবিত্র করে), ত্বৎসান্নিধ্যে (তোমার নিকটে [পুত্র]) অধিকসুচরিতঃ (অতিশয় সুশীল বটে, [কিন্তু]) অস্মাদৃশানাং (আমাদের) আলয়েষু (গৃহে) স্তেনঃ (চোর), ধৃষ্টঃ (ধৃষ্ট), প্রশ্রয়সুস্মরঃ (অতিসুস্মর), ক্রোধনঃ (ক্রোধী) গর্দ্ধনঃ চ (ও লোভীই হয়) ॥৪৩॥ (৬৮)

৪৪। এইরূপে সেই ব্রজমহিলাগণ অতিশয় মিথ্যা ক্রোধের সহিতই তাদৃশ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলে জগতের আনন্দদায়ক বালক শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাক্যের অসারতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বস্তুতঃ নীতিলঙ্ঘন হেতু অপরাধী হইয়াও কপট অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে নিজ-অপরাধ-সম্বরণের উদ্দেশ্যে মধুরস্বরে এরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ (৬৯)

৪৫। মাতঃ! ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার সুন্দরী স্ত্রী-ভাষা, স্পষ্টই কিংবা, এই সকল বাক্যে কোন সত্যও নাই।

বস্তুতঃই এই সকল কথা মিথ্যা এবং ইঁহারা সকলেই অসানুয়; যেহেতু ইঁহাদের বালকগণ সর্বদাই প্রকৃষ্ট সুখে বিচরণ করে বলিয়া এবং আমার ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় আমি তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাতঃকাল হইলেই উৎসুক্যে মত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গৃহে গমন করি। সেইহেতুই ইঁহারা তাহা দেখিয়া সম্প্রতি এরূপ প্রবলভাবে মিথ্যা কথা বলিতেছেন। তুমি এইসকল কথা বিশ্বাস করিও না। হে পরমপূজনীয়ে জননি! আমি ইহার পর আর বধূগণকে দর্শন করিতে যাইবনা। তখন ব্রজেশ্বরী ভীত ও ক্রন্দনরত বালককে ক্রোড়ে করিয়া সেই মহিলাগণকে মৃদুমধুরস্বরে বলিলেন — ওগো! তোমরাই মিথ্যা কথা বলিতেছ; আমার এই পুত্রই সত্যবাদী। অতএব তোমরা আমাদের এই নিরপরাধ বালককে আর কখনও এরূপ তিরস্কার করিও না। এইরূপে তাঁহাদের সহিত প্রেমালাপে কিয়ৎক্ষণ যাপন করিয়া শ্রীরোহিণীদেবীর দ্বারাই তাঁহাদের যথোচিত সৎকার সম্পাদনপূর্বক সকলকে বিদায় দান করিলেন ।। (৭০)

৪৭। উক্ত ব্রজমহিলাগণ চলিয়া গেলে লোকনীতিনিপুণা

শ্রীযশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া, "হে বৎস! তুমি
লোভপরবশ হইয়া নিজ গৃহে যে সকল চপলতা প্রকাশ
কর, তাহা এস্থানে ভালরূপেই শোভা পায়; কিন্তু
অপরের গৃহে এইরূপ বিবিধ অসৎ কর্ম মোটেই শোভা
পায়না; হে সুন্দর! তোমার এরূপ আচরণ ভাল বলিয়া
মনে হয়না; এখন হইতে নিজের অঙ্গনেই খেলা করিও"—
এইরূপ উপদেশ দিয়া লালন করিয়াছিলেন॥ (৭১)

৪৮। সেই সময়েই শ্রীনন্দমহারাজও তথায় উপস্থিত হইয়া
অতিশয় মধুর বাক্যে প্রচুর প্রভাবশালী, মঙ্গলমূর্তি কান্তিমান্
ও নিজজনের পরম বান্ধব নিজ পুত্রকে সম্বোধন
করিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন —

"পিতঃ বৎস! (হে স্নেহের দুলাল! [তুমি]) মম (আমার)
অঙ্কমূলং (ক্রোড়ে) এহি এহি (চলিয়া এস), জনকেন
ইতি উক্তঃ এব (পিতা এরূপ বলিলেই) সঃ (তিনি)
মাতুঃ অঙ্কাৎ (মাতার ক্রোড় হইতে) অপগত্য ([পিতার
নিকটে] আসিয়া) কণ্ঠং অবলম্ব্য (তাঁহার কণ্ঠদেশ
ধারণপূর্বক), "বত ("অহো!) মাতা (মাতা) কথং
(কীহেতু) মাং (আমাকে) মুধা (অযথাই) জুগুপ্সতে (নিন্দা
করেন?)" ইতি কলং জগাদ (এরূপ মধুর বাক্য উচ্চারণ
করিয়াছিলেন)॥৪৪॥ (৭২)

৪৯। তখন শ্রীনন্দমহারাজ তাঁহার কথা শুনিয়া
'ইহা কি? এরূপ জিজ্ঞাসা কার 'উহা কীরূপ? ইহা
জিজ্ঞাসা করিলে, অনন্তজ্ঞাননিধির ন্যায় সেই বিচিত্র
বালক মাতার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক 'মাতঃ! তুমিই
যথাযথভাবে বল' এইরূপ বলিলে পর মাতা শ্রীযশোদা
ব্রজরমণীগণের বর্ণিত, মধুধারার ন্যায়
প্রবাহিত কথাসমূহ বর্ণন করিয়াছিলেন॥ (৭৩)

৫০। তখন ব্রজরাজ সকলই অনুযোগসহকারে মহিষীকে
বলিলেন — 'অপরের রত্নরাশি দর্শন করিয়া সাধারণ
লোক যেরূপ মাৎসর্য্য প্রকাশ করে, এই ব্রজরমণীগণও
আমার পুত্রকে দেখিয়া সেইরূপই মাৎসর্য প্রকাশ
করিতেছে! তুমি যে আমার এই নিরপরাধ ও নীতি-
পরায়ণ বালকের প্রতি মিথ্যা দোষারোপকারিণী
ঐ কৌতুকশীলা রমণীগণের কথায় বিশ্বাস কর,
ইহা তোমার গুরুতর অপরাধই হইল। এই বলিয়া
তিনি 'হে বৎস! তুমি আমার ক্রোড়েই থাক, আর
কখনও তোমার মাতার ক্রোড়ে যাইও না' এইরূপ
বলামাত্রই বালক পিতার ক্রোড় হইতে ছুটিয়া গিয়া
মাতার ক্রোড়ে আরোহণ করিলে তাঁহার আচরণদর্শনে
পতিপত্নী উভয়েই হাসিতে লাগিলেন॥ (৭৪)

~~শ্রীশ্রী উভয়েই হাসিতে লাগিলেন ॥ (৭৪)~~

৫১। অতঃপর ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের জননীর সহিত হর্ষ ও হাস্য সহকারেই প্রস্তাবিত বিষয়ে যত্নবান হইয়াই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন — বালক শ্রীকৃষ্ণ একাকীই গৃহের বাহিরে গমন করে। বলরামও সেরূপ বলবান নহে। অতএব পরমদীপ্তিশালী এই উভয়েরই একাকী বিহার করা সঙ্গত নহে। অতএব ইহাদের নিমিত্ত খেলার সহচর ও পরিচর্যায় নিপুণ পরিচারক নিয়োগ করা উচিত। তাহারা সর্বদা এই উভয়ের সঙ্গে থাকিবে। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি অতঃপর কয়েকজন বুদ্ধিমান উপদেশক ও কয়েকজন বালক পরিচারক নিযুক্ত করিলেন ॥ (৭৫)

৫২। তৎকালে প্রথমতঃই প্রতিবেশীগৃহ হইতে বালক সহচরগণ আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিমান উপদেশকগণের তত্ত্বাবধানে বলদেবের, বালকসহচরগণের ও বালক দাসগণের সহিত ব্রজপুরীর প্রত্যেক প্রশস্ত মার্গে ধূলিখেলায়, হস্তিশাবকের ন্যায় স্বীয় চঞ্চল করদণ্ডের সঞ্চালনসহকারে বিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি-দ্বারা নিজের ও অপরের শরীরকে ধূসরবর্ণ করিয়া চলিতে আরম্ভ

করিলেন। এসময়ে তিনি একত্র অবস্থিতি ও শিশুত্ব-হেতু নিজের সহিত নিঃসঙ্কোচে ক্রীড়ারত ব্রজবালিকাগণকেও সহচর বালকগণের ন্যায়ই খেলায় সন্তুষ্ট করিয়া কখনও সেই বালক-বালিকাগণের সহিত কলহ করিতেন, কখনও বা তাহাদিগকে তাড়না করিতেন এবং কখনও বা তাহারাই তাঁহাকে তাড়না করিত। এইরূপে কখনও হাসিতেন, কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, আর কখনও বা ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না॥ (৭৬)

হেতু। কখনও ধূলি বালি দ্বারাই প্রাচীর, পুরী ও গৃহাদি নির্মাণ করিতেন; আবার কখনও বা অপরের সহচরগণের নির্মিত প্রাচীরাদি ভগ্ন করিতেন। এইরূপ তাহারাও তাঁহার নির্মিত প্রাচীরাদি ভগ্ন করিত। আবার সেই সকল প্রাচীরাদি নির্মিত ~~করা~~ হইত এবং আবারও ভগ্ন হইত। তৎকালে স্বর্গের দেবতাগণ এই ক্রীড়াকৌতুক দর্শন করিয়া এরূপ আলোচনা করিতেন —

'যদীয়ঃ (যাঁহার) ভ্রূভঙ্গঃ (ভ্রূভঙ্গী) কতি শতশঃ (কত শত) জগদণ্ডানি (ব্রহ্মাণ্ডেরই) ন প্রসূতে (সৃষ্টি করিতেছে, [আর তাহার]) সমবতি অপয়াতি (পালন ও সংহার করিতেছে, [অথচ স্বয়ং]) তত্র ন প্রযতত

যত্ন করেন না অর্থাৎ)
(তাহাতে বিন্দুমাত্রও প্রান্ত আয়াসপ্রাপ্ত হন না), স: এব অয়ং
শৌরি: (সম্প্রতি তিনিই এই বালকরূপে) ধূলিপুরগৃহনির্মাণ-
রভসে (ধূলির পুরী ও গৃহনির্মাণের প্রয়াসে) ভৃশং শ্রান্ত:
স্বিন্ন: (অতিশয় শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িয়াছেন), তৎ অপি
(তবুও তদবস্থায়ও) বিরামং ন রচয়তি (একটুমাত্র বিরাম
লাভ করিতেছেন না)॥ ৪৫॥
এই বলিয়া তাঁহারা হর্ষসহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ (৭৭)
৫৪। এইরূপে আকাশমণ্ডলে নবীন সূর্যের ন্যায় তিনিও
ধূলামধ্যে অতিশয় ক্রীড়া করিতে করিতে গৃহগমনের
কথাও ভুলিয়া গেলে মাতার ন্যায় বাৎসল্যযুক্তা পুর-
মহিলাগণ সস্নেহে এরূপ বলিতেন—
'লাল! (ওরে বৎস! [তুমি]) অস্মদীয়ং (আমাদের) ললিতাঙ্গনং
(এই মনোহর অঙ্গনে) এহি এহি (চলিয়া এস); শিশুভি:
(বালকগণের সহিত) তত্র এব (এই অঙ্গনেই) খেল (খেলা
কর [এবং]) কিয়ৎ অপি অশান (কিছু আহার কর)' ইতি
ইতি উক্ত: এষ (এরূপ বলিলেই) অসৌ (তিনি) মৃদু
বিহসন্ (মৃদু হাস্য করিয়া) ভাষতে (বলিতেন যে)—
'নো যামি ('আমি এখন যাইব না), মম তাবৎ (আমার)
অবসর: অপি ন অস্তি (একটুও অবসর নাই)॥ ৪৬॥ (৭৮)

৫৫। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে মাতার ন্যায় অতিশয় আগ্রহশীলা সেই পুরমহিলাগণ অতিশয় ব্যগ্রভাবে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হাত ধরিয়া গৃহে আনিয়া স্নেহবশতঃ নিজেদের সেই ভাবসূচক স্নান ও মার্জ্জনাদি ক্রিয়াদ্বারা স্বাভাবিক-স্নেহাসক্ত সেই বালকের পরিচর্য্যা করিয়া স্নেহবৃদ্ধি-অনুযায়ী দয়াবশতঃ সর ও নবনীত প্রভৃতি কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া সহচরগণের সহিত গৃহে পাঠাইয়া দিতেন ॥ (৮০)

৫৬। কোন একদিন এইরূপ খেলা করিতে করিতে প্রিয় ব্রজভূমির মহিমাবর্দ্ধনের নিমিত্তই যেন এবং স্বীয় উদরগত ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিবার নিমিত্তই যেন তিনি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর বলদেব তাহা দর্শন করিয়া পরম সুকৃতিশালী ও মঙ্গল-অমঙ্গলবিষয়ে বার্ত্তাবহসদৃশ সহচর বালকগণের সহিত সত্বরই ব্রজেশ্বরীর নিকটে যাইয়া বলিলেন — মাতঃ! সম্প্রতি কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিল ও তাহার চিত্তের নিবৃত্তি হয় নাই। আর, আমাদের কোন নিষেধবাক্য ও সে শুনিতেছে না; বরং মৃত্তিকাভক্ষণেই অধিকতর লালসা প্রদর্শন করিতেছে ॥ (৮১)

৫৭। তখন মাতা শ্রীযশোদা তাঁহাদের মুখে এইরূপ

শ্রবণে অযোগ্য কথা শুনিতে পাইয়া অতিশয় রোষবশে
কঠোরা হইয়া সত্বর একটি যষ্ঠি হাতে লইয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে
কুটিল দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিলেন — রে দুর্দান্ত বালক!
তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ কেন? আমার নিকট হইতে কি
শর্করা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য পাও না? মৃত্তিকায় কী স্বাদ
আছে! অন্যের গৃহে অনুষ্ঠিত অপরাধের ন্যায়
এই কার্যে প্রতারণা বা নিজ-দোষ স্খালন করিতে
পারিবে না। তোমার অগ্রজ এই বলদেব ও
তোমার এই সহচরগণ সকলেই সাক্ষী রহিয়াছে॥ (৮-২)
তখন বালক শ্রীকৃষ্ণ মাতার ভয়ে, অপরাধী হইয়াও
অপরাধ গোপন করিয়া নিরপরাধীর ন্যায় নয়নযুগলে
মিথ্যা অশ্রু বর্ষণপূর্বক স্বীয় অন্যায় পরিহারের নিমিত্ত
বলিলেন — মাতঃ! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই;
ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলিতেছে! যদি তোমার
বিশ্বাস না হয়, তবে আমার মুখ দেখ। তখন
শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন — অচ্ছে হাঁ, মুখ বিস্তার কর, দেখি। তখন অনন্ত রহস্যশালী
ও নিখিল পরমৈশ্বর্য ও সর্ব সৌভাগ্যসম্পন্ন ভগবান হাস্য করিয়া মুখ
বিস্তৃত করিলে শ্রীযশোদা তন্মধ্যে সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত

সপ্তদ্বীপ, নৌকা ও তীরাদিযুক্ত গর্জনরত নদনদীসমূহ, বন, উপবন, বায়ু-চালিত তরু-লতা-গুল্ম ও সিংহ প্রমুখ বিবিধ প্রাণিসমূহ, সুমেরু ও লোকালোক প্রভৃতি পর্বতরাজি — এই সকল পদার্থে পরিপূর্ণ ভূমণ্ডল, নিখিল নাগবধূগণকর্তৃক সেবিত বাসুকি প্রভৃতি নাগগণের দ্বারা শোভিত নাগলোক, নিখিল গ্রহনক্ষত্রতারকামণ্ডিত আকাশ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, কিন্নর, চারণ, বিদ্যাধর ও মরীচি-প্রভৃতি মুনিগণকর্তৃক উদ্ভাসিত কীর্তিসমৃদ্ধ স্বর্গলোক, মহর্লোক ও উচ্চনীচ বিবিধ জীবদেহযুক্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত নিজেকে, নিজশক্তিকে ও নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ও সমগ্র ব্রজধামকেই দর্শন করিয়াছিলেন ॥ (৮৩)

(৮৪) তখন এই সমস্ত দর্শন করিয়া — ইহা কি অসম্ভব ভ্রম, স্বপ্ন, দেবমায়া, ইন্দ্রজাল অথবা এই বালকেরই এই বিভ্রান্তিজনক শক্তিবিশেষ? তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া অতিশয় মোহগ্রস্তা হইলেন। অনন্তর ইহা অনন্তবেশশালী ভগবানেরই বৈভব মনে করিয়া কোনরূপেই ইহা ভুলিতে না পারিয়া,

'অহো! যাঁহার অধীন বলিয়া আমি নতচিত্তে এই
সমুদয় দর্শন করিলাম, তিনিই আমার একমাত্র
আশ্রয়; এইরূপ বিশ্ব-দর্শন-হেতু সেই বিচিত্রচরিত্র
পরমপুরুষের বৈভব শঙ্করেরও মোহ উৎপাদনে করিতে
সমর্থ হয়' এইরূপ নিশ্চয় পূর্বক নিজ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণকেই
সেই পরমপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিলেন; অথচ
তাঁহাকে পুত্রভাবেও ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। এতদবস্থায়
তখন উভয় ভাবের শোভা-ভয়ে পীড়াবোধ
করিয়া পূর্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক পরভাব অর্থাৎ
পুত্রভাবেই আসক্তা হইয়া পুনরায় ক্রোড়ে করিয়া
লালন করিয়াছিলেন ।। (৮-৪)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলা-লতা-বিস্তারে
মৃদ্ভক্ষণসঙ্কীর্তন-নামক পঞ্চম স্তবক।

ষষ্ঠ স্তবক।

১। একদা, অনেক দাসীগণ বিদ্যমান থাকিলেও, আমার বালক শ্রীকৃষ্ণের লোভনীয় অদ্ভুত উত্তম নবনীত প্রস্তুত বিষয়ে ইহাদের জ্ঞান নাই, এই কথা মনে করিয়া নিজ আজ্ঞানুবর্তিনী সেই দাসীগণকে অন্য কার্যে নিযুক্ত করিয়া মাতা শ্রীযশোদা স্বয়ংই স্বীয় পুত্রের নয়ন লোভজনক নবীন নবনীত-উৎপাদনে মনোযোগ হেতু গর্বমিশ্রিত হর্ষসহকারে দধিমন্থন দণ্ড নিজ-হস্তে ধারণ করিয়া দধিমন্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালে মন্থনরজ্জুর বারম্বার আকর্ষণে তাঁহার হস্তদ্বয় অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মরকতমণিময় চঞ্চল বলয়রূপ নটযুগলের নৃত্য ঝঙ্কারধ্বনির আবির্ভাব হইল। তৎকালে সুকোমল, এবং মৃণালদণ্ড অপেক্ষাও সুরম্য নির্মল সেই করযুগল মদমত্ত গুঞ্জনরত ভ্রমরগণের সহিত বিরাজমান প্রফুল্ল পদ্মকেও পরাভূত করিতেছিল। দেহলতা হইতে অতিরিক্ত ঘর্মকণাসমূহ ক্ষরিত হইতেছিল। ললাটদেশে বিস্রস্ত অলকরাজিদ্বারা মনোহর শোভার উদয় হইয়াছিল। স্থূলতর স্তনযুগলে বিরাজমান মুক্তামালার আন্দোলনে কঞ্চুলী অর্থাৎ কাঁচুলিও আন্দোলিত হইতেছিল। তৎকালে তদীয় নির্মল কর্ণযুগল হইতে নির্গত, পরিপূর্ণ লাবণ্যসুধার ধারা সদৃশ, কর্ণভূষণাঙ্কিত

মণিরাশির কিরণরাজির মাধুর্য্য ধারণ করিয়া কর্ণদ্বয়,
মস্তক ও গ্রীবাদেশে পরম শোভার বিস্তার হইয়াছিল।
অতিমনোহর বিশাল কটিদেশের শোভাধারা রমণীয়,
মণিখচিত চন্দ্রহার হইতে ঝন্ ঝন্-শব্দ নির্গত
হইতেছিল। তৎকালে অতিশিথিল কেশবন্ধন হইতে
সমভ্রমিনস্ত শুভ্র কুসুমরাশির পতনচ্ছলে তারকা-
রাজিই যেন অন্ধকারের অভ্যন্তর হইতে পতিত
হইয়া পৃথিবীর শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। আর,
সে সময়ে অতিবৃহৎ সেই দধিমন্থন ভাণ্ডের অভ্যন্তরে
অতিগম্ভীরভাবে উৎকট শব্দসমুদ্রের উদ্ভব হইল
এবং সেই ভাণ্ডের মুখ হইতে উচ্ছলিত অকৃত্রিম
দধির কণাসমূহ তাঁহার সুবর্ণময় পরিধেয় বসনের
প্রান্তভাগে সংলগ্ন হইয়া বিচিত্র শোভা উৎপাদন
করিয়াছিল। এরূপ সময়ে বাল্যক্রীড়ানিপুণ,
ভগবান্ বালকৃষ্ণ মাতাকে দেখিতে পাইয়া চঞ্চলচিত্তে
স্তন্যপানের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুধার্ত্ত বালকের অভিনয়
করিয়া সকল লোকের চিত্ত মন্থনপূর্বক, "মন্থনকার্যে
আর বিলম্ব করিও না, সম্প্রতি মন্থন বন্ধ কর, আমাকে
আর কষ্ট দিও না, এখন আমাকে স্তন্য দান কর" — এই
রূপ বলিতে বলিতে মন্থনদণ্ড ধারণ করিলেন॥ (৩)

এইরূপ বলিতে বলিতে মন্থন দণ্ড ধারণ করিলেন।। (১)

২। তখন মাতা শ্রীযশোদা দধিমন্থন ত্যাগ করিয়া অনন্যরমণীয়-
চরিত্রশালী, সুদীর্ঘ অলকশোভিত, সেই অতিসুকুমার
বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্তন দুগ্ধ পান করাইতে লোলায়মান [illegible]
অবস্থায় বায়ু কর্তৃক বিক্ষুব্ধ অগ্নিশিখার সংস্পর্শে বাসগৃহের
নিকটস্থ চুল্লীর সুআস্থিত দুগ্ধপাক ভাণ্ডের (দুগ্ধকটাহের) মধ্যবর্তী স্থিরপ্রায়
দুগ্ধরাশির উচ্ছ্বাসবেগ দর্শনপূর্বক তাহার পতন আশঙ্কা
করিয়া গৃহমধ্যেই পুত্রকে উপবেশন করাইয়া প্রস্থান
করিলেন। তখন বালক শ্রীকৃষ্ণ মনঃপীড়াজনক ক্রোধবশতঃ
সেখান হইতে উঠিয়া সত্বরই শিলাখণ্ডদ্বারা দধিভাণ্ডটি
ভগ্ন করিয়া ক্রোধ ও ভয়হেতু ভগ্নহৃদয়ে গৃহান্তরে চলিয়া
গেলেন। এদিকে গৃহের অলিন্দে ভগ্ন দধিভাণ্ডের সঞ্চিত
দধির ধারা ইতস্ততঃ বক্রাকারে বিসৃত হইতেছিল।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ অপর গৃহে নিভৃত স্থানে লোকের
অজ্ঞাতসারে অবস্থিত নবীন নবনীতরাশিকে নূতন
উদ্যমে গ্রহণপূর্বক কিঞ্চিৎ ভক্ষণ ও কিঞ্চিৎ
সংগ্রহ করিয়া জননীর আগমনের পূর্বেই রোষমুক্ত-
হৃদয়ে জননীর ভয়ে আকুল হইলেন। তৎকালে সর্বদেব-
পূজিত, দুষ্টদমনকারী সেই বালক পলায়নের সাহায্যকারী পশ্চাদ্দ্বার

অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃস্থিত প্রাঙ্গন-তলে অধোমুখে স্থাপিত একটি উদূখলের উপরিভাগে উপবেশন পূর্ব্বক চকিতদৃষ্টিতে নূতন বানরশাবকগণকে সেই নবনীত ভোজন করাইতে লাগিলেন ॥ ২॥
এ দিকে নিজ সৌভাগ্যবলে জগতের উদ্ধারকারিণী, নীতিপরায়ণা, যশস্বিনী, অপূর্ব দৈববলে তাদৃশ পুত্রলাভ-হেতু কীর্ত্তিসমৃদ্ধা ও পরম সৌভাগ্যশালিনী শ্রীযশোদা চুল্লী হইতে দুগ্ধভাণ্ড নামাইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া, 'সে কোথায় গেল'? এইরূপ অনুসন্ধান ও খেদপ্রকাশ করিতে করিতে সম্মুখে ভগ্ন দধিভাণ্ড দেখিতে পাইলেন। তৎকালে উক্ত ভগ্নপাত্র হইতে প্রবলবেগে মথিত দধির প্রভূত ধারা নির্গত হইয়া গৃহের মধ্যভাগকে শুক্লবর্ণ ও পিচ্ছিল করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ভগ্ন দধিভাণ্ডের অসংখ্য খণ্ড পতিত হইয়াছিল। এই সমুদয় দর্শন করিয়া মাতা 'অহো! অকস্মাৎ ইহা কী হইল, এই দধিভাণ্ডই বা কীরূপে ভাঙ্গিয়া গেল? ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ শিলাখণ্ডটি দেখিতে পাইয়া, ইহা পুত্রেরই দুষ্কার্য্য জানে ঈষৎ হাস্যসহকারে নাসিকার

অগ্রভাগে বামহস্তের মনোরম অঙ্গুলীটি সংলগ্ন করিয়া
কিয়ৎকাল ঐরূপেই দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি
বিস্ময় ও অভিমান সত্ত্বেও বিশুদ্ধচিত্তে দয়া অথচ
কৃত্রিম ক্রোধের সহিত, ঐ দুষ্ট কার্যে জ্ঞানগর্বশালী ও
অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন সেই বালকের অন্বেষণের নিমিত্ত
যখনই গৃহের বাহিরে আসিলেন, তখনই অপমানের
আশঙ্কায় সেই শ্যামবর্ণ, স্তন্যপায়ী, মনোমোহন
দেববিগ্রহ চঞ্চলভাবে পলায়ন করিতে করিতে ক্রমশঃ
পরাক্রমের সহিত দৌড়িতে আরম্ভ করিলে লোকনীতি-
পরায়ণা জননী এরূপ বলিয়াছিলেন — "হে জগতের অদ্বিতীয়
ধূর্ত! দৌড়িও না, দৌড়িও না"॥ (৩)

৪। এদিকে পলায়নরত বালক শ্রীকৃষ্ণও গর্বিতচিত্তে
অথচ নূতন ভয়ের সহিত, মাতা আসিতেছেন কিনা
দেখিবার নিমিত্ত পশ্চাদ্দিকে যৎকিঞ্চিদ্‌ভাবে গ্রীবা
পরিবর্তন করিয়াই কমনীয়মূর্তি জননীকে চঞ্চলচিত্তে
ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া স্বয়ংও দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর —

[তিনি] অতিত্বরং (অতিসত্বর) ধাবং ধাবং (দৌড়িতে
দৌড়িতে) সচকিতঃ (চকিতভাবে) গ্রীবাভঙ্গমনোহরং

~~[illegible]~~ (ভ্রূবল্লিবিবর্তনপূর্বক) তরলিতে দৃশৌ (চঞ্চল নয়নযুগলকে) পশ্চাৎ (পশ্চাদ্ভাগে) বিক্ষিপন্ (নিক্ষেপ করিতে করিতে) মুহুঃ (বারম্বার) মাতরং পশ্যন্ (মাতাকে দেখিতে লাগিলেন। [এইরূপে]) যদা (যখন) ক্ষোভক্ষুব্ধতয়া (অতিশয় ~~[illegible]~~ আতঙ্ক-ক্লান্তি-জনিত-সুকুমার-শিশুলেখা বশতঃ ক্ষুব্ধ হইয়া) ধাবিতুং অলং ন (আর দৌড়িতে সমর্থ হইলেন না), তদা (তখন) কাতরঃ শীতঃ (কাতর ও অলস হইয়া) জনন্যাঃ (মাতার) কৃতককোপং (কৃত্রিম কোপযুক্ত) মনঃ (চিত্তকেও) শীতলয়াঞ্চকার (শীতল করিয়াছিলেন) ॥১॥ (৪)

৫) তখন মাতা বলিলেন — 'হে ধূর্ত! ~~[illegible]~~ এইরূপে আর কত ~~[illegible]~~ দৌড়িবে? আর কোথাই বা যাইবে? অতএব দৌড়িওনা, স্থির হও।' মাতা এরূপ বলিলে তিনি মাতঃ! ~~[illegible]~~ যদি তুমি ~~যদি~~ তাড়না না কর এবং হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দাও, তবে আর দৌড়িবনা' এইরূপ বলিয়া দূরেই দাঁড়াইলে মাতা পুনরায় বলিলেন —

'যদি ('যদি) তব (তোমার) তাড়নে অতিশয়া ভীঃ (তাড়নের ~~এতই~~ ভয় ~~থাকে~~ এতই থাকে), তৎ (তাহা হইলে) অদ্য (আজ) কিং দধিভাণ্ডং অভাঙ্ক্ষীঃ? (দধিভাণ্ড ভাঙ্গিলে কেন?)'; অতঃ ([তখন বালক বলিলেন])

'মাতঃ!) এবমপরাধং ন করিষ্যে (আর এরূপ করিব না);
[অতএব এখন] বত স্বকরতঃ (নিজ হাত হইতে) যষ্টিং পাতয় (লাঠি ফেলিয়া দাও)॥ ২॥ (৫)

ও। মাতা ইহা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেও বাহিরে কৃত্রিম ক্রোধেরই সহিত নিকটে যাইয়া যখন তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, তখনই আবার [তিনি] তাড়াতাড়ি দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাতে মাতাকেও দৌড়িতে দেখিয়া কাতরভাবে বলিলেন —

'মাতঃ! (হে জননি!) পাণিতঃ (হাত হইতে) খরতরাং যষ্টিং পাতয় (এই কঠিন যষ্টিটি ফেলিয়া দাও), মত্তাড়নং চ ন কার্যম্ (আর আমাকে তাড়না করিবেনা);
ইতি (এইরূপ) সত্যং কুরু (শপথ কর), তৎ (তাহা হইলে) তে (তোমার) সান্নিধ্যং (নিকটে) যাস্যে (যাইব)।
সা (শ্রীযশোদা) সুতস্য (পুত্রের) ইতি (এইরূপ) কাতরবচঃ (কাতর বাক্য) আকর্ণ্য (শ্রবণ করিয়া) পাণিতঃ (হাত হইতে) যষ্টিং (যষ্টি) অপাতয়ৎ (ফেলিয়া দিলেন, [আর]) অসৌ (বালক শ্রীকৃষ্ণ) দূরতঃ এব (দূর হইতেই) তৎ বীক্ষ্য (তাহা দেখিয়া) ধাবনাৎ বিশ্রান্তবান্ ([ধাবন] ~~দৌড়~~ বন্ধ করিলেন [অর্থাৎ আর দৌড়িলেন না])॥ ৩॥ (৬)

৭। তৎকালে স্বর্গ হইতে দেবতাগণ এইরূপ পরম কৌতুক দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময় ও মৃদু হাস্য সহকারে পরস্পর বলিতে লাগিলেন — "অহো! ইহা বড়ই আশ্চর্য যে — যং (যিনি) [পরমং] (জগতের পরম তত্ত্বরূপে। বিরাজমান হইয়া) পরার্দ্ধ যুগাবসানে (ব্রহ্মার অর্দ্ধেক পরমায়ুর চতুর্মুখের অবসানে) ব্রহ্মনঃ অপি (ব্রহ্মারও) বৈকল্যকারি (বৈকল্য অর্থাৎ পতন ঘটাইয়া থাকেন, [অয়ং]) তৎ ভয়ংবৈ (সেই সাক্ষাৎ ভয়স্বরূপ মহাকালও) নিয়ন্ত্রব (সর্বদাই) যতঃ বিভেতি (যাহা হইতে ভয় পান), সঃ অয়ং (সেই পরম তত্ত্বই সম্প্রতি এই শিশুরূপে) প্রসূকলিত-যষ্টিকৃতে (মাতার হাতের যষ্টি হইতে) বিভেতি (ভয় পাইতেছেন)॥ ৪॥ (৭)

৮। তৎকালে দীর্ঘনিশ্বাসবশতঃ মাতার কাঁচুলীর প্রান্তভাগ কম্পিত হইতেছিল। ঘর্মজলে মুখকমলে পরম শোভার বিস্তার হইয়াছিল। কেশপাশ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। পদযুগল অনবরত দৌড়িতেই অবসন্ন হইয়াছিল। এমতাবস্থায় যখন তিনি পুত্রের হাত ধরিলেন তখনই বালক শ্রীকৃষ্ণ — "মাতঃ! আমাকে দণ্ড বা প্রহার দিবে কি? না, দণ্ড দিও না, আমাকে প্রহার করা উচিত নয়" এই বলিয়া নূতন

পদ্মদলের ন্যায় অতিকোমল করযুগল দ্বারা, বিগলিত
অশ্রুধারাযুক্ত নয়নকমলযুগলের মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।
তৎকালে তাঁহার মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডল হইতে মৃদু মন্দ
গদ্‌গদ মধুর বচনরূপ অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইতেছিল
এবং তিনি অতিশয় ভয়ত্রস্ত হইয়া রোদন করিতে
লাগিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে অতিশয়
মনোরম বোধ হইতেছিল। অতঃপর মাতা মনে মনে
এরূপ স্থির করিলেন যে — কিয়ৎকাল ইহাকে বাঁধিয়া
রাখিতে হইবে। যদি বাঁধিয়া না রাখা হয়, তাহা
হইলে কখনও বা এই ক্রোধী বালক
ক্রোধবশে কোন বনে বা অন্যত্র চলিয়া যাইতে
পারে; অতএব এখন বাঁধিয়াই রাখি। অতঃপর
বালক মনোরম দন্তবিকাশপূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ
করিলে মাতা সেই দুর্জ্ঞেয় মাহাত্ম্যশালী পুত্রের
বন্ধনের নিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া সেই উদূখলের
নিকটে আসিয়া দাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া — হে
কুরঙ্গবতি! হে লবঙ্গবতি! সত্বর একটি মার্জ্জিত ও
কোমল পট্টরজ্জু লইয়া এস এইরূপ
আহবান করিয়াছিলেন ।। (৮)

৭। তখন সেই দাসী দুইটি পট্টরজ্জু লইয়া আসিলে শ্রীব্রজেশ্বরী জগতের একমাত্র বন্ধু বালক শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে এবং সকল সখীদের লীলা-বিলাসিনী, বাৎসল্যপরায়ণা, কতিপয় পল্লীবাসিনী রমণী এবং তাঁহাদের সহিত নবীন-অলকরাজি-শোভিত কতিপয় বালকও তথায় উপস্থিত হইলে যাহা ঘটিল, তাহা বড়ই আশ্চর্য ॥ (৯)

তাহা এইরূপ —

অহো (অহো!) সুকৃতিনী (পরমপুণ্যবতী) প্রসূঃ (মাতা ব্রজেশ্বরী) আদ্যং দাম (প্রথম রজ্জুটিকে) কটীর-বেষ্টনবিধৌ (বালকের কটি বেষ্টন ক্রিয়া পারে) দ্ব্যঙ্গুলন্যূনং (দুই আঙ্গুল অল্প, কম বা ছোট) বীক্ষ্য (দেখিয়া) তত্র (তাহার সহিত) যৎ পরং (অপর যে রজ্জুটির) সমুদ্দধে (যোগ করিলেন), তৎ চ (তাহাও) তাদৃশং অভবৎ (সেইরূপ দুই আঙ্গুল অল্প, কম বা ছোটই হইল), তত্র (তাহার সহিত) অন্যৎ চ যৎ (অন্য যে রজ্জুটির) সমুদ্দধে (যোগ করিলেন), তৎ চ (তাহাও) চেৎ (যখন) ঈদৃশং (একরূপই হইল, [তখন মনে হয়]) অহো (অহো) সা (সেই) দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা (দুই অঙ্গুলি-পরিমাণ

ন্যূনতা) বৃদ্ধ হয় (যেন বৃদ্ধ বস্তুর ন্যায়ই) হ্রাস বৃদ্ধি-
রহিতা (হ্রাসবৃদ্ধিরহিতই) অভূৎ (হইয়াছিল)॥ ৫॥ (১০)

১০। অনন্তর পুরমহিলাগণ এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া
শ্রীব্রজেশ্বরীর ক্রোধের আবেগ উপলক্ষ করিয়া বলিতে
লাগিলেন — হে ত্রিভুবনবন্দ্যে! ইহা বড়ই আশ্চর্য যে,
আপনার পুত্রের যে কটিতট অতিপরিমিত স্বর্ণমেখলায়
সূত্র দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে, সম্প্রতি গৃহের যাবতীয়
রজ্জু দ্বারা তাহার পরিমাপ করা সম্ভবপর হইতেছে না!
পরন্তু সমস্ত রজ্জুতেই দুই অঙ্গুলি ন্যূনই হইতেছে;
এইহেতু এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। অতএব
ইহার পর আপনি নিবৃত্ত হউন। তাঁহাদের কথা সমাপ্ত
হইলে অতিবিস্ময়প্রযুক্ত শ্রীযশোদা ঐ ব্যাপারের শেষ দেখিবার
নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন —
আমার গৃহে এরূপ রজ্জু আর নাই; আপনাদের গৃহে
যে সকল রজ্জু আছে, তাহা লইয়া আসুন।
তাঁহার কথা শুনিয়া —

তৎ স (অতঃপর) যাসাং (যাঁহাদের) যেষু গৃহেষু
(যে যে গৃহে) পরিতঃ (সর্বত্র) যাবন্তি দামানি
(যত রজ্জু ছিল), তাভিঃ (সেই পুরমহিলাগণ)

ক্রোধাৎ ন (ক্রোধে নহে), বৈরত: চ ন (শত্রুতাবশত:
নহে, [কিংবা]) ব্রজপুরেশ্বর্যা: (ব্রজেশ্বরীর) ত্রাসত:
চ ন (ভয়েও নহে, [পরন্তু]) লোকাতীতচরিত্রবীক্ষণ-
বশাৎ (তাদৃশ অলৌকিক আচরণের দর্শনহেতু)
পরমাৎ আনন্দকৌতূহলাৎ (অতিশয় আনন্দকৌতূহল
বশতঃই) আবধ্নাতি এব হি (সেই সকল রজ্জু) তৎপুর:
(তাঁহার সম্মুখে) আনিন্যিরে (লইয়া আসিলেন)।। ৮।। (১১)

১১। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ববৎ বাল্যলীলার অভিনয়
সহকারে নিজ করকমলদ্বারা নয়নযুগলের বিগলিত
অশ্রুকণাসমূহের মার্জন করিতে করিতে আর্তশব্দ ও
অব্যক্ত স্বরে অতি মৃদু মধুর-রবে রোদন
করিতে আরম্ভ করিলেও মাতা কৃত্রিম ক্রোধবশত:
পুনরায় সেই সকল রজ্জুকে সুন্দরভাবে একত্র যোগ
করিয়া কটিতটে সংলগ্ন ও গ্রথিত পূর্ব রজ্জুর সহিত
সংযুক্ত করিলে ব্রজসুলোচনাগণ কৌতুকহেতু হাস্য
এবং সুন্দর দন্তকান্তিবিশিষ্ট বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের রোদন-
দর্শনে সৌহার্দবশত: রোদন করিতে লাগিলেন।
তদবস্থায় সমস্ত রজ্জুই পূর্বের ন্যায় দুই অঙ্গুলি পরিমাণে
ন্যূন হইতে দেখিয়া মাতা ক্রোধের ফলস্বরূপ একমাত্র

পরিশ্রমই লাভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বক্ষঃস্থল
নিশ্বাসের বেগে কম্পিত, গাত্র সর্বাঙ্গবিগলিত
মলেয়ম ঘর্মজলে পরিপূর্ণ এবং স্খলিত কেশবন্ধন
হইতে মালতীর মালা বিচ্যুত হইয়াছিল। এইরূপে
সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফলপ্রায় হইলে তিনি পুনরায় বন্ধনের
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৬ (১২)

অনন্তর —

মাতা (মাতা) কৌতুককুপিতা (কপট ক্রোধের বশীভূতা
হইয়া) অদ্ভুতশিশোঃ (সেই বিচিত্র বালকের) বন্ধানু-
বন্ধে কৃতে (বন্ধনবিষয়ে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে)
আভীরবামদৃশাং (গোপললনাগণের) বিলোচনানি
(নয়নসমূহ) নিস্পন্দানি (নিস্পন্দ), স্বান্তানি (চিত্ত-
সমূহ) গেহং প্রতি (গৃহকার্যবিষয়ে) বিগলৎশ্রদ্ধানি
(বীতশ্রদ্ধ), সমস্তবিষয়ে (যাবতীয় বিষয়ের)
সংস্কারলেশাঃ অপি (অবশিষ্ট সংস্কারসমূহও)
প্রহতাঃ (বিনষ্ট [এবং]) ভবনানি (গৃহসমূহ)
নির্দামানি এব (রজ্জুশূন্যই) বভূবুঃ
(হইয়াছিল)॥ ৭॥ (১৩)

১১। কোন কালেই কোন ব্যক্তিই

চৈতন্য, আনন্দ, জ্ঞান বা তেজঃপুঞ্জকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব যাঁহার বিগ্রহ চিৎ, আনন্দ, জ্ঞান ও তেজোময়, তাঁহাকে বন্ধন করিতে শ্রীযশোদা কিরূপে সমর্থা হইবেন? তথাপি —

যস্য (যাঁহার) অন্তঃ ন বিদ্যতে (অন্তর্ভাগ নাই), বহিঃ চ ন (কিছু বাহির্ভাগ নাই, [অথচ]) যঃ (যিনি) অন্তঃ বহিঃ (অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র) চিত্তয়া আনন্দধেন সংস্থয়া চ (চিন্ময়রূপে আনন্দ ও তেজঃস্বরূপে) সদৃশঃ (সমভাবে) পূর্ণঃ (পূর্ণ হইয়া) অপরিচ্ছেদবান্ (পরিচ্ছেদের অতীত অসীমরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন), অহো (অহো! [এইরূপে]) যস্য (যাঁহার) পূর্বং নো পরং চ ন (পূর্বাপর নির্ণয় সম্ভবপর হয় না), তং (তাঁহাকে) মাতা (জননী) কোপতঃ (ক্রোধবশতঃ) কথং বধ্নীয়াৎ (কিরূপে বন্ধন করিতে পারেন?) ইতি (এইরূপভাবে [তৎকালে]) ক্বাতিনী (অঘটন-ঘটনপটীয়সী) তৎকৃপা এব (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই) চিন্তান্বিতা অভবত (চিন্তাকুলা হইয়াছিলেন) ॥ ৮ ॥ (১৪)

১৩। অতঃপর অবস্থায়ও মাতার দেহযষ্টিকে নিজ বন্ধনের একান্ত চেষ্টা হেতু পরিশ্রমে অবসন্ন হইতে দেখিয়া তাঁহার চিত্তে

করুণার সঞ্চার হইল। বস্তুত: ভক্তজনের পরিশ্রম এবং নিজ-কৃপা এই দুইটি দ্বারাই তিনি আবদ্ধ হ'ন; অন্যথা তাঁহার বন্ধন অসম্ভব বলিয়া যে পর্যন্ত এই দুইটির উদয় হয় নাই, ততক্ষণই রজ্জু সমূহের দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ন্যূনতা দৃষ্ট হইতেছিল। পরন্তু সম্প্রতি উক্ত উভয়টিরই আবির্ভাব হওয়ায় মাতা পুনরায় বন্ধনের উদ্যোগ করা মাত্রই তিনি বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ (১৫)

১৪। অনন্তর মাতা স্বীয় উদ্যমের সার্থকতা লাভ করিয়া, সহচর বালকগণকে সম্বোধন পূর্বক— "ওহে বালকগণ! তোমরা দেখিও, এই বালক যেন স্বয়ং বন্ধন খুলিয়া পলায়ন না করে! আর, যেরূপ অবস্থা ঘটিলে আমাকে আহ্বান করিবে" এইরূপ বলিয়া পুরমহিলাগণের সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে মাতা চলিয়া গেলে মুখ চন্দ্রের রোদনজাত মালিন্য পরিহার পূর্বক প্রসন্নতা ধারণ করিয়া— "অহো! মাতাকর্তৃক কৃত এই বন্ধন আমার অন্য কার্যের উপযোগী হউক" এইরূপ বিচার-সহকারে স্বীয় পরম প্রিয়ভক্ত, পরম যোগীন্দ্র মন্ত্রজ্ঞানদাতা গীতিগুরু শ্রীনারদের অমৃতময় বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের

[illegible] নিমিত্ত তাঁহার অভিশাপে বৃক্ষরূপে উৎপন্ন নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের পুত্রদ্বয়ের অনুগ্রহবিতরণে অর্থাৎ উদ্ধারে মনোযোগী হইয়া উদূখলটিকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া জানু ও করযুগলের সাহায্যে চলিতে চলিতে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ (১৩)

১৪। জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের যেরূপ মূল একই তত্ত্ব, সেইরূপ এই বৃক্ষ দুইটিরও একটিই মূল ছিল। জ্ঞান ও কর্মের কাণ্ড অর্থাৎ উপদেশক শাস্ত্র যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন, ইহাদেরও কাণ্ড সেইরূপ ভিন্ন ভিন্নই ছিল। সাম ও যজুর্বেদের যেরূপ অনেক শাখা, ইহাদেরও সেইরূপ অনেক শাখা-প্রশাখা ছিল। সার্বভৌম নরপতির কীর্তি ও প্রতাপ যেরূপ সুদূরবিস্তৃত, ইহাদেরও সেইরূপ বহুদূরপর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ পর্বত ও মেঘের যেরূপ 'মহাসার' (পর্বতপক্ষে— অতিশয় স্থিরতা, মেঘপক্ষে— মহান্ আসার বা ধারাবর্ষণ) বিদ্যমান থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ 'মহাসার' অর্থাৎ অন্তর্গত দৃঢ় উৎকৃষ্ট অংশ সংযুক্ত ছিল। বর্ষাকাল ও শরৎকালে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে 'অব্দ' (বর্ষাপক্ষে— মেঘ, শরৎপক্ষে— 'অপ্ + দ' অর্থাৎ

নলের স্থূলতা) লক্ষিত হয়, ইহাদেরও সেইরূপ
প্রভূত অবদ অর্থাৎ বহুবৎসরব্যাপী সত্তা লক্ষিত হইতেছিল।
ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট্ পুরুষের বিগ্রহের ন্যায় ইহারাও
অতিস্থূল, তৃতীয় পাণ্ডব ও কার্তবীর্যের ন্যায় উভয়েই
অর্জুননামধারী এবং নকুল ও সহদেবের ন্যায় উভয়েই
যমজ ছিল। তৎকালে সহচর বালকগণ ও তাঁহার
পশ্চাদ্ভাগে চলিতে চলিতে তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের নিকটে
যাইতে দেখিয়া যখন মনে করিলেন যে, ইনি রৌদ্রতাপ
সহ্য করিতে না পারিয়াই বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইতেছেন?
তখনই তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখেই দুষ্টদমনকারী, দীর্ঘ অলকযুক্ত বালক শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ
দুইটির মূলদেশের মধ্যভাগ আশ্রয়পূর্বক উদূখলটিকে
তির্যক্ (বাঁকা) ভাবে স্থাপন করিয়া স্বীয় অপূর্ব লীলা-
সহকারে বিনা পরিশ্রমেই উদূখলটির সঞ্চালনদ্বারা
বৃক্ষ দুইটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন॥ (১৭)

১৮। শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনদ্বারা পাপরাশির সমূলে
উৎপাটনের ন্যায় তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উক্ত বৃক্ষদ্বয়
সমূলে উৎপাটিত হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত
শব্দকে অভিভূত করিয়া প্রলয়কালীন মেঘমুক্ত মহা-
বজ্রসমূহের ঘোরতর শব্দের অনুকরণ করিয়া

বিশেষভাবে 'মড় মড়' ধ্বনি উত্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ দুইটিও ভূপাতিত হইয়াছিল। আর, এতদ্‌বস্থায়ও উদূখল-বদ্ধ বালক শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ভীষণ শব্দে বিন্দুমাত্রও ভীত বা বিচলিত না হইয়া পতিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থানপূর্বক উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের মূর্তিমান্‌ আত্মার ন্যায় বিরাজমান, পরম তেজস্বী, দিব্যমূর্তি দুইটি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারাও শাপমুক্ত হইয়া, নিত্যমুক্ত অথচ বদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ অথচ নবনীত অপহরণহেতু দূষিত এবং জগতের বন্ধনমোচনকারী হইয়াও মাতৃবাৎসল্য বশত: স্বয়ং বন্ধনস্বীকারকারী বালক শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে লাগিলেন॥ (১৮)

১৯। হে জলদস্নিগ্ধ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ! আপনার জয় হউক। আপনার লীলা দুর্জ্ঞেয়। আপনি লীলাহেতু ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে সকল দানব যুদ্ধে সর্বদা নরবল প্রকাশ করে, আপনার ভুজবল তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিয়ত তীব্রবেগে চতুর্দিকে বিস্তার করিতেছে। আপনি বিন্দুমাত্র যেন বলেই বৃহৎ অর্জুন বৃক্ষ দুইটিকে উৎপাটিত করিয়াছেন। দ্বন্দ্বমুক্ত পুরুষগণের প্রতি আপনি পরম কৃপা

প্রকাশ করেন, অথবা আপনার পরম কৃপা সর্বদোষ-
রহিত। আপনি দীনগণের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত।
আপনি জীবের ন্যায় মনোরম লীলার আশ্রয় করেন।
আপনি ব্রজধামের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া
স্বীয় বদনমণ্ডলদ্বারা চন্দ্রের শোভাকে পরাভূত
করিয়া বিম্বফল ও বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় মনোরম
মধুর অধর শোভাদ্বারা ধরাতল অলঙ্কৃত করিতেছেন।
আপনি অহৈতুকী কৃপারূপ অসিদ্বারা অনাদি
অবিদ্যার উচ্ছেদপূর্বক জ্ঞানী ভক্তগণকে আনন্দ
বিতরণ করেন। আপনার অলৌকিক লীলাসমূহে
ভক্তগণের চিত্ত সর্বদা অবগাহন করিতেছে।
আপনার চরণকমল পরমহংসগণের পক্ষেই
সুলভ হয়। আপনার গুণরাশি ব্রহ্মা ও শঙ্কর-
প্রমুখ লোকাধিপতিগণেরও কণ্ঠের অলঙ্কার
স্বরূপ। আপনার অলৌকিক প্রভাবরাশি
গণনাতীত অর্থাৎ অসংখ্য। আপনি প্রভূত কান্তি, মনোরম বিলাস
ও বক্ষঃস্থলে মনোরম হার ধারণ করিয়াছেন।
আপনার পদযুগল স্থলপদ্মের ন্যায় মনোরম।
আপনি চারিযুগে অংশতঃ অবতার রূপে

আত্মপ্রকাশ করেন। আপনার নাম ও গুণ তারকা-
রাজির ন্যায় অসংখ্যেয়। আপনি নির্মল যশোরাশি দ্বারা
পরম শুভ্রভাব বিস্তার করেন। হে সর্বলোকাধীশ্বর!
আপনি অনুরক্ত জনগণের অভীষ্টদাতা। হে নাথ!
আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি। হে পরমপুরুষ!
এ জগতে আপনার সমান আর কে আছেন! আপনার
মায়া কোন্ লোকে কাহাকেই বা মোহিত না করে? আর,
হে মনোরম! আপনার অঘটন ঘটন চাতুরী
কাহার চিত্তকেই বা অস্থির না করিতেছে।
হে মূর্তিমান্ আনন্দময় নন্দ-নন্দন! আপনি নন্দন-
কাননবিহারী দেবগণের মুকুটের মহামরকত-
মণিরূপে বিরাজমান! আপনি উত্তম শ্লোক বলিয়া
কোন্ পুরুষই বা আপনার স্তুতিবাদে সমর্থ হন?
আপনি মূর্ত ও অমূর্ত আনন্দরূপে যথাক্রমে
ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের কারণস্বরূপ। আপনি
নিজ ভজনরত ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণকে
আনন্দ দান করেন। আপনার চরণকমল হইতে
অবিরত চিন্ময় মধুধারাযুক্ত মন্দাকিনী প্রবাহিত
হইতেছে। আমরা উভয়ে আপনার সেই চরণকমলে

যের অনুরাগ ধারন করি। আপনি আমাদের অরাতি (প্রেমভাব)
দূর ~~পরিহার~~ করুন ॥ (১৯)

এইরূপ —

আর্তবন্ধো (হে দীনবন্ধো!) ত্বৎপাদপঙ্কজপরাগ-
নিষেবি মন্যাং ([আমরা] ভবদীয় ~~পাদপদ্মের রে~~
পাদপদ্মরেণুরাশির সেবকগনের সংখ্যাতীত) অপরং
কিমপি (অন্য কোন বিষয়ই) ন বাঞ্ছামহে (প্রার্থনা
করি না); যৎ (যেহেতু) মুনিপতে: ([আপনার
পদসেবক মুনিবরের) শাপ: অপি (অভিশাপও
[আমাদের প্রতি]) প্রসাদ: অভবৎ (অনুগ্রহ রূপেই
পরিণত হইয়াছে), অহো (অহো!) তৎ (সেই হেতু)
মহতাং প্রসঙ্গ: (মহৎ পুরুষগনের সংসর্গ) কৈ:
ন আদ্রিয়েত (কাহারই বা আদরনীয় না হয়)? ॥ (২০)
বাক্ ([আমাদের] বাগিন্দ্রিয়) তে (আপনার) স্তুতিষু
(স্তুতিবাদে), মন: (চিত্ত) তাবক পাদপদ্ম ধ্যানে
(আপনার পাদপদ্মের ধ্যানে [এবং]) শ্রুতী চ
(কর্ণযুগল) তব (আপনার) কথাশ্রবণে (কথাশ্রবণে)
অস্তু (নিরত হউক); হৃষীকপতে (হে হৃষীকেশ!)
বত (অহো!) ভূরিনা কিম্? (অধিক আর কি বলিব)? ;

অস্মদীয়ঃ (আমাদের) হৃষীকবর্গঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ)
সেবারসেন (আপনার সেবারসেই) রসিকঃ অস্তু
(রসিক হউক) ।। ১০।। (২১)
বত (অহো!) তব (আপনার) পদাব্জ মধুব্রতেন
(পাদপদ্মের মধুপানকারী) দেবর্ষিণা (দেবর্ষি
শ্রীনারদ) শপ্তৌ (আমাদিগকে অভিশাপ
দান করিয়া) ভূয়ান্ প্রসাদঃ (পরম অনুগ্রহই)
অকারি (করিয়াছেন); যেন (যেহেতু)
লীলানবোঢ় জগদণ্ড পরঃসহস্রঃ (লীলার
লেশমাত্রদ্বারা সহস্রাধিক ব্রহ্মাণ্ডের ধারণকারী
[ ]) অদ্ভুত বালখেলঃ (বিচিত্র বাল্যলীলাশালী)
ত্বং (আপনি) অক্ষিবিষয়ঃ ([আমাদের] নয়ন-
গোচর হইয়াছেন) ।। ১১।। (২২)
ভগবন্ (হে ভগবন্!) যয়া বদ্ধঃ অসি (অদ্য) যিনি
আপনাকে বন্ধন করিয়াছেন), ভবতঃ জনন্যাঃ (আপনার
জননীর) অতিভূরি (অতিপ্রভূত) এতং (এই)
সৌভাগ্যং (সৌভাগ্য) কে বর্ণয়তু (কে বর্ণন
করিতে পারেন)? ইহ (এই ব্রহ্মাণ্ডে) ব্রহ্মা
(ব্রহ্মা), শিবঃ (শঙ্কর), শতমন্যুঃ চ (ইন্দ্র),

মহর্ষয়ঃ চ (ও মহর্ষিগণও) যস্য (সেই ভগবানের)
একদেশশতভাগম্ অপি (একদেশের শত ভাগও)
ন আপুঃ (লাভ করেন নাই) ॥১২॥ (২৩)
ভূমন্ (হে বিশ্বরূপ!) ভবান্ (আপনি) সকল-
বেদবিদাং (নিখিল বেদজ্ঞ) জ্ঞানিনাং চ (জ্ঞানি
[ও]) যোগৈকনিষ্ঠমনসাং চ (যোগনিষ্ঠচিত্ত
পুরুষগণের) সুলভঃ ন (সুলভ নহেন, [পরন্তু])
নরবাললীলে (মানবশিশুর লীলাব্রত) নন্দাত্মজে
ত্বয়ি (নন্দনন্দনরূপী আপনার প্রতি) যেষাং
(যাঁহাদের) রতিঃ (অনুরাগের উদয় হয়), ইহ
(এজগতে) ত্বং (আপনি) তেষাং (তাঁহাদের
পক্ষেই) অতিসুলভঃ অসি (অতিশয় সুলভ
হন) ॥১৩॥ (২৪)

২৫। হে নাথ! আপনি আমাদিগকে অনুমতি দান করুন;
আর, আমাদের এরূপ অভিলাষ সম্পাদন করুন, যাহাতে
আপনার পাদপদ্মেই অনুরক্ত হইয়া যথোচিত প্রারব্ধ
কর্মফল ভোগ করিতে করিতে কাল যাপন করিতে
পারি"॥২৫॥

২৬। এই বলিয়া তাঁহারা অন্তর্ধান পূর্বক উত্তর দিকে

চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, শাপমুক্ত সেই অর্জুন
বৃক্ষ দুইটির পতনহেতু দেবতা, দিগ্‌গজসমূহ, ও পাতালপুর-
নাগরীগণের বধিরতা উৎপাদক এবং ব্রজমণ্ডলীর
উদ্বেগকারী সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক, বৃদ্ধ,
নর, নারীগণ ও স্বয়ং ব্রজেশ্বরী নানারূপ বিতর্ক সহকারে
দুঃখিত চিত্তে সকল কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সবে সবে অতিশয়
শঙ্কাকুল হইয়া সেখানেই উপস্থিত হইয়াছিলেন ।। (২৩)
২৪। আর তাঁহারা সেখানে আসিয়াই ভগবান বালকৃষ্ণকে
দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার নিমিত্ত পতিত ভূতলের লম্বমান
বাহুযুগলের ন্যায়, পাতাল গহ্বর হইতে একসঙ্গে
উঠিয়া দুই দিকে নমনোদ্যত দুইটি অজগর
সর্পের ন্যায় এবং ভগবৎ কর্তৃক একসঙ্গে নিহত মধু ও
কৈটভ নামক আদি দৈত্যযুগলের ন্যায় নিপাতিত
বৃক্ষযুগলকে এবং তাহাদের মধ্যভাগে মুকুন্দ নামক
নির্বিঘ্ন বিশ্বেশ্বরের ন্যায়, পৃথিবীর প্রতি অভয়বিতরণ-
কারীর ন্যায় বিঘ্নরহিত, স্বচ্ছচিত্ত, নির্ভীক বাল
মুকুন্দকে দর্শন করিয়া এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—
"অহো একি আশ্চর্য! এই বৃহৎ অর্জুন বৃক্ষ দুইটি
ঝটিকা ব্যতীতই অকস্মাৎ কিরূপে বিনষ্ট হইয়া ভূপতিত

হইল? আর, এই বালককেও দুই দিকে পতিত প্রীতিপীড়াজনক এই বৃক্ষযুগলের মধ্যভাগে, অভ্যন্তরে চিত্রিত নূতন মেঘ-খণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে! অহো! ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ইহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। (২৭)

২৮। এই বৃক্ষ দুইটি অতি পুরাতন বলিয়া জরাই (বার্ধক্যই) কি ইহাদের পীড়া রূপে মূল দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে? আর, সেই জন্যই কি নিজের অতিভারেই ইহাদের পতন ঘটিয়াছে? না, তাহা হইতে পারেনা; কারণ, ইহাদের মূল সরসই রহিয়াছে এবং ইহাদের অনেক শিকড়েই সমভাবে স্নিগ্ধতা ও স্থূলতা দৃষ্ট হইতেছে"। এমন সুখদুঃখের সমভাগী ব্রজবাসিগণ একরূপ বিচার আরম্ভ করিলে ব্রজরাজ শ্রীনন্দ বালককে বন্ধনমুক্ত করিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে বালক শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয়ে নিজ মুখে মৃদুহাস্যরূপ মনোরম সুধা ঢেলে বিস্তারপূর্বক পিতাকে তোষিয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীযশোদা দেবী সকল কার্যে অভিজ্ঞা হইলেও তৎকালে ব্রজরাজ তাঁহাকে, "তুমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছ" এইরূপ তিরস্কার করিয়া গর্গমুনির বাক্য স্মরণপূর্বক স্বস্তিশান্তের অনুসন্ধান দ্বারা

পুত্রের মহিমা অবগত হইয়া মনে মনে ঐরূপ পুত্রের কার্য বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন ॥(২৮)॥

২৯। সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের সহচর বালকগণ—"এই নিরপরাধ শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি উদূখলটি বৃক্ষমূলে তির্যগ্‌ভাবে সংলগ্ন করিয়া কাঞ্চীস্থিত মেখলার সাহিত্যে আকর্ষণ করিবামাত্র এই বৃক্ষ দুইটি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে" এরূপ বলিলেও কেহই দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তৎপর নন্দমহারাজ আদি নারায়ণ অপেক্ষাও সমধিক গুণশালী সেই ভুবনমঙ্গল বালকের স্বস্ত্যয়ন-কার্য সম্পাদন পূর্বক দধি, দূর্বা ও আতপ তণ্ডুলাদিদ্বারা নির্মঞ্ছন করিয়া মাঙ্গলিক তূর্যধ্বনি সহকারে গৃহে লইয়া গেলেন ॥(২৯)

৩০। অতঃপর এইরূপ আর একদিন শ্রীবলদেবের সাহিত ও নীরদনীলকান্তি মনোরমস্বভাব বালক শ্রীকৃষ্ণ সহচর স্বীয় বালকগণের প্রতি অনুরাগী হইয়া ধূলিখেলায় নির্মল দেহে ধূলিসংস্পর্শহেতু রেণুরঞ্জিত নীলপদ্মের শোভা ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ক্রীড়াবিষয়ে কৌতূহলের আবেশহেতু বহুকাল অতিবাহিত করায় যথাকালে

গৃহে অনুপস্থিতি হেতু ব্রজেশ্বরী দয়া ও স্নেহবশত:
পরিপূর্ণ-মরম পুণ্যবতী শ্রীরোহিণীদেবীকে তাঁহার
সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। শ্রীরোহিণী দেবী অক্লান্তপদে
সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দূর হইতেই — হে বৎস!
প্রাতঃকাল হইতেই তুমি নিরন্তর ক্রীড়াবিলাস বিস্তার
করিয়া গৃহে আগমনের কথাও ভুলিয়া গিয়াছ! সম্প্রতি
এই প্রখর সূর্য আকাশের মধ্যভাগ আশ্রয় করিয়া
তাপ বিস্তার করিতেছে! [illegible] নবনীতের ন্যায়
সুকোমল শরীরে এইরূপ প্রবল সন্তাপ কিরূপে সহ্য
করিতেছ? সত্বর এই খেলায় আগ্রহ ত্যাগ করিয়া
সহচরগণের সহিতই গৃহে চলিয়া এস এবং তোমার
প্রিয় অগ্রজ বলরামের সহিত এককালে স্নান করিয়া
আহারে বসিয়া জননীর চিত্তে আনন্দ দান কর। এইরূপ
বলিয়াছিলেন ॥ (৩০)

২৪। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরোহিণীদেবীর এইরূপ বাক্য
শুনিয়াও খেলা হইতে বিরত না হওয়ায় তিনি গৃহে
চলিয়া গেলে ব্রজেশ্বরী স্বয়ং স্নেহদ্রবিত চিত্তে বায়ুবেগে
সত্বর তথায় আগমন পূর্বক বলদেবকে আহ্বান করিয়া
বলিলেন — হে বৎস রাম! তুমি সত্বর চলিয়া এস।

আমার হিত কর্ম্ম প্রযত্নে কর। স্বয়ং ব্রজরাজও তোমার
মুখের দিকে চাহিয়া অনাগ্রহে রহিয়াছেন?" অতঃপর
বিশেষভাবে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার জন্মনক্ষত্র-
যোগে ব্রাহ্মণগণ মঙ্গলাভিষেকের সহিত আশীর্বাদ দ্বারা
তোমার অর্চনা করিবেন; আর, তুমিও নিয়মানুসারে
তোমার জনক কর্তৃক আনীত স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি তাঁহাদিগকে
দান করিয়া পশ্চাৎ পিতার সঙ্গে ভোজন করিবে।" (৩১)

৩২। এই বলিয়া গজরাজগামিনী শ্রীব্রজেশ্বরী পুত্রের
নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্বক বলদেবকে
অগ্রে ও কৃষ্ণসহচরগণকে সঙ্গে লইয়া উদার রীতির
পরিচয় দিয়া স্বয়ংই সত্বর বালকযুগলের মাঙ্গলিক
অভ্যঙ্গ, উদ্বর্তন, স্নান, মার্জন, পরিধান, অনুলেপন,
ভূষণ ও মাল্যাদি রচনায় উপযোগী দ্রব্যসম্ভার
সংগ্রহ করাইয়া প্রফুল্ল নীলকমলের ন্যায় কান্তিযুক্ত
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে ধূলিরাশি দূর করিয়া
অতি সূক্ষ্ম সুকোমল বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মার্জন ও পুনরায়
তৈলমর্দনাদি দ্বারা যথাযথভাবে সংস্কার পূর্বক, তাঁহাদের নিমিত্ত
অপেক্ষাকারী শ্রীব্রজরাজের নিকটে বালকদ্বয়কে লইয়া
গেলেন ॥ (৩২)

২৬। এইরূপে তাঁহারা ব্রজরাজের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে মৃদুহাস্যসহকারে তাঁহাদের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া উভয়কেই নিজের ক্রোড়ে ধারণ করিলেন ।। (৩৩)

২৭। অনন্তর তিনি পুত্রদ্বয়ের সহিত ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে মাতা শ্রীযশোদা সহচর বালকগণেরও নিজ-পুত্রের ন্যায় ভৃত্যগণের দ্বারা তৈলমর্দনাদি সমস্ত কার্য করাইয়া আহ্বানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিতই তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া নিজগৃহে প্রেরণের ইচ্ছা করিয়া এই বলিয়াই বিদায় দিলেন — হে বৎসগণ! ইহার পর আর এরূপ ভাবে দীর্ঘকাল খেলা করিও না ; যদি আমার এই অতি-চঞ্চল বালক খেলা ত্যাগ না করে, তথাপি তোমরা ক্ষণকাল খেলা করিয়াই আমার গৃহে অথবা নিজ-নিজ-গৃহে চলিয়া আসিবে ; তাহা হইলে আর সে একাকী কিরূপে খেলা করিবে ? (৩৪)

২৮। অতঃপর আবার একদিন কোন এক নীতিচতুরা ফলবিক্রয়কারিণী "কে ফল ক্রয় করিবে ?" এইরূপ

বলিতে বলিতে দ্রুত বেগে ব্রজরাজের পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঐরূপ শব্দ করিলে, স্থূল পদ্মের ন্যায় চরণদ্বয়ের শোভাযুক্ত ও বক্ষঃস্থলে হার বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ নিজ-করপুটরূপ পদ্মযুগল দ্বারা গৃহ হইতে অঞ্জলিবদ্ধ ধান্য লইয়া স্বর্ণকিঙ্কিণীর ঝন্‌ঝন-শব্দসহকারে বাহিরে উপস্থিত হইলেন। আগমন কালে তাঁহার অঞ্জলি হইতে ক্রমশঃ ধান্যসমূহ পড়িতে পড়িতে শেষপর্যন্ত দুই তিনটি ধান্যই অবশিষ্ট ছিল। এ অবস্থায় নবীন মেঘের ন্যায় মনোরম কান্তিশালী, মূর্তিমান আনন্দের মূল সদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সেই পুণ্যবতী ফলবিক্রয়-কারিণী মুগ্ধচিত্তে নিজকেও ভুলিয়া গিয়া তাঁহার অঞ্জলি পূরণ করিয়া ফল দান করিয়াছিল। তৎকালে তাহার ফলের সেই পাত্রটিও অপরের অলক্ষ্যে রত্নরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইল ।। (৩৫)

২৬। ইহার পর একদিন অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অন্তরে প্রেরণা পাইয়া উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি প্রাচীন গোপগণ চিত্তের বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজকে বলিলেন —

"হে ব্রজরাজ! তোমার সম্পদেই আমাদের সম্পদ;
হে মহাশয়! কোন স্থানে কোন মানবেরই তোমার
সৌভাগ্যের ন্যায় সৌভাগ্য সমৃদ্ধি দেখিতে পাই না।
আর, ঐরূপ সৌভাগ্য বলেই সকল লোকের দুঃখনাশক
এইরূপ পুত্র লাভ করিয়াছ। পরন্তু ইহার জন্মকালাবধি
সূতিকাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত নানা প্রকার
অশুভ লক্ষণই দেখা যাইতেছিল কি?॥ (৩৬)

৩৭। প্রথমতঃ পূতনা রাক্ষসী এক প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি
করিল। ইহার পর সকলের চিত্তের নিপাতের ন্যায়
শকট-পতন ঘটিল। ইহার পর তৃণাবর্ত-বাত্যাই বা
কী অমঙ্গল না ঘটাইল? সম্প্রতি এই অর্জুন বৃক্ষ-
দ্বয়ের পতনেও অত্যধিক অনাচারই লক্ষিত
হইল॥ (৩৭)

৩৮। এ সকল ঘটনার কারণ কী? ইহার জন্মলগ্নে তো
কোন দোষের সংস্পর্শ নাই; সকল গ্রহই ইহার
শুভ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর, তোমার
অদৃষ্ট ও অলৌকিকরূপেই লক্ষিত হয়। আর
সেই অদৃষ্টই পরমেশ্বরের অংশযুক্ত ও সর্বপ্রকার
ভয়ের খণ্ডনকারী এইরূপ দেবদুর্লভ পুত্র লাভ
করাইয়াছে॥ (৩৮)

৩২। সেইহেতু আমাদের অনুমান হয় — এই স্থানেরই সংবৎসর মধ্যেই এই দোষ। অতএব আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রভূত-তৃণসম্পন্ন ও সকল ঋতুর গুণদ্বারা বিভূষিত বৃন্দাবনে চলিয়া যাইব। উক্ত স্থানের অধিবাসিগণের নিকটে ত্রিলোকের সম্পদ্‌রাশিও তৃণবৎ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং লক্ষ্মী নিরন্তর সেস্থানে বাস করিয়া তাহার সেবা করেন। আর, তথায় গোসমূহের পুষ্টিজনক গোবর্দ্ধন নামক গিরি বর্তমান রহিয়াছে। হে বিজ্ঞবর! এ বিষয়ে যদি তোমার সম্মতি থাকে, তবে আমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া সন্তুষ্ট করুন (৩২)

৩৩। সুবুদ্ধিশালী শ্রীব্রজরাজ তাঁহাদের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন — 'আপনাদের নিমিত্তই আমার এই স্থানের প্রতি মমত্ব রহিয়াছে। আর, আপনারা যদি এস্থানের এরূপ দোষ লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে অন্য লোকই বা এস্থানে থাকিবে কেন? অতএব সম্প্রতি অবিলম্বে সামগ্রী সহকারেই যাত্রা করা হউক'। তখন সকলে ব্রজরাজের অনুমতি লাভ করিয়া পরিজনবর্গসহ প্রথমতঃ দ্রব্যসম্ভারবহনোপযোগী শকটসমূহের (উত্তম সাজসজ্জা) দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্বক চিত্তে যথোচিত হর্ষসহকারে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

দুই পাশে অবস্থিত পরম হর্ষ বোধ করিলেন ॥ (৪০)

৪১। অনন্তর তাঁহারা শকটসমূহের কতকগুলির উপরে নিজ-নিজ-পরিজনবর্গ এবং কতকগুলির উপরে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, তাম্র ও কাংস্যাদি-নির্মিত অদ্ভুত বিচিত্র পাত্রসমূহ স্থাপনপূর্বক গো-সমূহকে অগ্রে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবস্থান করিলেন। ঐ সকল শকটের উপরিভাগে শ্বেত, হরিত, পাটল, পাণ্ডু, পীত, রক্ত ও নানা বিচিত্র বর্ণের পটমণ্ডপ বিস্তারিত হইয়াছিল; আর চারিদিকে নানারূপ উত্তম পট্টবস্ত্রের আবরণ সংলগ্ন করা হইল। সুবর্ণময় কলসের উপরিভাগে উড্ডীয়মান পতাকারাজিরূপ জিহ্বাসমূহ দ্বারা উহারা যেন সুকৌশলে সূর্যের কিরণজাল পান করিতেছিল অর্থাৎ পতাকাসমূহ অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। ঐ অলঙ্কৃত শকটরাজি তৎকালে দেবতাগণের বিমানসমূহকেও পরিহাস করিতে লাগিল। সাধুগণের 'প্রাসঙ্গ' অর্থাৎ আসক্তি যেরূপ নির্দোষ, এই শকটসমূহের 'প্রাসঙ্গ' অর্থাৎ যুগকাষ্ঠ (যোয়াল)ও নির্দোষ ছিল। হরিভক্তগণের 'অক্ষ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তাঁহাদের 'অক্ষ'লোমক অবয়বও (শকটচক্রের মধ্যমণ্ডলও) উত্তম হইয়াছিল। তড়াগ-সমূহে যেরূপ 'সু-চক্র' অর্থাৎ সুন্দর চক্রবাক পক্ষী

আছে, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ সুন্দর চক্র সংলগ্ন
ছিল। আর, অলকাপুরীতে যেরূপ সর্বদা নলকূবর
বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যেও সর্বদা
আসক্তিজনক 'কূবর' অর্থাৎ (যুগন্ধর অর্থাৎ গাড়ির বোম) শোভা
পাইতেছিল। আর, উক্ত শকটসমূহ বৃষগণের
সংযোগে অতিশয় রমণীয় হইয়াছিল। ঐ বৃষসমূহের
মধ্যে কতকগুলি ঐরাবতের ন্যায় চতুর্দন্ত (অর্থাৎ অল্পবয়স্ক) ছিল। আর,
মৌনব্রতাবলম্বিগণ যেরূপ 'ন বদৎ' অর্থাৎ কোন কথা
বলেন না, সেইরূপ কতকগুলি বৃষ 'নবদৎ' (নবদন্ত-
বিশিষ্ট) ছিল। সুমেরুর শৃঙ্গের ন্যায় ইহাদের শৃঙ্গও
সুবর্ণযুক্ত ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যগণ যেরূপ
'সুবৃত্ত হনূমন্মুখ' অর্থাৎ সচ্চরিত্র হনুমান প্রভৃতি-
দ্বারা যুক্ত, ইহাদের মুখও সেইরূপ 'সুবৃত্ত' অর্থাৎ
সুগঠিত 'হনুমান' — হনু অর্থাৎ চোয়াল দ্বারা যুক্ত ছিল।
সঙ্গীতাচার্যগণ যেরূপ 'প্রসর' অর্থাৎ প্রগল্ভ ভাবে
'খুরলী-ল' অর্থাৎ খুরলী (নৃত্যের অভ্যাস) শিক্ষা
দান করেন, ইহাদের খুরের লীলা অর্থাৎ চালনাদিও
সেইরূপ প্রসর ছিল। আদিম ছন্দঃ অর্থাৎ ছন্দঃ-
শাস্ত্রোক্ত শ্রী, নারী, সমানিকা, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি প্রাচীন

হংসসমূহের চারি পাদই যেরূপ সমান অর্থাৎ সম-অক্ষর
বিশিষ্ট, ইহাদের ও চারিটি পদই সেইরূপ সমান আকৃতি
ধারণ করিয়াছিল। ইহারা 'বলক্ষ' অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ, অথচ
সংখ্যায় ন বলক্ষ ছিল। ইহাদের পুচ্ছের অগ্রভাগ চঞ্চল ও সুবিস্তৃত
ছিল এবং ইহারা সহযুক্তি সম্পন্ন শরীর ধারণ করিয়াছিল।
ইহারা নাসিকার ছিদ্রে রজ্জুবদ্ধ হইয়া শকটের সহিত
যুক্ত হইয়াছিল। আর, ইহাদের গ্রীবাদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টার
মালা সংযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা বিস্তার
করিতেছিল ॥ (৪১)

অথ (অনন্তর) বৈবধাবলিঃ চ (বৈলগণ) শকটাবলিঃ অপি
(বৈল ও শকটসমূহ) প্রাচুর্যতঃ (সংখ্যাধিক্য হেতু)
ক্রমতঃ (ক্রমশঃ একে একে) প্রযাতুং ন ঘটতে ইতি (চলিতে
অক্ষম হওয়ায়) যুগপৎ (একবারেই) তে (সেই উভয়
দল) পঙ্‌ক্তিদ্বয়েন (দুই পঙ্‌ক্তিতে) চলিতে (চলিতে
চলিতে) তদা (তৎকালে) সমং পদং গতে অপি
(সমতুল্য স্থানে উপস্থিত হইয়াও) শ্রেয়ং ন জহিতঃ
(হীনভাব অবলম্বন করে নাই) ॥১৪॥ (৪২)

৩৫। তৎকালে সেই বৈলশ্রেণি বৃহদ্‌বনের মধ্যভাগ
হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের সীমাপর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন-

রূপে যমুনার তীরভাগে চলিতে আরম্ভ করিলে। কিঞ্চিৎ দূরবর্তী জনগণ তাহাদিগকে অচলের (পর্ব্বতের) ন্যায় মনে করিয়া অন্য প্রকার বিতর্ক আশ্রয় করিয়াছিল ॥ (৪৩)

৬৬। যমুনার সহিত রহস্যালাপের অভিলাষে গঙ্গার ধারাই কি এখানে উপস্থিত হইয়াছে? অথবা ক্ষীর-সমুদ্রের অক্ষয় তরঙ্গরাজিই কি বৃন্দাবনের রেণু-গ্রহণের অভিলাষে নিকটে আসিয়াছে? কিম্বা ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণুর শয্যাভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবন-দর্শনের অভিলাষে নাগরাজের সুদীর্ঘ দেহলতাই এখানে উপস্থিত হইল? অথবা, ইহা কি ধরিত্রীর মুক্তামালা হইবে? ॥ ইহার পর জনগণ শকটপঙ্ক্তিকে দুর্গের প্রাচীরের ন্যায় লক্ষ্য করিয়াছিল। তন্মধ্যে বিরাজমান স্বর্ণকুম্ভসমূহের অগ্রবর্তী বিচিত্র পতাকা-রাজি যেন দুর্গের মনোরম অট্টালিকা ও সিংহদ্বারসমূহের পরম উৎকর্ষ বিস্তার করিতেছিল। আর, কখনও সেই শকটশ্রেণীর গতি লক্ষ্য করিয়া উহাকে সুমেরু, কৈলাস ও হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতরাজগণের সমীপে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে গমনশীল বালকগণ বলিয়াই মনে হইতেছিল। ইহারা শিশু, বিশেষতঃ যমুনার তীরে খেলা করিতে

যাইতেছে মনে করিয়া পর্বতগণের পক্ষচ্ছেদকারী
বজ্রধারী ইন্দ্র যেন দয়া করিয়াই ইহাদের
পক্ষচ্ছেদন করেন নাই। এইরূপে সেই শকটসমূহ
চলিতে আরম্ভ করিলে আকাশে উত্থিত ধূলিরাশিও
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবলম্বনশূন্য একটি মৃত্তিকার
দুর্গের ন্যায়ই পরিণত হইয়াছিল ॥ (৪৪)
অথবা, — ইয়ং ধরা (এই পৃথিবী) পুরা (পুরাকালে)
সুরারি-কদন-ব্যাহার হেতোঃ (অসুরকৃত অত্যাচার
নিবেদন করিবার নিমিত্ত) গোরূপেণ (গোমূর্তি ধারণ
করিয়া) অগাৎ ([ব্রহ্মলোকে] গমন করিয়াছিলেন);
অধুনা (সম্প্রতি) পুনঃ (পুনরায়) শ্রীকৃষ্ণস্য
(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) পদাব্জসঙ্গসুখং (পাদপদ্ম-
যুগলের সংসর্গজনিত সুখ) বাহর্তুকামা কিমু
(বর্ণনা করিবার নিমিত্তই কি) ধৈর্যরহিতা (ধৈর্যশূন্যা
হইয়া) খং ধাম হিত্বা (নিজ-সমৃদ্ধি ধারণ পূর্বক),
ঊর্ধ্বানিলৈঃ (ঊর্ধ্ববায়ু দ্বারা) ধুতাভিঃ (পরিচালিত)
ধূলিধোরণিভিঃ (ধূলিরাশিরূপে) ধাতুঃ ধাম
(ব্রহ্মলোকের প্রতি) ধাবতি (ধাবিত
হইতেছেন?) ॥ ১৫॥ (৪৫)

৩৭। এইরূপ যাত্রাকালে গোলমাল পরস্পর, 'এদিকে
এস, ওদিকে যাও, ইহা নিয়া যাও, ইহা নিয়া এস,
এমন গাড়ি চালাও, এমন থামাও' ইত্যাদি বাক্য
উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ উহার শব্দ
এক হইলেও ক্রমশঃ অন্য শব্দের সহিত মিলিয়া প্রবল
হওয়ায় শেষ পর্যন্ত উভয়েরই কর্ণে দুর্বোধ্যরূপে
পরিণত হইলে তৎকালে কেবলমাত্র হাতের সঙ্কেত-
দ্বারাই ব্যবহার চলিতেছিল।। (৪৬)
এইরূপ, তদানীং (তৎকালে) তূর্য্যরবৈঃ (ভেরীধ্বনি),
যোধজন প্রনাদৈঃ (গোলমালের চীৎকার), অনঃস্বনৈঃ
(শকটের শব্দ [ও]) ধৈনুগন প্রঘোষৈঃ (ধেনুগনের
হম্বারবে) অন্য শব্দে (অন্য শব্দ) নষ্টে (বিলুপ্ত
হইলে) তে এব শব্দাঃ (কেবলমাত্র ঐ সকল শব্দই)
নভসঃ (আকাশের) গুনতাং উপেয়ুঃ (গুনরূপে
বিরাজ করিতে লাগিল)।। ১৬।। (৪৭)
৩৮। অহংকার মানিময় একই ক্রীড়াপর্বতের সঙ্গের
বিরাজমানা ও জগতের মঙ্গলের ও মঙ্গলস্বরূপ
এক একটি করিয়া দুইটি ফলদ্বারা ক্রোড়দেশের
সাফল্যযুক্তা মঙ্গলময়ী সিদ্ধ-ওষধির লতাযুগলতুল্য

শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণীদেবী ক্রোড়দেশে নিজ-নিজ-
পুত্রদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া একই উত্তম শকটে আরোহণ-
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের গুনগানে মধুর স্বরসহযোগে
সকলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন ।। (৪৮)
৩৯। তাঁহাদের সহিত ইতস্তত: শকটারোহী কতিপয়
শস্ত্রধারী সৈনিক ও অগ্রে, পশ্চাতে ও চতুর্দিকে
শত শত পদাতিক চলিতে লাগিল। এইরূপে ব্রজের
সৈন্যগণ চলিতে আরম্ভ করিলে সেই বৃহদ্বনের
রাজধানী লক্ষ্মীর মূর্তিমতী ন্যায় এবং যেন-
বস্তুত: গগনমণ্ডলের গ্রাম কারিনীর ন্যায় স্বয়ংই যেন
গন্তব্য স্থানের শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত
অগ্রে চলিতে আরম্ভ করিলেন। আর, সেই বৃহদ্বনে
যেন কেবল ভূমিমাত্রই অবশিষ্ট রহিল ।। (৪৯)
৪০। অতঃপর অগ্রগামী গোপগণ গন্তব্য স্থানের সীমায়
উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত পূর্বক পশ্চাদ্বর্তী
জনগণকে দেখিতে আরম্ভ করিলে ক্রমশ:
লোকসংখ্যায় বৃদ্ধিই দর্শন করিতে লাগিলেন; পরন্তু
মূল ভাগের সীমা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না বলিয়া
সে দিন যমুনা উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া

সেখানেই অবস্থানের অভিলাষ করিলেন এবং ব্রজেশ্বরের
অনুমতি ব্যতীতই দেশ-কালাভিজ্ঞ সেই ব্রজবাসিগণ
তথায় একরূপভাবেই বাসস্থানের সন্নিবেশ করিলেন,—
যাহাতে অগ্রগামিনী রাজধানীর লক্ষ্মী স্বয়ংই সেখানে
নিজের অধিষ্ঠান রচনা করিয়াছিলেন ॥ (৫০)
তাহা এইরূপ — পরিতঃ (চতুর্দিকে) পটগৃহাঃ (বস্ত্রনির্মিত
গৃহ অর্থাৎ তাঁবু সমূহ), তথা ঊর্দ্ধং (তাহার ঊর্দ্ধভাগে)
বিতান-শ্রেণ্যঃ (চন্দ্রাতপ সমূহ [এবং]) অভিতঃ
(চতুর্দিকে) পটভিত্তয়ঃ চ (বস্ত্ররচিত ভিত্তি অর্থাৎ
প্রাচীর) আতানিতাঃ (বিস্তারিত হইয়াছিল)।
শৃঙ্গাটকক্রমতঃ এব (আর, নগরীমধ্যস্থিত চতুষ্পথ-
সমূহের প্রণালী-অনুসারেই) সমানসূত্র-সুশ্রেণয়ঃ
(সমসূত্রপাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে) বণিজাং বিপণয়ঃ
(বণিকগণের বিপণি অর্থাৎ হাটের পথসমূহ)
বিরেজুঃ (শোভা পাইতেছিল)॥১৭॥ (৫১)
এইরূপ, যত্র (যেস্থানে) আদৌ (আদিভাগে) প্রথমাগতা
(প্রথমে আসিয়া) কতিপয়ী (কতিপয়) গবাং সংহতিঃ
(ধেনুগণ) তস্থৌ (স্থির হইল), তত্র এব (সেখানেই)
ক্রমতঃ সমেতা (ক্রমশঃ অন্য ধেনুগণের সমাগমে)

শনকৈঃ (ধীরে ধীরে) বৃদ্ধিং প্রযান্তী ইয়েষ্ব (সেই দলটির বৃদ্ধি হইতে লাগিল); ততঃ (সেই হেতু) তদা (তৎকালে) অগ্রতঃ (প্রথমতঃ উহা) জ্যোৎস্নায়াঃ শুভ্র ইব (একমাত্র জ্যোৎস্নার ন্যায়) সমভবৎ (লক্ষিত হইয়াছিল), পশ্চাৎ (পরে) পায়সঃ কাসারঃ অভূৎ (উহা একটি দুগ্ধ সরোবরে রূপান্তরিত হইল); ক্রমতঃ (এবং ক্রমশঃ উহা) ক্ষীরস্য বারাংনিধিঃ অভ্যপদ্যত (ক্ষীরসমুদ্রে পরিনত হইয়াছিল)।।১৮।। (৫২)

৪১। এইরূপে বাসস্থানের ব্যবস্থা হইলে শ্রীনন্দ, উপনন্দ ও সনন্দ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গোপগণের প্রথম আগত পরিজনবর্গ ও তাঁহারা স্বয়ং যথোপযুক্ত স্থান অধিকার পূর্বক বিশ্রামরত হইলে এবং চতুর্দিকে অন্য গোপগণ যথাযথভাবে অবস্থান করিলে দীর্ঘকাল পর সেই ধেনুশ্রেণি ও শকটশ্রেণির মূলবিচ্ছেদ সম্ভবপর হইয়াছিল।। (৫৩)

৪১। এইরূপে তৎকালে ব্রজবাসিগণ শকট হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলে, তৎকালোপযোগি পাত্রসমূহ নামাইতে আরম্ভ করিলে এবং বৃষগণকেও শকট হইতে মুক্ত করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের

মালিকগণ তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পরিচারক প্রভৃতি লোকসমূহ যথোচিত বস্তুসমূহের ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিল। আর পাকশালার অধিকারিগণ পাকশালার উপযোগী স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল। এই অবস্থায় ভগবান সূর্যদেবও চারি প্রহরের গন্তব্য পথ পর্যটন পূর্বক পরিশ্রান্ত হইয়াই যেন পশ্চিম-দিক্ কামিনী-নাগরীর গৃহে অবস্থানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ (৫৪)

৪৩। অনন্তর পক্ষিগণ কলরব করিয়া নিজ-নিজ-বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। ময়ূর প্রভৃতি ~~পক্ষিগণ~~ উচ্চতর বৃক্ষের উপরে উপবেশন করিতে লাগিল। মৃগগণ মণ্ডলাকারে সকল দিকের অভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে রোমন্থনে প্রবৃত্ত হইল। মধুকরগণ পদ্মপুষ্পের অভ্যন্তরে বিশ্রামরত হইয়া তন্মধ্যেই আবদ্ধ হইতে লাগিল। দিগ্বধূগণ অন্ধকাররূপ নীলবস্ত্রের অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়া অভিসারিকা-গণের ভাব অবলম্বন করিল। কুমুদিনী-গণের বদনমণ্ডল যেন অভীষ্ট কালের আগমনহেতুই হাস্য-বিকসিত হইয়াছিল। চক্রবাকী মিথুনগণ

ভাবী বিরহে কাতর হইয়া পরস্পর করুণকণ্ঠে অনুতাপ
করিতে লাগিল। কোন কোন চক্রবাকযুগল একটি
মৃণালখণ্ডের সহযোগেই পরস্পর চঞ্চুপুট আবদ্ধ
করিয়াছিল। সূর্যালোকের অভাবে কথঞ্চিৎ নক্ষত্রাদির
আলোকে প্রকাশমান গো-প্রভৃতির ছায়াসমূহের
মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘতর মানবচ্ছায়াসমূহ
বিজাতীয় রূপেই লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক
পটগৃহের অভ্যন্তরে প্রজ্বালিত প্রদীপসমূহ
সহৃদয়গণের চিত্তের প্রসন্নতার ন্যায় বহির্ভাগেও
পরিস্ফুট হইয়াছিল। তৎকালে প্রতিপদে প্রত্যুদ্গমন
উপস্থিত হইলে কোন এক সন্ধ্যা-লক্ষ্মী যেন ভগবান
শ্রীকৃষ্ণকে পরিচর্যা করিবার নিমিত্তেই তথায় আগমন
করিয়াছিলেন ॥ (৫৫)

৪৪। তৎকালে যেখানে —
অম্লানাসু ধেনুষু (সকল গাভী) বৎসৈঃ সমং
(নিজ-নিজ-বৎসের সহিত) আয়াতাসু (আগমন
করিয়া) মুদা (প্রীতির সহিত) যথেচ্ছং বিশ্রান্তাসু
(যথেচ্ছ বিশ্রাম সহকারে) নিরাকুলং (স্থির ভাবে)
বিরচিতাহারাসু (আহার করিয়া) তৃপ্তাসু চ

(পরিতৃপ্ত হইলে) পয়োধি-মথন-ধ্বানাকৃতি: (সমুদ্র-
মন্থনের ধ্বনির আকারে) দোহনী-গর্ভ ভ্রান্ত-গভীর-
সুষ্ঠু মধুর: (দোহন পাত্রের অভ্যন্তরে ভ্রমণরত,
গভীর, মনোরম ও সুমধুর) ভূয়ান্ দোহরব:
(প্রভূত দুগ্ধ দোহনের ধ্বনি) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের)
রস্য: অভবৎ (উপভোগ্য হইয়াছিল)।।১৯।। (৫৬)
তন্মধ্যে — ক্বচন (কোন কোন স্থানে) গোদুহা (গো-
দোহনকারী গোপ) প্লুতরচনয়া (দীর্ঘস্বরে)
নামগ্রাহং ('শ্যামলী' 'ধবলী' ইত্যাদি নাম উল্লেখ-
পূর্ব্বক) আহূয়মানা (আহ্বান করিলে) কাচিৎ
কাচিৎ (কোন কোন) রুচিরা (মনোজ্ঞা) নৈচিকী
(উত্তম ধেনু) হম্বারাবৈ: (হম্বা শব্দে) প্রতিরবকরী
(প্রতিধ্বনি করিয়া) ধেনুবৃন্দাৎ (অপর ধেনুগণের
মধ্য হইতে) ধাবিতা (ছুটিয়া আসিয়া) নিকটম্
অভ্যায়াতা (নিকটে অবস্থান করিলে) পাণিনা
([দোহনকারী] নিজ-হস্ত দ্বারা) অসকৃৎ (বারম্বার)
মৃষ্টগাত্রী দৃশ্যতে স্ম (তাহার গাত্র মার্জন
করিতেছেন, দেখা গেল)।।২০।। (৫৭)
৪৫। এইরূপে ব্রজের নরনারীগণ সুখে থাকেন, আবার ও

বিশ্রাম সম্পাদন সুখেপূর্ব্বক সুখে নিদ্রামগ্ন হইলে পর্য্যায়-
ক্রমে জাগ্রত প্রহরিগণ চতুর্দ্দিকে বারম্বার নিজ-নিজ-
জাগরণের কৌশল প্রকাশ করিয়া ধ্বনি করিতেছিল। তাহাতে
সকলে নিঃশঙ্কেই নিদ্রা গিয়াছিলেন।
এইরূপে রজনীর তিন প্রহর অতীত হইলে গোপবধূগণ
শয্যা হইতে উঠিয়া অতিপবিত্র বেশ ভূষা ধারণ করিয়া
প্রত্যেক গৃহের আলিন্দে দীপ প্রজ্বালনপূর্ব্বক বাস্তুবলি
প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা শ্রুতিসুখজনক রূপে
ভগবান্ বালকৃষ্ণের গুণরাজির সঙ্গীতবিষয়ক কলরব
প্রকাশপূর্ব্বক এককালে দধিমন্থন আরম্ভ করিলে
মন্থন ভাণ্ডের অভ্যন্তরে বিচরণশীল কোমল ও গম্ভীর
মন্থন ধ্বনি, মণিময় মনোরম নূপুর ও বলয় প্রভৃতি বিবিধ
অলঙ্কারের ধ্বনির সহিত মিলিত এবং সঙ্গীতের
কলরব মাধুর্য্যে সরস ও অতিশয় সুললিত হইয়া
জগতের অমঙ্গল রাশিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া
স্বয়ং দিগ্‌বধূগণের রচিত প্রতিধ্বনির সহযোগে
পরিপুষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ দেববধূগণও পতির সহিত
শয়নকে তিরস্কার করিতে করিতে সত্বর জাগ্রত হইয়া
মনোযোগের সহিত সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে আরম্ভ
করিলে তাঁহাদের অতিশয় কর্ণসুখের উদয় হইয়াছিল ॥ (৫৮)

করিলে

তাঁহাদের অতিশয় কর্ণসুখেরই উদয় হইয়াছিল ।। (৫৮)

৪৬। অনন্তর সূর্যোদয় হইলে ব্রজবাসিগণ যমুনার পর পারে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন এবং ব্রজরাজের নির্দেশে ধেনুগণের পালকগণ প্রথমত: ধেনুগণকে পার করাইতে আরম্ভ করিলেন। যথা—

অথ (অতঃপর) বল্লবৈঃ (গোপগণ) অসকৃৎ (বারম্বার) হী হী কারধ্বনিভিঃ ('হী হী' শব্দে) প্রের্যমাণং (প্রেরণা দান করিলে) তৎ (সেই) ধেনুবৃন্দং (ধেনুসমূহ) হুম্বারবৈঃ ('হুম্বা' শব্দে) অনুমতিকরাণি (যেন অনুমতিসূচক) উত্তরাণি কুর্বৎ ইব (উত্তর দান করিতেছিল। [তৎকালে]) শ্বসিতপবনৈঃ (নিশ্বাসবায়ু দ্বারা) স্ফায়দ্ঘোণং (তাহাদের নাসিকা স্ফীত হইতেছিল; এরূপ অবস্থায় [তাহারা]) উন্নমৎপূর্বকায়ং (দেহের অগ্রভাগ উন্নত করিয়া) পার্শ্বস্রোতঃ (উভয় পার্শ্বে স্রোতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া) যমুনাং (যমুনা নদী) ততার (উত্তীর্ণ হইল) ।। ২১।। (৫৯)

[এই সময়ে] বৎসতরাঃ (ধেনুবৎসগণ) স্তন্যাভাবাৎ (স্তন্যের অভাবহেতু) লঘূনি (অল্পভারযুক্ত) বদনানি (মুখগুলিকে) সুখং (অনায়াসে) উন্নময়ন্তঃ

(উন্নত করিয়া) বর্হাণি স্তোকস্মাৎ অপি (শরীরের সূক্ষ্মতাহীন বর্হাণ) অতিত্বরয়া (দ্রুতবেগে) জলং নির্লঙ্ঘয়ন্ত: (সন্তরণ করিতে করিতে), পুচ্ছানাং (পুচ্ছ-সমূহ) সলিলপ্লুতৌ (জলে ডুবিয়া) গুরুতয়া (ভারযুক্ত হওয়ায় তাহাদের) উল্লাসনে (উর্দ্ধসঞ্চালনে) ন প্রতিক্ষমা: (অক্ষম হইয়া) স্বস্বপ্রসূপৃষ্ঠত: (নিজ-নিজ-মাতার পশ্চাতে) অভিত: (উভয় পার্শ্ব দিয়া) ক্রমং প্রতেরু: (নির্বিঘ্নে নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিল)।।২২।। (৬০)

প্রতরণপটব: (সন্তরণ-পটু) কেচিৎ (কতিপয়) গোদুহ: (গোপ) সদ্য: প্রসূতান্ (সদ্যোজাত) বৎসান্ (শিশু-গণকে) গ্রীবাসীমসু কৃত্বা (স্কন্ধের উপরে স্থাপন করিয়া) উরসি (নিজ-বক্ষ:স্থলে [লম্বমান]) মৃদুচরণান্ (তাহাদের পদযুগলকে) একেন বাহুনা (বাম হস্তদ্বারা) রুদ্ধ্বা (ধারণপূর্বক) অন্যেন বাহুনা (দক্ষিণ হস্তদ্বারা) স্বচ্ছন্দং (অনায়াসে) সন্তরন্ত: (সন্তরণ করিতে করিতে) কলিতকলস্বনং (সুমধুর গম্ভীর ধ্বনি সহকারে) এষাং প্রসূভি: (বালকগণের জননীগণ কর্তৃক) পশ্চাৎ সংগম্যমানা: (পশ্চাদ্ভাগে যুক্ত হইয়া) তরণিদুহিতরং (যমুনা নদী) সংপ্রতেরু: (উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন)।।২৩।। (৬১)

পুংসবানাং পুংসঃ (শ্রেষ্ঠ বৃষগণ) পূর্ণাভোগে
(নিজ-নিজ পরিপুষ্ট) সুমহান্তি (বিশাল) ককুদি
(ককুদে [সংলগ্ন হইয়া]) শর্বরীভাবং আপন্নান্
(সন্তাবিস্তারিত) তরঙ্গান্ (তরঙ্গসমূহকে) প্রকুপিত-
মনসঃ (ক্রুদ্ধচিত্তে) গ্রীবাভঙ্গাভিরামং (গ্রীবা বক্র
করিয়া) বিষাণৈঃ (শৃঙ্গদ্বারা) তাড়য়ন্তঃ (আঘাত
করিতে করিতে) তুঙ্গে (অত্যুন্নত) স্রোতোবেগে অপি
(স্রোতোবেগের মধ্যেও) উন্মূর্ধানঃ (মস্তক উন্নত
~~করিয়াই) অতি দীর্ঘশ্বাসিত-জবভরোদ্ধূতং~~
করিয়াই) ত্বরিতং (দ্রুতবেগে) ঋজুতরং (সরলগতিতেই)
অতিদীর্ঘশ্বাসিত-জবভরোদ্ধূতং অম্বুঃ (জলরাশিকে
অতিদীর্ঘ নিশ্বাসের বেগভরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া)
প্রতেরুঃ (পার [illegible] সন্তরণ করিয়াছিল)॥২৪॥ (ভং)

৪৭। অন্বয় —

সা নৈচিকীনাং ততিঃ (সেই ধেনুবৃন্দ ~~পংক্তি~~) উত্তীর্ণা
(নদী উত্তীর্ণ হইয়া) ততঃ (পশ্চাৎ) ঘনসারধূলি-
পটলীস্বচ্ছে (কর্পূরচূর্ণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ) সৈকতে
(পুলিনভাগের) সমন্ততঃ (সর্বত্র) সন্তরণতঃ শ্রান্তা ইব
(সন্তরণক্লান্ত হইয়াই যেন) শ্রেণীভূয় স্থিতবতী

(শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করিয়া), কালিন্দ্যা সহ (যমুনার সহিত) একত্র। স্থিতিবাঞ্ছয়া ইব (একত্র বাস করিবার ইচ্ছায়ই যেন) পূর্বং মিলিতা (প্রথমত: মিলিতা [এবং]) ততঃ বিচ্যুতা (পশ্চাদ্ বিচ্ছেদযুক্তা) জাহ্নবী ইব (গঙ্গার ন্যায়) রুরুচে (শোভা পাইয়াছিল)॥ ২৫॥ (৮৩)

৪৮। অতঃপর অপনীত সেই ধেনুগণ সকলে পারে উপস্থিত হইলে, অপর পারবর্তী ব্রজবাসিগণের নিকটে নানা দিক্ হইতে বহুদণ্ডযুক্ত (দাঁড়যুক্ত) অনেকগুলি নৌকা উপস্থিত হইল। ঐ সকল নৌকা দেখিয়া মনে হইতেছিল — নাগবধূগণের মণিময় ক্রীড়াপর্বতরাজির গুহাসমূহই যেন পাতাল হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। অথবা, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নিজ-শিল্পকলার কৌশলদ্বারা ব্রজরাজের সমাজকে আনন্দপ্রদানের ইচ্ছা করিলে তাঁহার বিজ্ঞানরাশিই যেন মূর্তিমান্ হইয়া যমুনায় উপস্থিত হইয়াছে। কিম্বা, বিচিত্র জলজন্তুগণের বহুপদাবিলিষ্টা বধূগণই যেন যমুনার জলরাশির অভ্যন্তরভাগ হইতে সেখানে উঠিয়া আসিয়াছে॥ (৮৪)

৪৯। শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিনী দেবী নিজ-নিজ-পুত্র ও পরিচারিকাগনের সহিত একটি উৎকৃষ্ট নৌকার উপরে একসঙ্গেই আরোহন করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ বিচিত্র গৃহে আশ্রয় গ্রহন করিলেন। উহার মনোরম পতাকা মন্দ মন্দ বায়ুবেগে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ নৌকার মধ্যভাগ হইতেই গ্রীবা অবনত করিয়া স্বীয় অঙ্গকান্তির ন্যায় মনোরম, যমুনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গবিলাস অবলোকন করিয়া সমুৎসুক হইয়া মাতার নিকট হইতে অস্থির গতিতে নৌকার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া ভুজদণ্ড বিস্তারপূর্বক করকমলদ্বারা উক্ত তরঙ্গকে আলোড়িত করিবার ইচ্ছা করিলে তদ্দর্শনে মাতৃযুগল নৌকার মধ্যভাগে থাকিয়াই এরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন যে, তাঁহারা আর বালককে নিবারন করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে শ্রীব্রজরাজ আশঙ্কা-যুক্ত হইয়া সেই নৌকায় আরোহনপূর্বক সেই হর্ষোন্মত্ত বালককে নিজ বলে ক্রোড়ে ধারন করিয়া সাবধান হইলে নৌকাবাহকগন নৌকা পরিচালনা করিতে লাগিল। এইরূপ অপর

ব্রজবাসিগণও একসঙ্গেই ঐরূপ দৃঢ়তাদিগুণযুক্ত ও অতি সুলভ বিমানতুল্য নৌকাসমূহে আরোহণপূর্বক নিজ-নিজ-পরিজনবর্গের সহিত তন্মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া এককালেই অনায়াসে পরপারে উপস্থিত হইলেন ॥ (৬৫)

৬৬। এইরূপে ব্রজবাসিগণ তীরে উপস্থিত হইলে নাবিকগণ তাঁহাদের শকটসমূহকে কাষ্ঠময় সুদৃঢ় কৃত্রিম সোপানপঙক্তির সাহায্যে সেই সকল নৌকায় তুলিয়া তাঁহাদের নিকটে পারে লইয়া আসিল। আর, শ্রীব্রজরাজও সেই নাবিকগণের সকলকেই যথোচিত পুরস্কারদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন ॥ (৬৬)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলা-লতা-বিস্তারে যমলার্জুনভঞ্জ-নামক ষষ্ঠ স্তবক।

সপ্তম স্তবক

তাৎকালিকঃ সঃ বাসঃ (ব্রজবাসিগণের তাৎকালিক সেই বাসস্থানটি) অনোমণ্ডলৈঃ (শকটসমূহদ্বারা) আগোবর্দ্ধনং (গোবর্দ্ধনগিরি হইতে) আকলিন্দ-তনয়াতীরাৎ (যমুনার তীর পর্য্যন্ত [এবং]) আনন্দীশ্বরং (তথা হইতে নন্দীশ্বর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া) অর্দ্ধচন্দ্রবৎ অভূৎ (অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিণত হইয়াছিল)।

পশ্চাৎ (তদুপর) পূর্ব্বভণিতা (পূর্ব্বোক্তা) যা রাজধানী (যে রাজধানীটি) অপ্রকটা এব (অপ্রকটরূপে এতক্ষণ বিরাজ করিতেছিল), তস্যা (তাহা) প্রাকট্যং গতয়া (এস্থলে প্রাকট্য লাভ করিলে তাহা) নিজৈঃ গুনগনৈঃ (নিজ গুনসম্পদ্দ্বারা) অনূনয়া অভূয়ত (পূর্ব্ববৎ উৎকর্ষই ধারণ করিয়াছিল)॥১॥ (২)

যদি অপি (যদিও) হরেঃ (শ্রীহরির) সকলস্য ধাম্নঃ (সকল ধামেরই) নিত্যত্বং (নিত্যত্ব) সুসিদ্ধং (সুপ্রসিদ্ধ), তথাপি (তথাপি) একস্মিন্ (এক ধামে) অপরস্য (অপর ধামের) সম্মিলনতঃ (মিলনহেতু) অনিত্যতা (একটির ~~অনিত্যতা~~ অনিত্যতা) ন দৃশ্যতে (লক্ষিত হয় না); তেজঃ তেজসি (এক তেজ অপর তেজের মধ্যে [ও]) বারি বারিনি

(এক জল অপর জলের মধ্যে) লীনং চ (লীন হইলেও)
যথা নো হীয়তে (যেরূপ স্বরূপতঃ বিনষ্ট হয়না),
তদ্বৎ (সেইরূপেই) সা মধুবনস্থিত পুরীলক্ষ্মীঃ চ
~~(সেই~~ (বৃহদ্বনাস্থিত রাজধানীর সেই লক্ষ্মীও)
ইমাং (এই নূতন রাজধানীর মধ্যে) আবিশৎ
(প্রবেশ করিয়াছিলেন)॥ ২॥ (২)

১) এইরূপে উভয় পুরলক্ষ্মীর একতা ঘটিলে তদন্তর্গতা
শোভা দ্বারা লক্ষ্মীদেবী সর্বতোভাবে সেবা
আরম্ভ করায় বৃন্দাবনের তৎকালীন রমণীয়তা-
সম্পদ্ অবর্ণনীয়ই হইয়াছিল ॥ (৩)

অন্বয় — তৎ (সেই) গোপাঃ চ (গোপগণ) গোপ্যঃ
অপি চ (ও গোপীগণ), নানাচিত্রপতত্রিহারি
(বিবিধ বিচিত্র পক্ষিগণের সমাবেশে মনোহর),
হরিণ-ন্যঙ্কাদি-নানামৃগং (হরিণ ন্যঙ্কু প্রভৃতি নানাবিধ
মৃগসঙ্কুল), নানাভূরুহ-কুঞ্জ-গুল্ম-লতিকা-বাপী-
সরঃ-পল্বলং (বিবিধ বৃক্ষ, কুঞ্জ, গুল্ম, লতা, বাপী,
সরোবর ও ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিপূর্ণ), কালিন্দী-
পুলিনৈঃ (যমুনার সৈকত দ্বারা) সমুজ্জ্বলং
(সমুজ্জ্বল) অপি (এবং) গোবর্দ্ধনেন অদ্ভুতং

BINA

EXERCISE BOOK

Pages 128

No. 8

[illegible]

শ্রীসদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ
(সপ্তম স্তবক (Contd)

(গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অবস্থানহেতু বিচিত্র ভাবাপন্ন)
বৃন্দারণ্যং (শ্রীবৃন্দাবন) অভীক্ষ্য (দর্শন করিয়া)
মুমুদিরে (পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন)।।৩।। (৪)

৫। অতঃপর শ্রীব্রজরাজ পূর্ব্ববর্ণিত ব্রজরাজপুরীতে
প্রবেশ করিলেন। এইরূপ শ্রীনন্দ প্রভৃতি ও
অন্যান্য ব্রজবাসিগণও নিজ-নিজ-পুরী মধ্যে প্রবেশ
করিয়াছিলেন। তৎকালে গো-সমূহ গোশালায়,
বণিক্‌গণ বিপণিসমূহে এবং তাম্বূলিক ও মালা-
কার প্রভৃতিও নিজ-নিজ-বিপণিতে আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছিল।। (৫)

৬। ব্রজবাসিগণ সকলেই তৎকালে অপ্রকট বৃন্দাবন-
ধামের ন্যায় এই প্রকট বৃন্দাবনেও পূর্ব্বের ন্যায়
ভাবেই ধারণ করিলেন। এইরূপে নগরগণপর্য্যন্ত
সকল লোকই নিজ-নিজ গৃহে সুখে অবস্থান
করিয়া দীর্ঘকালের অবাস্থিতিজনিত স্থিরতার
ন্যায় সুস্থিরতা অবলম্বন পূর্ব্বক
পূর্ব্ব বাসস্থানের কথা ভুলিয়া গেলেন। ধেনুগণও
বৃন্দাবনের তৃণরাজির আস্বাদনহেতু অতিশয়
হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই সময়ে পদ্ম শঙ্খাদি প্রমুখ নয় প্রকার নিধি গূঢ় রূপে সেবা এবং অষ্টসিদ্ধি অপ্রকটরূপে দাসীগণের ন্যায় পরিচর্যা আরম্ভ করিলে লীলাবালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐশ্বর্য রাশিকে সম্বরণ করিয়া রাখিলেও কখনও কখনও অতিশয় দুর্নিবার্যতা-হেতু তাঁহার নিজ ঐশ্বর্য রাশি প্রকাশ হইতে লাগিল ॥ (৩)

৪। অনন্তর কিয়ৎকালপরেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ধেনুবৎস-গণের পালনের ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। উক্ত কার্যের যোগ্য ভৃত্যবালকগণ বর্তমান থাকিলেও সেইরূপ লীলা-কৌতুকের আগ্রহবশতঃ ভগবান স্বয়ংই ব্রজরাজের চিত্তে প্রেরণা সঞ্চার করিলে তিনি এইরূপ বিচার করিলেন যে, বালক শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কোমলমূর্তি হইলেও চপল- (দুষ্টামির) লীলাসমূহের আশ্রয় বলিয়া তাহাকে বৎসপালন কার্যেই নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া পয়স্বিনী বাৎসল্যযুক্তা শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের এরূপ কার্য নিজের আনন্দদায়ক মনে না করিয়া তাহার নিবারণেচ্ছায় সমস্ত অসহিষ্ণুতার সহিত বলিলেন যে, এই দুগ্ধপোষ্য বালককে

এইরূপ অনুচিত ব্যাপারে কষ্ট দান করা কিরূপে
সঙ্গত হইবে? তখনই চঞ্চল-অলকভূষিত লীলাবালক
শ্রীকৃষ্ণ বাল্যোচিত আগ্রহভরে মাতাকে বলিলেন—
"জননি! আপনি ইহার পর আর এরূপ বলিবেন না;
বৎস পালন-কার্যে আমার অতিশয় সন্তোষ বোধ হয়;
অতএব আপনার এরূপ বাক্য আমি সহ্য করিতে পারিব না;
আর আপনার এরূপ স্নেহও আমি স্বীকার করি না;
সেই হেতু আদেশ করুন, আমি বালসহচর ও অন্যান্য
জনগণের সহিত বৎস চারণ করিব। পৃথিবীতে কোন
ব্যক্তিগণই বা কৌতুক-ব্যাপারে অনুরক্ত না হয়?"
বালকের কথা শুনিয়া নিজ-আগ্রহের শৈথিল্য ঘটিলে
মাতা আর কিছু বলিলেন না। তখন শ্রীব্রজরাজও
চিত্তে কৌতুকযুক্ত হইয়া শুভদিনে মঙ্গলময় বলভদ্রের ও
সহচর বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বৎস-পালনের
নিমিত্ত স্বয়ংই গো-সমূহের অঙ্গনে যাইয়া কয়েকটি
বৎসকে বালকের সম্মুখে আনিয়া এবং রক্তবর্ণের
একটি ক্ষুদ্র যষ্টি তাঁহার হাতে দিয়া স্বয়ংও
বৎসগণের সহিত পরিচালিত বালক শ্রীকৃষ্ণের
অনুগমন করিলেন ॥ (৭)

৫। পিতা ও মাতা তৎকালে এইরূপে তাঁহার অনুসরণ করিলে —
শ্রীকৃষ্ণ 'আপনারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন; আমাদের এ কার্যে
অভিজ্ঞতা আছে, কোন আশঙ্কা করিবেন না'
এইরূপ বলিলে তাঁহারাও বালককে লক্ষ্য করিয়া —
'আর দূরে যাইও না; অদ্য এইস্থানেই বৎস চারণ কর;
অধিক বিলম্ব করিও না; শীঘ্রই চলিয়া আসিও'
এইরূপ বলিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বালক শ্রীকৃষ্ণ
বলদেব ও বালক সহচরগণের সহিত কৌতুকসহকারে
প্রথম দিবসেই যেন বৎস-চারণে অভ্যস্ত থাকিয়াই তাহাদের
চারণা করিয়াছিলেন ॥ (চ)

৬। এইরূপে প্রতিদিন অপ্রতিহতবীর্য শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল মেধার ও
বুদ্ধির উল্লাস সহকারে বৎসচারণলীলা দ্বারা আকাশ-
স্থিত যুক্তচিত্ত অমরবৃন্দকে # তাঁহাদের ভার্যাগণকে ও
ব্রজবাসিগণকে আনন্দ দান করিয়া মঙ্গলময়
বলভদ্র ও সহচর বালকগণের সহিত অনুষ্ঠিত
লীলাবৈচিত্র্য দ্বারা নিরন্তর জনকুলের নয়নীয় হর্ষ- (বর্ধন)
বিস্তার করিতে করিতে নবঘনশ্যামল স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা
ব্রজভূমিকেও শ্যামবর্ণ ধারণ করাইয়া যখন বৎস-
চারণে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, তখন তিনি

ব্রজের সমস্ত বয়স্যেরাই চারণের নিমিত্তই অতিশয় উৎসুক হইলেন ॥ (৬)

৭। এরূপ অবস্থায় প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই লৌকিক-নীতিনিপুণা, ত্রিলোকপাবনী, সদয়চিত্তা জননী স্বয়ংই বালক শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উঠাইয়া মুখপ্রক্ষালন, মার্জন, অভ্যঙ্গ, উদ্বর্তন, স্নান, অনুলেপন ও বেশভূষা সম্পাদনপূর্বক ভোজন ও কিয়ৎকাল শয়ন করাইয়া অর্দ্ধপথপর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলে তিনি বারম্বার "এখান হইতেই প্রত্যাবর্তন করুন" এইরূপ বলিতে বলিতে অতিমধুর বাক্যে পরমস্নেহশীলা জননীকে নিবৃত্ত করিতেন। অতঃপর বক্ষঃস্থলে মনোরম মাল্যবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, সুবল, সুদাম ও অন্যান্য সহচর বালকগণের সহিত প্রভূত নবীনতৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তথায় বৎসগণ নূতন নূতন তৃণাঙ্কুররাশি ভোজনপূর্বক হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে কৌমারোপযোগী বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে কাল যাপন করিতেন। অতঃপর যথাসময়ে শ্রীব্রজেশ্বরী তাঁহাদের মধ্যাহ্নকালীন ভোজনের নিমিত্ত নিজের বিশ্বস্ত পরিজনের দ্বারা প্রভূত অন্ন পাঠাইয়া দিতেন। সুকবির কাব্য যেরূপ

সুরস হয়, এই সকল ভোজ্যদ্রব্যও সেইরূপ সুরস হইত।
পুরুষার্থসমূহ যেরূপ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) চারিপ্রকার,
এই ভোজ্যবস্তুসমূহও সেইরূপ (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়)
চারিভাগে বিভক্ত ছিল। পুরুষার্থসমূহের সাধন যেরূপ
'অশীতল-প্রায়' (অশীতল অর্থাৎ অনলস ব্যক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে
আশ্রয় করে), এই ভোজ্যদ্রব্যসমূহও প্রায়শঃ সেইরূপ
'অশীতল' অর্থাৎ উষ্ণই হইত। আর, বিশ্ব যেরূপ
প্রভূত, ইহাও সেইরূপ পরিমাণে প্রভূতই হইত। তৎকালে
শ্রীকৃষ্ণ কৌতুহলযুক্ত বলদেব ও সহচরগণের সহিত
মণ্ডলাকারে উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পর পরিহাস ও
হাস্য-কোলাহলের সহিত সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া
পুনরায় বৎসগণের অনুগামী হইয়া দীনগণের
উদ্ধারকারিরূপে কাননে বিচরণপূর্ব্বক কিঙ্কিনীর
অব্যক্ত ধ্বনিসহকারে সুকোমল চরণকমলযুগল দ্বারা
ধরণীর চিত্তসন্তাপ অপহরণ করিতেন॥ (১০)

১১। এইরূপে প্রতিদিনই দিবাভাগে অর্দ্ধপ্রহর বেলা
থাকিতেই শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে সাবধানে পরিচালনা
করিয়া যখন গৃহের দিকে যাত্রা করিতেন, তখন
মাতা শ্রীযশোদা পথের দিকে দৃষ্টিপাত এবং বৎসপ্রভৃতির

ধ্বনির প্রতি কর্ণপাত করিয়া সন্তানবাৎসল্যনিষিক্ত
উৎকণ্ঠিত চিত্তে সম্মুখে অগ্রসর হইতেন ॥ (১১)
৯। অতঃপর বালক শ্রীকৃষ্ণ গৃহে উপস্থিত হইলে অনেক
দাস দাসী থাকা সত্ত্বেও কার্য্যনিপুণা জননী স্বয়ংই
প্রাতঃকালের ন্যায় পুনরায় তাঁহার সুকোমল দেহকে
পরিমার্জ্জনাদিদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া, অতিদোষযুক্ত
প্রদোষকাল অতীত হইলে ভোজন করাইয়া বহুমূল্য
শয্যাতলে শয়ন করাইতেন ॥ (১২)
১০। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদিন শ্রীকৃষ্ণ
বৎসচারণকালে বৎসগণের মধ্যেই বৎসের
আকারধারী, কংসের এক অনুচরকে বিচরণ করিতে
দেখিলেন। বস্তুতঃ সে বৈষ্ণববেশধারী সহজিয়াদের
ন্যায়, আস্তিকমতগ্রহণের ছদ্মে আস্তিকবেশধারী
চার্ব্বাকের ন্যায়, সর্ব্বস্বহরণের অভিপ্রায়ে মিত্র-
ভাবাপন্ন তস্করের ন্যায় ও সুখে সুকোমল তৃণাবৃত
হাস্তিবন্ধনের গর্ত্তের ন্যায় ছদ্মবেশেই বৎসগণের মধ্যে
বিচরণ করিতেছিল। তাহাতে অন্য কেহ কোন প্রকারেই
তাহার স্বরূপ লক্ষ্য করিতে না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে
একবার দেখিয়াই শত্রু বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং

স্বয়ং সকল সর্বজ্ঞগণের শিরোমণি হইয়াও অগ্রজ বলদেবকে
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে আর্য! ইহা কি বৎসেরই কোন
বৎস, অথবা কৃত্রিম বেশধারী অপর কেহ হইবে? পরন্তু
এবিষয়ের কোন নির্ণয় না হইতেই সহচরগণের
দৃষ্টির সম্মুখেই বালক শ্রীকৃষ্ণ সুকোমল কমলকলিকার
ন্যায় অতিকোমল স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা তাহার পশ্চাদ্বর্তী
চরণযুগল আকর্ষণপূর্বক ধারণ করিয়া উপরে তুলিয়া
নিরন্তর অলাতচক্রের ন্যায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটি
কপিত্থ বৃক্ষের কাণ্ডের উপরে নিক্ষিপ্ত করিলে সে
প্রাণত্যাগকালে স্বীয় বিকৃত আকার ধারণ করিয়া
যমালয়ে যাত্রা করিয়াছিল ॥ (১৩)

১৪। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এই ক্ষুদ্র শত্রুর নিধনই
দেবসভায় পরমপ্রীতিজনক হইয়া ব্রহ্মার ও শঙ্করের ও
মুখেও কীর্তনীয় হইয়াছিল। বস্তুতঃ অঘটন-ঘটন-চতুর ও
দুষ্কর কার্যসমূহের সার্থক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
সম্বন্ধে ইহা বিচিত্র নহে ॥ (১৪)

১৫। অনন্তর সহচরগণের সঙ্গাভিলাষী ও মনোরম
খেলায় আসক্ত দনুজদমন বালক শ্রীকৃষ্ণ আকাশপ্রাঙ্গণের
শেষভাগে উপস্থিত সূর্যের কিরণরাশির মালিন্যহেতু

তৎকালে পদ্মসমূহেরও মলিনভাব লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য
দিবসের ন্যায় সহচরগণের সহিত বৎসগণের অনুগামী
হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ (১৫)

১৩। তৎকালে সহচর বালকবৃন্দের জননীগণ নিজ-নিজ-
সন্তানকে নিজ-নিজ গৃহে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেও
তাঁহারা সকলেই অগাধ্যচরিত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সংগ্রাম-
ব্যতীতই বৎসাকার সর্বস্থূলধারী সেই দানবের সংহাররূপ উত্তম
লীলাবিলাসের কথা প্রথমতঃ শ্রীব্রজেশ্বরীর নিকটে
বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ (১৬)

১৪। অকুণ্ঠার জনক ও জননীর সহিত মিলিত ভগবান্‌,
শ্রীকৃষ্ণও জনগণকর্তৃক নির্মঞ্ছিত হইয়া অন্যদিনের ন্যায়
সন্ধ্যাকালীন স্নান ও অনুলেপন-সম্পাদনের পর
জনকের সহিত নৈশ আহার সমাপনপূর্বক সুখনিদ্রায়
মগ্ন হইয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন ॥ (১৭)

১৫। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই সহচরগণ আগমন
করিলে বক্ষঃস্থলে হার-বিভূষিত, লৌকিক ক্রীড়াকলায়
সুনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ আহার করিয়া বলশালী বলদেবের
সহিত পূর্বের ন্যায় সকল বৎসগণকেই নিয়মিতভাবে
পরিচালনা করিয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া নূতন

তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রবিশেষের সন্ধান করিতে করিতে, কোন এক জলাশয়ের নিকটে, জলের সান্নিধ্যহেতু স্নিগ্ধ ও মনোরম নবজাত তৃণরাশি দর্শন করিয়া বৎসগণকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন॥ (২৮)

১৩। অতঃপর নিখিল লোকপালকগণেরও অধিপতি অনন্ত-রসময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালকরূপে সেখানে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিখিল দানবগণের প্রশংসাভাজন নীতিসম্পন্ন, পূতনার সহোদর, কংসাদিষ্ট কোন এক মহাবলশালী দৈত্য উন্নত ও ভয়হীন বকশরীর ধারণ করিয়া দৈবজ্ঞপ্রবরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে দৈবক্রমে 'ইনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ' এরূপ জানিতে পারিয়া, ধরাতলকে ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিবার নিমিত্তই যেন নিম্ন চঞ্চু ভূপৃষ্ঠে এবং স্বর্গলোককে নিম্নে আনিবার নিমিত্তই যেন উপরের চঞ্চু স্বর্গলোকে সংলগ্ন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, স্বয়ং কালপুরুষই যেন একসঙ্গে দেব, দানব ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবের প্রাণাকর্ষণের নিমিত্ত একটি বিশাল সন্দংশ (সাঁড়াশী) বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের

সহচরগণ সকলে অতিশয় আতঙ্ক ও ভয়ের সঞ্চারহেতু কাতর চিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ (১৯)

১৭। উঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা বলিলেন – হে সখে শ্রীকৃষ্ণ! এটি পক্ষী নহে, পরন্তু আমাদের সকলকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই যেন কোন মহাদাম্ভিক দানব বকের আকার ধারণ করিয়াছে। সেই হেতু এস্থান হইতে পলায়নই আমাদের মঙ্গলজনক হইবে। অথবা, ইহার শরীরটি কৈলাসপর্বতের শৃঙ্গ অপেক্ষাও সুদীর্ঘ, আর চঞ্চুপুট তদপেক্ষাও সুদীর্ঘতর বলিয়া ইহার নিকট হইতে পলায়নই বা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তখন তাঁহাদের এইরূপ বিচার-বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল লোকের অভয়-দাতা, নিখিল ভুবনের একমাত্র বন্ধু, অনন্ত অকপট করুণারাশির অদ্বিতীয় মহাসিন্ধু, অব্যাহতমহাপ্রভাব-শালী, অব্যয় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রাণসম সহচরগণের প্রতি 'তোমরা প্রাণরক্ষাবিষয়ে আশঙ্কা করিওনা' এইরূপ হাস্যমিশ্রিত সুমধুর মনোমুগ্ধ বাক্য উচ্চারণপূর্বক ভঙ্গীবিশেষের সহিত তাহার দিকে অগ্রসর হইলে, দেবগণের অনিষ্টকারী, ভীষণচঞ্চুযুক্ত, অতিসাহসী সেই দুরাত্মা সহসা উড়িয়া আসিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণের দৃষ্টির সম্মুখেই তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল ॥ (২০)

দেবগণের দৃষ্টির সম্মুখেই তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল ॥২০॥

১৮। অনন্তর শ্রীবলদেব ও সহচরগণ সকলে ইহা নিজেদের
উপায়হীন মহাবিপদ্ মনে করিয়া হাহাকারের সহিত
অতিপ্রবল ক্লেশজনক পীড়া বোধ করিয়াছিল
এবং স্বর্গস্থিত দেবতাপ্রভৃতিও "অহো! কী কষ্ট!"
এই বলিয়া মহাসম্ভ্রমবশতঃ জ্ঞান হারাইয়া মোহ প্রাপ্ত
হইলেন। তখন উষ্ট্র যেরূপ ভ্রমবশতঃ গিলিত
নবীন অগ্নিপল্লবকে পীড়াজনক বোধ করিয়া বমন
করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় পীড়া
দান করিয়া বকরূপী দানবের তালুদেশ দহন
করিতে আরম্ভ করিলে সে প্রবলভাবে গলদেশের
আকুঞ্চন ও প্রসারণহেতু বিহ্বল ও সভয়ে
পক্ষদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে কাতর হইয়া
অতিবেগে গলদেশ ও চঞ্চুপুট বিস্তৃত করিয়া
তৎক্ষণাৎই নির্গমনোদ্যত প্রাণের সহিতই যেন
তাঁহাকে বাহিরে বমন করিয়া ফেলিল ॥(২১)

১৯। তৎকালে উক্ত দানবের মুখ হইতে বহির্গত
হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত চন্দ্র-
মণ্ডলের ন্যায়, প্রগাঢ় মেঘমালার অভ্যন্তর হইতে

নির্গত। দিবাকরের ন্যায়, গিরিগহ্বর হইতে বহির্গত
সিংহশাবকের ন্যায় এবং অতিভীষণ তমঃসঙ্কুল সংসার-
কূপ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বীয় ভক্তজনের ন্যায়,
উক্ত অসুরের গলদেশ-নিঃসৃত ক্লেদযুক্ত (বসন ভূষণ ছিন্ন) হইয়া অতিশয়
শোভা ধারণ পূর্বক অতিমধুর ও প্রণয়নম্রিত কণ্ঠে
"তোমরা ভয় করিও না" এই বলিয়া সহচরগণের মূর্চ্ছা-
ভঙ্গ করিলেন। এই সময়ে সেই বকরূপী দানব পুনরায়
আক্রোশভরে চঞ্চুপুটের আঘাত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পীড়া-
দান করিবার নিমিত্ত তদাভিমুখে উপস্থিত হইলে তিনি হাস্য সহকারে
বাম করকমলের কলিকা দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধ চঞ্চুপুট এবং
দক্ষিণ করকমল কোষ দ্বারা নিম্ন চঞ্চুপুট ধারণ পূর্বক,
সহচর বালকগণের দুঃখ ও শোকের সহিত, সন্তাপভারগ্রস্ত
দেবগণের অন্তঃকরণের ভয়ের সহিত এবং প্রবল দৈত্যসভার
বিষাদোৎকর্ষের সহিত সহসা অনায়াসেই বীরণ-তৃণের
(বেনা-ঘাসের) ন্যায় তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন।
তৎকালে তাহার দেহ হইতে প্রবল বেগে নির্গত রুধির ধারায়
ধরাতল প্লাবিত হইয়াছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন
নাড়ীসমূহ ও মেদধারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

অবহেলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গিরিশৃঙ্গযুগলের ন্যায় তাহার
দেহখণ্ডদ্বয়কে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ।। (২২)

২৩। অতঃপর উক্ত দেহখণ্ড দুইটির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই
হর্ষোন্মত্ত দেবগণ কর্তৃক বর্ষিত নন্দনকাননের পুষ্পরাশি
তথায় ~~বর্ষিত~~ পতিত হইয়াছিল। উক্ত পুষ্পরাশির সহিত পতিত
দেবতরুনিবাসী ভ্রমরগণকে স্বর্গলোকের হর্ষজনিত,
কজ্জলমিশ্রিত নয়নজলধারা বলিয়া মনে হইতেছিল।
চতুর্দিকে গন্ধর্ব ও কিন্নর-বধূগণ হর্ষভরে নৃত্য করিতে
লাগিল। সর্বত্র নির্ভয়ে বাদিত দুন্দুভিসমূহের শব্দ
উত্থিত হইলে তাদৃশ ব্যাপারকে আশ্চর্যজনক মনে
করিয়া মনু কর্তৃক আহূত মুনিগণও বিবিধ স্তব-স্তুতি ~~স্তোত্র~~
~~বিস্তার~~ করিয়াছিলেন ।। (২৩)

২৪। এদিকে অতিহৃষ্টচিত্ত সহচরগণ একে একে
গজেন্দ্রগামী ও নিজ-নিজ-হৃদয়ের অধীশ্বর বনবিহারী
শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক যেন নবজীবন লাভ
করিলেন। অতঃপর উঁহারা দিনের অবসান লক্ষ্য করিয়া
অন্য দিবসের ন্যায় বৎসগণকে (আহ্বানদ্বারা) একত্র করিয়া মনোহর
করতলে কদম্বকন্দুকধারী ও পরমসৌভাগ্যশালী
প্রিয়সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত গৃহে আসিয়া

ব্রজেশ্বরীর নিকটে সেই বকবধের কথা নিবেদন
করিয়াছিলেন। তৎকালে উৎকণ্ঠাবশতঃ উক্ত বর্ণনীয়
বিষয়টি পূর্ব হইতেই তাঁহাদের কণ্ঠাগ্রে অবস্থান
করিলেও তাঁহারা অতিশীঘ্র আগমনজনিত পরিশ্রম-
হেতু অতিধীর ও মধুর ভাবেই উহার বর্ণনা করিয়া-
ছিলেন ॥ (২৪)

২২। জননি! ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কোন কৌতুকই
সম্ভবপর হয় না। অদ্য আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণ নিজ-
ভুজযুগলের বিক্রম প্রকাশপূর্বক যেভাবে শত্রুকে আক্রমণ
করিয়াছিলেন, উহা ভূতলে কাহাকেই বা বিস্ময়প্রসু
না করে? ॥ (২৫)

(অদ্ভুত)

২৩। হে পুণ্যবতি! তৎকালে তীক্ষ্ণচঞ্চুযুক্ত ও পর্বততুল্য বিশালদেহ
বকাসুর স্বগর্বে স্ফীত হইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায়
আমাদের সকলকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে
আপনার এই কোমলকায় বালক তৎক্ষণাৎ সেই কুটিল-
গামী রিপুকে স্বীয় করকমলযুগলদ্বারা মনোহর
ভঙ্গীসহকারেই বীরণতৃণের ন্যায় বিদারিত করিয়া-
ছিলেন॥ (২৬)

২৪। শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বৎসপালকগণের মুখে

শ্রুতিমূলের কৌতুকজনক, অথচ ভয়ঙ্কর এবং উভয় অবস্থায়ই বিস্ময়হেতু মৃদুহাস্যজনক তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সমুদায় পুরমহিলাগণের সহিত এরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ (২৭)

অহো — অহং (আমি) যদর্থং (যে নিমিত্ত) মহাবনায়-স্থিতিং (বৃহদ্বনে বাস করা) অত্যাক্ষম্ (পরিত্যাগ করিয়াছিলাম), বত (হায়! [এখানেও]) তৎ এতৎ (সেই) অতিভীতিদং (অতিভয়ঙ্কর) দিতিজকৃত্যং (দৈত্যগণের উৎপাত) উন্মীলতি (প্রকাশ পাইতেছে); অয়ং (আমার এই বালকও) পরমচঞ্চলঃ (অতিচপল) [ও] পরমসাহসঃ (দুঃসাহসী) অসাধ্বসঃ (ও ভয়হীন, [এমতাবস্থায় আমি]) ক যামি (কোথায় যাইব? [অথবা]) কিং করবাণি (কীই বা করিব)? হতবিধেঃ ঈহিতং (দুর্দৈবের যে কীরূপ বিলাস, তাহা) ন বোদ্মি (বুঝিতে পারি না)!॥৪॥ (২৮)

২৯। জননী এই বলিয়া অনন্তর চিন্তা করিয়া অপর দিবসের ন্যায় বালকগণকে নিজ-নিজ-গৃহে প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সময়োচিত অভ্যঙ্গ ও উদ্বর্তনাদি কার্য করাইয়া স্নেহবশতঃ সায়ংকালীন আহার প্রদানপূর্বক বলিলেন—

'হে বৎস! ইহার পর তুমি আর বনে যাইও না, গৃহেই
বয়োবৃদ্ধ গোরক্ষকের অবসর বিরামলাভ করুক অর্থাৎ আর
থাকিও; তোমার আর বৎসরক্ষণের প্রয়োজন নাই।
তোমার নিমিত্ত অনেক লোক রহিয়াছে; সুতরাং তোমার
এ বিষয়ে প্রয়াস করিবার প্রয়োজন কি?' তখন বালক শ্রীকৃষ্ণ
মাতার এইরূপ লৌকিক-নীতিমূলক বাক্য শ্রবণ করিয়া
বলিলেন — 'হে মাতঃ! আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই;
ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলিতেছে; অতএব আপনি
চিন্তা করিবেন না।' এই বলিয়া সেই লীলাময় বালক
নিদ্রার অভিনয় করিলে মাতা তাঁহাকে বহুমূল্য শয্যায়
শয়ন করাইয়া লালন করিতে করিতে নিদ্রিত করাইয়া-
ছিলেন ॥ (২৭)

২৮। যদিও বিবিধ মনোহর চরিতশালী ও অনন্ত লীলার
প্রকাশক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান্ আনন্দময় নিত্যকিশোর-
রূপেই চিরকাল নির্বিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার
নিত্যলীলাময় স্বরূপ কল্পতরুর বিবিধ ফলস্বরূপ তদীয়
বাল্যাদি চরিত বিরুদ্ধই হয়, তথাপি তাদৃশী লীলার অনুরোধে তাঁহার পরমৈশ্বর্য
আবৃত হইলে বাৎসল্যাদি রসের পরিপোষক পরম
ঐশ্বর্যের প্রভাবেই তাদৃশ মনোহর বাল্যাদি লীলার
আবির্ভাব হয়। আর, সকল ভাবের পরিপোষক,

সচ্চিদানন্দঘন নিত্যকৈশোর সত্ত্বেই, নিজ-নিজ বাসনায় প্রতিষ্ঠিত বিবিধ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই সেই নিত্যকিশোর বিগ্রহের মধ্যেই অদ্ভুত বাল্যাদি ভাবের স্ফূর্তি লাভ হয়। বস্তুতঃ তাঁহার বাল্যাদি দশাও কালবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; পরন্তু তাঁহার অচিন্ত্য বৈভবময় সত্তার মধ্যে সেই বাল্যাদি ভাবও তর্কের অতীত নিত্যরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় মুরলী বাদন অভ্যাস করিতে করিতে মধুর সঙ্গীতোচিত অতি প্রশংসনীয় ~~[illegible]~~ বেণুবাদ্যে সুনিপুণ হইয়া ব্রজপুরমহিলাগণের বিস্ময় বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ (৩০)

২৭। তৎকালে সেই পুরমহিলাগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া—

যদা (যে সময়ে), স্বজননীজনকোপকণ্ঠে (জনক ও জননীর সম্মুখে) 'হে তাত শ্রীকৃষ্ণ (হে বৎস শ্রীকৃষ্ণ!) তব (তোমার) এতৎ যৎ (এই যে) অধরোষ্ঠপুটং (অধর ও ওষ্ঠ) মাতৃকুচ-চুচুক-চুম্বনে অপি (মাতার স্তনের অগ্রভাগ চুম্বন করিতেও) অলং ন আসীৎ (সমর্থ হইত না), অদ্য (আজ) কতিপয়েষু দিনেষু (কয়েক দিবসের মধ্যেই) তে (তোমার) তেন

(সেই অম্বর ও ওষ্ঠে) অকস্মাৎ (অকস্মাৎ) কস্মাৎ গুরোঃ
(কোন্ গুরুর নিকট হইতে) কলবেণুপাঠঃ (মধুর বেণুবাদন)
অধিগতঃ (শিক্ষা করিল)? হে ললন! (হে বৎস! [আমি])
তব (তোমার) মুখস্য (এই মুখের) নির্মঞ্ছনং নয়ামি
(নির্মঞ্ছন করিতেছি), পুনঃ (পুনরায়) বেণুং বাদয়
বাদয়' (বেণু বাদ্য কর') ইতি ঊচুঃ (এইরূপ বলিতে
আরম্ভ করিতেন); অথ তদা (অতঃপর তৎক্ষণাৎই [শ্রীকৃষ্ণ]) তং
বাদয়ন্ (সেই বেণু বাদন করিয়া [তাঁহাদিগকে])
সরসীকরোতি (সন্তুষ্ট করিতেন)॥ ৫৭ ৬॥ (৩১৭৩২)

২৮। তৎকালে বাক্য ও মনের সীমার অতীত, বনমালা বিভূষিত,
তমালবর্ণ বালক শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়া
নানাকেশরের রেণুচর্চ্চিত ভ্রমরের ন্যায় শোভা
ধারণ করিতেন। অবস্থায় বন্য করিশাবকের
ন্যায় বিলাসশীল সেই বকারিপুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত
প্রতিদিনই ব্রহ্মা ও শঙ্কর সহ নিখিল দেবগণ
আ কালে সমবেত হইতেন॥ (৩৩)

২৯। এইরূপে দিন অতিবাহিত হইলে কোন একদিন
কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জননীকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন— 'মাতঃ! অদ্য

আমার আনন্দজনক বনভোজনের ইচ্ছা হইয়াছে; সেইহেতু
আজ আর পূর্ব্বে আহার করিব না। মঙ্গলময়ী আপনি
আমার এই বাক্যের অন্যথা করিবেন না।" তখন মাতা
পুত্রের এই বাক্য নীতিবিরুদ্ধ মনে করিয়া অতিমধুর
"না, না" এইরূপে নিষেধ করিলে, ললাটভাগে
অলকরাজিবিভূষিত ও নিজকান্তিদ্বারা অন্ধকারনাশক
সেই লীলাময় বালক স্বীয় ইচ্ছার ব্যাঘাত লক্ষ্য
করিয়া পুনরায় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল একান্ত
আগ্রহযুক্ত নম্রবাক্যে বারম্বার প্রার্থনাসহকারে
মাতাকে এবিষয়ে সম্মত করাইয়াছিলেন ॥ (৩৪)

৩৫। অনন্তর শ্রীবলদেব উচ্চস্বরে শৃঙ্গধ্বনি করিলে সত্বরই
সহচর বালকগণ নিজ-নিজ-গৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
সমবেত হইলেন। তখন ত্রিলোকের মঙ্গলদাতা শ্রীকৃষ্ণ "হে জননি! আপনি
সকল লোকের হর্ষজনক ভোজ্যসমূহ প্রদান করুন"
এইরূপ প্রার্থনা করিলে জননী তাঁহাদের নিকটে
বনভোজনের উপযুক্ত ভোজ্যসমূহ লইয়া আসিলেন।
ঐ সকল ভোজ্যসমূহ নূতন প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে
দধিসমুদ্রের বিচিত্র কর্দমপিণ্ডের ন্যায় দধি, চন্দ্র-
মণ্ডলের অংশ সদৃশ মনোরম নবনীতপিণ্ড, ক্ষীর-

সমুদ্রের ফেনার ন্যায় শুভ্র দুগ্ধের সর, নয়নানন্দজনক পাঁপড় ও বড়া, সুরস ও সুগন্ধি বহুমূল্য শষ্কুলী অর্থাৎ পাপর, শুভ্র হিমখণ্ডের ন্যায় আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা, দেবগণেরও নয়নের আমোদজনক মোদক, পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় পূপ অর্থাৎ পুরী, অবিগলিত করকা অর্থাৎ কঠিন শিলাখণ্ডের ন্যায় মিশ্রীর খণ্ডসমূহ, অতিসুগন্ধি, পবিত্র ও আনন্দজনক দধিযুক্ত অন্ন, অমৃতাধিক মাধুর্য-সম্পন্ন, কর্পূরসৌরভযুক্ত দুগ্ধমিশ্রিত মিষ্টকসমূহ, পরিপাকে ঘনীভূত জ্যোৎস্নারাশির সারসদৃশ পরমান্নরাশি, সুরস ও সুগন্ধি আচারসমূহ – ইহাদের সমস্তই মাতার বাৎসল্য-রসের ন্যায় অপরিমিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অতি উপাদেয় পেয়, অচিন্তনীয় লেহ্য, নয়নানন্দজনক চর্ব্য ও অনিন্দনীয় চূষ্য – এইরূপ চতুর্বিধ ভোজ্য বস্তুই বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত ছিল। ইহাদের সমস্তই মাতার স্বহস্তে প্রস্তুত, পরিমাণে প্রচুর, স্বরূপতঃ উপাদেয়, হিতকর, অন্যত্র দুর্লভ এবং বহুলোকের বহনযোগ্য হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল ভোজ্য বস্তু দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত সহচরগণকে

সম্বোধন পূর্বক — "হে সখাগণ! তোমরা প্রমাদ অর্থাৎ অনবধান ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ সাবধানে বনভোজনের নিমিত্ত এই সকল ভোজ্য বস্তু লইয়া চল।" এইরূপ প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিলে তাঁহারা সকলেই অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে সমস্ত দ্রব্যই বহন করিতে উদ্যত হওয়ায় কোটি কন্দর্পের পরাভবকারী পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন — "ইহাদের মধ্যে যে সকল ভোজ্য বস্তু অত্যাগত ভুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ের ন্যায় রসহীন অর্থাৎ শুষ্ক প্রায়শঃ কঠিন, বৎসগণের পশ্চাদ্ভাগে বাঁধিত হইবার সময়েও খসিয়া পড়িয়া যাইবে না, ঐ সকল দ্রব্যই তোমরা লইয়া চল।" এমন কথা শুনিয়া তাঁহারা নিজেদের মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য যথোচিতভাবে ভাগ করিয়া লইলে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য হেতু ঐ সকল ভোজ্য বস্তু প্রচুর হইলেও অল্প প্রমাণই হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া সখা হাসিতে হাসিতে অবশিষ্ট দ্রব্যসমূহও তাঁহাদের নিকটে লইয়া আসিলেন বা পৌঁছাইয়া দিলেন।। (৩৫)

৩৬। অনন্তর তাঁহারা ঐ সকল ভোজ্য বস্তুও যথোচিতরূপে ভাগ করিয়া নিজ নিজ-ভারবহন দণ্ডের সহিত আবদ্ধ শিক্য (শিকা) সমূহের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র সকলে স্থাপন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, পথে

শ্রীব্রজেশ্বরী যথোপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত বালক
শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বেণু ও বনমালাদিদ্বারা বিশেষ রূপে
সজ্জিত করিয়া পুরমহিলাগণের সঙ্গে কিয়দ্দূর তাঁহাদের
অনুগমন করিলেন। তৎকালে স্নেহবিগলিত স্তনদুগ্ধের
ক্ষরণধারা দ্বারা তাঁহার গাত্র কঞ্চুকের প্রান্তভাগ
পরিসিক্ত হইল। তৎকালে বলদেব কোন কারণবশতঃ
গৃহেই অবস্থান করিলে, শ্রীকৃষ্ণের ও সহচরগণের
আনীত বৎসগণ অগ্রে চলিতে লাগিল এবং তাহাদের
পশ্চাৎ প্রথমতঃ কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাতে সহচর-
গণ চলিতে আরম্ভ করিলে মাতা
তৎকালীন সেই পরম অলৌকিক রমনীয়ভাব
দর্শন করিয়াছিলেন ॥ (৩৬)

তাহা এইরূপ —

[তৎকালে] কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বামে (বাম) করকিশলয়ে
(করপল্লবে) বেণুং (বেণু), দক্ষিণে (দক্ষিণহস্তে)
চারুযষ্টিং (মনোরম যষ্টি), কক্ষে (কক্ষতলে) বেত্রং
(বেত্র [এবং]) দলবিরচিতং (পত্ররচিত) অদ্ভুতং
শৃঙ্গং চ (বিচিত্র শৃঙ্গ), চিকুরনিকরে (কেশরাশির
উপরে) বর্হোত্তংসং (ময়ূরপুচ্ছরচিত শিরোভূষণ),

বল্গুকপোলকণ্ঠে (মনোহর গলদেশের প্রান্তভাগে)
মুক্তাহারং (মুক্তাফলের হার [ ]) কর্ণয়োঃ
(কর্ণদ্বয়ে) চারু (মনোহর) কুবলয়যুগং (কুবলয়দ্বয়)
বিভ্রৎ (ধারণপূর্বক), সদ্রত্নালঙ্করণনিকরেষু (উত্তম
রত্নালঙ্কার সমূহের প্রতি) অবহেলাং (অবজ্ঞা)
আদর্শান: (প্রকাশ সহকারে) ~~[illegible]~~ বৎসপালনানুকৃত্যা
(বৎসপালগণের অনুকরণে) বন্যাকল্পৈ (বন্য সজ্জায়)
বিরচিতরুচিঃ (শোভিলাশী হইয়া) উল্লসদ্বৈজয়ন্তী-
মালঃ (বৈজয়ন্তী মালার উল্লাসে সুশোভিত [ ])
শ্রীরঞ্জিতলসদুরোভিত্তিঃ (বক্ষঃস্থলে স্বর্ণবর্ণরেখা-
কারিণী লক্ষ্মীদ্বারা রঞ্জিত হইয়া) ব্রজশিশুজনস্য
(ব্রজবালকগণের) অগ্রে ধাবন্ (অগ্রভাগে দ্রুত-
বেগে চলিতে চলিতে) আভাতি (অতিশয়
শোভা ~~[illegible]~~ বিস্তার করিয়াছিলেন)॥৭৮॥ (৩৭৬)
[তৎকালে] শিশূনাং (ব্রজবালকগণের) অংসে
(স্কন্ধদেশে) চারু বিহাঙ্গিকাগ্রাবিলম্বিশিক্যস্থ ভাণ্ডোদনাঃ
(মনোহর ভারবহনদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত শিক্যার মধ্যে
ভোজ্যদ্রব্যের পাত্রসমূহ), কক্ষে (কক্ষতলে) বেণু-বিষাণ-
পত্রমুরলী-শৃঙ্গাণি (বেণু, বিষাণ, পত্ররচিত মুরলী ও শৃঙ্গ),

করে (হস্তে) যষ্টিঃ (যষ্টি), মৌলৌ (মস্তকে) গুঞ্জোত্তংস-
ময়ূরপিচ্ছরচনা (গুঞ্জা ও ময়ূরপুচ্ছ-রচিত শিরোভূষণ),
গলে (গলদেশে) মৌক্তিকঃ হারঃ (মুক্তার হার
[ও]) শ্রোণিতটে (কটিদেশে) ধটী (ক্ষুদ্র বস্ত্র),
ইতি (এইরূপ) মধুরঃ বেশঃ (সুন্দর বেশ) বভৌ
(শোভা পাইতেছিল)॥ ৯॥ (৩৯)

যদ্যপি (যদিও) অমীষাং (এই বালকগণের) কেয়ূরে
(কেয়ূরযুগল), বলয়ানি (বলয়-সমূহ), কিঙ্কিণীঘণ্টা
(কিঙ্কিণীশ্রেণি), হারাবলী (হারসমূহ), কুণ্ডলে
(কুণ্ডলদ্বয়), মঞ্জীরে (নূপুরযুগল [ও]) স্বর্ণতুন্দ-
বন্ধলতিকা (স্বর্ণময় উদরবন্ধ অর্থাৎ তাগা) বভুঃ
([এই সকল অলঙ্কার] বিশেষরূপেই শোভা পাইতেছিল),
তথাপি (তথাপি) তত্র (তৎকালে) তেষাং (তাঁহাদের)
বৎসক-রক্ষণোচিতবনাকল্পে (বৎসরক্ষণের উপযোগী
বন বেশের প্রতি) যথা (যেরূপ) কামং লালসঃ
(প্রভূত লালসা হইয়াছিল), মাতৃরচিতাকল্পেষু
(নিজ-নিজ জননীকর্তৃক রচিত ঐ সকল রত্নালঙ্কার-
সমূহের প্রতি [সেরূপ]) গ্রহঃ (আগ্রহের)
ন আসীৎ (উদয় হয় নাই)॥ ১০॥ (৪০)

৩২। এইরূপে শ্রীব্রজেশ্বরী চিত্তের অতিশয় কৌতূহল-সহকারে পশ্চাদ্ দিকে গ্রীবা বক্র করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে, বালকগণ খেলা-কৌতুকে অতি দূরে চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে নিজ-গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥(৪১)

৩৩। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে সম্মুখভাগে পরিচালনা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, তাদৃশ অতুলনীয় কৌতুক-নিরীক্ষণের নিমিত্ত পরমবৃদ্ধ ও সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মারও বিবিধ বৈভব-চরিত প্রকাশ পাইতেছিল। আর, মেঘদর্শনজনিত আনন্দবশতঃ ময়ূরের ন্যায় ও সূর্যদর্শনে পদ্মবনের ন্যায়— আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীশঙ্করের চিত্তেও এরূপ উৎকণ্ঠারই উদয় হইল যে, তৎকালে তাঁহারা উভয়েই আকাশতলে চিত্রাঙ্কিত মূর্তির ন্যায় নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় কৌতুকলালসাযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা আর কি বলিব? (৪২)

৩৪। তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বাগ্রে চলিতে আরম্ভ করিলে অনুচর বালকগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিবার

পান করিয়া প্রতিযোগিতাসহকারে ছুটিয়া যাইয়া,
~~পরস্পর~~ 'আমিই অগ্রে ইহাকে স্পর্শ করিয়াছি' —
পরস্পর এইরূপ বিবাদের সহিত একে অপরকে
পরাজয় করিবার নিমিত্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকেই সাক্ষী
স্থির করিয়াছিলেন, তখন তিনি হাস্যসুধাদ্বারা
দন্তরাজি ও পবিত্রধেয় বদনকে উজ্জ্বল করিয়া এবং
দন্তকিরণরাজিদ্বারা চতুর্দিকে শ্বেতশোভা বিস্তারপূর্বক
সহচরগণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন যে,
'এবিষয়ে তোমাদের পৌর্বাপর্য বিচার করিবার
কিছুই নাই; পরন্তু তোমরা সকলে একস্থানে একসঙ্গেই
আমাকে লাভ করিয়াছ'॥ (৪৩)

৩৩। অনন্তর প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের ও
ধ্যানের অতীত দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণ জ্যোৎস্নাযামিনীর
পশ্চাদ্বর্তী চঞ্চল মেঘখণ্ডের ন্যায় সেই বৎসগণের
পশ্চাদ্ভাগে চলিতে আরম্ভ করিলে সেই বালক-
গণের মধ্যে পরস্পর মনোরম খেলা ~~তৈরি নিমিত্ত~~
আরম্ভ হইয়াছিল॥ (৪৪)

[তৎকালে] কেচিৎ (কেহ) কস্য (কাহারও) শিক্যং
হরন্তি (শিকা বা শিঁকা চুরি করিতেছিলেন);

অপরে (অপর কেহ) কেশাৎ করাৎ (সেই অপহরণ-
কারীর হস্ত হইতে) মুষ্ণন্তি (আবার তাহা চুরি করিতে-
ছিলেন); অন্যে (অন্য কেহ আবার) তৎ (তাহা)
ততঃ সংকৃষ্য (সেই দ্বিতীয় অপহরণকারীর নিকট
হইতে কাড়িয়া লইয়া) তৎস্বামিনে (শিকার মালিকের
নিকটেই) প্রতিপাদয়ন্তি (অর্পণ করিতে লাগিলেন);
অন্যে অপি (অন্যান্য কেহ কেহ) ভক্ষ্যৈঃ ([অপরের]
ভোজ্য বস্তুর সহিত) নিজং ভক্ষ্যং (নিজ ভোজ্য বস্তুর)
চক্রিতং (সত্বর) পরিবর্তয়ন্তি (পরিবর্তন করিলে
[এবং]) তেন দূষ্টে (উক্ত ভোজ্য বস্তুর মালিক তাহা
দেখিয়া ফেলিলে) বিলাসালসাঃ (অতিশয় বিলাস-
ভরে) লসদ্ধাসং (হাসিতে হাসিতে) পুনঃ দদাতি অপি
(পুনরায় তাহা ফিরাইয়া দিতেছিলেন)॥১১॥ (৪৫)
এইরূপ — কশ্চিৎ (কেহ) কস্য চ (কাহারও) যষ্টিকাং
(যষ্টি), অপরঃ (কেহ) অন্যস্য (অপর কাহারও) বেণুং
(বংশী), কঃ অপি (কেহ বা) কস্য চ (কাহারও) শৃঙ্গং
(শিঙ্গা), পরঃ কস্য চ (এবং অপর কেহ বা কাহারও)
কণ্ঠতঃ (গলদেশ হইতে) গুঞ্জা স্রজং (গুঞ্জা মালা)
অপহরতি (অপহরণ করিতে লাগিলেন; [আবার])

কঃ অপি (কেহ) তস্মাৎ (সেই প্রথম অপহরণকারীর
নিকট হইতে), কশ্চন (কেহ বা আবার) ততঃ চ
(তাঁহার নিকট হইতে [এবং]) কঃ অপি (আর কেহ বা)
ততঃ (তাঁহার নিকট হইতেও [তাহা অপহরণ করিতে
আরম্ভ করিলেন]); ইতি (এইরূপ) চৌর্যসংসবে
(চৌর্য-উৎসবে) তৎক্ষণাৎ দূরস্থে ([প্রথমতঃ অপরের
দ্রব্য মনে করিয়া অপহরণের পর] তৎক্ষণেই তাহা
নিজের বলিয়া দেখা গেলে) যৎ (যে বস্তু) যস্য
(যাঁহার) নিজং স্যাৎ (নিজের ছিল), সঃ (তিনি) তৎ
এব (তাহাই) লভতে (পুনরায় লাভ করিলেন)॥১২॥ (৪৬)

তত্র এইরূপে তাঁহারা খেলা করিতে করিতে কিয়দ্দূর
অগ্রসর হইয়াছিলেন; তৎকালে বৎসগণ নূতন তৃণাঙ্কুর-
রাজি ভক্ষণ করিয়া অতিশয় তৃপ্তি সহকারে ক্ষণকাল
বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে বালকগণও কোন
একটি মনোহর বৃক্ষতলে নিজ-নিজ-ভার বহন দণ্ড-
প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী স্থাপন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের
পরিতোষ ও হাস্য সৎকার করিয়া অন্য খেলা
আরম্ভ করিলেন॥ (৪৭)

কেচিৎ (কেহ কেহ) আরাৎ (নিকটে) মদকলালিতং

(মদমত্ত রবকারী ময়ূরটিকে) নৃত্যন্তং বীক্ষ্য (নৃত্য করিতে দেখিয়া)
তদ্বৎ নৃত্যন্তি (তাহারই মত নৃত্য করিতে লাগিলেন);
কেচিৎ (কেহ কেহ) বাপ্যাদিকচ্ছে (সরোবর প্রভৃতির
উন্নত তীরে) বকং অনু (বক পক্ষীকে দেখিয়া) স ইব
(তাহার ন্যায়) আকুঞ্চিতাঙ্গং (অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করিয়া)
বসন্তি (বসিয়া রহিলেন); একে (কেহ কেহ) ভেকৈঃ
সার্দ্ধং (ভেকের সহিত) দূরং (অনেক দূর পর্যন্ত)
উৎপ্লুত্য (উল্লম্ফন করিয়া) পয়সি (জলে)
পরিপতন্তি (পড়িতে লাগিলেন; [আবার]) কেচিৎ
(কেহ কেহ) নভসি (আকাশমণ্ডলে) ইতঃ ততঃ (ইতস্ততঃ)
বিহরতাং (বিচরণরত) অণ্ডজানাং (পক্ষিগণের) ছায়াং
ধাবন্তি (ছায়ার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন)॥১৩॥ (৪৩)
কেচিৎ (কেহ কেহ) শাখামৃগাণাং (বানরগণের)
বদনং অনু (মুখের দিকে তাকাইয়া) মুখস্য অতি-
বৈকৃত্যপূর্ব্বং (নিজের মুখ অতিশয় বিকৃত করিয়া)
তান্ (তাহাদিগকে) উচ্চৈঃ ভীষয়ন্তে (অতিশয় ভয়
দেখাইতেছিলেন); ধৃতপুচ্ছাঃ (আর, তাহাদের
লাঙ্গুল ধরিয়া) তদাকর্ষণং (তাহাদিগকে আকর্ষণ)
বিদধতি চ (করিয়াছিলেন; [আবার]) অন্যে অপি

(কখনও বা) তৈঃ সহ (তাহাদের সহিত) দ্রুমাগ্রং
(বৃক্ষের অগ্রভাগে) আরোহন্তি (আরোহণ করিয়া)
তৈঃ সমং (তাহাদের সহিতই) প্লবন্তে চ (লম্ফ প্রদান
করিতেছিলেন); কেচিৎ (কেহ কেহ) গায়ন্তি (গান
করিতে লাগিলেন); কতমে (কেহ কেহ) লঘু (দ্রুত)
নৃত্যন্তি অপি (নৃত্য করিতে লাগিলেন [এবং]) কে অপি
(কেহ কেহ) তান্ তান্ (তাহাদিগকে) হসন্তি (উপহাস
করিতেছিলেন)॥ ১৪॥ (৪৯)
কশ্চিৎ (কেহ) রাজা (রাজা), কতমঃ (কেহ)
তস্য মন্ত্রী (তাঁহার মন্ত্রী), তথা (এইরূপ) অন্যঃ
(অপর কেহ) দণ্ডস্বামী (শাসনকর্তা), অপরে কতিচিৎ
(অন্য কতিপয়) সামন্তবর্গাঃ (সামন্ত বর্গ [এবং]) কশ্চিৎ
(কেহ বা) চৌরঃ ভবতি (চোর হইলেন); হন্ত (অহো!)
কতমঃ (কেহ বা) অথ (অতঃপর) তং (সেই চোরকে)
রাজ্ঞঃ (রাজার) অভ্যাসম্ আনীয় (নিকটে আনিয়া)
ক্রুদ্ধঃ (ক্রোধের সহিত) বিজ্ঞপয়তি ([উহার কার্য
রাজাকে] নিবেদন করিলে) সঃ চ (রাজা) তচ্ছাসনাজ্ঞাং বিধত্তে
(তাহার দণ্ডের আদেশ করিতেন)॥ ১৫॥ (৫০)
কৌনচিৎ (কোন দুষ্ট বালক) স্বেচ্ছায়মানো

(মেষদ্বয়ের ন্যায়) অতিশয়তরসা (অতি বেগে)
সোপসর্পাপসর্পৌ (একবার অগ্রসর ও একবার
পশ্চাৎপদ হইয়া) প্রমদকুতুকিনৌ (অতিশয়
মত্ততাসহকারে) নতেন মূর্ধ্না মূর্ধ্না (উভয়ের মস্তক
অবনত করিয়া) যুদ্ধশালৌ অভাতাং (যুদ্ধরত হইয়া-
ছিলেন)। কেচিৎ (কেহ কেহ) ব্যাঘ্রায়মানাঃ (ব্যাঘ্রের
ভার ধারণ করিয়া) কটুপটুরটনেন (অতি ঘোর
গর্জন দ্বারা) অপরান্ (অন্য সকলকে) ভীষয়ন্তে
(ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন; [আর]) কে অপি
(কেহ কেহ) পশ্চাৎ আগত্য (পশ্চাৎ দিক্ হইতে
আসিয়া) করাভ্যাং (দুই হাতে) কেষাঞ্চিৎ অপি
(অন্য কাহারও কাহারও) নেত্রে পিদধতে (চক্ষু দুইটি
আবৃত করিয়াছিলেন)॥১৬॥ (৫১)
~~সার্ধং~~ অমী (এই বালকগণ [তৎকালে]) বনভুবি (বনমধ্যে)
তেন সার্ধং (শ্রীকৃষ্ণের সহিত) রহঃ সঙ্গেন (নিভৃত স্থানে
মিলিত হইয়া), মহাসিংহশাবকোত্তমেন (মহা-
সিংহশাবকের সহিত মিলিত) সৈংহাঃ শিশবঃ ইব
(সিংহ শিশুগণের ন্যায়), প্রত্যগ্রোদগ্রদর্পপ্রমদকরি-
কলভেন (অভিনব উৎকর্ষশালী মত্ত করিশাবকের

সহিত) মত্তদ্বিপার্ভা: ইব (মত্ত করিশাবকগণের ন্যায়),
মূর্তানন্দেন (মূর্তিমান্ আনন্দের সহিত) মূর্তা: ইব
(প্রাণিগণের ন্যায় [এবং]) প্রাগল্ভ্যবালেন (প্রাগল্ভ্য
বালকের সহিত) প্রগল্ভা: বালা: ইব (প্রগল্ভ বালক-
গণের ন্যায়) কুতুকাৎ (কৌতুকবশত:) রভসরসা:
(হর্ষোন্মত্ত হইয়া) বিজহ্রু: (বিহার করিয়া-
ছিলেন) ।। ১৭।। (৫২)

৩৮। অতঃপর সকলেই পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া —
'অশ্বো ভো: ভ্রাতর: ('হে ভ্রাতৃগণ!) কৃষ্ণ: কিং
তরস্বী (কৃষ্ণই অধিক বেগবান্), বয়ং বা (অথবা
আমরাই [অধিক বেগবান্, তাহা]) জানীত'
(পরীক্ষা কর') ইতি উদীর্য (এইরূপ বলিয়া)
এতে (এই বালকগণ) ধাবন্ত: (দৌড়িতে দৌড়িতে)
আরাৎ (দূরে যাইয়া) ত্বরয়া যান্তং অপি (দ্রুত-
গতিযুক্ত) তং শ্রীকৃষ্ণং (সেই শ্রীকৃষ্ণকে) অতিচক্রমু:
(অতিক্রম করিয়াছিলেন) ।। ১৮।। (৫৩)

৩৯। এইরূপে সেই বালকগণ প্রকৃতির বা ব্রহ্মারও
ঊর্ধ্বলোকে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাকে
দৌড়িতে দৌড়িতে কিয়দ্দূরে মূর্তিমান্ অশ্ব অর্থাৎ

শাপের ন্যায় অঘ-নামক অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তৎকালে সেই অতিকায় ও ক্রূরচিত্ত অসুর মৃত্যুমুখে পতিত পূতনা ও বক — এই ভগিনী ও ভ্রাতার বিনাশহেতু অতিশয় ক্রোধযুক্ত লোকের আদেশবশত: শত্রুতার প্রতিশোধ-কামনায় সত্বর নিঃশব্দে তথায় পথমধ্যে উপস্থিত হইয়া ধরাতলে অধরদেশ এবং আকাশে ওষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া চরাচর গ্রাস করিতেই যেন উপক্রম করিলে তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণও ভয়াকুল হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ অজ্ঞবশত: তাহাকে দেখিয়া এরূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

তথা। অহো! এই গিরিগুহাটি কীরূপ বিচিত্র হইতেছে! ইহা ভাল করিয়া দেখিয়া ভ্রম দূর কর। ইহার শোভা-দর্শনে ধরাতলে কোন ব্যক্তিই বা বিস্ময়গ্রস্ত না হয়? মনে হয়, যেন একটি মহাসর্পই আলস্যবশত: মুখ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

~~বিবিধ ধাতুর কণাসমূহ নির্গত হইয়েছে।~~

৪০। মহাসর্পের তীক্ষ্ণ দন্তরাজির ন্যায় ইহার দুইদিকে
ভয় ও সন্তোষজনক শৃঙ্গসমূহ খিলানাকারে রহিয়াছে।
আর, মহাসর্পের যেরূপ দুইটি ভয়ঙ্কর জিহ্বা দেখা
যায়, ইহারও বাহিরে সেইরূপ দুইটি [illegible] লতা বায়ুদ্বারা
সঞ্চালিত হইতেছে ॥ ৫৬॥

৪১। মহাসর্পের উগ্র বিষরূপ অগ্নির কণাসমূহের
ন্যায় ইহার মধ্যভাগ হইতে নানারূপ ধাতুর কণা-
সমূহ নির্গত হইতেছে; আর, উহার ভয়ঙ্কর
তালুদেশের ন্যায় এই গিরিগুহার উপরিভাগে
কুঙ্কুমবিন্দুমণিময় প্রস্তররাজি শোভা পাইতেছে এবং
~~এইরূপ~~ মহাসর্পের কুণ্ডলিত শিরাসমূহের ন্যায়
নানাবিধ লতারাজি এই গিরিগুহার রন্ধ্রদেশ
আবরণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭॥

৪২। আর, এই গুহার উপরিভাগে দুইদিকে লোভী ~~পূর্ব~~
মহাসর্পের ~~সুন্দর~~ তীক্ষ্ণ নেত্রদ্বয়ের ন্যায় দুইটি পদ্মরাগমণি
শোভা পাইতেছে। ইহার প্রান্তভাগে মহাসর্পের
নিশ্বাসের ন্যায় বায়ুরাশি ~~উৎপন্ন হয়~~ নিকটস্থ বন-
প্রদেশকে কম্পিত করিতেছে। আর, মহাসর্পের

বিষাগ্নির ধূমসমূহের ধূম্রবর্ণ কান্তির ন্যায় এই গিরি-গুহা হইতেও মরকতমণিসমূহের দীপ্তিরাশি নির্গত হইতেছে। সেইহেতু মহাসর্পের মুখের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট এই গিরিগহ্বর কাহার চিত্তে ভয়ের সঞ্চার না করে? (৫৮)

৪৩। অতএব সম্প্রতি ইহার মধ্যে প্রবেশ করাই উচিত? এইরূপ স্থির করিয়াও পুনরায় সন্দেহ ও ভয়ার্তচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিলেন,— হে ভ্রাতৃগণ! সত্যই যদি ইহা মহাভয়ঙ্কর সর্পই হয়, তাহা হইলে আমাদের সকলশত্রুসংহারকারী প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের ন্যায় ইহাকেও বধ করিবেন এবং আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। এই বলিয়া তাঁহারা ভগবানের প্রতি বিশ্বাসহেতু আশ্বস্তচিত্তে করতালি দিতে দিতে, অগ্রসর হইলেন এবং কমলনয়ন ও সুন্দরবদন শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিবার পূর্বেই দেবশিশুগণের ন্যায় সেই বালকগণ উক্ত মহাসর্পের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।। (৫৯)

৪৪। তাঁহাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যখন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আর্তস্বরে উচ্চশব্দে স্বর্গলোকপর্যন্ত বিচলিত করিয়া — হে সখাগণ! ইহার মধ্যে প্রবেশ

করিতেন, ইহা একটি ভয়ঙ্কর সর্প!" এইরূপ নিষেধ বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই বালকগণও সেই মহাসর্পের মুখে প্রবেশ করিয়া বিষের জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণেই সকল ইন্দ্রিয়ের লয় অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সেই নিষেধ বাক্য আর কাহারই বা কর্ণগোচর হইবে? (৬০)

৪৫। এই সময়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল হইতে অশ্রু নির্গমনের উপক্রম হইলে তিনি অতিশয় করুণার্দ্র-চিত্তে হস্তচ্যুত নিধির ন্যায় উঁহাদের সম্বন্ধে অনু-শোচনা করিতে করিতে এককালেই তাঁহাদের রক্ষার ও শত্রুর বিনাশের উপায় নির্ণয়পূর্বক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত মহাসর্পের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিলেন ॥ (৬১)

৪৬। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত মহাসর্পের মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে— দিবি (স্বর্গলোকে) দিবিষদাং (দেবতাগণের) অনুতাপৈঃ (অনুতাপমূলক) হাহাকারঃ (হাহাকার) উচ্চচার (উত্থিত হইল [এবং]) অসুরপাংসদাং (অসুরমণ্ডলীর) সপ্রকর্ষৈঃ প্রহর্ষৈঃ (অতিশয় হর্ষজনিত) হী হী কারঃ (হী হী ধ্বনি [উত্থিত হইয়াছিল]); মানমঙ্ক:

([তখন] আত্মসম্মানে বিশ্বায় মগ্নশীল) যোগেশ্বর-পরিবৃঢ়:
(পরম যোগী স্বরেশ্বর [শ্রীকৃষ্ণ]) স্বয়ং (স্বয়ং) আতিহেল:
(অবলীলাক্রমে) তদ্দ্বয়স্য (সেই হাহাকার ও হীহী-
কারের) ব্যত্যয়েন যোগে (বৈপরীত্য-সাধন-বিষয়ে
[অর্থাৎ দেবতাগণের হর্ষমূলক 'হীহী'-ধ্বনির এবং অসুরগণের
বিষাদ জনিত 'হাহাকার' ধ্বনির সঞ্চারের নিমিত্ত]) মানসম্ উপদধে
(কৃতসঙ্কল্প হইলেন) ॥২৯॥ (৬২)

৪৭। এদিকে সেই চপলমতি মহাসর্প শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ
অপেক্ষা করিয়া নিজের বিনাশের নিমিত্তই যেন এতক্ষণ
মুখ বিস্তৃত করিয়াই অপেক্ষা করিতেছিল ॥ (৬৩)

৪৮। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে সেই গর্বোদ্ধত মহা-
মায়াবী নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া অতিসত্বর মুখ
আবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও
কৃতকার্য হইল না ॥ (৬৪)

৪৯। ভগবানের প্রতি যে কোনরূপ ভাবের সঞ্চার হইলে
উহা বিনষ্ট হয়না; এই হেতুই যেন তাহার অনুষ্ঠিত
মুখবিস্তার রূপ ভাবটিকেও সে আর দূর
করিতে পারিলনা ॥ (৬৫)

৫০। তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের গলদেশের অভ্যন্তরে

কীলের অর্থাৎ তীক্ষ্ণ লৌহশঙ্কুর ন্যায় সংলগ্ন হইয়া
অগ্নিশিখার ন্যায় নিজ তেজোদ্বারা দাহ উৎপাদন পূর্ব্বক তাহার
সংহারের উপযোগি রূপে কলাকৌশলের প্রভাবে নিজ
দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন এবং সকরুণ
অকুণ্ঠিত নয়নকোণের দৃষ্টিতরঙ্গ হইতে প্রবাহিত অমৃত-
ধারাদ্বারা সহচরগণকে জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার
এরূপ অশুচি স্থানে প্রবেশহেতু যতিগণের হৃদয়েও ঘৃণার জুগুপ্সা
করুণরসের সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু উক্ত অসুরের হৃদয়টি সদ্মুক্তি
লাভই করিয়াছিল। ঐ অবস্থায় মহামহিমশালী ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ তাহার দেহটিকে পক্কদশায় উপস্থিত কর্কটী
(কাঁকুড়) ফলের ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন॥ (৬৬)

৫১। এইরূপে দেবদ্বিদ্বেষী অঘাসুরের দেহটি বিদারিত
হইলে সূর্য্য বা চন্দ্রের একতরের ন্যায় তদীয় অত্যুজ্জ্বল
তেজোরাশি ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের
উচ্চারিত জগৎপাবন স্তবমালায় বিভূষিত বনমালী
শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া
আকাশ-সরোবর উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম করিয়াই
যেন নিরালম্বরূপেই লক্ষিত হইয়াছিল॥ (৬৭)

৫২। উক্ত মহাসর্পের সুদীর্ঘ ও পুষ্ট ফণাটি তাহার

১০৩৭

অদূল মরন্দদশায় চঞ্চল হইলে গিরিগহ্বরের লোম ভাঙ্গু
তদীয় মধ্যভাগ হইতে গিরির উদয়শৃঙ্গ হইতে
উদীয়মান সূর্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বহির্গমনের উপক্রম
করিলেই সেই বালকগণও জীবনলাভ করিয়া তাঁহাদের
প্রাণ নির্গমের পূর্বেই বহির্গত হইয়াছিলেন ।। (৬৮)

৬৯। অনন্তর শ্রীশঙ্করাদি কর্তৃক বন্দিত ভগবান্ স্বয়ং
বহির্গত হইলে দেবতা ও অসুর প্রভৃতির দৃষ্টির
সম্মুখেই সেই অসুরের তেজঃপুঞ্জ নবজলধরস্নিগ্ধ
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে লয় প্রাপ্ত হইল। অহো! সেই
মহাপ্রভাবশালী অসুরের চরিত আর কী বর্ণনা
করিব? যেহেতু সে প্রথমতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই
নিজ-দেহের মধ্যে ধারণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ংই
ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ।। (৬৯)

অনন্তর, পটুপটহঘনাঘাত-সংঘাতঘোরৈঃ (উত্তম ঢক্কা-
সমূহের দ্রুত আঘাত-জনিত শব্দের সহিত মিলন হেতু ঘোরতর)
ভেরীভাঙ্কার রাবৈঃ (ভেরী-রব), ডিণ্ডিমানাং (ডিণ্ডিম-
সমূহের) উচ্চৈস্তৈঃ ধ্বনিভিঃ (তুমুল ধ্বনি), দুন্দুভীনাং
(দুন্দুভি সমূহের) অবিরলৈঃ প্রনাদৈঃ (অবিরাম নিনাদ),
গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-তুরগমুখ প্রেয়সীনাং (গন্ধর্ব, বিদ্যাধর

ও কিন্নরীগণের) গানৈঃ (গীত-ধ্বনি [দ্বারা]) মুনীনাং
(মুনিগণের) স্তোত্রৈঃ (স্তোত্রসমূহের দ্বারা) ~~হেতু~~ ।
তে স্বর্গিনঃ (স্বর্গের সেই দেবতাগণ) ক্ষণং (ক্ষণকাল)
শব্দান্তরেষু (অন্য শব্দের শ্রবণবিষয়ে) বধিরাঃ ইব
বভূবুঃ (বধিরের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)॥২০॥ (৭০)
[তৎকালে] অভিতঃ (স্বর্গের সর্বত্র) উর্বশ্যাদ্যাঃ (উর্বশী-
প্রভৃতি অপ্সরোগণ) ননৃতুঃ (নৃত্য করিয়াছিল); সিদ্ধবধ্বঃ
(সিদ্ধবধূগণ) মার্দঙ্গিক্যঃ বভূবুঃ (মৃদঙ্গবাদ্য করিয়া-
ছিল), কিন্নরাণাং সুভ্রুবঃ (কিন্নরীগণ) অতিকলং জগুঃ
(সুমধুর গান করিয়াছিল [এবং]) দেব্যঃ (দেবরমণী-
গণ) দেবদ্রুমসুমনসাং উচ্চৈঃ বর্ষং বিতেনুঃ
(অবিরল ভাবে পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমরাশি
বর্ষণ করিতেছিলেন, [এই স্থলে]) সা
অমরনগরী (সেই স্বর্গপুরী) গরীয়ঃপ্রমোদৈঃ
(প্রবল হর্ষরাশির উদয়হেতু) মত্তা ইব আসীৎ
(যেন মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল)॥২১॥ (৭১)
অধিক কিং) ~~চাণ্ডিকেশঃ ([তৎকালে] শ্রীশঙ্কর ও~~
(স্বামচূড়াগ্রচন্দ্রস্খলদমৃতরসেন (নিজ-চূড়াগ্রবর্তী
ঘূর্ণমান চন্দ্রকলা হইতে ক্ষরিত অমৃতরসের দ্বারা)

আপ্লুতৈঃ (সিক্ত হইয়া) মুণ্ডমালামুণ্ডৈঃ (মুণ্ডমালাসমূহ) শরীরং লব্ধ্বা (পুনরায় জীবিত শরীর ধারণ করিয়া) নটনপটু (নৈপুণ্য সহকারে) নটীনৃত্যপাতৈঃ পরীতঃ (নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিলে) চণ্ডিকেশঃ (স্বয়ং শ্রীশঙ্করও) চণ্ডৈঃ অট্টাট্টহাসৈঃ (প্রচণ্ড অট্টহাস [হোঃ]) ডমরু-ডিমিডিমিংকার-সংস্কার-পাতৈঃ (ডমরুর ডিমি-ডিমি-ধ্বনিদ্বারা) ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং (ব্রহ্মাণ্ড বিবর) স্ফুটিতং কুর্বন্ (বিদীর্ণ করিয়া) তাণ্ডবমুদতনোৎ (তাণ্ডব নৃত্য বিস্তার করিয়াছিলেন) ॥২২॥ (৭২)

২৪। অতঃপর সেই বালকগণ মৃত্যুমুখ হইতেই যেন প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রত্যেকে ত্রিভুবনের আনন্দদায়ক, কমলনয়ন সুকুমারমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দবিহ্বল চিত্তে আলিঙ্গন করিয়া, "হে সখে! তুমি কিরূপে অবলীলাক্রমেই বিষম বিষানলে আক্রান্ত আমাদিগকে জীবনদান করিলে?" বলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণও চমৎকারিতা সহকারে বলিলেন - "হে সখাগণ! আমি বিষনাশক ঔষধ জানি; সেই ঔষধ সকলকেও

বিনাশ করে ; আর উহার আঘ্রাণে মৃতব্যক্তিও উৎসবমত্ত বালকগণের ন্যায় জীবনের উল্লাস লাভ করে ॥ (৭৩)

৫৫। তখন সেই বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরমপ্রীতিভরে একে অন্যকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন — "হে বন্ধুগণ! আমরা তখনই দৈবজ্ঞের ন্যায় বলিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেও বকাসুরের ন্যায় নিধন করিবেন।" অতঃপর অলৌকিকচরিত্রশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পরমসৌভাগ্যশালী সেই বালকগণ [illegible] মৃগশিশুদের ন্যায় ইতস্ততঃ লম্ফনরত বৎসগণকে একত্র করিয়া শ্রীব্রজেশ্বরীকর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য ও পানীয়ের শিকাসমূহ (অর্থাৎ ভারবাহী দণ্ড সকল) নিকটে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিলেন। এতক্ষণপর্যন্ত বিহঙ্গীগণই এই শিকাগুলি রক্ষা করিতেছিল ॥ (৭৪)

৫৬। অতঃপর বৎস ও বৎসপালগণের সহিত অনন্তরহস্যময়, সুচারু-করুণাশালী পীতবসন শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হইয়া নির্জন ভোজনের যোগ্য স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে কিছুদূরেই এক সরোবরের সরস তীরভাগ দেখিতে পাইলেন ॥ (৭৫)

৭৭। তদ্দর্শনে তিনি সহচরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন - "হে বয়স্যগণ! এস্থানে কোন পক্ষীর পর্যন্ত সমাগম নাই; আর, এই তীরভাগটি নয়নের আনন্দদায়ক ও মাতৃক্রোড়ের ন্যায় বিশ্রাম যোগ্য। এস্থানে কোন মনুষ্যের পদচিহ্নও দেখা যায় না। সেইহেতু এস্থানেই আমাদের ভোজন করা উচিত। এইহেতু বৎসগণ ইহার নিকটেই নির্ভয়ে বিচরণ করুক এবং আমরাও ইত্যবসরে ভোজন করিতে থাকি।" (৭৬)

৭৮। অলৌকিকচরিত্রশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে, সহচরগণ বলিলেন - "হে বয়স্য! আমরাও অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া কষ্টে কাল যাপন করিতেছি। এ বিষয়ে আর কালান্তরের অপেক্ষা করা উচিত নহে; ইহাই আমাদের বক্তব্য।" তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের মুখেই ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া "আমি ভোজনের স্থান প্রস্তুত করিতেছি" এইরূপ বলিয়া অতিনিবিড় তরুরাজির স্বচ্ছ ও বিস্তৃত ছায়াবিশিষ্ট, কর্পূর চূর্ণের ন্যায় ধবল ধূলিযুক্ত, পদ্মবনশোভিত সরোবরের জলকণাসমূহের সংসর্গযুক্ত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা মনোরম, সৌগন্ধিক

পুষ্পের সৌরভে পরিপূর্ণ, হিতকর ও পবিত্র সেই
তীরভূমির সর্বভাগে উপবেশন করিলে তাঁহারাও
স্থিরচিত্তে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করিলেন ॥ (৭৭)

~~৩০। রজত জলের দ্বারা প্রক্ষালিতের ন্যায় প্রতীয়মান~~
~~সেই তীরভাগের চতুষ্পার্শ্বে পদ্মের সহস্র দলের~~
~~ন্যায় সেই বালকগণ এবং পীত কৌষেয়াদি দ্বারা আবৃত~~
~~শ্যামবর্ণ নীলকোষের ন্যায় পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ~~
~~করিতেছিলেন ॥ (৭৮)~~

৩০। তৎকালে রজত জলদ্বারা প্রক্ষালিতের ন্যায়
শুভ্রবর্ণ সেই তীরভূমির উপরিভাগে সেই বালকগণ
মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়া পদ্মের সহস্র দলের
ন্যায় এবং মধ্যস্থলে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ পীতকেশর যুক্ত
শ্যামবর্ণ পদ্মকোষের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ (৭৮)
৩১। তখন সদ্ভাবসহকারে বনমাঝারে উপবিষ্ট
সেই বালকগণের দ্বারা তিন-চারি-বর্ণের তিন-চারিটি
পঙ্‌ক্তি রচিত হইলে ~~[illegible]~~ তাঁহাদের পরস্পরের
মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইলেও পরস্পর প্রণয়বন্ধনে
আবদ্ধই রহিলেন। আর, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের দিকেই
মুখ রাখিয়া উপবেশন করিলে প্রত্যেকেই ~~[illegible]~~

ইনি আমার অভীষ্ট সেই নিজের মুখ্য করিয়াছেন' এইরূপ গর্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। বস্তুত: তৎকালে তিনি 'ভগবানের নয়ন, মস্তক ও মুখ সর্বদিকে বিরাজমান' এই সনাতন বাণীর যথার্থতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সহচরগণকে সম্বোধন পূর্বক ভাণ্ড হইতে উত্তম ভোজ্য সামগ্রীসমূহ বাহির করিবার আদেশ করিলে তাঁহারা শিক্যার মধ্য হইতে তাহা বাহির করিয়া কেহ উত্তম পত্রে, কেহ সুন্দর পুষ্পে, কেহ বিমল লতাগুচ্ছে, কেহ উজ্জ্বল রজ্জুতে কেহ প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডে, কেহ প্রশংসার্হ পত্রস্তবকে, কেহ নিজ-নিজ-করস্পর্শ হেতু সার্থক ফলে, কেহ নির্মল বস্ত্রের অঞ্চলে, কেহ সুন্দর রেখাযুক্ত করতলে এবং কেহবা প্রশস্ত উরুদেশে সংস্থাপন পূর্বক নিজের নিজের সার অংশটি পত্রপুটে করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন॥ (৭৯)

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চঞ্চল দক্ষিণ হস্তদ্বারা ভোজন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য কথায় অবতারণা দ্বারা সহচরগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালে অতিসুমধুর বাক্যমাধুরী থাকায় তাঁহার ওষ্ঠ ও অধর উজ্জ্বল হওয়ায় অতি মনোরম ভাবের উদয়

হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং হাস্য করিয়া সহচরগণকেও
হাসাইয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন।
তৎকালে তাঁহার কৃশ উদর ও নীবীবন্ধনের মধ্যভাগে
মুরলী এবং সুলক্ষণযুক্ত অতিসুন্দর বাম কক্ষদেশে বেত্র
ও বিষাণ বিলম্বিত রহিয়াছিল। এইরূপ তিনি স্বীয়
পরম রমণীয় বাম করতলে দধিমিশ্রিত অন্নের
গ্রাস ~~এবং~~ ও চঞ্চল অঙ্গুলিসমূহের অন্তরালে
সন্ধান অর্থাৎ ফলের আচার ধারণ করিয়াছিলেন।
~~এ~~ অবস্থায় তিনি পরম সৌন্দর্যশালী হইয়া বিরাজ-
মান হইলে স্বর্গস্থিত ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রপ্রমুখ
শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ ~~এবং~~ ও সুরনাগরীগণ কৌতুকের
সহিত সেই অলৌকিক মর্যাদাশালী পুরুষোত্তমকে
দর্শন করিতেছিলেন। আর, এদিকে তাঁহার সহিত
ভোজনরত সহচর বালকগণ নিজ-নিজ ভোজ্য বস্তুর
পরম মাধুর্যবর্ণনে প্রতিযোগিতাদ্বারা হাসিতে
~~হাসিতে তাঁহারও হাস্যের সঞ্চার করিয়াছিলেন।~~
হাসিতে তাঁহাকেও হাসাইতে
আরম্ভ করিলে সেই সুমধুর হাস্যলেশদ্বারা তাঁহার
বদনকমলে পরম শোভারই বিস্তার হইয়াছিল।। (৮০)

৬২। ইত্যবসরে ব্রহ্মা স্বভাবত: হিতজনক দাক্ষিণ্যভাবাপন্ন হইলেও তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য নির্ধনরূপ ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্ময়বশত: মুহূর্ত্তমাত্র সংশয়ের আত্মাভিমান পোষণ করিয়া সর্ব্বাধিক পরমেশ্বরেরও পরমেশ্বরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পরীক্ষারূপ উৎসবে উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন।। (৮১)

৬৩। পরন্তু অগাধ সমুদ্রের জলের গভীরত্ব নির্ণয়ের নিমিত্ত তন্মধ্যে ক্ষুদ্র যষ্টি প্রবেশ করাইবার ন্যায়, কিম্বা আকাশতলের পরিমাণ-নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তন্মধ্যে পরিমাপক রজ্জুর বিস্তারের ন্যায়, মোহপ্রসূত ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত উদ্যমও উপহাসেরই কারণ হইয়াছিল।। (৮২)

৬৪। তৎকালে ব্রহ্মা মায়াবলে শ্রীকৃষ্ণের বৎসগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কূপ ও সমুদ্র—উভয়ই জলাশয় হইলেও উহাদের মধ্যে যেরূপ অতিশয় বৈষম্য বর্ত্তমান, কিম্বা খদ্যোত ও সূর্য্য উভয়ই তেজঃস্বরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে যেরূপ অত্যন্ত পার্থক্য বিদ্যমান, অথবা অমাবস্যার অন্ধকার ও রাহু—উভয়েই তেজোরাশির আবরক হইলেও উভয়ের মধ্যে যেরূপ বৈসাদৃশ্যের অবস্থান, তিনি

নিজেদের ও শ্রীকৃষ্ণের সখ্যের সামান্য ও বিশেষ ভাব সহিত তারতম্য বুঝিতে পারিলেন না ॥ (৮৩)

৮৪। তৎকালে বৎসপালকগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দসহকারে ভোজন করিতে করিতে দন্তরাজির উজ্জ্বল কিরণরাশি দ্বারা ওষ্ঠ ও অধরপ্রদেশ উদ্ভাসিত করিয়া হাস্য করিতেছিলেন। ফলে সর্বদা সুমধুর কথোপকথনে মত্ত হইয়া তাঁহারা বৎসগণের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। পরন্তু ব্রহ্মা-কর্তৃক বৎসগণ অপহৃত হইলে দৈববশতঃ তাঁহাদের কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁহারা বৎসগণের বিচরণ-ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক তাহাদিগকে না দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উৎকণ্ঠায় এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ (৮৪)

৮৫। হে সখে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা বড়ই মনঃপীড়া বোধ করিতেছি! যেহেতু একটি বৎসকেও দেখিতে পাইতেছি না। মনে হয়, নূতন তৃণাঙ্কুর-ভোজনের লালসায় তাহারা নূতন উদ্দেশে অতিদূরে চলিয়া গিয়াছে। সেইহেতু সম্প্রতি ইহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া সীমার মধ্যে লইয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা এরূপ বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবিম্ব অপেক্ষাও

মনোরম ও মৃদুহাস্যযুক্ত মুখে ভোজ্য দ্রব্যের গ্রাস অর্পণ করিতে করিতে হর্ষসহকারে বলিলেন॥ (৮৫)

৮৭। হে বয়স্যগণ! তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর; আমিই তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছি। এই বলিয়া অতিবলশালী শ্রীকৃষ্ণ হস্তে অন্নগ্রাস, কক্ষতলে বেত্র ও বিষাণ ও উদরস্থ বস্ত্রগ্রন্থির মধ্যে বেণু ধারণ করিয়াই বৎসগণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন॥ (৮৬)

৮৮। তৎকালে তিনি অতিশয় চমৎকারজনক স্বীয় দীপ্তি-রাশি দ্বারা বনভূমি উজ্জ্বল করিয়া বন্যস্থলে ইতস্ততঃ বিচরণপূর্বক ভূতলে বৎসগণের তীক্ষ্ণ খুরচিহ্ন না দেখিয়া এবং নবজাত উন্নত তৃণরাজি লক্ষ্য করিয়া, "বৎসগণ এই পথে যায় নাই" এইরূপ বিচারসহকারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তদবস্থায় তিনি অপরিমিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী হইলেও আশ্চর্য চিত্তে কিঞ্চিৎ বিস্ময়-প্রস্তু হইয়াছিলেন। তৎকালে অনন্ত মনোহর মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মা বৎসপালগণকেও হরণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনের সর্বত্র বৎস ও বৎসপাল-গণকে অনুসন্ধানপূর্বক যখন আর তাহাদিগকে

দেখিতে পাইলেন না, তখন নিজ-চিত্তের অপ্রতিহত প্রভাববশতঃ সকলের নিবৃত্তি হওয়ায় তিনি উহা ব্রহ্মার কার্য বলিয়াই নিশ্চয় করিয়া তখনই —

যে ([বৎস ও বৎসপালগণের মধ্যে] যাহাদের) যাদৃক্-গুণ-বর্ণরূপবয়সঃ (যেরূপ গুণ, বর্ণ, রূপ ও বয়স), যাদৃক্-স্বরাঃ (যেরূপ স্বর), যাদৃশ-প্রজ্ঞাঃ (যেরূপ বুদ্ধি), যাদৃশ-ভাব-নাম-কৃতয়ঃ (যেরূপ ভাব, নাম ও আচরণ লক্ষিত হইত), তত্তদ্বিধাঃ (সেই সেই প্রকার) তে অখিলাঃ (সেই সকল) বৎসাঃ বৎসপালকাঃ চ (বৎস ও বৎসপালকগণ [এবং]) মুরলী (মুরলী), শিক্যং (শিকা), বিষাণৈঃ (শৃঙ্গ), দলং (পত্র), ভূষা (ভূষণ), দাম (মালা), বিষাণিকা (ভারবহনদণ্ড), লকুটিকা (যষ্টি) এবং সর্বং সঃ এব অভবৎ (এই সকল রূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন [অর্থাৎ তিনিই সকলের আকার ধারণ করিলেন]) ॥ ২৩ ॥ (৮৭)

যদ্যপি (যদিও) যেন এব (স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই) সমাদিতং (নিজ-স্বরূপভূতরূপে বিরচিত) শুদ্ধং (বিশুদ্ধ [ও]) আনন্দাত্মচিদাত্মকং চ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) তৎ ইদং অখিলং (এই সকল) কার্য্যজাতং (কার্য পদার্থ [স্বরূপতঃ])

কারণাৎ নো ভিদ্যতে (কারণাত্মক শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহে), তথাপি (তথাপি) লীলোপাধি (লীলারূপ অবান্তর হেতুবশতঃ) তেষাং (উক্ত কার্য পদার্থ-সমূহের) স্বভাবোদয়াৎ (নিজ-নিজ-স্বভাবের আবির্ভাব হওয়ায়) ভিন্নং অভবৎ ([উহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে] ভিন্ন রূপেই প্রকট হইয়াছিল [এবং]), নিসর্গোত্তমঃ (উত্তমস্বভাবসম্পন্ন) সঃ সর্গঃ (সেই প্রাকট্য-ব্যাপার) অনির্বচতয়া (অনির্বচনীয়তা-হেতু) পরম্ অদ্ভুতঃ অভূৎ (অতিশয় বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছিল)।।২৪।। (৮৮)

৮৯। অতঃপর নির্বিকারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দিবসের অবসান লক্ষ্য করিয়া গোপকুমারগণের আকৃতি ও স্বভাববিশিষ্ট নিজের সেই স্বরূপদ্বারাই বৎসগণের আকৃতিবিশিষ্ট নিজেরই সেই প্রকাশসমূহকে বন হইতে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বেণুবাদ্য করিয়াছিলেন ।। (৮৯)

৯০। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ সেই সহচরগণ চিত্তের উন্মাদনাজনক বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শৃঙ্গ, বেণু ও পত্ররচিত শৃঙ্গাদির শব্দদ্বারা

ধরাতল চঞ্চল করিয়া পরমহর্ষসহকারে চতুর্দিক্ হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই আত্মস্বরূপ বৎসগণকে একস্থানে আনয়নপূর্বক অন্যান্য দিনের ন্যায় ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ (৭০)

৭১। তৎকালে তাঁহাদের মাতৃগণ অন্যান্য দিন যেরূপ সম্মুখে আসিয়া নিজ-নিজ-সন্তানকে অনাদর করিয়াই সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন, অদ্য ও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সম্প্রতি নিজ-নিজ-সন্তানের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রীতির উদয়হেতু তাঁহাদের চিত্তে অতিশয় বিপরীত-চমৎকারেরই সঞ্চার হইয়াছিল ॥ (৭১)

৭২। আর, সেই বালকগণও অর্থাৎ কৃষ্ণসহিত বালকগণের ন্যায় জননীর প্রতি বাৎসল্যহেতু স্তন্যাদির আচরণদ্বারা মাতৃগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। পরন্তু ইঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা পূর্ব বালকগণের ন্যায় সর্ববিধ সন্তাপ ও বিরহবেদনার উপশম করিলেও শ্রীকৃষ্ণের সেইদিনের আচরণের কথা বর্ণন করিলেননা ॥ (৭২)

৭৩। গোবৎসগণও অন্যান্য দিবসের ন্যায় নিজ-নিজ-মাতার

নিকটে গমন করিলে আমাদের জননীগণও পূর্বাপেক্ষা নূতন সন্তোষের সঞ্চারহেতু চঞ্চলচিত্তে দয়ার সহিতই আমাদের গাত্র লেহন করিতে করিতে গদগদ-ভাবের সহিত গম্ভীর অর্থময় শব্দে আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল এবং আমরাও ঐ অবস্থায় যেন আনন্দ-প্রযুক্ত হইয়াই সুখে নিদ্রিত হইয়া পড়িল ॥ (৫৩)

৭৪। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও নিজ-সুখে উল্লসিত হইয়া বালকোচিত স্বভাব প্রকাশ করিলে —

গোকুলেন্দ্রঃ (শ্রীনন্দমহারাজ) দোর্ভ্যাং (নিজ-বাহুযুগল-দ্বারা [তাঁহাকে]) বক্ষোভুবি (বক্ষঃস্থলে) উত্থাপ্য (উত্থাপন), নিবিড়তর স্নেহপীড়ং নিপীড্য (অতিশয় স্নেহভরে আলিঙ্গন), শ্মশ্রুস্পর্শে সশঙ্কং ([কোমলাঙ্গপুত্র কর্তৃক] স্বীয় শ্মশ্রুস্পর্শের আশঙ্কাযুক্ত সাবধানেই) কমলতঃ মৃদুনি (পদ্মাধিক সুকোমল) বক্ত্রে (তদীয় মুখমণ্ডলে) বক্ত্রং চ লগ্ন (স্বীয় মুখের বিন্যাস [এবং]), উষ্ণীষং উন্নীয় (উষ্ণীষ উত্তোলনপূর্বক) অস্য (তাঁহার) অশ্রুপ্লুতনয়নং (সজল-নয়ন-শোভিত) উত্তমাঙ্গং (মস্তক) অবঘ্রায় চ (আঘ্রাণ করিয়া) ক্ষণং (ক্ষণকালও) ন অতৃপ্যৎ (পরিতৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না); অথ (পরে [তিনি]) মাহিষী-তৃপ্তয়ে (শ্রীব্রজেশ্বরীর তৃপ্তির নিমিত্ত) তং (বালক কৃষ্ণকে) মুমোচ (ক্রোড় হইতে নামাইয়াছিলেন) ॥২৫॥ (৭৪)

৭৫। অনন্তর অতুলনীয় বাৎসল্য রসের বিচিত্র পতাকা-ধারিণী মাতা শ্রীযশোদা মাতৃস্নেহের সারস্বরূপ সেই অনাদি পুরুষকে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্তন ও আহার প্রদানদ্বারা

পরিচর্য্যা করিয়া গলদেশে উত্তম হার অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে পদযুগল ধৌত করাইয়া দিলে তিনি কিয়ৎকাল পরে দুগ্ধফেননিভ শুভ্রবর্ণ মহামূল্য শয্যাতলে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন ॥ (৭৫)

৭৬। অতঃপর সূর্য্যদেব উদিত এবং শ্রীকৃষ্ণও বনগমনে উদ্যত হইলে তাঁহার সহচরগণকে তাহাদের নিজ-নিজ-জননীগণ পূর্ব্বাপেক্ষাও সর্ব্বাধিক যত্নসহকারে অলঙ্কৃত করিয়া পান-ভোজন করাইয়া দিলে তাঁহারাও সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গনে সমবেত হইলেন ॥ (৭৬)

৭৭। এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পিতামাতার সন্তোষ উৎপাদনেই একমাত্র আগ্রহশীল বলিয়া শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদাও যথেষ্টরূপেই স্নেহোচিত আচরণসহকারে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিজেই নিজের সহচর, ও নিজেই নিজের পালক নিজেই নিজের পালনীয় হইয়া অন্যান্য দিবসের ন্যায় বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ (৭৭)

৭৮। এইরূপে কয়েক মাস গত হইলে লোকরমণ
শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপভূত বৎসপাল ও বৎস-
গণকে সঙ্গে লইয়া বনে যাইয়া গোবর্ধনের নিকটবর্তী
স্থানবিশেষে স্বীয় স্বরূপভূত বৎসগণকে বিচরণ
করাইতে আরম্ভ করিলে, তথায় পূর্ব হইতেই গোপগণের
পরিচালনায় বিচরণরত ধেনুগণ সদ্যোজাত
সন্তানগণকেও পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে এই
বৎসগণের দিকে ছুটিয়া আসিল। তৎকালে তাহাদের
রক্ষক গোপগণ অতিশয় চেষ্টাসহকারে দণ্ডচালনা
করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।
এতদবস্থায় তাহারা নবোদিত বাৎসল্যযুক্তা হইয়াই
বৎসগণের নিকটে আসিয়া দ্রুত গতিবেগে অবসন্না
হইয়াও গদ্‌গদ স্বরে রুদ্ধকণ্ঠে হম্বাধ্বনি
করিতে করিতে উৎসাহ ও উৎকণ্ঠাভরে তাহাদিগকে
লেহন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহারা
প্রত্যাবর্তনে বিরত হইয়া তৃণভক্ষণও
পরিত্যাগ করিয়াছিল॥ (৩৮)

৭৯। অতঃপর গোপগণ তাহাদের নিকটে আসিয়া
অতিশয় পরিশ্রমে অবসাদগ্রস্ত হইয়াও স্বমন

তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন চতুর্দিকে পরমসন্তোষজনক নিজ-নিজ-পুত্রগণকে নিরীক্ষণ-পূর্বক ধেনুগণ অপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যযুক্ত হইয়া তাহাদের শোভা দর্শন করিতে করিতে সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেই পরম মনোহর সন্তানগণের মস্তকে নিজ-নিজ-নাসিকার অগ্রভাগ এবং মুখে মুখ সংলগ্ন করিয়া অতিশয় অনুরাগসহকারে বাহুযুগল-দ্বারা তাহাদিগকে নিজ নিজ বক্ষঃস্থলে উত্তোলন অর্থাৎ আলিঙ্গন পূর্বক নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া যে সময়ে চিত্রাঙ্কিত মূর্তির ন্যায় স্তব্ধ ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে বলদেবের চিত্তে অতিশয় সন্দেহের উদয় হইলে তিনি হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত ক্ষণকাল তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন — অহো! ইহা কীরূপ ব্যাপার?

হন্ত (অহো!) সম্প্রতি (সম্প্রতি) ব্রজগবাং (ব্রজের এই ধেনুগণের) মুক্তস্তনে (স্তন্যপান হইতে বিরত) বৎসনিচয়ে অপি (বৎসগণের প্রতিও) যাদৃক্ (যেরূপ [বাৎসল্য]) ঐক্ষ্যতে (দেখা যাইতেছে),

প্রাক্ (পূর্বে) সুরেশেষু অপি (সুরস্থায়ী সন্তান-গণের প্রতিও) এতাদৃশং (এরূপ) বাৎসল্যং ন আসীৎ (বাৎসল্য-ভাব ছিল না, [আর]) গোপানাং মম অপি (গোপগণের ও আমারও) শিশুষু এতেষু (এই বালকগণের প্রতি) অদ্য (সম্প্রতি) যঃ স্নেহঃ (যে স্নেহের উদয় হইয়াছে), পুরা (পূর্বে) ঈদৃশঃ ন (এরূপ স্নেহ-ভাব ছিল না); তৎ মন্যে (সেইহেতু মনে হয়) অত্র (এ বিষয়ে) অস্মৎ-প্রভোঃ (আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই) কয়া অপি (কোন রূপ) মায়য়া হি ভবিতব্যং (যোগমায়াকে লীলা বিরাজমানা রহিয়াছে)॥৩৬॥ (১৩)

৮০। অন্যথা সাক্ষাৎ অজ পুরুষোত্তম শ্রীহরির অগ্রজস্বরূপ আমার প্রতি দৈবী বা আসুরী মায়া কীরূপে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে? অতএব মায়াবিগণের শিরোমণিস্বরূপ তাঁহার নিকটে যাইয়াই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। এই ভাবিয়া বলদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া বলিলেন - হে মহামতি! ইহা কীরূপ ব্যাপার? ইহা যে আমারও বুদ্ধির অগোচর! কারণ, প্রবল-দুষ্কৃতিনাশন উত্তম দেবগণই এস্থলে তোমার সহচর

বালকগণ রূপে ও পরমনীতিপরায়ণ মুনিগণই বৎস-
বৎসপগণের আকারে আমার জ্ঞানগোচর হইতেছে।
হে শ্রীকান্ত! সম্প্রতি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াই বলিতেছি
যে, তুমিই এই সকল রূপে আত্মপ্রকাশ
করিয়াছ! অতএব এবিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন কর।
তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস কথার ন্যায় যথাক্রমে
সকল ঘটনা বর্ণন করিয়া কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন॥(১০০)

৮৭। এইরূপে বৎসগণের রক্ষণরূপ ক্রীড়াকৌতুকে
প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
মাহাত্ম্যসমুদ্রের তরঙ্গগণনায় প্রবৃত্ত ব্রহ্মা স্বয়ং
তদ্বিষয়ক বিচারসংকল্পে ভূতলে আগমনপূর্বক
"আমি বৎসগণ ও বৎসপালকগণকে অপহরণ
করিলে সেখানে কী ঘটিল??" এইরূপ বিচারক্রমে
অপরিমেয় চারিত্রশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত
জানিবার নিমিত্ত কোন প্রকারে নির্ভয়তা অবলম্বন
করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর
তিনি দূর হইতেই অপহৃত বৎস ও বৎসপালগণের ন্যায়
বহুসংখ্যক বৎস ও বৎসপালকে দর্শন করিয়া অতিশয়
বিস্মিতচিত্তে — "অহো! সেই বৎসগণ ও বৎসপালকগণই

কি এখানে আসিয়াছে? অথবা ইহারা অন্য [কোন বৎস ও বৎসপাল?] কিম্বা ইহারাই যথার্থ, আর আমি যাহাদিগকে অপহরণ করিয়াছি, উহারা মায়াকল্পিত? এইরূপ বিতর্কের উদয়হেতু তাঁহার আত্মসর্ব বিষয়ে বিভ্রান্ত হইল। তখন তিনি পরম মায়াবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ মায়ার প্রয়োগহেতু নিজেকে তিরস্কার করিয়া [অপরাধবোধের ফলে] স্বীয় অনিষ্ট-চিন্তায় কিছুতেই আর সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারিলেন না॥ (১০১)

৮২। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ নিজের কার্যদ্বারা নিজেই বিফলমনোরথ হয়, তৎকালে তিনিও সেইরূপ বিফলমনোরথ হইয়া নিজ মায়ায় নিজেই আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে তাঁহার সকল কার্যই নিষ্ফল ও মিথ্যারূপেই পরিণত হইল॥ (১০২)

৮৩। অতঃপর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে —

সর্বে (তাঁহারা সকলেই) পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদিনঃ (শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী), শ্রীমচ্চতুর্বাহবঃ (সুশ্রী চতুর্ভুজবিশিষ্ট), অনন্তানন্দচিদেকমাত্রবপুষঃ (অনন্ত চিদানন্দবিগ্রহ [ও]) সূর্যেন্দুকোটিত্বিষঃ

(কোটি চন্দ্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী রূপে [লক্ষিত
হইলেন]), নীলোৎপলশ্যামিত লোমকূপকুহরোদ্গতানিলমুক্তত্বর-
স্বেদাম্বু: কণিকা-নিকায় সদৃশ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড ব্রজা:
(আর, তাঁহাদের বিক্ষারিত লোমকূপ রাশির
রন্ধ্র মধ্যে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডকে ধূম্রকণার ন্যায়
আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে দেখা যাইতেছিল)॥২৭॥ (১০৩)
আর, তে (তাঁহারা) শ্যামা: (শ্যামবর্ণবিশিষ্ট হইয়া)
কুণ্ডলিন: (কর্ণে কুণ্ডল), মণিমুকুটিন: (মস্তকে
মণিময় মুকুট), কেয়ূরিণ: (বাহুতে কেয়ূর), হারিণ:
(বক্ষ:স্থলে হার), কঙ্কণিন: কনককটকিন:
(হস্তে কঙ্কণ ও বলয়), মঞ্জীরিণ: (চরণে নূপুর),
নিষ্কিন: (গলদেশে পদক), আকণ্ঠপ্রপদং
(কণ্ঠদেশ হইতে পদের অগ্রভাগপর্যন্ত) নবতুলসিকা
মালাবলিঝঙ্কারিণ: (গুঞ্জনরত ভ্রমরদলের শোভাযুক্ত
মনোহর তুলসী মাল্য), খেলন্মেখলিন: (কটিতটে চন্দ্রহার
[এবং]) তড়িদ্ব্যতিকরশ্রীচেলিন: (পরিধানে
বিদ্যুদ্বর্ণ মনোহর বসন ধারণ-
পূর্বক) বভু: (তৎকালে বিচিত্ররূপে
বিরাজ করিতেছিলেন)॥২৮॥ (১০৪)

৮৪। অতঃপর তাঁহাদের প্রত্যেককে (সকলকে) এক ব্রহ্মা, দুই অশ্বিনীকুমার, তিন গুণ, চারি বেদ, পঞ্চ তন্মাত্রা, ছয় ঋতু, সপ্ত ঋষি, অষ্ট সিদ্ধি ও বসু, নবসংখ্যক নিধি ও গ্রহ, দশ বিশ্বেদেব, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুর্দশ মনু, পঞ্চদশ তিথি এবং ষোড়শ বিকার পদার্থ (অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত) মূর্তিমান হইয়া উপাসনা করিতেছিলেন। এতদবস্থায় তাঁহারা নিখিল সৌন্দর্য সম্পদের আশ্রয়রূপে ব্রহ্মার (অষ্ট) নয়নে করুণ সঞ্চারি করিলেন। তিনি প্রমাণান্তরের অতীত সেই মূর্তিসমূহকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥ (১০৫)

৮৫। অনন্তর (ব্রহ্মা) এইরূপ দেখিতে দেখিতেই ইঁহাদের সকলকেই বাসুদেবাত্মক রূপে অবগত হইয়া, অবশেষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করিলেন। তিনি দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস হাতে লইয়া বালক রসায়নের ন্যায় সুহৃদগণের চিত্তে আনন্দ দান করিতেছিলেন। আর, বৎস ও বৎসপালগণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মানসিক চিন্তাবশতঃ শরীরের ও অতিশয় ক্লান্তি

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কক্ষভাগে বেত্র ও বিষাণ এবং উদরস্থ বস্ত্রপ্রান্তে মুরলী শোভা পাইতেছিল। আর, তিনি বাহিরে মানসিক অলীক দুঃখের ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। এইরূপে তিনি একাকী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে 'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়' এই বাক্যের মূর্তিরূপেই প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা উৎকট অপরাধবশতঃ পরাভূত হইয়া চতুঃসানুবিশিষ্ট সুমেরু পর্বতের ন্যায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন ॥ (১০৬)

৮৬। অনন্তর বিবিধ শক্তিরূপা নর্তকীগণের নাট্যক্রিয়ার সূত্রধার, অভূতপূর্ব লাবণ্যশালী ও সর্বগুণাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণও ~~[illegible]~~ স্পন্দবিরত হইয়া তমালতরুর ন্যায় নিশ্চলভাব ধারণ করিলেন ॥ (১০৭)

৮৭। অনন্তর ব্রহ্মার মস্তকচতুষ্টয়াশ্রিত মুকুটচতুষ্টয়ের অগ্রবর্তী মহারত্নরাজির দীপ্তিসমূহ ভগবানের চরণকমলের স্পর্শলালসায় ধাবিত হইলে অনধিকারহেতু ভগবানের পদনখরূপ মণিরাজির দীপ্তিদ্বারা নিবারিত হইয়াই যেন কুণ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে ব্রহ্মা ভগবানের পদনখের কান্তিস্পর্শে দীপ্তিমান হইয়া বারম্বার উত্থান ও দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্বক অপরাধানুসারে নম্রভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ (১০৮)

BINA
EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয়ানুবাদ

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয়ানুবাদ

Pages 128

No. 8

শ্রীসনাতন বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ৫ম স্তবক (Contd.)

ব্রজপুরন্দরনন্দন (হে ব্রজেন্দ্রনন্দন!) জয় জয় [আপনার জয় হউক, জয় হউক]
(আপনি জয়যুক্ত হউন) [আমি] চন্দ্রকস্তবক-মৌক্তিক-
হারভৃতঃ (ময়ূরপুচ্ছের স্তবক ও মুক্তামালাদ্বারা বিভূষিত
[এবং]) কবলবেণুবিষাণভৃতঃ (দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাসযুক্ত,
বেণু ও বিষাণধারী) তে (আপনার) চলবনমালিকং
(চঞ্চলবনমালা-বিমণ্ডিত), ঘনরুচি (জলদ-শ্যামল),
চিদবরোধরসৈকময়ং (চৈতন্যরসময়) ইদং (এই)
অদ্ভুতং (বিচিত্র) বপুঃ (বিগ্রহের) নুমহে (স্তুতি
করিতেছি)॥ ২৯॥ (১০৯)

ভোঃ বিভো (হে প্রভো!) অদ্য (আমি বৎস ও বৎস-
পালগণকে অপহরণ করিবার পর) মদনুগ্রহার্থকং
([আপনি] আমার অনুগ্রহের নিমিত্ত) ইহ (এস্থানে)
অশেষবিশেষতয়া (সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত) যৎ,
অদ্ভুতং বৎসপ-বৎস-
বপুঃ (এবং বৎস ও বৎসপালগণের ন্যায় আকৃতি-
সম্পন্ন যে বিচিত্র বিগ্রহ) প্রকটিতং (প্রকাশ
করিয়াছেন, [আমি]) অস্য (ইঁহার) লবমপি
মহিমানং (বিন্দুমাত্র মহিমাও) ন অবৈমি (অবগত

নহি); ঈদৃশানন্ত বিকাশ বিকার কৃতঃ তব
কিম্ভূত (অতএব ~~সুতরাং~~ এবম্বিধ অদ্ভুত অর্থাৎ সংখ্যাতীত
বিগ্রহের বিকাশকারী আপনার মহিমা সম্বন্ধে
আর বক্তব্য কি ?]) ॥৩০॥ (১১০)
অজিত (হে অজিত!) অপি চ সকলাঃ (আপনার উক্ত
প্রকাশসমূহ সকলেই) কমলকম্বুগদারিভৃতঃ (পদ্ম-শঙ্খ-
গদা-চক্রধারী), চতুর্ভুজাঃ (চতুর্ভুজবিশিষ্ট), ঘন-
রসচিন্ময়াঃ (ঘনচৈতন্যরসময় [এবং]) নিখিলভূতি-
ভৃতঃ (নিখিল বৈভবশালী), ত্বং (আর আপনি)
কেবলং (কেবলমাত্র) ললিতগোপতনুঃ দ্বিভুজঃ
(মনোহর গোপদেহ ও দ্বিভুজ ধারণ করিয়া নিত্য
বিরাজমান); অখিলকারণ (হে সর্বকারণকারণ!)
তে (আপনার) প্রকৃতিঃ (মূল স্বরূপ [কখনও])
বিকৃতিং (বিকার) ন হি প্রযাতি (প্রাপ্ত
হয় না) ॥৩১॥ (১১১)
~~হন্ত (অহো)~~ অহহ (হায়!) যঃ (যে ব্যক্তি)
অতিরসবর্ষিণীং তব পদাম্বুজভক্তিবিধীং (আপনার
পাদপদ্মবিষয়িণী পরমসুখকরী ভক্তি[illegible])
বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অবরোধিকৃতে

(কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) প্রযততে হি (প্রয়াসী হয় করে),
হন্ত (অহো!) সঃ (সে ব্যক্তি) প্রযাৎ অপরং (পরিশ্রম-
ব্যতীত অন্য) অনু অপি ফলং (বিন্দুমাত্র ফলও)
ন লভতে (লাভ করিতে সমর্থ হয় না); যথা তুষবুষঘাততঃ
[যেমন] (তুষ বা অসার ধান কুট্টিত করিলে) কদা অপি
(কখনও) ফলোপগমঃ ন হি (বাস্তব ফল-
লাভ হয় না তদ্রূপ)॥ ৩২॥ (১১২)

অজিত! নাথ! (হে অজিত! হে প্রভো!) যে সুধিয়ঃ
(যে সকল সুধী ব্যক্তি) অববোধবিধৌ (জ্ঞান-
লাভ-বিষয়ে) প্রয়াসং (পরিশ্রম) বিজহতি
(পরিত্যাগপূর্বক) অতীব দৃঢ়ং (অতি সুদৃঢ় রূপে)
তব (আপনার) অঙ্ঘ্রিপঙ্করুহভাবং (পাদপদ্মের
অনুরাগ) দধতি (ধারণ করেন), ত্বং (আপনি)
স্ববান্ অপি (স্বাধীন হইলেও) অতিকুতুকী (অতিশয়
কৌতুকবশতঃ) কৃপাকৃতরঙ্গচলঃ (কৃপাতরঙ্গে
চঞ্চল বলিয়া) তৈঃ (ঐ সকল ব্যক্তিগণ কর্তৃক)
জিতঃ (জিত হইয়া) তদীয়বশঃ ভবসি (তাঁহাদেরই
বশীভূত হন)॥ ৩৩॥ (১১৩)

পুরা (পুরাকালে) তে কতিচ (সুপ্রসিদ্ধ কত

অসংখ্য) পরমহংসবতংসগণাঃ (পরমহংস-শিরো-
মণিগণ) তব (আপনার) পদপঙ্কজে (পাদপদ্মে)
সদনুরাগবিলাসভৃতঃ (পরম অনুরাগযুক্ত হইয়া)
তব (আপনার) চরিতামৃত-শ্রবণ-কীর্তন-চিন্তনতঃ
(অমৃতময় চরিত্রাবলীর শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-ফলে)
তব (আপনার) কিমপি (অনির্বচনীয়) সনাতনং পদং
(সনাতন পদ) সুখেন ন প্রযযুঃ (সুখে লাভ
না করিয়াছেন)? ৩৪।। (১১৪)

অহো! তদপি চ ([যদিও শাস্ত্রে আপনার জ্ঞানের উপ-
দেশ রহিয়াছে], তথাপি) অমলাত্মভিঃ (নির্মল-
চিত্ত ব্যক্তিগণও) নির্গুণস্য পূর্ণ-গুণৈকনিধেঃ
(প্রাকৃত গুণবর্জিত ও কল্যাণময় গুণগণ-বিমণ্ডিত)
তব (আপনার) মহিমা (মহিমা) অবৈতুং সুশকঃ
ন (সুষ্ঠুরূপে অবগত হইতে পারেন না); পরং (কিন্তু)
যদি (যদি) অনন্যবিবোধ্যতয়া (উপায়ান্তরে দুর্জ্ঞেয়
বলিয়া) আবিষ্কৃতিতঃ অনুভবমাত্রতঃ
(ভজনীয় কেবলিত নিত্যসত্তা-যুক্ত [অপ্রাকৃত] অনুভব হইতে) ভবেৎ
অপি (আপনার মহিমার উপলব্ধি হয়), ভবতি
অপি (তবে তাহা হইতেও পারে), ইতরথা ন
(পরন্তু অন্যথা তাহা সম্ভবপর হয় না)।। ৩৫।। (১১৫)

ঈশ্বর! (হে ভগবন্!) কালবশাৎ (কালবশতঃ)
ধরণীরজাংসি অপি (পৃথিবীর ধূলিরাশি), ভানি
অপি (গ্রহনক্ষত্ররাজি [ও]) তুষারকণাঃ অপি
(তুষারবিন্দুসমূহও) কস্য চ ধীঃ (কোন ব্যক্তির)
গণনীয়তাং দধাতি (গণনের যোগ্য হইতে পারে,
[পরন্তু]) হিতকৃতে হি (জগতের হিতার্থে) অব-
তীর্ণবতঃ (অবতীর্ণ), গুণসাগরস্য (অনন্তগুণবারিধি)
[অর্থাৎ আপনার] তব (আপনার) একম্ অপি গুণং (একটি মাত্র
গুণেরও) গণয়িতুং (গণনা করিতে) কে ঈশতে
(কে সমর্থ হইবে?) ॥৩৬॥ (১১৬)

[হে প্রভো! যাঁহারা] তব (আপনার) তদনুগ্রহ-
গ্রহিলভাববনি (অদূর কৈতব অনুগ্রহ-গ্রহণের
অর্থাৎ অনুকম্পার
প্রতি) দত্তদৃশঃ (দৃষ্টিপাত করিয়া) নিজনিয়তি-
ক্রমোপগত-সুখদুঃখোপভুজঃ (নিজের অদৃষ্ট প্রাপিত
সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে) বচনবপুর্মনোভিঃ
(শরীর, বাক্য ও হৃদয় দ্বারা) ভবৎপদকমলং
(আপনার পাদপদ্মের) অনুসন্দধতঃ চ (অনু-
সন্ধান করেন, তাঁহারাই) তব (আপনার) ধামনি
দায়ভুজঃ (ধামপ্রাপ্তি-বিষয়ে অধিকারী হন)॥৩৭॥
(১১৭)

নাথ (হে প্রভো!) অথ (আর) জগদ্বিরলাং
মদভব্যতাং কলয় (আমার দুর্গতি দর্শন করুন;
এরূপ দুর্গতি জগতে বিরল); প্রথিতমায়িকিরীট-
মণের ([যেহেতু আমি] সুপ্রসিদ্ধ মায়াবিগণের ও
শিরোমণি) পরমেশ্বরে (পরমেশ্বরস্বরূপ) ত্বয়ি
(আপনার প্রতি) আবিহিতমায়য়া (মায়ার বিস্তার
করিয়া উহার দ্বারা) স্বয়ং (স্বয়ংই) ইহ (এস্থলে)
বিমোহিতধী: (চিত্তে মোহগ্রস্ত) অস্মি (হইয়াছি)!
অনলকণ: ক্ব চ (অগ্নির কণাই বা কোথায়, আর)
মহাপ্রলয়জ্বলন: ক্ব চ (মহাপ্রলয়কালীন প্রচণ্ড
অনলই বা কোথায়?) ॥৩৮॥ (১১৮)
অয়ি পুরুকৃপ (হে প্রভূত করুণাময়: [আপনি]) মহজরজো-
ভুব: (প্রাকৃত রজোগুণজাত), বলবদজাবলেপপরিলেপ-
মহাকুমতে: (প্রবল মায়াজনিত গর্বের সংসর্গবশত:
অতি দুষ্টমতি [এই]) পৃথগধীশ্বরভাবভৃত: (নিজেকে
পৃথক ঈশ্বর বলিয়া অভিমানকারী) মম (আমার)
মহান্ অপি অয়ং মন্তু: (এই অপরাধ গুরুতর
হইলেও ইহা) সহ্যতাং (ক্ষমা করুন,) [আর] অয়ং
(এই ব্রহ্মা) ময়ি দাসবান্ (আমারই অধীন ভৃত্য)

— ইতি ইব (এইরূপ মনে করিয়া) কৃপাং বিধেহি (কৃপা বিতরণ করুন)॥ ৩৯॥ (১১৯)

অহং মহদহংখ-খ-মরুদম্বু-কৃশানুভূম্যাবৃত-জগদণ্ড-ভাণ্ডগত-সপ্তবিতস্তিতনুঃ অহং ক্ব (অহো! মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, জল ও তেজোরাশি দ্বারা আবৃত এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত প্রমাণ দেহবিশিষ্ট আমিই বা কোথায়! আর) ঈদৃশ পরার্দ্ধপরমাণু-গত-অসীম রোমকূপ-নিকর ঈশ! (হে প্রভো! যাঁহার প্রত্যেকটি রোমকূপে ঈদৃশ পরার্দ্ধসংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় গমনাগমন করিতেছে, তাদৃশ) তব (আপনার) ঐশ্বরতা চ ক্ব (ঐশ্বর্য্যই বা কোথায়)॥ ৪০॥ (১২০)

অপি (আরও দেখুন), জননীজঠরোদরগতস্য (জননীর জঠরে অবস্থিত) শিশোঃ (শিশু) চরণোদ্যমনবিধিঃ (চরণযুগলের মাতৃজঠরের ঊর্দ্ধভাগে সঞ্চালন করিয়া আঘাত করিলেও উহা) জননীষু (জননীর নিকট) অপরাধকরঃ (অপরাধজনক) ন ভবেৎ (মনে হয় না); বিভো (হে প্রভো!) নিখিলজীবগণা (এই নিখিল জীবরাশিও) ত্বদুদরবর্তিনী ইতি (আপনার উদরে অবস্থিত বলিয়া) ত্বং (আপনিই) জগৎপ্রভুঃ:

আমি (জগতের মতো হ'ন) ইতি (ইহা) সমস্তাকৃত:
অনুভব: (আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিস্ময় হইলে) ॥৪১॥ (১২১)
ঈশ্বর (হে ঈশ্বর!) অথ (আর) যৎ (যেহেতু) অহং
(আমি) জলশায়িন: (জলশায়ী) ভগবত: চ (ভগবান্)
তব এব (আপনারই) তনো: (দেহ হইতে) অভূবং
(উৎপন্ন হইয়াছি), তত: (সেইহেতু [আপনি])
মম অপি (আমারও) পিতা অসি (পিতাই হ'ন);
নিসর্গসুতবৎসলতাকুশল: (স্বাভাবিক সন্তানবাৎসল্য-
শালী) জনক: (পিতা) অপরাধকৃত: (অপরাধকারী)
অসত: (দুষ্ট) তনুভুব: অপি (সন্তানগণকেও)
ন হি পরিহরতে (পরিত্যাগ করেননা) ॥৪২॥ (১২২)
অধীশ (হে ঈশ্বর!) সকলদেহভৃদাত্মতয়া (সকল
জীবগণের পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া) নরনিকরায়নং
(যিনি নরগণের আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণরূপে প্রসিদ্ধ), ভবান্ অপি
(আপনিই) সহজত: এব (স্বভাবত:) তদ্ব্যুৎপত্ত্যা চ
স: (সেই সংজ্ঞাদ্বারাই 'নারায়ণ' হইতেছেন);
ইতি হি (এই হেতু) অহং (আমি) তদাত্মজ: অপি
(নারায়ণের পুত্র হইয়া) তব আত্মভব: (আপনারই
পুত্র হই); অনন্তধৃতে (হে অসীমধৈর্য্যশালিন্!

[আপনি]) করুণাং কুরু (কৃপা করুন [এবং আমার])
মম (আমার) মন্তুং (অপরাধী) ক্ষমস্ব (ক্ষমা করুন) ॥৪৩॥ (১২৩)
ভগবন্ (হে ভগবন্!) জলান্তস্থিতং (জলমধ্যে বিরাজমান)
তব তৎ বপুঃ অপি (আপনার সেই বিগ্রহও) পরমং
সৎ এব (পরম সদ্‌বস্তুই হয়, [পরন্তু অনিত্য নহে,
অতএব]) তস্য জলগততা এব (কেবল জলমধ্যেই
তাঁহার অবস্থান) ন নিয়তা ভবেৎ (নিয়ত নহে);
অথ যৎ অপি (আর যদিও) ময়া (আমি [আপনার
নাভিকমল হইতে উৎপত্তির পর]) পরিলোকিতং
(একবারই তাহা দর্শন করিয়াছিলাম), অপি (কিন্তু)
অপরং (বারান্তরে) ন চ বিলোকিতং (আর তাহা
দেখিতে পাই নাই [এতদ্দ্বারা উক্ত বিগ্রহের অনিত্যত্ব
নির্নীত হয়না, পরন্তু])
এষঃ হি (এইরূপ দর্শন ও অদর্শন) তব (আপনার)
কৃপাকৃপয়োঃ মহিমা হি (কৃপারও অকৃপারই
মহিমা) ॥৪৪॥ (১২৪)

বিভো অধীশ! (হে প্রভো অধীশ্বর!) অথ
অন্যথা (তাহা না হইলে) প্রসূঃ (মাতা যশোদা)
ইহ (এই ভূতলেই) তব (আপনার) জঠরবর্তিষু

অপি (উদরের এক ভাগে) কথং (কীরূপে) সমস্তং
জগৎ (এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড) সমকলয়ৎ (দর্শন
করিয়াছিলেন)? অয়ে (অয়ে!) বহিঃ (বাহ্যদর্শনে)
ইদং (এই জগৎ) অসৎ ঐক্ষ্যতে (অসৎ বা মিথ্যা-
রূপেই লক্ষিত হয়), তব উদরগং ন (কিন্তু আপনার
উদরমধ্যস্থিত জগৎ মিথ্যা নহে, [কারণ]) কেবলং
ঘনচিতি (বিশুদ্ধ চৈতন্যঘনস্বরূপ আপনার মধ্যে)
জড়জাতমিশ্রবিধিঃ ক্ব (জড় ~~[illegible]~~ মিথ্যা বস্তু-
সমূহের মিশ্রন কীরূপে সম্ভবপর হইবে)? ॥৪৫॥ (হে)
পুরুরূপ (হে প্রভূতরূপময়!) ~~[illegible]~~ ত্বয়া (আপনি)
তদা (তৎকালে) ইহ (এই বৃন্দাবনে [নিজ মাতাকে])
জঠরবর্তি (স্বীয় উদরগত), স্বসহিতং (অথচ
নিজমূর্তির সহিত) যৎ জগৎ (যে জগৎ) ঈক্ষিতং
(দর্শন করাইয়াছিলেন), তৎ (তাহা) অমুষ্য (এই
বহির্জগতের) প্রতিফল (প্রতিবিম্বস্বরূপ) ন ভবেৎ
(হইতে পারেনা; [কারণ, দর্পনাদিতে অন্য বস্তুর
প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, দর্পনের প্রতিবিম্ব আর দর্পনে
লক্ষিত হয়না; এস্থলে আপনার মধ্যে যেরূপ
জগৎ লক্ষিত হইয়াছিল, সেইরূপ আপনার মূর্তিও

আপনার উদর মধ্যে লক্ষিত হইয়াছিল ; অতএব
এস্থলে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের কল্পনায় অনুকূল
দৃষ্টান্তের অভাবহেতু উহা সম্ভবপর নহে]) ; যদি
(আর যদি) ইহ (এস্থলে) অমুষ্য (এই বহির্জগৎ)
তৎপ্রতিমুখত্বং ভবতি (আপনার উদরগত সেই
জগতের প্রতিবিম্ব হয়), অথ (তাহা হইলে
[অন্তর্জগতের অমায়িকত্বহেতু তাহার প্রতিবিম্ব এই
বহির্জগৎ) মায়িকং ন চ (মায়িক হইতে পারেনা,
[ইহাহেতু]) মা হি (উহা বস্তুতঃ)
তব (আপনার) বিনোদকলা এব (অনির্বাচ্য বিলাস-
ক্রীড়ামাত্রই বলিতে হইবে)॥ ৪৬॥ (১২৬)

বিভো (হে বিভো!) অথ (আর) ভবান্
স্বয়ং (আপনি স্বয়ং) যৎ (যে) চিদববোধরসৈকময়ঃ
(জ্ঞানময়চৈতন্যস্বরূপ) অমী অভবৎ (এই বৎস ও
বৎসপালবৃন্দরূপে প্রকাশিত হইতেছেন), অথ (এবং)
স্বয়ং পুনঃ (স্বয়ং আবার) একক: এব (একাকী ও
[লক্ষিত হইতেছেন]), তৎ অপি চ (তাহাও) যদি
(যদি) মায়িকং (মায়িকই হয়, [তাহা হইলে]) তদীয়-
জড়ত্বাপ্তিঃ (উহার জড়ত্বই প্রমাণসিদ্ধ হয়, [আর])

যদি (যদি) জড়তা (উহার জড়ত্বই সিদ্ধ হয়), ততঃ (তাহা হইলে) অনুভবসিদ্ধিবিরোধবিধিঃ (সৎ, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দরসাত্মক রূপে উহার যুক্তিসিদ্ধ অনুভবের বা সাক্ষাৎকারেরই বিরোধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়)॥ ৪৭॥ (১২৭)

ততঃ (অতএব) ইদমূহ্যতে (ইহাই বিচার্য হয় যে), অয়ে ত্রিভুবনৈকবিমোহকরী (ত্রিভুবনের বিচিত্র মোহজনক রূপে) তব তু (আপনারই) ইয়তী (ঈদৃশী) কাচিৎ (কোন এক) ব্যপারমিতিঃ (নিরুপম [অর্থাৎ অচিন্ত্য]) ঐশ্বর্য (ঐশ্বর্য [বিরাজ করিতেছে, এবং সেই হেতুই আপনি]) ঘনরসচিত্তয়া (চিদ্‌ঘনাত্মক-রূপেই) বহুবিধঃ অসি (বহু-প্রকারে প্রকাশিত হন), নৃতয়া ন বৈ (নররূপে নহেন); তৎ (সেইহেতু) ইতরযোগিনাং তব চ (অপর যোগিগণের আপনার মধ্যে) ইয়ান্‌ (এইরূপ) মহান্‌ ভেদঃ হি (মহান্‌ ভেদই বর্তমান রহিয়াছে)॥ ৪৮॥ (১২৮)

প্রথমতঃ (প্রথমতঃ) স্বয়ং (আপনি) এককঃ অভূঃ (একাকীই প্রকাশমান ছিলেন), অথ (অতঃপর) ভূরিতরা (প্রভূত) সহচরবয়স্যকাবলিঃ অভূঃ

বৎস ও বৎসপালকগনরূপে প্রকাশিত হইলেন);
অথ (অনন্তর) সা আপি পুনঃ (সেই বৎস ও বৎস-
পালকগনও আবার) ~~প্রতি তৈলনুতা (স্তুত হইয়া)~~
প্রতিজনং চ (প্রত্যেকেই) চতুর্ভুজা অজনি (চতুর্ভুজ-
রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন [এবং]) ময়া তৈলনুতা
(আমাকর্তৃক স্তুত হইয়া) পুনঃ চ (পুনরায় [আপনি])
একঃ আসি (একাকীই প্রকাশ পাইতেছেন) ইতি অপি
(ইহাও বস্তুতঃ) তে (আপনার) কলা এব (লীলা-কৌতুকই
হয়), কুহকং ন (পরন্তু মায়া নহে)॥ ৫০॥ (১৩০)

ঈশ্বর! (হে জগদীশ্বর!) হরে (হরে!) ভবান্
(আপনি) অবন-বিধান-নাশনকঃ (স্থিতিসৃষ্টিসংহারকারী, ও) একক: এব (বস্তুত: অদ্বিতীয় হইয়াও)
ইহ (এজগতে) তব (আপনার) ইমাং পদবীং
অবিদুষাং (ঐদৃশ তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগনের)
মন: কুহরে তু (সঙ্কীর্ন চিত্তমধ্যে) হরি: (হরি),
অব্জজ: (ব্রহ্মা) ভব: ইতি (ও শঙ্কর - এইরূপে)
পৃথক্ পৃথক্ ইব (পরস্পর বিভিন্ন তত্ত্বের ন্যায়) প্রতি-
ভানবৎ: ভবাসি (প্রকাশিত হ'ন); তে কুহকং
(বস্তুত: এইরূপ বিভিন্ন ভাব আপনার
মায়ামাত্র)॥ ৫১॥ (১৩১)

অস্মো বিভো! (হে প্রভো!) সতাং হিতকৃতয়ে (সজ্জনগণের
হিতসাধন [ও]) অসতাং অহিতসংবিধয়ে অপি
(দুর্জনগণের অনিষ্ট [বিনাশ] সম্পাদনের নিমিত্ত) সুর-মুনি-মানুষাদিষু
(দেব, মুনি ও মনুষ্যাদির মধ্যে) ~~ইদং যৎ আবিঃ~~
তব (আপনার) ইদং যৎ আবিঃ (এই যে আবির্ভাব),
যৎ অপি (যদিও) তৎ অখিলং (তাহা সমস্তই) অংশতঃ
(আপনার অংশ হইতেই সিদ্ধ হয়), তৎ (তথাপি)
কুহকং ন (উহা মায়িক নহে); হি (যেহেতু)
অবয়বপ্রকরঃ (অবয়বসমূহ) ইহ (এজগতে) অবয়বিনঃ
(অবয়বী হইতে) বিরূপঃ ন (বিজাতীয় হইতে
পারে না) ॥ ৫১॥ (১৩১)

ভো: (হে প্রভো!) ত্বং (আপনি) সকলশাক্তিকদম্বময়ঃ
(সকল শক্তির সমষ্টিস্বরূপ) পরাৎপরঃ অপি (পরম
পরতত্ত্ব হ'ন); ত্বং (আপনি) পরমভগবত্তয়া
(পরম ভগবত্তা-হেতু) অখিলেশ্বরমূর্ধন্যঃ
(নিখিল ঈশ্বরগণের ও শিরোমণিরূপে) দুর্ঘটং
ঘটয়সি (দুর্ঘট কার্যের সম্পাদন [এবং]) সুঘটম্ অপি
(সুঘট কার্যের ও) বিঘটয়সি (ব্যাঘাত সম্পাদন
করেন); তব মহিমা (আপনার মহিমা) মাহাত্ম-

নিঃস্বং (অমার ন্যায় কাঙ্গালের বাক্যের) বিবিধঃ ন
ভবেৎ হি (বর্ণনীয় হয় না) ॥৫২॥ (১৩২)
অয়ি ভূমতমোত্তম (হে পরমবৃহত্তম!) ভগবন্ (ভগবন্!),
পরাত্মত্তম (পরমাত্ম শ্রেষ্ঠ!) যোগবিদাং পরম
(পরম যোগীশ্বরেশ্বর! [আপনি]) যৎ (যে) ক্ব (কোথায়)
কদা (কখন) কথং (কিরূপে) কতি (কতবার)
শিববিরিঞ্চিদুরাসদয়া (ব্রহ্মার ও শঙ্করের ও
দুর্জ্ঞেয়) লীলয়া (লীলাবশতঃ) যোগকলাং (যোগ-
মায়া-বিলাস) প্রথয়ন্ (বিস্তার পূর্বক) বিহরসি (বিহার
করেন) ইহ (এজগতে) কঃ নু (কোন ব্যক্তিই বা)
তে (আপনার [সেই]) চরিতং (লীলাচরিত) অনু অপি
(অনুমাত্রও) যেতি (অবগত হইতে পারে) ॥৫৩॥ (১৩৩)

ভোঃ ঈশ্বর (হে পরমেশ্বর!) যৎ হি (যাহা) অন্ততঃ
এব বিরসং হি (পরিণামে বিরস [ও]) দুরন্তর-
দুঃখদং (অতিশয় দুঃখজনক, [তাদৃশ]) ইদং (এই)
অখিলং জগৎ (নিখিল জগৎ) যৎ অপি (যদিও)
নশ্বরং (বিনশ্বর, [তথাপি যদি]) সুখবোধনিত্যবপুষি
ত্বয়ি (জ্ঞানসুখময় নিত্যবিগ্রহশালী আপনার

যেরূপ অনুকূলরূপে) প্রকটং বিলসৎ (প্রকট হইয়া
বিরাজ করে, [অথবা হইলে হইয়াও]) ভবৎপদপ্রাতিস্বং
এবং (আপনার বৈকুণ্ঠাদি ধামের ন্যায়ই) শাশ্বতিকং হি ভবতি
(নিত্য বস্তু হইয়া থাকে)।। ৫৪।। (১৩৪)

ত্বং (আপনি) অনিতরঃ (অদ্বিতীয়) পুরাণপুরুষঃ
(পুরাণ পুরুষ), স্বয়ং (স্বয়ং) আত্মমহঃপ্রকরবিসারতঃ
(স্বীয় ঐশ্বর্যরাশির বিস্তার দ্বারা) সমধিকৃতসমস্তভগঃ
(সমস্ত সৌভাগ্যপদে অধিষ্ঠিত), ঘনসুখচিদ্রসঃ
(চিদানন্দরসময়), রসবিলাসবিশেষময়ঃ (সবিশেষ
সুখবিলাসস্বরূপ [ও]) পুরুকরুণাময়ঃ (প্রভূত-
করুণাশালী); ইহ (এ জগতে) কঃ (কোন ব্যক্তি [নিজশ্রেয়ঃ])
তে (আপনার) কটাক্ষপদম্ অস্তু (কৃপাকটাক্ষপাতের
যোগ্য হইতে পারে?)।। ৫৫।। (১৩৫)

কতমঃ সুধীঃ (কোন সুধী ব্যক্তিই [এ জগতে]) সদ্গুরোঃ
(সদ্গুরুর) করুণয়া এব (করুণার বলেই) চরণ-
সরোরুহে ([আপনার] পাদপদ্মে) নিহিতমত্তমনোভ্রমরঃ
(স্বীয় মনোরূপ মত্ত ভ্রমরকে নিবিষ্ট করিয়া),
অনুপাধি-চিদ্রসপ্রসর-কান্তিলসদ্বপুষং
(বিশুদ্ধ চিদ্রসের প্রকাশক ও কান্তিযুক্ত বিগ্রহশালী)

ঈদৃশং (ঈদৃশ) গুণনিধিং (গুণনিধিস্বরূপ) ভবন্তং
(আপনাকে) উপাস্যতয়া (উপাস্যরূপে) ভজতি ননু
হি (ভজন করেন)॥৫৬॥ (১৩৬)

কঃ অপি (কোন) পরঃ সুকৃতী (সুকৃতিশালী মহা-
পুরুষই) তব (আপনার) চরণাম্বুজোল্লসদনুগ্রহ-
শুদ্ধমতিঃ (পাদপদ্মের পরম অনুগ্রহে শুদ্ধচিত্ত
হইয়া) তব (আপনার) নিজতত্ত্ববিৎ ভবতি (স্বীয়
তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন); তু (কিন্তু) যঃ (যিনি)
মহান্ অপি সুনিপুণঃ অপি (স্বয়ং মহান্ ~~এবং~~ ও অতি-
শয় কর্মকুশল), ~~[তাদৃশ ব্যক্তি]~~ অসৌ (তাদৃশ
ব্যক্তিও) নিগমাগমাদ্যখিলশাস্ত্রবিচারণয়া
(নিগম ও আগম প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের আলোচনা-
দ্বারা) কৃতমতিঃ অপি (জ্ঞানশালী হইয়াও) ন
(আপনার তত্ত্ব জানিতে পারেন না)॥৫৭॥ (১৩৭)

অতঃ (অতএব) ইহ এব (এই বৃন্দাবনেই)
যতঃ (যাহা [illegible]তে) তব (আপনার) জনাঙ্ঘ্রিরজঃ-
স্নপনং ভবেৎ (নিজ-জনগণের পাদপদ্মের রজঃ-
সম্পর্ক [illegible] সম্ভবপর হয়), ইদং (এইরূপ)
কিমপি জনুঃ এব (যে কোন জন্মলাভই)

ভূরিতর ভাগ্যং (~~জীবের~~ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য) স্বরূপ,
[আর]) ভবান্ (আপনি) স্বজনজনেষু (নিজ জন-
গণের) জাতিকুলশীলধনাদি (জাতি, কুল, শীল ও
ধন প্রভৃতি সর্বস্ব স্বরূপই হন), বত (অহো!)
চরণরজঃ (আপনার পদরেণু) অধুনা অপি
(অদ্যাবধি) বেদাবিমৃগ্যতমং (বেদের পরম অনু-
সন্ধেয় রূপেই লক্ষিত হয়)॥ ৫৮॥ (১৩৮)
অহো (অহো!) তৎ (সেই হেতু) মম অপি (~~আমার ও~~ আমি ও)
ইহ (এই বৃন্দাবনে) অত্র ভবে কিং (এই ব্রজে ~~ভূমে~~ জন্মেই
হউক), অথ পরত্র গুল্মতরু-পক্ষি-পশু প্রভৃতৌ
কিং (অথবা গুল্ম, তরু, পক্ষী ও পশু প্রভৃতি ~~জন্মেই~~ ~~রূপেই~~ যোনিতেই
হউক), জন্ম ভবতু (জন্মলাভ প্রার্থনা করি),
যেন (যাহাতে) অহম্ অপি (আমিও) নিরস্তমদঃ
(গর্বহীন হইয়া) তে (আপনার) চরণপদ্মনিষেবি-
জনান্ অনু (পাদপদ্ম সেবকগণের অনুগত রূপে)
তব (আপনার) চরণাম্বুজং ভজামি (পাদপদ্মের
সেবা করিতে পারি)॥ ৫৯॥ (১৩৯)
অহো অহো বত (অহো!) ঘোষভুবাং (এই
বৃন্দাবনবাসিগণের) মহোন্নতি সুকৃতং

(সুকৃতি অতিশয় উন্নতই হয়); যৎ (যেহেতু) ~~ত্বং (আপনি)~~ চিদ্রসপূর্ণতনুঃ (পরিপূর্ণ চিদ্রস-ময়বিগ্রহ) পরং বৃহৎ অপি (পরম ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও), মহদহমোঃ পরঃ (মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার ও শঙ্করের পরতত্ত্ব হইয়াও [এবং]) প্রকৃতিপুরুষয়োঃ চ পরঃ (প্রকৃতি-পুরুষের পরবর্তী) ইয়ান্ অতুলঃ (এইরূপ অতুলস্বরূপ হইয়াও) বত (অহো!) ত্বং (আপনি) যদীয়ঃ (যাঁহাদের) পরমপুরুষঃ (পরমপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছেন)॥ ৬০॥ (১৪০)

~~অহং (আমি) ইহ~~ জগদধীশ (হে জগদীশ্বর!) অহং (আমি) ইহ (এসময়) সুদৃশাং (সুলোচনা) গবাং অপি (ধেনুগণেরই বা) জগদুত্তরাং (অলৌকিক) ধন্যতাং (সৌভাগ্যের) কিমু অনুবচ্মি (কি বর্ণনা করিব)? বত (অহো!) ভগবান্ ভবান্ (স্বয়ং ভগবান্ আপনিও) বৎস-বৎসপ-সলীলশরীরধরঃ (বৎস ও বৎসপালগণের লীলাযুক্ত শরীর ধারণ করিয়া) ইহ (এই ব্রজমধ্যে) যদীয়পয়োধরগঃ (যাঁহাদের

স্তনজাত) অনুত্তমং (অত্যুত্তম) রসং (দুগ্ধ)
অপিবৎ (পান করিয়াছেন)॥৩১॥ (১৪১)

অথ (এইরূপ) ইহ (এই ব্রজধামে) মনুজাকৃতিং
গতবতাং (মনুষ্য-শরীর ধারী) ঘোষভুবাং (গোপ-
গণের) করণকুলাশ্রয়াঃ (ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতৃ-
রূপে অবস্থান পূর্বক) বয়ং যৎ (আমরা যে)
তদবশিষ্টং (গোপগণের ভোগের অবশিষ্ট)
তব (আপনার) পদাম্বুজশীধু (পাদপদ্ম মধু)
কিয়ৎ (যৎকিঞ্চিৎ) উপলভামহে (লাভ করিতেছি),
অনেন (এই হেতুই [আমরা]) বহুসুভগাঃ (প্রভূত-
সৌভাগ্যশালী ; [অতএব]) অমী (এই গোপগণ)
কিমু (কীরূপে) গিরাং বিষয়াঃ ভবন্তু (প্রাকৃত বাক্যের
বিষয় হইতে পারেন ?)॥৩২॥ (১৪২)

বিষবিষমস্তনা পূতনা অপি (পূতনা আপনার
নিধনের নিমিত্ত স্তনে বিষ লেপন করিয়াও) কৃত-
মাতৃসুবেশতয়া (মাতার ন্যায় বেশ ধারণহেতু)
সহাবরজা (নিজ-অনুজের সহিত) তব (আপনার)
সুধাম্নি সমজনি (উত্তম ধাম লাভ করিয়াছে)।
অহো (অহো ! [আপনি]) ধনজনজীবনাদ্যখিল-

দানকৃতাং (ধন, জন ও জীবনাদি সর্বস্ব সমর্পণ-কারী) ব্রজপুরবাসিনাং (এই ব্রজপুরবাসিগণকে) কিং বিতরিতুং ইতি (কোন উত্তম বর দান করিবেন ইহা চিন্তা করিয়া [আমি]) অমন্দীঃ ভবামি (হতবুদ্ধি হইতেছি)॥৬৩॥ (১৪৩)

পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর!) অয়ং (এই জগদ্বাসী মানব) জনঃ যাবৎ খলু (যে পর্যন্ত) তব (আপনার) চরণাব্জযোঃ (পাদপদ্মযুগলে) নিরতঃ ন (আসক্ত না হয়), বত (অহো!) তাবৎ এব হি (ততকাল পর্যন্তই) লোভ-কোপ-মদ-মৎসর-কামমুখাঃ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি দোষসমূহ) জনস্য (মানবের) মলিমুচত্বং (মালিন্য) বিদধাতি (উৎপাদন করে [এবং]) অস্য (উক্ত মানবের) গৃহম্ অপি (গৃহও) তাবৎ (ততকালই) বন্ধগৃহং (কারাগৃহরূপে প্রতীত হয়)॥৬৪॥ (১৪৪)

সুভগ (হে সুন্দর!) অহহ (অহো!) যে তু (যাঁহারা) ভবতঃ (আপনার) মহিমানং বিদন্তি (মহিমা অবগত আছেন), অতিবিদগ্ধধিয়ঃ (অতিনিপুণ বুদ্ধি) তে (সেই) সুকৃতিনঃ (সুকৃতিগণ)

বিদন্ত (তাহা অবগত হইন); তেষু ন বিবদামহে
([আমরা] তাঁহাদের সহিত বিবাদ করি না; [কিম্বা])
স্তুতিং স্তুমো ন তনুমঃ (তাঁহাদের প্রতি স্তুতি-প্রকাশও
করিতেছি না; [পরন্তু]) ভবন্মহিমা (আপনার
মহিমা) মম (আমার) তনুহৃদ্গিরাং (দেহের, চিত্তের
এবং বাক্যের) অপদং এব (অগম্যই হয়)॥ ৬৫॥ (১৪৫)

হে দীনবৎসল (হে দীনজনবৎসল!) ইদম্ অনু-
মন্যতাং ([আপনি আমাকে] এ বিষয়ে অনুমতি
প্রদান করুন যে) ভবৎকৃত-সৎশ্লোকতাস্মদপদানু-
পদঃ (আপনারই কর্তৃক নিয়োজিত স্তুত্যাদি-বিষয়ে নিরন্তর
প্রবর্তমান ~~বিরাজমান~~ [আমি সম্প্রতি]) পদবীং (সৎলোকে)
যামি (গমন করি)। দেব (হে দেব!) একচিদেক-
রসঃ (অখণ্ডচৈতন্যরসময় [এবং]) অখিল-
জগজ্জনান্তরাবিৎ (নিখিল ব্রহ্মাণ্ডবাসীর অন্তরজ্ঞ
[আপনি]) মম (আমার) হৃদয়ং চ বেৎসি
(হৃদয়ের অভিপ্রায়ও অবগত আছেন;
[অতএব]) তব (আপনার) পদে
(পদযুগলে) নমামি (প্রণাম
করিতেছি)॥ ৬৬॥ (১৪৬)

(এইরূপ স্তব-স্তুতির পর)

৮৮। অতঃপর, (এইরূপ স্তব-স্তুতির পর) ব্রহ্মা নিজ-ধামে প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই বৎসগণকে পূর্বের ন্যায় বিশুদ্ধ ভূমি-ভাগে নবীন তৃণাঙ্কুর সমূহ ভক্ষণ করিয়া হর্ষভরে বিচরণ করিতে দেখিলেন ॥ (১৪৭)

৮৯। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মধুর, কোমল ও গম্ভীর স্বরে (ডাক-হাঁক) হাম্বার-ধ্বনি দ্বারা সকলেরই (সামনের) চলনের ইঙ্গিত করিয়া ধীরে ধীরে যষ্টি ঘূর্ণন করিলে বৎসগণ দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে মুখগহ্বর হইতে নির্গত অর্দ্ধভুক্ত তৃণাঙ্কুর রাশি দ্বারা ভূমিতলকে আচ্ছাদন করিতে লাগিল। তদবস্থায়, অনন্ত রমনীয় রহস্যাবলি দ্বারা পরম নিপুণ যোগিগণের উপাস্য কান্তী, মানবাকৃতি পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মমোহনের পর বৎসগণের অনুগমন পূর্বক পূর্বকালীন ভোজন স্থানে আগমন করিলেন ॥ (১৪৮)

৯০। এদিকে ভোজন ক্ষেত্রে উপবিষ্ট সহচরগণ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের শিরোমণিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া নিজ-নিজ হৃদয়ে যে বিরহ দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অতীত একটি বৎসরকে অর্দ্ধক্ষণের ন্যায় ধারণা,

করিলেন। এবম্বিধ তাঁহারা প্রশান্তানুভবের অগম্য-
মহিমশালী, কালিয়-দমনকারী শ্রীকৃষ্ণের
নিকটে আসিয়া "হে রিপুসৈন্যবিনাশন! শ্রীকৃষ্ণ!
আমরা তোমার অনুপস্থিতিকালে এক গ্রাস অন্নও
ভক্ষণ করি নাই" এইরূপ বলিতে বলিতে দন্তপাঁতির
উজ্জ্বল কিরণরাশিদ্বারা সুমধুর অধরদেশ অনুরঞ্জিত
করিয়া ভূভারহরণকারী মনোরম শ্রীহরিকে
চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়াছিলেন॥ (১৪৭)

২১। অনন্তর দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণও প্রীতিসহকারে
অতি মধুর বাক্যে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া বলিলেন—
"হে বয়স্যগণ! আমার প্রতি তোমাদের
চিরকালই এইরূপ
মনোরম সৌহার্দ্দ-সৌরভ বিদ্যমান রহিয়াছে।"
তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের
সকল সন্তাপ দূর করিলে, তাঁহারা লতাগুল্মে ও
বলয়ে বেষ্টিত নিজ নিজ হস্তদ্বারা তাঁহার হস্তাগ্র
ধারণপূর্বক—"হে সখে! এস, আমরা দীর্ঘকালের
আরব্ধ ভোজন সমাপ্ত করিয়া ক্ষুধা দূর করি।"
এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ঐরূপ অপরিমিত

সখ্যসৌরভে কৌতুকযুক্ত হইয়া বন ভোজনোৎসবের পরিসমাপ্তি ইচ্ছা করিলেন ॥ (১৫০) ॥

৭২। অতঃপর ভোজন সুখের নিবৃত্তি হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রখর তেজোরাশি দ্বারা ললাটদেশের সন্তাপ-দায়ক সূর্য্যদেবের আতপ নিবারণ এবং অল্পকাল বিশ্রাম-দ্বারা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত ভোজনহেতু আলস্যযুক্ত অঙ্গসমূহের তজ্জনিত ক্লেশ পরিহার পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট ছায়াযুক্ত সলোহিত বৃক্ষমূল অবলম্বন করিয়া সহচরের উরুস্থলকে উপধান রূপে আশ্রয়-সহকারে অল্পকাল রমনীয় ভাবের সার স্বরূপ নিদ্রা উপভোগ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রলম্ব হার লম্বমান ছিল ॥ (১৫১)

৭৩। অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ গৃহে প্রবেশ-সম্পাদনের নিমিত্তই যেন সূর্য্যদেব গগন-প্রাঙ্গন হইতে সত্বর অন্তর্হিত হইয়া পশ্চিম দিগ্বধূর অতিশয় শোভাজনক পরম প্রীতির প্রভাবেই যেন তদীয় গৃহ আশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। এসময়ে সকল লোক তাঁহার সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলে এবং পদ্মিনীর মলিন ভাবের উদয়

হইলে সূর্যদেব যেন গগনসমুদ্রের পারগমনের
উপযোগী নৌকার ন্যায় নিজ-মণ্ডলকে ব্রহ্মাণ্ড-
কটাহে সংলগ্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন ।
ঐ অবস্থায় সহচরগণ সকলে বেনু ও শৃঙ্গধ্বনিদ্বারা
দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের
সহিত গৃহগমনের নিমিত্ত ~~জন্য~~ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া চতুর্দিক্
হইতে বৎসগণকে একত্র আনয়ন পূর্ব্বক
সন্তুষ্টচিত্তে মেঘসহচর শ্রাবণমাসীয় দিনসমূহের
ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবিচ্ছিন্ন রূপে ব্রজের
অভিমুখে চলিতে চলিতে সর্পরূপী সেই অঘাসুরের
বিশাল দেহটিকে দর্শন করিয়া পরস্পর
'অহো! ইহা আমাদের একটি অত্যুজ্জ্বল খেলা-
গহ্বর হইয়াছে!' এইরূপ বলিতে বলিতে
ব্যাধিনাশক ঔষধের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে
করিয়া পুরীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ (১৫২)
১৫৩। তৎকালে মাতার স্তনপানের নিমিত্ত ~~জন্য~~ ঔৎসুক্য-
হেতু ~~নিবন্ধন~~ বৎসগণের সম্মুখবর্ত্তী পদযুগল ত্বরাযুক্ত
হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে মহাপ্রভাবশালী ও উৎসব-
দায়ক পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায়

পশ্চাদ্বর্ত্তি পদযুগল যেন বিলম্ব করিতেছিল। এইরূপে উভয়দিকে ত্বরা ও বিলম্বের সঞ্চার হইলে পরিশেষে তাহারা স্বাভাবিক গতি অপেক্ষাও মন্থর গতিই অবলম্বন করিয়াছিল।। (১৫৩)

১৫। অতঃপর শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজপুরে প্রবেশ করিয়া মধুর মুরলীধ্বনিরূপ মধুবর্ষণদ্বারা নিখিল জনগণের ~~কর্ণপুটের~~ কর্ণযুগলকে অভিষিক্ত করিলেন এবং নবনব মাধুর্য্যসম্পদ দ্বারা সকলেরই যেন নবীন জীবনের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া পিতা মাতা উভয়েই স্নেহাক্রান্তচিত্তে পথমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন।। (১৫৪)

১৬। অতঃপর নিজ-নিজ-জননীগণ অখিলচরাচর জাগরূক শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণের পাত্র পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এক বৎসর পূর্বের অনুষ্ঠিত কার্যকে সেদিনের কার্যের ন্যায় মনে করিয়া পরমসন্তোষবশতঃ বলিতে লাগিলেন — হে জননি! চতুর-শিরোমণি সখা শ্রীকৃষ্ণ অদ্য জনগণের অতিশয় বিস্ময় ও আহ্লাদের মৃদু হাস্য

সৎকারপূর্বক প্রভূত সাহস সহকারে অপরের দুষ্প্রাপ্য ও দুষ্কররূপে একআনন্দজনক কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং বিষম বিষরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ আমাদের ন্যায় অজ্ঞগনকে সত্বর জীবন দান করিয়াছেন। এইরূপে বৎসরক্ষণনিপুণ শিশুগণ বৎসরের কার্যকে অনেকের ন্যায় ধারনা করিয়া আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ (১৫৫)

৭৭। অতঃপর ব্রজরাজ হস্তসঞ্চালনপূর্বক আদেশ জ্ঞাপন করিলে রাজোচিত পরিচ্ছদকারী পরিচারকগণ প্রভূত নীতিপরায়ণ, ও সুচারু-চরিত, অরুণনয়ন শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর স্নান, পান ও আহারাদি দ্বারা ক্লান্তির অবসান হইলে অতিশয় বাৎসল্যশীলা জননী "অহো! শিরীষপুষ্পের ন্যায় সুকুমারমূর্তি স্নেহদীপ্ত এই সচ্চরিত্র নিষ্পাপ শিশুটি প্রচণ্ড দাহজনক সূর্যকিরণরাশি কিরূপে সহ্য করিতে পারে!" এই বলিয়া নিজ-হস্ত দ্বারা সর্বাঙ্গ পরিমার্জন করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিতে নিয়োগ অর্থাৎ বিশ্রামের অবসর দান করিলেন ॥ (১৫৬)

৯৮। অনন্তের যাঁহার লীলা পারাবারের মধ্যে শত
শত প্রযত্ন দ্বারাও বোধগম্য হয়না এবং যিনি
অনায়াসে যোগীন্দ্রগণেরও দুষ্কর কার্য সম্পাদন
করেন, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ
করিলে, ব্রজরাজ প্রভৃতি অদম্য ঔৎসুক্যবশতঃ
নিজ-মহিষীর সহিত একরূপ মন্ত্রণা করিলেন ॥ (১৫৭)

৯৯। "অয়ি কৃষ্ণজননি! সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত
যেরূপ পৃথক পরিচারকাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে,
সেইরূপ তাহার নিমিত্ত পৃথক বাসস্থানেরও ব্যবস্থা
করা উচিত।" তখন শ্রীযশোদা সহসা হাসিতে
হাসিতে বলিলেন — "তাহার জন্মের আর কয়
দিনই বা হইয়াছে? সুতরাং সম্প্রতি আমি সর্বাঙ্গের
সন্তাপহরণকারী এই বালককে পৃথক রাখিয়া
শূন্য ক্রোড়ে থাকিতে পারিবনা।" (১৫৮)

১০০। তখন শ্রীব্রজরাজ অতিকোমল স্বরে
বলিলেন — "অয়ি মহিষি! তোমার এবিষয়ে
অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া তুমি ইহা বুঝিতে
পারিতেছনা! সংসারপ্রবৃত্তগণের ইহাও
একপ্রকার অভিমানজনিত সুখবিশেষ যে,

সমৃদ্ধিশালী জনকগণ পুত্রের জন্মের পরেই
তাঁহার বৈভব-সম্পাদনে আনন্দ বোধ করেন।
আর, ইহা সুপ্রবিশেষ বলিয়াই তোমার ও
ক্রোড়ে লুন্ঠিত থাকিবার কোন আশঙ্কাই নাই। অতএব
শ্রীযশোদা সুদুঃসাধ্য-সংস্কারে নিঃশব্দে মৌনভাবে সম্মতিদ্বারা স্নেহ উদ্রিক্ত
সমর্থন করিলে শ্রীনন্দমহারাজও অন্তরে সন্তুষ্ট
হইয়া তাহার পর দিন হইতেই আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত
নিজ-পুরীর সংলগ্ন ও নিজ-পুরীরই তুল্য অপর
একটি পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন ॥ (১৫২)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৌমারলীলা-লতা-বিস্তারে
বৎস-বকাঘাসুরবধ-পুলিনভোজন-ব্রহ্মমোহন-
নামক সপ্তম স্তবক।

অষ্টম স্তবক

১। অতঃপর পাঁচ বৎসর অতীত হইলে প্রত্যক্ষ রসময়-বিগ্রহ ও নিখিল লোকের আনন্দোৎসব বিস্তারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌমার লীলা সম্বরণপূর্ব্বক কালনিয়মানুযায়ী পরিপাটী-অনুসারে অত্যুত্তম বয়ঃসমুচিত অবস্থা লাভ করিয়া পৌগণ্ডদশায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে গণ্ডযুগলের উন্নতি হইলে ~~তিনি~~ তন্মধ্যে তাঁহার মৃদু হাস্যসিন্ধু বিস্ফূর্তি লাভ করিতেছিল। এই অবস্থায় তিনি ধূলি খেলা বিস্মৃত হইয়া ভ্রমর শোভিত পুষ্পগুচ্ছ লইয়া কন্দুক ক্রীড়ায় রত হইলেন এবং নিখিল নির্ম্মল গুণশালী সহচর গণের সহিত বৎসপালনরূপ উৎসব পরিত্যাগ করিয়া ধেনুপালনলীলার সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিলেন॥ (১)

২। এইরূপে কৈশোরদশার পূর্ব্বভাবের ন্যায় তদীয় পৌগণ্ডদশার উদয় হইলে তাঁহার গতিভঙ্গী যেন ক্রমশঃ চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া গাম্ভীর্য্য-শিক্ষাবিষয়ে প্রাথমিক পাঠগ্রহণ আরম্ভ করিল। কোমলতা যেন শৈশবদশারূপা সহচরীর বিরহেই মুখে মলিন-ভাব ধারণ করিয়াছিল। ইঁহার বাল্যচাপল্য

কোথায় গেল? এইরূপে সুহৃদের বিচ্ছেদহেতুই যেন
তাঁহার মধ্যদেশ অর্থাৎ কটিতট ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে
লাগিল। তাঁহার শৈশবের চঞ্চলতা কোথায় গেল?
এই বলিয়াই যেন তদীয় নয়নযুগল তাহার অনুসন্ধানের
নিমিত্ত চঞ্চলতা অভ্যাস করিতে লাগিল। আর,
সৎকবির কাব্যে যেরূপ অনুপযুক্ত বিষয়ে পদ-
প্রভৃতির বিন্যাসরূপ দোষ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ
তৎকালে তাঁহার বাক্যেও অনুপযুক্ত বিষয়ে
কোনরূপ পদপ্রভৃতি প্রযুক্ত হইত না। অধিক আর
কি বলিব? তৎকালে নিখিল লোকনয়নের চমৎ-
কারজনক তদীয় ~~অপূর্ব সৌন্দর্য~~ অতুলনীয় মনোহর
সেই শ্রীবিগ্রহ যেন অভিনব রূপেই প্রকট
হইয়াছিল। উক্ত বিগ্রহে নবীন রোমরাজির শোভার
উদয়হেতু উহা বসন্তকালে প্রতিসন্ধিভাগে বিচিত্র
নবীন অঙ্কুররাজির শোভাযুক্ত নবীন তমালতরুকে
পরাভূত করিয়াছিল। প্রতি অঙ্গে মাধুর্য্যতরঙ্গরাজির
বিলাসবিশেষ শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপ
উক্ত শ্রীবিগ্রহ আভরণহীন মধু ও পরাগরাজিদ্বারা
ভ্রমরবৃন্দের অনুরাগবর্দ্ধক অভিনব পুষ্পমুকুলের

ন্যায় লাঞ্ছিত হইতেছিল। উহা যেন শ্যামলতাধারিণী লতাবিশেষের অপরিপক্ক, কষায়ভাবরহিত, মৃদু, মধুর ও লোভনীয় একটি ফলের ন্যায়ই প্রকট হইয়াছিল। আর, সেই শ্রীবিগ্রহ যেন স্বয়ংই শৈশবোচিত লাবণ্য রত্নের বিনিময়ে কৈশোরোচিত লাবণ্য গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইতেছিল। মদমত্ত মাতঙ্গ যেরূপ মদপ্রবাহ-দ্বারা নবীন ক্ষোভের সূচনা করে, উক্ত শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ নিত্য নূতন স্থূল বক্ষঃস্থলের শোভা বিস্তার করিতেছিল। এইরূপ, সেই শ্রীবিগ্রহ বক্ষঃস্থলের পীনত্বভঙ্গীযুক্ত মাধুর্যের ও স্কন্ধদ্বয়ের মাংসপুষ্টিদ্বারা তৎকালে যেন নূতন বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ (২)

৩। এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মাস বা অল্প কাল পরেই রসপ্রবাহরূপিণী তদীয় নিত্য প্রিয়তমাগণ তাঁহার নিত্যসখ্য ও শৃঙ্গার-রসের পুষ্টত্ব-সম্পাদনে যত্নশীলা হইয়া পার্বতীরও সৌন্দর্য খর্ব করিয়া ধরাতলে অবতরণ করিয়াছিলেন ॥ (৩)

৪। তাঁহাদেরও কৌমারদশা অতীত হইলে, ~~বক্রভাবা-~~
~~বক্রবুদ্ধি কুবীর ন্যায়~~ (সরল ভাবে বর্দ্ধিত
দৃষ্টিভঙ্গী বক্রভাব ধারণ করিল। হাস্যবিলাস
ক্রমশঃ হেমন্তকালীন দিবসের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত
হইতেছিল। কাব্যের গুণবিশেষের ন্যায় তাঁহাদের
~~উক্তিতে বাক্যের অর্থেও পদমাত্রের প্রয়োগ ক্রমেই~~
~~প্রকাশ পাইতে লাগিল।~~ উক্তিতে বাক্যের অর্থেও
পদমাত্রই প্রযুক্ত হইতেছিল। বর্ষণমুক্ত বৃষ্টির জল-
বিন্দুসমূহ যেরূপ ছাদের প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ মন্দ-
বেগে ক্ষরিত হয়, তাঁহাদের পদসঞ্চারও সেইরূপ
ক্রমশঃ ধীরভাব অবলম্বন করিয়াছিল। (বক্ষঃস্থল
দরিদ্রের লব্ধ মহারত্নের ন্যায় লোকদৃষ্টির আশঙ্কায় তাঁহাদের
আবৃত হইয়াছিল। মস্তক অর্থশাস্ত্রের ন্যায়
অবগুণ্ঠনমুদ্রাদ্বারা (অর্থশাস্ত্র পক্ষে অবগুণ্ঠনমুদ্রা-
শব্দের অর্থ ভঙ্গীযুক্ত হস্তদ্বারা উক্ত শাস্ত্রের আবরণ,
মস্তকপক্ষে অবগুণ্ঠনরীতি) অবগুণ্ঠনযুক্ত
হইয়াছিল। অভ্যন্তরে রত্নশলাকাযুক্ত মৃণালখণ্ডের
ন্যায় তাঁহাদের চিত্ত কৌমারদশার বিরামবিষয়ে
সন্দেহের বিষয় হইলেও কামোন্মাদের অঙ্কুররূপ

কোন দেবতাকর্তৃক আশ্রিত হইয়াছিল। তাঁহাদের জ্ঞান
কৌমারদশার পরিচিত ধূলিক্রীড়াপ্রভৃতি বিষয়-
সমূহকেও যেন অপরিচিত করিয়াছিল। তৎকালে
তাঁহাদের করতলদ্বয়ে আরুণ্য অর্থাৎ রক্তিমা (পক্ষে—
সূর্যত্ব) বদনমণ্ডলে পীযূষরশ্মিতা অর্থাৎ অমৃততুল্য
সরস দীপ্তি (পক্ষে চন্দ্রত্ব), কামবিষয়ে অঙ্গারকত্ব
অর্থাৎ অঙ্গপ্রাপ্তি (পক্ষে মঙ্গলত্ব), দৃষ্টিপাতে সৌম্যতা
অর্থাৎ মনোজ্ঞতা (পক্ষে বুধত্ব), শ্রোণিদেশে গুরুত্ব
অর্থাৎ ভারাধিক্য (পক্ষে বৃহস্পতিত্ব), বাক্যপ্রয়োগে কবিতা
অর্থাৎ কাব্যভাব (পক্ষে শুক্রত্ব), চরণযুগলে শনৈশ্চরত্ব
অর্থাৎ ধীরগতি (পক্ষে শনিগ্রহের ভাব), কেশপাশে
তমস্ত্ব অর্থাৎ অন্ধকারের ভাব বা কৃষ্ণত্ব (পক্ষে—
রাহুত্ব) এবং স্তনযুগে কেতুত্ব অর্থাৎ পতাকার
ন্যায় উন্নত ভাব (পক্ষে কেতুগ্রহের ভাব) উদিত
হওয়ায় নবগ্রহই যেন তাঁহাদিগকে আশ্রয়
করিয়াছিল ॥ (৪)

৫। তৎকালে তাঁহাদের শৈশবদশার চরণচাঞ্চল্য
নয়নযুগলকর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল অর্থাৎ চরণের
চাঞ্চল্য দূর হইয়া নয়নে চাঞ্চল্যের উদয় হইল।

এইরূপ শরীরের মধ্যভাগের পূর্বকালীন গুরুত্বকে
তৎকালে শ্রোণিদেশের গুরুত্ব অপহরণ করিয়াছিল।
উদরদেশ জ্ঞানের অল্পতাকে হরণ করিয়াছিল
অর্থাৎ শৈশবের জ্ঞানাল্পতা দূর হইল এবং উদরের
অল্পতা বা ক্ষীণত্ব উদিত হইল। মাধুর্য বচনের
প্রাচুর্য অপহরণ করিয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে
বাল্যদশার বহুভাষণ দূরীভূত হইয়া মাধুর্যের
আধিক্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপে শৈশবের
অধিকার ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিলে
তাঁহাদের অঙ্গ প্রভৃতি অপরের গুণবিশেষ লুণ্ঠন
করিতেছিল ॥ (৫)

৬। এইরূপ, তাঁহাদের দেহের মধ্যভাগে অণিমা
(ক্ষীণতা, পক্ষে সিদ্ধিবিশেষ), শ্রোণিভারে মহিমা
(বৃহত্ত্ব, পক্ষে সিদ্ধিবিশেষ), বাক্যে লঘিমা (অল্পতা, পক্ষে সিদ্ধিবিশেষ),
নৈপুণ্য-বিষয়ে প্রাপ্তি (পক্ষে প্রাপ্তিনাম্নী সিদ্ধি), চিত্তে কামাবসায়িতা
(কন্দর্প চেষ্টা, পক্ষে সিদ্ধিবিশেষ), লাবণ্যবিষয়ে
ঐশিতা (ঐশ্বর্য, পক্ষে সিদ্ধিবিশেষ), নয়নকোণে
বশিতা (বশীকরণ শক্তি, পক্ষে সিদ্ধিবিশেষ)
এবং মাধুর্যবিষয়ে প্রাকাম্য (প্রাচুর্য, পক্ষে সিদ্ধিবিশেষ)
উদিত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে অষ্টসিদ্ধিরও আবির্ভাব
হইয়াছিল ॥ (৬)

~~ইইয়াছিল না (যে)~~

৭৮৮। অপর, তৎকালে তাঁহাদের কোন এক
অপূর্ব চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল। উহা যেন
ব্রজনগরকে সৌরভবাসিত, ত্রিলোককে
অনুরাগযুক্ত, কন্দর্পের জন্মকে সাফল্যমণ্ডিত,
শৃঙ্গার রসকে শোভিত, নিখিল ভাবরাশিকে
মার্জিত, শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসকে সরসতাসম্পন্ন,
ও কবিগণের বাক্যরচনাকে কৃতার্থ করিল।
এইরূপ ভাবাবেগে তাঁহাদেরও উৎকণ্ঠার
কালিমামাত্রেরই উদ্গম হইয়াছিল; কন্দর্পের
প্রভাব হৃদয়েই সীমাবদ্ধ রহিল; শ্রীকৃষ্ণসংস্পৃহা
মনোমধ্যেই অধিষ্ঠিত থাকিল; রতি অতিশয়
প্রসার স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল; লজ্জার অসীমতা
উপস্থিত হইল; ভয় পরিপূর্ণরূপেই দেখা
দিয়াছিল; অশান্তি তীব্রবেগে ধাবন করিল;
অনুৎসাহ প্রতিকারের অযোগ্য হইয়াছিল
এবং দার্ঢ্য হৃদয়ের নিগড়রূপে আত্মপ্রকাশ
করিল। উক্ত ভাব মাধ্বীক পানের ন্যায় অভ্যন্তরে
পরিপক্ক হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

পরিজনগণ তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা ইহা গোপন করিয়াই রাখিতেন। রসের ন্যায় উহাও শব্দের বাচ্য হয় নাই। শব্দের সূক্ষ্ম অর্থের ন্যায় ইহা অলক্ষ্যই (শব্দার্থপক্ষে লক্ষণাবৃত্তির অযোগ্য, ভাবপক্ষে অন্যের দুর্জ্ঞেয়) ছিল।

নিরূঢ় লক্ষণাবৃত্তিলভ্য অর্থ যেরূপ অব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তির অযোগ্য, ইহাও সেইরূপ অব্যঙ্গ অর্থাৎ অপ্রকাশ্য ছিল। উহা অন্তরে ঘূর্ণমান হইলেও সুস্থির অর্থাৎ দৃঢ়, উদ্বেগজনক হইয়াও অখণ্ডবেগযুক্ত সান্নিপাত জ্বরের ন্যায় শরীরের অস্থিসন্ধিপ্রভৃতি স্থানের পীড়াজনক ও সর্বদা তৃষ্ণাবর্ধক (জ্বরপক্ষে, তৃষ্ণা অর্থ— জলপিপাসা, পক্ষে কৃষ্ণসঙ্গলালসা) হইয়াছিল।। (৮)

৯। ঘুণনামক কীট যেরূপ অলক্ষ্য ও নীরস বাঁশকে সর্বদাই কর্তন করে, উক্ত ভাবও সেইরূপ তাঁহাদের কৃষ্ণরস ভাবনাযুক্ত অপরিপক্ব চিত্তকে সর্বদা ক্ষত করিতেছিল।। (৯)

১০। তৎকালে তাঁহাদের গণ্ডস্থল নবনী(নোয়াড়ি)ফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠ ও অধর সূর্যকিরণে শুষ্ক প্রায়

পল্লবসদৃশ, নয়নযুগল হিমসম্পর্কযুক্ত নীল কমলদল-
সদৃশ, নিশ্বাস গ্রীষ্মকালীন দিবসের ন্যায় দীর্ঘ ও
উষ্ণ, দৃষ্টিপাত অন্ধব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় শূন্যলক্ষ্য,
পদবিক্ষেপ আত্মারামগণের গমনের ন্যায় উদ্দেশ্যশূন্য,
বাক্য গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণের ন্যায় অস্থির এবং
অপরিলক্ষ্য আচরণসমূহ বিরক্ত ব্যক্তির স্বভাবের ন্যায়
গৃহাদিকার্যে পরাঙ্মুখরূপে লক্ষিত হইয়াছিল।
এই অবস্থায় তাঁহারা গৃহাদিবিষয়ে পুনঃসঞ্চয়কারী
ভগবদনুরাগকে সখীপ্রভৃতির নিকটে গোপন করিয়া
রাখিলেও যে সমস্ত কান্তিবিশেষের উদয়হেতু
সখীপ্রভৃতির নিকটে তাঁহারা অভিনব বস্তুর ন্যায় লক্ষিত
হইল, তাদৃশ দুঃসহ পূর্বরাগসম্ভাবনাকালীন
উপচারসম্পাদনকালে তাঁহাদের অভিপ্রায়-বিষয়ে
অভিজ্ঞ সখীগণ উক্ত ভাব সাধারণভাবে জানিয়াও
বিশেষরূপে নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত যুক্তি-বলে শ্রীকৃষ্ণের
অঙ্গকান্তির সমোজ্জ্বল সাদৃশ্যযুক্ত নবীন ইন্দ্রনীলমণিময়
অলঙ্কার, অশ্রুরোমাঞ্চ প্রভৃতি বিকারজনক রমণীয়
অঞ্জন এবং কর্ণভূষণ ভূমণ্ডলের
সাজাইবার জন্য

সৌরভ-জনক নীলপদ্মসমূহ তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া
যে সময়ে বলিলেন যে, "হে সখীগণ! তোমরা এই
সকল বস্তু দর্শন করিয়া নয়নসন্তাপ দূর কর; শ্রীকৃষ্ণের
কান্তিযুক্ত এই সকল অনুরাগবর্দ্ধক দ্রব্য অলঙ্কার
তোমাদের গৌর অঙ্গের পরম শোভাজনক হইবে",
তখন তাঁহারা সত্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট
উক্ত ভূষণসমূহ দর্শন ও কর্ণপথে প্রবিষ্ট
কৃষ্ণলীলাচরিত শ্রবণ করিয়া কোন এক বিচিত্র দশা
প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহাদের অঙ্গে প্রভূত পুলক-
রাজির উদ্গম হইল; নয়নের জলধারায়
কজ্জলরাগ ধৌত হইল এবং নিশ্বাসসমূহ বহি-
র্গমনোন্মুখ প্রাণবায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল।
এ অবস্থায় কোন এক সহচরী তাঁহাদের প্রধানাকে
লক্ষ্য করিয়া প্রণয় পরিহাসের ন্যায় এইরূপ বলিতে
লাগিলেন ॥ (১০)

১১। "হায় সখি! আমার চিত্তে অতিশয় বিষাদের
সঞ্চার হইয়াছে; যেহেতু এই কজ্জলরাগ দুষ্টমাত্রই অতিসত্বর
তোমার নয়নকমলকে জলধারায় অভিষিক্ত
করিয়াছে! ইন্দ্রনীলমণিময় এই আভরণ

স্নানাদি দ্বারা প্রাপিত অবস্থায় (কিরণের পূর্বেই)
কিরণের সংস্পর্শেই সর্বাঙ্গে বিপুল পুলকরাজির
সঞ্চার করিয়াছে! এই নীলপদ্মসমূহ আঘ্রাণকালেই
দূর হইতেই সদ্যঃকিঞ্চিৎ গন্ধসংসর্গ দ্বারা নাসিকাকে
উৎফুল্ল ও সরস করিয়াছে। এমতাবস্থায় এই কজ্জলপ্রভৃতিকে
নয়নাদিতে ধারণ করিলে ইহারা যে কী করিবে,
সে বিষয়ে এই সখীগণের কোন ধারণাই নাই।
হে মেদমুক্ত সখি! তোমার এই দশা দর্শনে
আমারও অতিশয় খেদের সঞ্চার
হইতেছে! অতএব ইহার তত্ত্ব কী, তাহা বল দেখি?
ইহা কি এই সকল বস্তুরই শক্তিবিশেষ, অথবা
তোমাদেরই চিত্তের বিকারবিশেষ?

অতঃপর শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি বিবাহিতা বধূগণ ও
ধন্যাপ্রভৃতি অবিবাহিতা গোপকন্যাগণের সমস্ত-
বতী সহচরীগণ সকলেই নিজ-নিজ-যূথেশ্বরীগণের
আনুগত্যে অবস্থান করিয়া নিঃশঙ্কে তাঁহাদের
ভাবপরীক্ষায় কৌতুক প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই
সহচরীগণের চরণসমূহই লক্ষ্মীদেবীর আচরণকেও
তিরস্কার করিতেছিল; ঊরুযুগল কদলীতরুর দণ্ডের শোভা-
বিশেষকেও বিনাশ করিয়াছিল; শ্রোণিদেশ কামদেবের

সিংহাসনকে উপহাস করিতেছিল; কটিদেশ ডমরুর
মধ্যভাগ অপেক্ষাও কৃশ ছিল; স্তনমুকুলরাশিদ্বারা দাড়িম্ব-
ফলকেও সৌন্দর্য্যে বিফল করিয়াছিল;
ওষ্ঠ ও অধরদেশ বান্ধুলীপুষ্পসমূহের রক্তিমার ও
সৌরভপ্রভৃতির অনুরাগকেও অপহরণ
করিয়াছিল; দন্তরাজি দ্বারা মনোরম মাণিক্যমুক্তা-
সমূহও পরাভূত হইয়াছিল; নাসাপুট নিরন্তর
কন্দর্পরাজের তূণীরকে এবং কটাক্ষরাজি লজ্জায়
অবনতবদন কন্দর্পের শরযোজনার আগ্রহের প্রতি
অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিল; নয়নসমূহ
ভ্রমরগণের সুখবিহারলক্ষিত কালিন্দীর নীল-
পদ্মরাজিকে তিরস্কৃত করিতেছিল; আর, তাঁহাদের
চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ মনোহর বদনমণ্ডল দ্বারা পরাভূত
হইয়া কমলরাজিও জলের শোভাবর্দ্ধনে অসমর্থ
হইয়াছিল ॥ (১১)

১২। এই নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের রসরীতি ও
নিত্যসিদ্ধা বলিয়া উহা কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করেনা। আর, উক্ত
রসরীতি ও তাহার উদয়ের ক্রমপরিপাটীও কোন

নির্দিষ্ট বয়সের আয়ত্ত না হওয়ায় কৈশোরদশায়
আবির্ভাবমাত্রেই তাঁহাদের অনুরাগের যে নিবিড়তা
লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও বিস্ময়জনক নহে। বস্তুতঃ
উহা তাঁহাদের আবির্ভাবের সমকালেই আবির্ভূত
হইয়াছিল। পরন্তু কৈশোরদশায় কদাচ (কখনও কখনও) তাহার
অভিব্যক্ত হয়, জানিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ততত্ত্ব
অতিশয় গোপনীয় বলিয়া অমৃতলতিকার শাখা-
স্বরূপা সখীশ্রেষ্ঠা বিশাখা অতিশয় মনোহর
বিদগ্ধতাবিশেষতঃ স্বীয় প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে মধুর স্বরে
এইরূপ বলিয়াছিলেন — (১২)

"সুন্দরি (হে সুন্দরি!) কথং (কীহেতু) অকস্মাৎ (অকস্মাৎ)
প্রণয়িপরিজনানাং (প্রণয়ী পরিজনবর্গের) প্রাণসংবাধ-
কারী (প্রাণের পীড়াজনকরূপে) তে (তোমার) এষঃ
(এই) হৃদ্বিকারঃ (চিত্তবিকার) সমজনি (উৎপন্ন
হইল)? জনিমাত্রেণ এব ([আর, উহা] উৎপত্তির
সঙ্গে সঙ্গেই) পাকং যাতঃ চ (যদিও পরিপক্কতা লাভ
করিয়াছে), তৎ অপি (তথাপি) অয়ং (ইহা)
চতুরাণাং অপি (সুধী ব্যক্তিগণেরও) তর্কপদ্যঃ ন
(বিচারপদ্য হইতেছে না) ।। ১ ।। (১৩)

যেহেতু, তে (তোমার) অধ্যয়নকৌতুকং ক্ব (অধ্যয়নবিষয়ে পূর্ববৎ কৌতুক লক্ষিত হইতেছে না)! শুকশারিকাধ্যাপনা ক্ব (শুক-শারিকাদিগকে ও আর পূর্বের ন্যায় পাঠ দান করিতেছ না)! বর্হিনটনে (ময়ূরগণকে নৃত্য করাইবার) [illegible] ক্ব (উৎসাহই বা কোথায়)? পরিবাদিনী-বাদনং ক্ব (আর, তোমায় পূর্বের ন্যায় বীণাবাদনও আর দেখা যাইতেছে না! [এবং]) প্রিয়সখীজনৈঃ (প্রিয়তমা সখীগণের সহিত) হাসপরিহাসমিশ্রী (হাস্য-পরিহাসযুক্ত) সংকথা ক্ব (সেই নিভৃত আলাপও আর লক্ষিত হইতেছে না)! আলি! (হে সখি!) বনমালিনা (বনমালী শ্রীহরি) তব (তোমার) মনোমণিঃ চোরিতঃ কিং (চিত্তরূপ রত্নটিই অপহরণ করিয়াছেন কি)? ॥ (১৪)

১৫। বস্তুতঃ ইহা অসম্ভবও নহে; যেহেতু চন্দ্রোদয় না হইলে কুমুদিনী উৎফুল্লভাব ধারণ করে না; সূর্য অস্তগমন করিলে পদ্মিনীর ও মালিন্য উপস্থিত হয়; চাতকী মেঘব্যতীত অন্যের শব্দকে নিজ হর্ষের কারণ মনে করে না;

রতিদেবী কন্দর্প ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি আসক্তা হ'ন না; মেঘের ক্রোড়দেশ ব্যতীত অন্যত্র কোথাও বিদ্যুতের শোভা পরিস্ফুট হইতে দেখা যায় না; কোকিলগণ চৈত্রমাস ব্যতীত অন্য কোন সময়ে নিজ-মধুর স্বর প্রকাশ করে না; রাজহংসী সরোবর ব্যতীত সাধারণ জলে বিহার শোভা ধারণ করে না; চন্দ্রকলা শুক্লপক্ষ ব্যতীত অন্য সময়ে পরিপূর্ণ হয় না; স্বর্ণের রেখা নিকষ প্রস্তর ব্যতীত অন্যত্র স্বীয় ঔৎকর্ষ প্রকাশ করে না; আর, বসন্তকাল ব্যতীত অন্য সময়ে জাতিপুষ্পেরও সৌরভ বিকশিত হয় না; অধিক কি বলিব? চন্দ্রের মধ্যেই জ্যোৎস্না, রত্নের মধ্যেই রত্নের প্রভা ও পুষ্পের মধ্যেই মধুধারার প্রকাশ হয়। হে সখি! আমার নিকটে তোমার নিজভাব গোপন করিবারই প্রয়োজন নাই; রত্নের যে কোন রূপ অজ্ঞাত থাকেনা। রত্নমাত্রই রত্নবণিকের, সেই হেতু হে পরমপ্রেয়সখি! আমার নিকটে তোমার ইহা কোনরূপেই গোপন করা সঙ্গত নহে॥

১৪। বিশাখার বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে সর্বগুণালঙ্কৃতা ললিতা পরমপ্রীতিসহকারে বলিলেন — "পরমপ্রীতি-

কৃষ্ণের আশ্রয়রূপা বিশাখা সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন ;
আর, ইহা বিচিত্রও নহে ; যেহেতু চন্দ্রকিরণের
সংস্পর্শেই রাত্রির শোভা পরিপূর্ণতা লাভ করে।
আর, কোন চকোরীই চন্দ্র ব্যতীত অন্য কাহারও
আশ্রয় গ্রহণ করে না" ॥ (১৬)

১৭। ললিতা এরূপ বলিলে শ্রীরাধা বলিলেন –
"তোমাদের ইহা অতিশয় সাহস যে, ~~অস~~ এইরূপ
অসম্ভব বিষয়েরও সম্ভাবনা করিতেছ! বিশাখা
কখনও বিশাখার ভাব (অর্থাৎ বিশাখানক্ষত্রের
স্বভাব) ত্যাগ করে না ; যেহেতু সে মাধবমাসস্থায়িনী
(নক্ষত্রপক্ষে - মাধবমাস অর্থাৎ বৈশাখমাসের স্থায়িনী
অর্থাৎ অনুগতা ; বিশাখাসখীপক্ষে - মাধবের অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণের 'মাস' অর্থাৎ শোভাসম্পাদনের সহায়িনী
বা সাহায্যকারিনী))" ॥ (১৭)

১৮। শ্রীরাধার উক্তির প্রত্যুত্তরে ললিতা উৎফুল্ল চিত্তে
বলিলেন - "হে সুন্দরি! যাহা ভাবী অর্থাৎ ভবিতব্য,
তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। রাধাভিখ্যা অর্থাৎ
'রাধা' এই নামে প্রসিদ্ধ বৈশাখমাসের প্রতি রাধাই
আনুকূল্য সম্পাদন করে ; কারণ, রাধারও বিশাখার

ঐক্য সুপ্রসিদ্ধ (অর্থাৎ রাধা বিলাস নামক গ্রন্থেরই নামান্তর;
অর্থান্তরে, হ রাধা অর্থাৎ রাধাভাবনী ও বিলাস সখীর
ঐক্য বা অভিন্নত্ব হেতু 'রাধাভিন্না' অর্থাৎ শ্রীরাধার
দ্বারা শোভাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিলাসের আনুকূল্য
শ্রীরাধার সম্পাদিত আনুকূল্য রূপেই পরিগণনীয়)॥ (১৮)

১৭। অতঃপর শ্রীরাধা অমৃতমধুর হাস্যসহকারে বলিলেন-
হে সখি ললিতে! আকাশলতা কখনও ঐ কাশ-লতার
তুল্য পুষ্পশোভা ধারণ করে কি এ কথা বলা যায়না।
সেই হেতু হে সুমুখি! আমার সম্বন্ধে অলীক বিতর্কের
অবতারণা করিও না॥ (১৯)

১৮। তাঁহাদের এইরূপ বাক্যালাপ কালে প্রতিদিন
শ্রীরাধার উপাসনায় নিবিষ্ট আগমনকারিণী শ্যামাঙ্গীতীয়া
শ্যামলীনাম্নী কোন সখী সৌহার্দ্যবশত: শ্রীরাধার
প্রতি চিত্তসমর্পণহেতু সেদিনও তথায় উপস্থিত
হইলে। স্নিগ্ধহৃদয়া পদ্মমুখী শ্রীরাধার হৃদয়ে
অতিস্নিগ্ধ মধুরভাবের উদয় হইল॥ (২০)

১৯। তৎকালে কলগীতনিপুণা সহচরীগণের সকলেরই
পরস্পর মিলন সঙ্ঘটিত হইলে প্রধানা শ্রীরাধা
ভাব সম্বরণপূর্বক মৃদুহাস্য ও গাম্ভীর্য সহকারে

বলিলেন — 'হে কমলমুখি, মনের প্রেয় সখি শ্যামে!
আমার বাক্যে মনোনিবেশ কর, তোমার দর্শন
আমার নয়নযুগলে কর্পূরবর্তির ন্যায় সুখজনক।
সেইহেতু নিজ কর্ণযুগলের কীর্তিজনকরূপে আমার
এই সখীদ্বয়ের উক্তি শ্রবণ কর।' এই বলিয়া
তাঁহার নিকট ললিতার ও বিশাখার পূর্বোক্ত বাক্য
বর্ণন করিলেন ॥ (২১)

২০। শ্যামা কহিলেন — 'অয়ি হরিণ-নয়নে! তুমি
সখীগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিবে না।
গোকুলের ললনাগণের সকল সভায়ই গোকুলরমণী-
গণের শিরোমণিস্বরূপা জ্যোৎস্নার স্তুতিবাদপ্রসঙ্গে
এই বৃত্তান্ত অবশ্যই কীর্তনের যোগ্য হইবে। চন্দ্রের ও
কুমুদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ও জ্যোৎস্নার এই স্বাভাবিক
প্রীতি উৎপত্তিমাত্রেই নিখিল গোকুলনগরীর মধ্যে
পরম সৌরভ বিস্তার করিতেছে ॥' (২২)

২১। তখন সখী-কুল-প্রবীণা শ্রীরাধা হাস্যমুখে কহিলেন — 'হে চন্দ্রমুখি!
বস্তুতঃই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার আসক্তি রহিয়াছে
এবং সেইহেতুই নিজ-চরিত-কথা অন্যের প্রতি আরোপ
করিতেছ। তুমি সকল কলাদ্বারা জয়যুক্তা হইয়াছ।

তুমি যাহা মনে কর, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দেখ, কোন্ ব্যক্তি হস্তদ্বারা চন্দ্র বা সূর্যকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করে? আর, কে-ই বা কাচমণির বিনিময়ে মহামণি সংগ্রহের উদ্যম প্রকাশ করে? কে রত্নাকরের অতলগর্ভস্থিত মহারত্নরাজিকে করতলে লাভ করিতে অভিলাষী হয়? কে-ই বা চাকচিক্যশালী মণির লোভে সর্পের ফণানুধারণে আগ্রহ করিতে পারে? আর, কে-ই বা কিশোর সিংহের কেশর দ্বারা কেশবিন্যাসের চেষ্টা করে? অতএব, স্ত্রীজনের প্রতি প্রতারণাময় এইরূপ অলীক বৃত্তান্ত হইতে বিরত হওয়াই সঙ্গত॥ (২৩)

২২। শ্যামা কহিলেন — হে সখি! তোমার চিত্ত যে সত্যই শ্যামের অনুরাগে পীড়িত হইয়াছে, তাহা তুমি এই মনোরম বাক্যেই প্রকাশ করিয়াছ। সেই হেতু আর প্রতারণা করিও না॥ (২৪)

২৩। শ্যামার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার প্রতারণাচাতুরী বিলুপ্তপ্রায় হইলে বদ্ধমূল ভাব-বিশেষের উদ্রেকের ফলে মনোবৃত্তির

উক্তকথার হেতু তিনি রোমাঞ্চশোভিত গণ্ডযুগলে সংরাজিত কজ্জল জলচ্ছলে নয়নযুগলদ্বারা নিজ-হৃদয়ের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের দ্রবীভূত কান্তিকেই যেন বহির্ভাগে নিঃসারণ করিতে করিতে নিজেকে পরিপক্ব কৃষ্ণানুরাগজনিত সৌন্দর্যের পরম আশ্রয়রূপে ব্যক্ত করিয়া সকল সৌভাগ্যসম্পদের বিজয়পতাকারূপে সখীগণের চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়াছিলেন। ক্ষনকাল পরে কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া কহিলেন — "সখি শ্যামে! আমার অতুল সৌভাগ্যভূষণের সম্ভাবনা কোথায়? চিন্তা করিয়া দেখ —

তৃনমানিবৎ (তৃনাকর্ষক সাধারণ মনিতুল্য) মম (আমার) অয়ং (এই) অনুরাগ: (অনুরাগ) অতিলোকমনীন্দ্রবন্দনীয়ং (অলৌকিক উত্তম মনিরাজিরও বন্দনযোগ্য), অতিপরমমহার্ঘ্যং (অতিশয় মহামূল্য) অস্য চেতোমনিং (শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরত্নকে) পরিপানিতুং (এর করিবার নিমিত্ত) কথং (কীরূপে) পনতাং প্রযাতু (মূল্যরূপে বিবেচিত হইতে পারে)"। তিনি এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন ॥ (২৫)

২৪। শ্যামা কহিলেন - 'হে সুলোচনে! তুমি খেদ করিও না। আমার বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ কর। তুমি আশ্বস্তা হইয়া আমার সখীগণের সত্য-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমার অনুরাগরূপ রত্নই তাঁহার চিত্তরূপ রত্নের পরিচয় লাভ করিয়াছে। দেখ—

সহজাবরোহহানেঃ (স্বভাবতঃ শাখাজটা (শিখর)-শূন্য) বীরুধঃ (লতারও) আধিনিধি (ভূগর্ভস্থ নিধির অভিমুখে) কশ্চন (কোন) অবরোহঃ (শাখাজটা বা শিখর) প্রসরতি (প্রসার লাভ করে, [আর]) তেন (সেই অবরোহ কর্তৃক [তৎকালে]) সঃ (সেই) নিধিঃ অপি (নিধিও) দুর্বিদঃ ন স্যাৎ (দুর্জ্ঞেয় হয় না); অহো (অহো!) যঃ (যে অবরোহটি [লম্বমান হইয়া]) তং (সেই নিধিটিকে) কলয়তি (গ্রহণ করে), সঃ এব (সেই অবরোহটিই) বেত্তি (সেই নিধিকে জানিতে পারে)॥'৪॥ (২৬)

২৫। তখন বিশাখা ও ললিতা উভয়েই কহিলেন - 'সুলোচনে লসামে! তুমি পূর্বেও সখী শ্রীরাধার প্রতি 'তোমার ও শ্রীকৃষ্ণের' এইরূপ আনন্দ-

অনেক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছ। সম্প্রতি ও সখীমিলিতের
ন্যায়ই বাক্যবিশেষ উল্লেখ করিতেছ। সেইহেতু
হে মধুর হাসিনি! মনে হয়, যেন কোন রহস্য বার্তা
তোমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে?" ইহার উত্তরে
শ্যামা কহিলেন - "আমি যাহা বলিব, তাহা আমার
পক্ষে অতি সাহসের বিষয়।"

২৬। তখন বিশাখা ও ললিতা কহিলেন - "অয়ি
শ্যামে! আমাদের মাথার দিব্য অর্থাৎ আমরা মস্তকের শপথ করিতেছি; তাহা
যদি অপর রসের অবতারণা না করে, তবে
নিঃসঙ্কোচে বর্ণন কর। আমরা তোমার মুখ-
চন্দ্রের নিরীক্ষণ করিতেছি।" (২৮)

২৭। অতঃপর শ্যামা হাসিতে হাসিতে কহিলেন —
~~অয়ি সহচরীগণ অতিশয় বুদ্ধিম~~
"আমার বুদ্ধিমতী সহচরীগণ একদিন বৃক্ষচ্যুত
শুকশারিকাগণের অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাদের
মুখ হইতে এরূপ শুনিতে পাইল ~~যে~~, একদা
শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বনগমনের উপযোগী বেণু,
বিষাণ, গুঞ্জামালা ও ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি ভূষণধারী
সহচরগণের সহিত স্বয়ংও ঐরূপ নানাবিধ ভূষণে

হইয়া সুবর্ণ ও মণিময় লম্বায়মান বিচিত্র
অলঙ্কারসমূহ ধারণপূর্বক সকলের অগ্রে চলিতে
চলিতে নগরীর তোরণের সম্মুখভাগে, গৃহের ছাদের
উপরে তোমাদের এই সখীকে দেখিতে পাইলেন।
তৎকালে ইনি প্রবল ভীতিসহকারে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ
করিতে করিতে আকস্মিক ভাবে সরল দৃষ্টিতেই
শ্রীকৃষ্ণের যৎকিঞ্চিৎ দর্শনলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎই
লজ্জার উদয়হেতু মুদ্রিত নয়নে তথা হইতে
অন্তরালে চলিয়া গেলেন।
পরন্তু ক্ষণকাল পরেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেশে
আক্রান্তা হইয়া পুনরায় পশ্চাদ্দিকে গ্রীবা সঞ্চালন-
পূর্বক তদাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই শ্রীকৃষ্ণের
আকস্মিক সরল দৃষ্টিপাত দ্বারা নিজের কটাক্ষপাত
অর্দ্ধপথে ছিন্ন হওয়ায় তিনি দৃষ্টির শেষ অর্দ্ধভাগ
স্বয়ংই সম্বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু
শ্রীকৃষ্ণ অদৃষ্টবশতঃ ভুজঙ্গীর শরীরের কর্তিত অগ্র-
ভাগদ্বারা দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় কর্তিত বাণার্দ্ধসদৃশ
তোমাদের সখীর বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির পূর্বার্দ্ধ ভাগদ্বারা

হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া দৈবপ্রেরিত আকস্মিক পীড়া
অনুভবপূর্বক উৎকণ্ঠা, চমৎকার ও বিস্ময়সহকারে
সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন এক নর্মসহচরকে
এরূপ বলিয়াছিলেন। — (২৯)

২৮। (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "হে প্রিয় বয়স্য!
কে ইনি মেঘশূন্য বিদ্যুতের ন্যায়, নন্দনকানন-
বিচ্যুত প্রাসাদাগ্রবর্তিনী নবীন কল্পলতার ন্যায়,
কন্দর্পরূপ ঐন্দ্রজালিকের ত্রিলোকজনবিমোহিনী
স্বর্ণময়ী মায়াপুত্তলিকার ন্যায়, গোকুলনগরের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, বিচিত্রকলানিপুণ কোন
চিত্রকরকর্তৃক চিত্রিত ভিত্তিশূন্য (অর্থাৎ নিরাধার)
চিত্রলেখার ন্যায়, গগন সরোবর হইতে আগতা
রাজহংসীর ন্যায়, অকালস্ফুটিত স্বর্ণকেতকীর ন্যায়,
কন্দর্পের হৃৎশূন্যা ছুরিকার ন্যায়, দ্বিতীয়া অর্থাৎ নবীন
(চন্দ্রকলার) ন্যায়, মনোমোহনের
মঞ্জুলতার ন্যায়, লাবণ্যের দর্পণের ন্যায়,
মাধুর্যের পতাকার ন্যায়,
গুণরূপ মণিরাজির তেজঃপূর্ণ
মনোরম মঞ্জুরীর ন্যায় এবং সৌন্দর্যরূপ বিহঙ্গের

আশ্রয়স্বরূপ স্বর্ণপিঞ্জরের ন্যায় অল্পকালের নিমিত্ত
আবির্ভূত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগ উজ্জ্বল করিয়া
পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন? ইহা কি আমার স্বপ্ন,
অথবা ইহা ভ্রম? কিম্বা, ইহা আমার চিত্তের বিভ্রান্তি-
জনিকা কোন দৈবমায়াই হইবে?॥ (৩০)

২৯। তখন সেই নর্মসহচর বলিলেন — "সখে! তুমি
খেদ করিও না। ইনি বৃষভানু রাজার কন্যা এবং ইনি বিধাতার
নূতন সৃষ্টিরূপেই বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার নাম —
রাধিকা। সকল সৌভাগ্যের সারাংশ ইঁহার মধ্যে
পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে"। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন —
"হাঁ, ইনি যে নিখিল সুন্দরীগণের সৌন্দর্যগর্ব
পরাভূত করিয়াছেন, আমি মাতৃগণের পরস্পর
আলাপকালে গুণবতী রমণীগণের গণনাপ্রসঙ্গে
অবগত হইয়াছি; পরন্তু অদ্যই ইঁহাকে প্রথম
দর্শন করিলাম"। অনন্তর তিনি হৃদয়ে বিকারগ্রস্ত
হইয়াও ভাবসম্বরণসহকারে অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপনপূর্বক বাহিরে সুস্থচিত্ত ভাবের
[illegible] প্রকাশ করিয়া ধেনুগণের অনুসরণক্রমে
নৃত্যশীল নবীন মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ নীল-কান্তিরাশি-
দ্বারা শ্যামল বনভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

অতএব হে সখি ললিতে! ইঁহাদের উভয়ের চিত্তেই
কামতরুর বীজ উত্তমরূপেই অঙ্কুরিত হইয়াছে।
আশা করি, কালক্রমে ইহার পত্রদ্বয়ের বিকাশ হইয়া
ক্রমশ: ফলদশা উপস্থিত হইবে।" (৩১)

৩০। প্রবীণা শ্রীরাধা বলিলেন – "ললিতে! তুমি অলীক
বাক্য বলিতেছ; এখন নিবৃত্ত হও। আমি কখনও
একাকিনী ছাদে উঠি নাই; অতএব অতঃপর আর
এ ব্যক্তিকে অর্থাৎ আমাকে লঘু করিও না। আমি তোমার পায়ে
পড়ি। আমাকে আর লজ্জাসাগরে নিক্ষেপ করিও না।"
এই বলিয়া তিনি বিরত হইলে অর্থাৎ চুপ করিলে ললিতা বলিলেন – "এ কথা যদি অলীকই
হয়, তাহা হইলে আর এস্থলে লজ্জাসাগরের প্রসঙ্গ কী?
অতএব নিজের স্বাভাবিক অনুরাগকে গোপন
করিতে গিয়াও গোপন করিতে পারিতেছ না!
তাহা হইলেও তোমার এই চপলতা ক্ষমা কর। অতঃপর
নিজ-ভগ্নী সকলের প্রতি সর্বদাই আস্থা স্থাপন করিও।"
এইরূপে তৎকালে ব্রজপুরে নিজ-নিজ-যূথেশ্বরী-
গণের সহিত সকল সখীগণই সরস-বাক্যালাপ-
প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সঞ্জাত স্ফুর্ত- অনুরাগ

ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই ভাবে নিরন্তরই পূর্বরাগ
নাটকের পূর্বরঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ (৩২)

৩৩। তৎকালে তাঁহাদের নিকট পৃথিবী ধ্বজ-পদ্ম-
প্রভৃতি বিচিত্র লক্ষণময় চরণচিহ্নযুক্তা, সমস্ত জলই
তদীয় কান্তিসদৃশ কান্তিসম্পন্ন যমুনাজলের ন্যায়
লীলাস্মারক, সকল তেজোরাশিই তাঁহার ন্যায়
শ্যামল জ্যোতিঃসম্পন্ন, সকল বায়ুই তদীয় গন্ধযুক্ত
এবং সমগ্র আকাশই তদীয় মুখচন্দ্রের কিরণরাশিদ্বারা
প্লাবিত হওয়ায় তাঁহাদের সম্বন্ধে পঞ্চভূতই শ্রীকৃষ্ণ-
নিষ্ঠরূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ (৩৩)

৩৪। এইরূপ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণজ্ঞাননিষ্ঠার উদয়
হইলে নয়নে তাঁহারই 'রূপ', জিহ্বায় তাঁহারই
অধরের 'রস', নাসিকায় তাঁহারই 'গন্ধ', ত্বক্ ইন্দ্রিয়ে
তাঁহারই 'স্পর্শ', তাঁহার দর্শনলাভের অনুগণনায়ই
'সংখ্যা', তদপাশ্রিত প্রেমের পরীক্ষায়ই 'পরিমাণ',
গুরুজনপ্রভৃতি হইতেই 'পার্থক্য', তদীয় আকৃতিতেই
মনের 'সংযোগ', পতিপ্রভৃতির গৃহ হইতে 'বিভাগ',
গুরু ও পরিজনবর্গের প্রতি 'পরত্ব', কৃষ্ণসম্বন্ধী
ব্যক্তিগণের প্রতি 'অপরত্ব' (আত্মীয়তা), জীবন-

বিষয়ে 'গুরুত্ব', চিত্তে 'দ্রবত্ব', প্রেমবিষয়েই 'স্নেহত্ব',
কর্ণে তদীয় গুণবিষয়ক 'শব্দ', তদীয় সংযোগচিন্তায়ই
'বুদ্ধি', তদীয় সঙ্গলাভের আশায়ই 'সুখ', তদীয়
অসঙ্গেই 'দুঃখ', তাঁহার নৈকট্যবিষয়েই 'ইচ্ছা',
গুরুপ্রভৃতির প্রতি 'দ্বেষ', শ্রীকৃষ্ণের নিকটগমন-
বিষয়েই 'প্রযত্ন', তৎসঙ্গেই 'ধর্ম', ~~[illegible]~~ ইহার
বৈপরীত্যেই 'অধর্ম' এবং তদ্বিষয়ক প্রেম করণেই
'সংস্কারে'র উদয়হেতু (বৈশেষিক দর্শনসম্মত)
চতুর্বিংশতি গুণই তৎকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে
এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছিল ॥ (৩৪)

তত্র। ~~এইরূপ~~ তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর
এইরূপ সরস বাক্যালাপের উদয় হইত —
যাঃ (যে) সুভ্রুবঃ (সুন্দরীগণ) ঈদৃশা (ঈদৃশ)
পুরুষভূষণেন (শ্রেষ্ঠ পুরুষদ্বারা) হৃদয়ং (নিজ-
চিত্তকে) ন ভূষয়ন্তি (অলঙ্কৃত না করে), তদীয়-
কুলশীলযৌবনং (তাহার কুল, শীল ও যৌবনকে)
ধিক্ (ধিক্ [এবং]) তদীয়গুণরূপসম্পদঃ ধিক্
(গুণ ও রূপসম্পত্তিকেও ধিক্) ॥ ৫ ॥ (৩৫)
আলি (হে আলি!) ময়া (আমি) জীবিতং (জীবন)

মনীকৃতং (মনে করিয়াছি); গুরোঃ চ সুহৃদঃ চ
(গুরুজনের বা সুহৃদ্ ব্যক্তির নিকট হইতে) মে (আমার)
কিং ভয়ং (ভয় কি)?, যদি (যদি) সঃ লভ্যতে
(তাঁহাকে লাভ করা যায়, [তবে]) কস্য বা ভয়ম্?
(আর, কাহার ভয়? [সঙ্কাতুরে] ~~যদি~~) যদি (যদি)
ন লভ্যতে (তাঁহাকে লাভ করা না যায়, [তবে])
কস্য বা অভয়ং (কাহারই অভয়ের সম্ভাবনা
আছে)? ৬॥ (৩৬)
যদি (যদি) ধবঃ (পতি) মাং (আমাকে) নিহন্তি
(বধ করেন) হন্যতাং (বধ করুন); বান্ধবাঃ (বান্ধবগণ)
যদি (যদি) জহাতি (ত্যাগ করেন) হীয়তাং (ত্যাগ
করুন); সার্বঃ (সজ্জনগণ) যদি (যদি) হসতি
(উপহাস করেন) হস্যতাং (উপহাস করুন;
[পরন্তু]) ময়া (আমি) স্বয়ং (স্বয়ং) মাধবঃ
(মাধবকেই) উরীকৃতঃ (আশ্রয় করিয়াছি) ॥৭॥ (৩৭)
সখি (হে সখি!) যস্য (যাঁহার) নাম এব (নামই) শ্রবণোপকণ্ঠে
(কর্ণের সমীপে) কলিতং (গৃহীত হইয়া) ব্রীড়াং
(লজ্জাকে) বিলোড়য়তি (আঘাত করে), ধৈর্যং লুণ্ঠতি
(ধৈর্য্য ~~লোপ~~ হরণ করে), আর্যভীতিং (গুরুজনের ভয়)

[অন্বয়]
। ভিনত্তি (বিনাশ করে,), চিত্তবৃত্তিং (চিত্তের বৃত্তি-
সমূহকে) পরিলুম্পতি (বিলোপ করে), স: দৃষ্ট:
(তিনি সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইলে) মদ্‌বিধানাং (আমাদের
মত লোকের) কিং ন কুরুতেং (কি-ই বা না
করেন)?॥ ৮॥ (৩৮)

৩৯। এইরূপ সকলকলানিপুণ শ্রীকৃষ্ণ প্রাত:কালে
চন্দ্রমণ্ডলের ~~...~~ পরাভবকারী নিজ-মুখদ্বারা বেণু বাদ্য
করিয়া ইতস্তত: প্রেরিত নয়নকোণের চঞ্চল
দৃষ্টিপাতদ্বারা নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি দয়া-
প্রকাশপূর্বক রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থিত নির্ভয় ও সন্তোষ-
জনক ক্ষুদ্র পথসমূহে নিজ-নিজ-গৃহের উপরিভাগে
অবস্থিত গোকুলের কুলবৃদ্ধগণের চিত্তের আনন্দ-
বিধান সহকারে যে সময়ে ধেনুগণের পশ্চাদ্‌বর্তী
হইয়া নবীন নটের ন্যায় গৃহ হইতে বনে গমন
এবং বন হইতে গৃহে আগমন করিতেন, তৎকালে
নবীন সূর্যকিরণস্পর্শে বিকসিত কমলিনীবৃন্দের ন্যায়
গোকুল কুলবালাগণ গুরুজনের প্রবল ভয়কেও অগ্রাহ্য
করিয়া গৃহের উপরিভাগে আরোহণ করিতেন। তাঁহাদের
মধ্যে কাহারও কাহারও তৎকালে কেলিপ্রদর্শন আরম্ভ হইলেও

তাহা আর সমাপ্ত হইতনা। কেহ কেহ স্নান করিয়াও
পাত্র হইতে জল অপসারণ করিতে সময় পাইতেন না।
কাহারও কাহারও সখীগণ তাঁহাদের নয়নে
অঞ্জন লেপন করিতে আরম্ভ করিলে "হে সুলোচনে!
ক্ষণকাল অপেক্ষা কর" এরূপ নির্দেশ করিলেও তাঁহা-
দের একটি নেত্রের অর্দ্ধভাগেই কেবল অঞ্জনলেপন
সম্পূর্ণ হইত। অনুরক্তা সখীগণ কাহারও
কাহারও একটি চরণেই অলক্তক দ্বারা রঞ্জিত করিলে
তাঁহারা ঐ অবস্থায়ই প্রাসাদের উপরে আরোহণ
করিয়া সোপানরাজির এক পার্শ্বকেই চরণকমলের
চিহ্ন দ্বারা রক্তিমাযুক্ত করিতেন। কেহ কেহ বা
এক চরণেই নূপুর পরিধান করিয়া চলিতে আরম্ভ
করায় সেই নূপুরের শব্দটি (অপর নূপুরের শব্দের
সাহচর্য না পাইয়া) বিশৃঙ্খল ভাবেই প্রকাশিত হইত।
আবার কখনও বা গুরুজনের ভয়ে গতির নিবৃত্তি
হেতু এবং কখনও বা দ্রুতগতি সেই এক নূপুরের
শব্দও বিচ্ছিন্ন হইয়া অতিবিশৃঙ্খল রূপেই উদ্ভূত
হইত। আবার কেহ কেহ বা
চন্দ্রহারটিকে অর্দ্ধগ্রথিত অবস্থায়ই ধারণ করিয়া

চলিতে আরম্ভ করায় তদ্দ্বারা চরণের অগ্রভাগে
বেষ্টনহেতু মৃণাল[?]নল দ্বারা আবদ্ধা অতিবিশৃঙ্খল-
গামিনী রাজহংসীগণের শোভা ধারণ করিয়া-
~~থাকিলেন যে (শোভা)~~ করিত ॥ (৩৭)

~~৩৮। এরূপ অবস্থায় —~~
~~অহহ (অহো!) আসাং (সেই কৃষ্ণানুরাগিনীগণের)~~
~~ঈক্ষণানি (নেত্রসমূহ) অহঃ সার্ধং (সমগ্র দিবস)~~
~~হৃদি নিবসতঃ (হৃদয়মধ্যে অবস্থিত) মাধবস্য~~
~~(শ্রীকৃষ্ণের) অবলোকে (দর্শন লাভ করিয়া)~~
~~প্রাতঃ সায়ং (প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে~~

৩৮। এরূপ অবস্থায় —
অহহ (অহো!) আসাং (সেই সুন্দরীগণের)
ঈক্ষণানি (নয়নসমূহ) অহঃ সার্ধং (সমগ্র দিবস)
নিদ্রাণায়াঃ (নিদ্রিতা) কুবলয়ততেঃ (নীলপদ্মরাজির)
~~শ্রীহরণ~~ শ্রীহরাণি (শোভা ~~ধারণ~~ হরণ করিয়া) প্রাতঃ
সায়ং (প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে) হৃদি নিবসতঃ
(হৃদয়স্থিত) মাধবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) অবলোকে
(সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইলে) কলিতবলভীজালরন্ধ্রাণি
(গৃহের ঊর্ধ্ববর্তী গবাক্ষজাল আশ্রয় করিয়া)

পঙ্কজের বয়সাং (পঙ্কজ সদৃশ) মঞ্জুনানাং (মঞ্জু-ভাষিণীদের) আভাং (শোভা) সুষমাং (হরণ করিত)॥৯॥ (৪০)

৩৬। এই রূপ তৎকাল অবিবাহিতা কুমারীগণের মনোরথ অনভিব্যক্ত থাকিলেও তাঁহারা ধূলিখেলায় আরম্ভকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহে যাতায়াত করিতেন। গোপনানুচিত স্বভাববশত: তাঁহাদের আচরণ সরল হওয়ায় তাঁহারা সকলের দৃষ্টিগোচরেই বিচরণ করিতেন। বিশেষত: তাঁহাদের মাতাপিতা সদ্যোজাত শিশু জ্ঞানে তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনরূপ দোষ দেখিতেন না। লোক যেরূপ নিভৃতে ভূতলে মহাসম্পদ্ রাশি প্রোথিত করিয়া অন্তরে তৃপ্তিবোধ করিলেও বাহিরে ধনের নিমিত্ত দু:খিতের ন্যায় ভাব প্রকাশ করে, সেইরূপ তাঁহারাও নিজ-নিজ-বাসনার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ভাবী পতি জ্ঞান করিয়া অন্তরে পরিতৃপ্তা হইয়াও বাহিরে ঔদাসীন্যই প্রকাশ করিতেন। বস্তুত: শ্রীকৃষ্ণই আমাদের পতি হইবেন, এইরূপ অভিলাষের সহিতই তাঁহাদের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল॥ (৪১)

৩৭। অতঃপর একদিন বৃষভানুনন্দিনী মণিময় পিঞ্জর হইতে স্বীয় ক্রীড়াশুকটিকে বাহির করিয়া করতলে রাখিয়া তাহার চঞ্চুর নিকটে পক্ক দাড়িমের এক একটি বীজ অর্পন করিতে করিতে চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবল অনুরাগভরে আক্রান্তা হইয়া বারম্বার তাহাকে 'কৃষ্ণ বল' এইরূপ উচ্চারন করাইয়া অভিনব সন্তোষ লাভ করিতেছিলেন। আর, ইহারই মধ্যে কখনও কখনও পরম অনুরাগের উদয় হেতু কাতরচিত্তে তাহাকে কোন একটি পদ্য শ্রবন করাইয়াই এরূপ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহা এইরূপ —

দূরাপজনবর্তিনী রতিঃ (দুর্লভ জনের প্রতি অনুরাগের উদয় হইয়াছে। [অথচ]) অপত্রপা ভূয়সী (এদিকে লজ্জাও অধিক ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে)। মতিঃ (চিত্ত) গুরুক্তি বিষবর্ষনৈঃ (গুরুজনের বাক্যরূপ বিষবর্ষনে) দৌঃস্থং গতা (পীড়া বোধ করিতেছে)। বপুঃ (এই শরীরটিও) পরবশং (অপরের অধীনে রহিয়াছে)। ইদং (এই) পরং জনুঃ (উত্তম জন্মটিও) কুলীনপক্ষে (সৎকুলেই হইয়াছে)।

BINA

EXERCISE BOOK

Pages 128

No. 8

অন্বয়: [illegible] [illegible] ভাবের মধ্য [illegible]

শ্রীসদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ।
অষ্টম স্তবক (Contd).

তস্যাপি (তস্যাপি) অয়ং (এই) পরমদুর্ম্মদ: জন:
(এই হতভাগ্য ব্যক্তি) ন জীবতি কিং (জীবন
ধারণ করিতেছে না কি?)॥১০॥ (৪২)

তত্র। শ্রীরাধার পরম চতুর লীলাশুকটি পূর্ব্বেই
সকল বিদ্যার অভ্যাস করিয়াছিল। সেই হেতু তখনও
সে উক্ত পদ্যটি শুনিতে শুনিতেই কণ্ঠস্থ করিয়া
ফেলিল। তৎকালে সে পক্ষিজাতির স্বাভাবিক
ভাববশত: স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা-কর্তৃক পালিত
হইলেও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এইরূপ তদীয় উক্তিটি পাঠ
করিতে করিতেই তাঁহার হস্ত হইতে উড়িয়া আকাশে
চলিয়া গেল। অনন্তর উড্ডয়নে নৈপুণ্য-হেতু
পুরীর একটি গৃহের ছাদ হইতে অপর গৃহের
ছাদ আশ্রয় করিয়া ক্রমশ: শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের
গৃহের অলিন্দে যাইয়া কোমল মধুর স্বরে সকলের
অনুরাগ উৎপাদন সহকারে শ্রীরাধার উচ্চারিত
পূর্ব্বোক্ত পদ্যটি পাঠ করিয়াছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ
সেই শ্রুতিসুখকর পদ্যটি শ্রবণ করিয়া 'অহো!
ইহা কী?' এইরূপ বিস্ময় ও কৌতুকের সহিত
'ওহে! তুমি কে? তোমার অধিকারিণীই বা কে?'

এই বলিয়া তাঁহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিলে সে স্বয়ংই
তাঁহার নিকটে আসায় তিনি প্রীতিসহকারেই তাহাকে
উক্ত শ্লোকটি পুনরায় পাঠ করিতে আদেশ
করিলেন। সেও তখন পুনরায় উক্তরূপ পাঠ করিল ॥ (৪৩)
তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন — 'হে পরমবিজ্ঞ! তুমি অতিশয়
মেধাবী। সম্প্রতি তুমি এইরূপ বচনদ্বারা আমার
কর্ণযুগল ধন্য করিয়াছ।' তখন শুক বলিল —
'হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! আমি অতিশয় কৃতঘ্ন!
'তুমি ধন্য' এইরূপ বলিয়া আমার অযথা প্রশংসা
করিতেছেন কেন? যেহেতু —

গাঢ়ানুরাগভর-নির্ভর-ভঙ্গুরায়াঃ ([যিনি] প্রগাঢ়
অনুরাগভরে আক্রান্তা হইয়া) কৃষ্ণেতি ('কৃষ্ণ' এই)
মধুরং (মধুর) নাম (নাম) মৃদু পাঠয়ন্ত্যাঃ
(ধীরে ধীরে [আমাকে] পাঠ করাইতেছিলেন, [সেই])
দেব্যাঃ (দেবীর) করাম্বুরুহকোরকতঃ (সুকোমল
করকমল হইতে [আমি]) অতিচঞ্চলজাতিদোষাৎ
(নিজ-জাত্যুচিত চাঞ্চল্যদোষবশতঃ) চ্যুতঃ অস্মি
(বিচ্যুত হইয়াছি)। অধন্যং মাং ধিক্ (মাদৃশ হত-
ভাগ্যকে ধিক্) ॥ ১১॥ (৪৪)

৪০। তখন শ্রীকৃষ্ণ "অহো! এই শুকটি কোন মহানুরাগবতী সুন্দরীর করতলদ্বারা লালিত বলিয়াই মনে হয়" এইরূপ চিন্তা করিয়া, "ওহে! আমি তোমার নিত্যস্থান-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতেছি, তুমি অনন্তকাল এইস্থলেই অবস্থান কর" এই বলিয়া তাহার দিকে নিজ-করকমল প্রসারিত করিলেন। তখন শুকপক্ষীটিও তাঁহার অভিলাষ পূরণের লালসাহেতু নির্ভয়েই তাঁহার করকমলে আরোহণ করিল। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের নর্মসহচর কুসুমাসবনামক এক ব্রাহ্মণবালক সেখানে আসিয়া, "হে প্রিয়বয়স্য! এই শুকপক্ষীটি অতিশয় বিদগ্ধ বলিয়া ক্রীড়াকৌতুকের উপযোগী হইবে; অতএব যত্নসহকারে ইহাকে পালন করিতে হইবে" এই বলিয়া দাড়িম্ববীজ ভক্ষণ করাইতে লাগিলেন॥ (৪৫)

৪১। এই সময়েই অতিশয় কৃষ্ণানুরাগপীড়িতা কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা, করতল হইতে শুকপক্ষী উড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহার অন্বেষণের নিমিত্ত কোন এক অনুচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "হে মধুরিকে! আমার শুকপক্ষীটি কোথায় গেল,

তাহা তুমি এই ধাত্রীকন্যাকে সঙ্গে লইয়া অনুসন্ধান
কর। তখন তাঁহার প্রেরিতা সেই অনুচরী ধাত্রীকন্যার
সহিত ইতস্তত: সন্ধান করিতে করিতে দৈবাৎ নিজ-
পুরীর সিংহদ্বারের প্রান্তভাগে চৈত্রমাসের সহিত
মিলিত বসন্ত ঋতুর ন্যায় কুসুমাসবের সহিত মিলিত
মনোরম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তৎকালে
শ্রীকৃষ্ণ সেই শুকপক্ষীর লালন করিতে করিতে উক্ত-
বিষয়ক আনন্দেই মগ্ন হইয়াছিলেন এবং উক্ত পক্ষীর
উচ্চারিত পদ্যগণের অর্থবোধজনিত তীব্র হৃদয়পীড়া-
জ্ঞাপনের নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া
নিজ-চিত্তের সহিতই উহার বিচার করিতে করিতে
ধ্যানলগ্ন সেই অনুরক্তা ললনার প্রতিই মনোনিবেশ
করিয়াছিলেন ॥ (৪৬)

৪২। শ্রীরাধার অনুচরী ইহা দেখিয়া তাঁহার নিকটে
যাইয়া কহিলেন — হে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের জয় হউক;
হে পীতাম্বর! এই শুকপক্ষীটি আমার অধীশ্বরীর
বটে; সেইহেতু দয়া ও প্রীতিসহকারে ইহা প্রত্যর্পণ
করিয়া নির্মল যশ:সৌরভ লাভ করুন। আপনার
বিবিধ গুণরাজি বিরাজমান। আমি আর কী
বলিব? (৪৭)

৪৩। তখন কুসুমাসব কহিলেন — 'ইহা যে তোমার দেবীর শুকপক্ষী, এবিষয়ে জ্ঞাপক কি? তোমার বাক্যই শুধু প্রমাণ হইতে পারে না। যদি হয়, তবে ইহাকে আহ্বান কর, দেখি! যদি তোমার আহ্বানে তোমার হস্তে যাইয়া উপবেশন করে, তাহা হইলে ইহা তোমার বলিয়া মনে করিব।' (৪৮)

৪৪। সেই অনুচরী কহিলেন — 'হে ব্রাহ্মণবালক! ব্রজেন্দ্র-নন্দনের করকমলস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা কে না করে? যেহেতু অচেতন বংশী ও চর্ম্ম ডম্বুর আস্বাদ অনুভব করিয়া উহা পরিত্যাগ করে না, তখন এই চেতন পক্ষীর আর কথা কী! তদ্ভিন্ন হে কুমার! আমাদের দেবীর শুকপ্রভৃতির উচ্চারিত গুণগানের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগহেতু তদ্ব্যতীত তিনি অন্নজল ও শান্তিলাভ করিতে পারেন না বলিয়া এই পক্ষীটি প্রত্যর্পণ করুন।' (৪৯)

৪৫। কুসুমাসব কহিলেন — 'তোমার কথা সত্যই বটে; এইরূপ গুণশালী অভিনব শুকরূপ ধনকে (অর্থান্তরে ঐরূপ গুণশালী শ্রীকৃষ্ণকে) কোন ললনাগণই রমণীয় বা কামনা না করেন?' অনুচরী কহিলেন — 'এই শুক আমার

দেবী নিশ্চয়ঃ, সেইহেতু ঐশ্বর্যের নিমিত্ত আমার কামনা করিতে হইবে কেন?' কুসুমাসব কহিলেন — 'তোমার দেবী কে?' অনুচরী বলিলেন — 'তোমার এই বয়স্য যেরূপ কোন এক ব্রজরাজের পুত্র, আমার দেবীও সেইরূপ কোন এক ব্রজরাজেরই কন্যা। সেই ব্রজরাজের কথা তোমার নিকটে আর কী প্রকাশ করিব?' ॥ (৫০)

৪৮। তখন কুসুমাসব কহিলেন — 'তোমার কথাই সত্য হউক; তথাপি আমরা এই লক্ষ্মী দিব কেন? আমার বয়স্য ত ইহা চুরি করিয়া আনেন নাই? তোমরা নানাপ্রকার কলহকৌশলপ্রকাশের লালসায় আমাদের এই সখার প্রতি কোনরূপ দোষ আরোপ করিবার নিমিত্তই ভ্রমণ করিতেছ। তিনি শরণাগতবৎসল বলিয়াই দৈবক্রমে শরণাগত এই লক্ষ্মীটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। তজ্জন্য স্বয়ং আশ্রয় দান করিয়া এখন ইহা বন্দিরূপে অপরকে দিতে পারেন কি?' এই সময়ে ব্রজেশ্বরী সেখানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন — 'হে বৎস! তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন? তাত (হে বৎস!) অন্নং (অন্ন) শীতলতামুপৈতি (শীতল হইয়া যাইতেছে); নিয়তঃ আহারকালঃ

(আহারের নির্দিষ্ট কালও) যস্মৌ (অতীত হইয়াছে); তব (তোমার) সখায়: (সহচরগণ) মাত্রা ভোজিত-পায়িতা: (মাতার নিকট হইতে পান-ভোজন সমাপন করিয়া) ইত: তত: প্রাপ্তা: (চতুর্দিক্ হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছে); ধেনূনাং নিচয়: চ (আর ধেনু-গণও) উৎকর্ণং (কর্ণযুগল উত্তোলন), বিবৃতেক্ষণং (নয়নযুগল বিস্তার [ও]) বিবলিতগ্রীবং (পশ্চাদ্ দিকে গ্রীবা পরিবর্তন পূর্বক) হুংকারবং (হুম্বা ধ্বনির সহিত) ভবত: পন্থানং উদ্বীক্ষতে (উৎকণ্ঠিত ভাবে তোমার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে) ॥ ১২॥ (৫১)

৪৭। অতএব এখন এস; ভোজনের পর, ওখন অন্তরঙ্গ-গণকে সঙ্গে লইয়া গোষ্ঠে যাইবেন্ত তিনি এরূপ বলিলে কুসুমাসব তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন- ভ্রাত:! ইহা অতিশয় কৌতুকের বিষয় যে, এই শুকপক্ষীটি শুকদেবের ন্যায় পরম পণ্ডিত; বুধ যেরূপ কলানিধি- অর্থাৎ চন্দ্রের পুত্র, এই পক্ষীও সেইরূপ কলা বা বৈদগ্ধী-রূপ নিধিকে প্রাপ্ত হইয়াছে; নিধি খনির (সেন্মুধনের আকরের)

ন্যায় এই পক্ষীটিও সকল লোকের অগোচর; চরের ন্যায়
যেরূপ সকলের চিত্তগত বৃত্তিসমূহের প্রজ্ঞাত বা অবগত হয়,
এই পক্ষীও সেইরূপ সকলেরই চিত্তাকর্ষক; দয়া-
রূপ প্রস্রবণের ন্যায় এই পক্ষীও
চিত্তকে অনুরাগরসে আর্দ্র করিতেছে; ব্যাকরণের
পদের ন্যায় এই পক্ষীও
বিভক্তি অর্থাৎ গুণগত বিভাগযুক্ত; ভক্তিমান জনের
ন্যায় এই পক্ষীটিও প্রিয়বাদী এবং সিদ্ধান্তবাদীর ন্যায়
মেধাবী ও দ্রুতগমনশীল
ব্যক্তির যেরূপ সমুৎকণ্ঠভাব অর্থাৎ কণ্ঠকে উন্নত করিয়া
রাখে, এই পক্ষীও সেইরূপ অধ্যয়নাদি বিষয়ে
সমুৎকণ্ঠ অর্থাৎ আগ্রহযুক্ত ও কণ্ঠের ন্যায় সকল
এই পক্ষীও সকল স্বরের
আশ্রয় ও স্বর্গবাসী যেরূপ 'সুমনা:' অর্থাৎ দেবতা,
এই পক্ষীও সেইরূপ 'সুমনা:' অর্থাৎ পণ্ডিত ও
সাধু ব্যক্তির ন্যায় এই পক্ষীও শান্তিগুণ দ্বারা
কমনীয় ও ধনের ন্যায় এই পক্ষীটিও দুর্দ্ধর্ষ অর্থাৎ অপরাজেয় এবং
পর্বতের ন্যায় স্থৈর্যসম্পন্ন ও স্থাবর জঙ্গম সকলের
চমৎকারজনক এই শুকপক্ষীটি সহসা অতিশয়

উৎকণ্ঠার সহিতই উড়িয়া আসিয়া প্রিয়সখার করতল
আশ্রয় করিয়াছে। ইহার বিবিধ শান্তিপূর্ণ আলাপে
আকৃষ্টচিত্ত হইয়াই প্রিয়সখা বয়ঃপ্রাপ্ত অনুরাগ-
বশতঃ এস্থানে কিয়ৎকাল বিলম্ব করিয়াছেন।
এ বিষয়ে আপনি দুঃখ করিবেন না। আর, এই শুক-
পক্ষীটিকে আমাদের প্রিয়সখা আমাদের অপেক্ষাও
অধিকতর প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইত্যবসরে
এই গোপকুমারী আন্তরিক গর্ববশতঃ আমাদের
প্রতি দোষারোপ করিয়া "এই শুকপক্ষীটি আমার
দেবীরই হয়" এই বলিয়া ইহাকে
লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। আর, এই গোপকুমারী
নীতি লঙ্ঘনপূর্বক যে উত্তর দান করিতেছে, তাহা
প্রিয়বয়স্যের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে। ব্রজেশ্বরী
ইহা শুনিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিপাতপূর্বক "অহো!
মধুরিকে! কীরূপে এখানে আসিলে?" এই বলিয়া
অনুকম্পার সহিত হস্তদ্বারা তাঁহার অঙ্গমার্জন করিতে
লাগিলেন॥ (৫২)

৪৮। তখন মধুরিকা ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত
প্রণামপূর্বক "হে ব্রজেশ্বরি! আমি কিছুই বলি নাই।"

কেবল ইহাই বলিয়াছি যে, এই শুকপক্ষীটি আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার খেলার উপকরণ বলিয়া ইহার অভাবে তিনি অতিশয় মনঃপীড়া বোধ করিতেছেন"॥ (৫৩)

৪৯। তখন ব্রজেশ্বরী নিভৃতে কহিলেন - "মধুরিকে! তুমি এখন গৃহে যাও। বৎস শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে আমিই এই শুকপক্ষীটিকে তোমার দেবীর নিকটে পাঠাইয়া দিব"। অতঃপর মধুরিকা "আপনার যেরূপ আদেশ, তাহাই হউক" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ব্রজেশ্বরী পুত্রের হাত ধরিয়া "এস বৎস! এস" এইরূপে তাঁহাকে উঠাইয়া "হে কুসুমাসব! এই শুকটিকে তুমি সাবধানে রক্ষা কর এবং স্বর্ণপাত্রে ঘৃতান্ন ভোজন করাও" এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ ~~বলিলেন~~ "আমিই ইহাকে ভোজন করাইব" এই বলিয়া নিজ-হস্তে তাহাকে যত্নপূর্বক পূর্বশ্রুত পদ্যটি স্বয়ং মনে মনে পাঠ করিতে করিতে তাহার উত্তরস্বরূপ কোন একটি পদ্য শুকপক্ষীকে শুনাইয়া কুসুমাসবকে নিভৃতে সম্বোধনপূর্বক ~~করিয়া~~ এইরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন - "সখে ~~হে কুসু~~ কুসুমাসব!

[আমি] যাবৎ (যেকাল অবধি) কীরোত্তমানন-নিঃসৃতং
(এই শুকলক্ষীর মুখ হইতে নির্গত), গাঢ়ানুরাগ-
ভরালসং (প্রগাঢ় অনুরাগপূর্ণ) ইদং কমপি
(এইরূপ অপূর্ব) দয়িতালাপং (প্রিয়ার বাক্য)
অশৃণবং (শ্রবণ করিয়াছি), [সেই সময় হইতেই আমার]
বনগমনে ন (বনগমনে), বয়স্যগণৈঃ সমং
(বয়স্যগণের সহিত) আসঙ্গে আলাপে ন (মিলনে),
মুরলিকানাদে ন (বংশীবাদনে [এবং]) ধেনুগণপালনে
(ধেনুগণের পালনে) মোদঃ ন (প্রীতি
হইতেছে না) ॥১৩॥ (৫৪)

৫৫। এই বলিয়া তিনি মাতায় অনুসরণপূর্বক
পদপ্রক্ষালন ও ভোজনের আসনে উপবেশন করিয়া
স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে নিজের সম্মুখেই সুবর্ণময়
পাত্রবিশেষে নিজ হাতেই সুগন্ধি ঘৃতদ্বারা অন্ন
মাখিয়া শুকপক্ষীটিকে ভোজন করাইলেন ॥ (৫৫)

৫৬। অতঃপর আচমন করিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায়
ধেনুগণের অনুসরণে উৎসুক হইয়া, 'হে মাতঃ!
আপনি অপরের অপেক্ষা না করিয়া এই শুক-
পক্ষীটিকে রক্ষা করিবেন' এইরূপ প্রীতিপূর্ণ বাক্য

উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অতঃপর লীলাকিশোর
শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণের পালনের নিমিত্ত বনে চলিয়া গেলে
ব্রজেশ্বরী নিজ-ধাত্রীর কন্যাদ্বারা
শ্রীরাধার শুকপক্ষীটিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া
দিলেন। শ্রীরাধা ব্রজেশ্বরীর ধাত্রীকন্যাকে
শুকপক্ষী হাতে লইয়া আসিতে দেখিয়া শ্যামলা,
বিশাখা ও ললিতার সহিত সহসা গাত্রোত্থান-
পূর্বক 'আসুন, আসুন' এই বলিয়া সমাদরসহকারে
আহ্বান করিয়া নিজ-আসনেরই অর্দ্ধভাগে উপবেশন
করাইয়া 'হে মাননীয়ে! মাননীয়া ব্রজেশ্বরী কুশলে
আছেন তো?' এইরূপ প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্য
উচ্চারণ করিলে ধাত্রীকন্যা কহিলেন — 'তাঁহারা
কুশলেই আছেন; কিন্তু তোমার এই শুকপক্ষীটি
সত্বরই সকলের সুখজনক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও ইহার
দ্বারা আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। আর,
অনেকক্ষণ ইহার মনোরম শব্দ শ্রবণ করিয়া
কর্ণযুগলের অপরিমিত সন্তোষ লাভ করিয়া দর্শক-
গণের ও চিত্তের ত্রিবিধ সন্তাপ দূর করিয়াছিলেন।
হে কল্যাণি! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণের পালনের

নির্যুক্ত বনগমন করিলে তোমার তিলমাত্র দুঃসহনেও অসমর্থা মাননীয়া দয়াবতী ব্রজেশ্বরী কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া এই শুকপক্ষীটিকে তোমার হস্তে পাঠাইয়া দিলেন।। (৫৬)

৫৭। শ্যামা কহিলেন — 'সুমুখি! এরূপ বলিবেননা; কারণ, এই গোকুলে গোপগণের গৃহস্থীর ভূষণস্বরূপ যে সকল রত্নরাজি গোপনীয় বা প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদয় শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বলিয়াই গণ্য হয়। আর, তিনি যাহাকে নিজ-হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ এই শুকপক্ষীটি নন্দনকাননের উত্তম পক্ষিগণ অপেক্ষাও সৌভাগ্য-শালী। সেই হেতু ইহাকে তাঁহারই খেলার উপকরণ-রূপে ব্যবহার করা সমীচীন হইবে। কিন্তু সম্প্রতি ইহাকে পুনরায় পাঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। আপনি এখন প্রস্থান করুন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেই মনোরমগতিশীলা ললিতাদ্বারা ইহাকে ব্রজেশ্বরীর নিকট প্রেরণ করা হইবে।' (৫৭)

৫৮। তখন প্রতিমা শ্রীরাধা কহিলেন — 'অয়ি সুমুখি! এই

শ্যামা সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। অতএব আপনি
এখন প্রস্থান করুন। শ্রীব্রজেশ্বরীর পাদপদ্মে আমার
অসংখ্য প্রণাম জ্ঞাপন করিবেন॥" (৫৮)

৫৯। অতঃপর ব্রজেশ্বরীর সখীকন্যা চলিয়া গেলে শ্রীরাধা নবীন
কৃষ্ণানুরাগের উৎকর্ষ ভাগিনী শ্রীরাধা সম্মুখে সমাগত
সেই শুকপক্ষীকে সম্বোধন পূর্বক "হে ধন্য শুকবর!
তুমি যেহেতু সেই দুর্লভ পুরুষের সুখময় করস্পর্শ
লাভ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি সৌভাগ্যপূর্ণ ধনবান্ ও
তোমার ভয়ের কোনই কারণ নাই। আমার হাতে এস;
তোমাকে স্পর্শ করিয়া পরম সুখ লাভ করিব" এই বলিয়া
তাহাকে হাতে করিয়া, "বল, তুমি কি দেখিয়াছ?"
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে লাগিল —
"ময়া নিগদিতং (আমার উচ্চারিত) বচঃ (শ্লোক-
রচন) যাবৎ (যখনই) শ্রবণবর্ত্ম যযৌ (ব্রজযুবরাজের কর্ণপথে
প্রবেশ করিল), তাবৎ (তখনই) মনসি অতিদুঃস্থিতঃ
সঃ (তাঁহার মনোমধ্যে অতিশয় পীড়াবোধ হইলেও)
কৈশ্চ ন আলক্ষিতঃ (কেহই তাহা সম্যগ্‌ভাবে
লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, [পরন্তু তিনি সম্প্রতি])
নিজৈঃ সমং (নিজ-সহচরগণের সহিত) চরন্ আসি

স্থিতয়ন করিতে থাকিলেও) হৃদি নিগূঢ়গাঢ়ব্রণঃ (হৃদয়ের
গভীরস্থানে তীব্র ব্রণদ্বারা পীড়িত) ক্লিশ্যন্ বর-
বারণোত্তমঃ ইব (ক্লিশ্যমান গজরাজের ন্যায়) অনিশং
শীর্য্যতি (দিন দিন শীর্ণ হইতেছেন) ॥ ১৪ ॥ (৫৯)
৫৫। আর তিনি নর্ম্মসখাকে লক্ষ্য করিয়া নিভৃতে এরূপ
বলিয়াছেন — 'সখে কুসুমাসব!
[আমি] যাবৎ (যে কাল অবধি) কীরোত্তমাননানিঃসৃতং
(এই শুকপক্ষীর মুখ হইতে নির্গত) গাঢ়ানুরাগভরালসং
(প্রগাঢ় অনুরাগপূর্ণ) ইদং কদাপি (এইরূপ অপূর্ব্ব)
দয়িতালপিতং (প্রিয় বাক্য অর্থাৎ প্রিয়ার বাক্য) অশ্রৌষং (শ্রবণ করিয়াছি),
[সেইসময় হইতেই আমার]) বনগমনেন (বনগমনে),
বয়স্যগণৈঃ সমং (বয়স্যগণের সহিত) আসঙ্গেন (মিলনে), মুরলিকানাদেন (বংশীবাদনে [এবং])
ধেনুসংবনেন (ধেনুগণের পালনে) মোদঃ ন
(প্রীতি বোধ হইতেছে না) ॥ ১৫ ॥ (৬০)
৫৬। অতঃপর শ্যামা শ্রীরাধাকে কহিলেন — সখি! আর
আমাকে উপহাস করিতে পারিবে না; তোমার বাক্যই
সত্য হইল! এখন আমার বাক্যের প্রতি অভিনন্দন
ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পার; যেহেতু ব্রজ-

রাজনন্দন 'দয়িতালাপ' (প্রিয়ার বাক্য) এইরূপ উক্তি-
দ্বারা আমাকে প্রিয়ারূপে স্বীকার করিয়াছেন ॥ (৬১)

৬৩। প্রবীণা শ্রীরাধা কহিলেন — 'হে কৃশোদরি শ্যামে!
তুমি শ্যামসুন্দরের বাক্যের অর্থ বুঝিতে পার নাই;
সুতরাং পরিহাসের আচরণ করিও না। 'দয়িতালাপ'
এই বাক্যে 'দয়িত অর্থাৎ প্রিয় আলাপ' এইরূপ কর্ম-
ধারয় সমাসই হইয়াছে, 'দয়িতার আলাপ' এইরূপ
ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নহে। সেই হেতু
সেই পুরুষপ্রবর সর্বতোভাবেই দুর্লভ বলিয়া এরূপ
অসম্ভাব্য বিষয়ের বর্ণনদ্বারা আমাকে অতিশয় হেয়
করিতেছ কেন? আর, যদিই বা পরমবিচিত্রচরিত্র-
শালী সেই পুরুষপ্রবরের এরূপ দশাই হইয়া থাকে,
তাহা হইলেও উহা যে আমার ন্যায় অল্পভাগ্যবতী
নারীর নিমিত্তই হইয়াছে, ইহা কিরূপে ধারণা বা
অনুমান করিতে পার? হায়! তুমি আমার
আত্মতুল্যা ও আমার প্রতি স্নেহশীলা হইয়াও
এইরূপ পরিহাসবিষয়ে কৌতুকবোধ
করিতেছ! ॥ (৬২)

৬৪। তখন শ্যামা কহিলেন — 'সখি! তুমি নিজের যোগ্যতা

বিচার না করিয়া কেবলমাত্রই এরূপ বলিতেছ!
মধুরিকা যে তোমার অনুচরী, ইহা গোকুলের
কে না জানে? সে যখন 'ইহা আমার দেবীর শুক'
এইরূপ বলিয়াছিল, তখনই তিনি তোমাকেই মনে
করিয়াছেন। সেইহেতু এস্থলে অসম্ভাবনার কিছুই
নাই। ইহার পর উভয়ের বিতর্ক সমাপ্ত হইল॥ (৫৬)

৫৭। অতঃপর একদিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপস্থিত
হইলে ভেরী, পটহ, মর্দল, মুরজ ও দুন্দুভির বিবিধ
ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ
অলঙ্কারাদির ধ্বনিযুক্ত গোপবাসিগণ পরস্পর মিলিত
হইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
এরূপ মহারঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রবরগণের উচ্চারিত
মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত জলপরিপূর্ণ, শিল্পকৌশলসুশোভিত
স্ফটিক ঘট সমূহের সহস্রধারাযোগে অভিষেকহেতু
অঙ্গে বিশেষভাবে লাবণ্যশোভা
ধারণ করিয়া পীতবর্ণ নূতন দিব্য কৌশেয় উত্তরীয়
বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদনপূর্বক অত্যুত্তম মণিময়
ভূষণরাশির কান্তিদ্বারা উৎসবের ন্যায় অতিশয়
উজ্জ্বলতা প্রকাশ করিতেছিলেন। মাঙ্গলিক মণিবন্ধনের

উৎসবশালী তদীয় মণিবন্ধে বলদেবের উপরে হরিদ্রা-
রঞ্জিত সূত্রদ্বারা দূর্বাঙ্কুর আবদ্ধ করা হইয়াছিল।
ললাটে গোরোচনাদ্বারা মনোরম তিলকবিশেষ অঙ্কিত
করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার পরম রমণীয়তার উদয়
হইয়াছিল। লোকনীতিনিপুণা, উৎসবানন্দদায়িনী, দয়া-
শীলা জননী তাঁহার মস্তকে পুষ্প ও ধান্যদ্বারা আশীর্বাদ
করিয়াছিলেন। সসম্মানে আমন্ত্রিত ব্রজপুরমহিলাগণ
মাঙ্গলিক-গীতিসহকারে সম্মুখে আসিয়া তাঁহার
নির্মঞ্ছন করিয়াছিলেন। ব্রজকামিনীগণ সকলে
কৌতুকসহকারে বিবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।
অতঃপর সর্বসাধারণের হিতকারী ও প্রীতিভাজন
শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ রসময় উপকরণযুক্ত মোদক, পায়স
ও পিষ্টকাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় নির্মঞ্ছন-ক্রিয়ার
অনুষ্ঠানের পর দিব্য আসনে আরোহণপূর্বক পরম
সমুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। উৎসবের
সুষ্ঠুতাসিদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত প্রীতির অনুরোধেই
বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হয় বলিয়া ব্রজেশ্বরী
ব্রজপুরীর প্রাচীনা মহিলাগণকে, বধূগণকে ও কুমারী-
গণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এদিকে ব্রজরাজও

শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণকে ও সন্নন্দ-উপনন্দ-প্রভৃতি সকল গোপ-
গণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অতঃপর নিখিলগুণ-
শালিনী রোহিণী দেবী সন্নন্দপ্রভৃতির বধূগণের
সহিত নানাবিধ ভোজনের উপকরণ পাক করিলে
যথাকালে সকলকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত
সকলের আহ্বানপূর্ব্বক পুনরায় প্রত্যেকের গৃহেই
স্ত্রীলোক ও পুরুষগণকে প্রেরণ করা হইল। অতঃপর
সমাগত সেই গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ যথাক্রমে
সেই পরম মনোরম কুমারকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা
সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াই প্রত্যেকেই
তাঁহার কণ্ঠে মণিময় হার প্রদানপূর্ব্বক অর্চনা
করিয়াছিলেন ॥ (৮৪)

৮৫। তদনন্তর পুরুষগণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী কোন কোন
নবীনা প্রণয়িনী বহুমূল্য বস্ত্রাবরণে আপাদমস্তক
আচ্ছাদন করিয়া জনগণের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া যথোচিত
উপহার দান করিয়াছিলেন। তৎকালে বস্ত্রাবরণের
সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহ দ্বারা তাঁহাদের বিরহমলিন দেহের
দীপ্তিরাশি নির্গত হইতেছিল। তাঁহাদের নীলকমল-
সদৃশ নয়নরাজি অতি কোমল ও সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনবসনের

অনুভাবে চঞ্চল ভাব ধারণপূর্বক চিত্তগত বহু প্রভাবের সূচক হইলেও তাৎকালিক ভাবগোপনহেতু নির্বিকার কুটিল দৃষ্টি প্রকাশ করিতেছিল। তৎকালে তাঁহাদের বলয়সমূহ নিঃশব্দ ও অনুরাগ প্রবল হইয়াছিল। দৈববশতঃ সম্পূর্ণ পরিচয়ের তাদৃশ সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তৎকালে তাঁহাদের সৌভাগ্য সাফল্যমণ্ডিত হইল। আর, তাঁহারা তাদৃশ সমাদরকালে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে পরম মহানিধির ন্যায়ই লাভ করিয়াছিলেন ॥ (৬৫)

৬২। এইরূপ স্বাভাবিক পতিভাবের ভাবনাদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত পূর্ব হইতেই উৎফুল্ল ছিল, তাদৃশী ধন্যাপ্রভৃতি কুমারীগণ তাঁহাকে প্রতিদিন মহোৎসবের ন্যায় দর্শন করিলেও সেইসময়ে মাতৃগণের অনুসরণপূর্বক, তদীয় সৌন্দর্যরাশির প্রতি চিত্তের আবেশহেতু যেন সেদিনই প্রথম দর্শন করিলেন এবং পতিভাবরূপ কর্পূরদ্বারা সুবাসিত চিত্তরূপ পুষ্পসম্ভারদ্বারা নিজেরাই যেন তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন ॥ (৬৬)

৬৩। অবস্থায় গোকুলের নববধূগণ অতিশয় লজ্জাবশতঃ নিজ-নিজ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি বিকারসমূহ

অতি সাবধানে সঞ্চরণ করিয়া অবস্থান করিলে যদিও
তাঁহাদের বিশেষ পরিচয়লাভের উপায় ছিল না,
তথাপি পূর্ব-বর্ণিত শুকপক্ষীটি দীর্ঘকাল নিকটে
অবস্থানহেতু চিত্তে অনুরাগবিশেষের
উদয় হওয়ায় ব্রজরাজকুমারের নিকট হইতে অন্যমনে
উড়িয়া যাইয়া শ্রীরাধার পাদপদ্মের উপরিভাগে পতিত হইলে
তিনি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার উপকরণ মনে করিয়া
অতিশয় সম্মানসহকারে সত্বর পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া
গেলে শ্রীমান্ মধুসূদন (ব্রজেশ্বরনন্দন) ইনিই সেই বৃষভানু-
নন্দিনী ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি
অন্যের অলক্ষ্যে নীলকমলমালার ন্যায় সলোভ
দৃষ্টি সঞ্চালন এবং আন্তরিক দয়া প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন ॥ (৬৭)

৬৮। অতঃপর নিখিলসৌভাগ্যশালিনী
পদ্মমুখী শ্রীব্রজেশ্বরী মুহুর্মুহুঃ হাস্যসহকারে স্বয়ং
বধূগণের সকলকে পুত্রের নিকট হইতে লইয়া
আসিয়া যথানির্দিষ্ট ভোজনক্ষেত্রে
উপবেশন করাইয়াছিলেন ॥ (৬৮)

৬৪। তৎকালে ব্রজরাজ অত্যুত্তম গন্ধমাল্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবগণের পূজা করিয়া রত্নবদ্ধ অলিন্দে গাম্ভারী-কাষ্ঠনির্মিত মঙ্গলজনক আসনে ব্রাহ্মণগণকে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালনপূর্বক পান, ভোজন ও আচমন-প্রভৃতির উপযোগী সুবর্ণময় পাত্রসমূহে যথাযথ উপচার সংগ্রহ করিয়া অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিলেন। অতঃপর সনন্দ ও উপনন্দের ভার্য্যাদিগকে রোহিণীদেবীকর্তৃক পরিবেশিত নানাবিধ অন্ন ও পানীয় ভোজন করাইয়া মাল্য, গন্ধ, তাম্বুল, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চন করিয়া জনগণের নেত্রতাপ-নাশক অর্থাৎ নেত্রের শীতদায়ক বলদেবের সহিত শান্তচিত্ত বৃদ্ধ, যুবক ও বালকগণের সকলকে অর্চন করিয়া যে সময়ে ব্রজরাজ রোহিণীদেবী-কর্তৃক পরিবেশিত ভোজ্য সমূহ আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালেই পরমপূজনীয়া অতি-সৌভাগ্যশালিনী শ্রীব্রজেশ্বরী মরকতমণিনিবদ্ধ গৃহমধ্যে বধূগণ ও কুমারীগণকে বস্ত্রাবৃত আসন-সমূহে মাননীয়াগণের উভয়পার্শ্বে প্রাধান্যানুসারে

যথাযথভাবে উপবেশন করাইয়া প্রত্যেককে স্বয়ংই
পরিবেশনপূর্বক অতিশয় আনন্দের সহিত হাস্যমুখী
দর্শন করিতে করিতে, "তোমরা আহার বিষয়ে কোনরূপ
লজ্জা প্রকাশ করিও না" প্রত্যেককেই এইরূপ বলিয়া
যাহাতে তাঁহাদের প্রীতিলাভ হয়, সেই ভাবেই
আহার করাইয়া প্রত্যেককেই উত্তম বস্ত্র, মণিময়
অলঙ্কার, মাল্য, অনুলেপন দ্রব্য, সিন্দূর ও তাম্বুলাদি-
দ্বারা যথাযথভাবে সম্মান করিয়া লোকরীত্যনুসারে
তাঁহাদের সকলকেই আলিঙ্গনপূর্বক নিজ-নিজ-গৃহে
প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

৩৯। অতঃপর পরমদয়াশীলা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী অবশিষ্ট
মনোরম অন্নরাশি স্বয়ংই অক্লান্তদেহে ও হাস্যমুখে
নগরবাসী অপরাপর সকল লোকের মধ্যে বিতরণ
করিলেন। আর, নট, নর্তকী, বাদক, চারণ ও গন্ধর্ব-
প্রভৃতি সকলকেই যদিও ব্রজরাজ পৃথক্‌ভাবে
পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রজেশ্বরীও
স্বয়ং তাঁহাদের অভিলাষানুযায়ী পারিতোষিক
প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে সেদিন উৎসবের
সমাপ্তি হইলে ব্রজেশ্বরী "অহো! যদি প্রতিদিনই

এরূপ হয়, তবেই চিত্তে শান্তিবোধ হয়' এইরূপ বিচার-
পূর্ব্বক, উক্ত দিবসের উৎসবের নিবৃত্তিহেতু নন্দ-
লাল অতিশয় দুঃখবোধ করিয়াছিলেন ।। (৭০)

৬৬। অতঃপর পরদিন শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণের পালনকার্য্যে
বনে গমন করিয়া সহচরগণকে ক্রীড়াসুখ উপভোগ
করাইবার নিমিত্ত পুষ্পরচিত কন্দুকদ্বারা ক্রীড়া আরম্ভ
করিলেন। তৎকালে সহচরগণ পুষ্প চয়ন করিয়া
অতিমনোরম ও দীর্ঘকালস্থায়ী বিলাসসুখের
উপযোগিরূপে কুন্দপুষ্পসমূহদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের
মাংসপিণ্ডের ন্যায় অসংখ্য কন্দুক নির্ম্মাণ করিলে
পরস্পর পরস্পরের মনোরম চঞ্চল শরীরে
উহাদ্বারা আঘাত করায় শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় হর্ষবোধ
করিতেছিলেন। কখনও বা ঊর্দ্ধদিকে কন্দুকসমূহের
নিক্ষেপহেতু স্বর্গবধূগণের চিত্তে রমণীয়তার সঞ্চার
করিতে লাগিলেন। কখনও বা তির্য্যক্ভাবে নিক্ষেপ-
হেতু তদ্দ্বারা যেন দিগ্বধূগণের
কর্ণভূষণ রচনা করিতেছিলেন। এইরূপে
মানোন্নতচিত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন সহচরগণের সহিত
ধাবিত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশ্রান্ত হইলেন না ।। (৭১)

৬৭। কখনও বা —

[শ্রীকৃষ্ণ] ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্তকন্দুকগ্রহণলম্পট (ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত কন্দুকটিকে ধারণ করিবার আগ্রহবশতঃ) উদ্বক্ত্রঃ (ঊর্দ্ধমুখ হইলে) অর্দ্ধস্খলচ্চারুকৌশিকনিবেশিতোত্তরকরঃ (মনোহর উষ্ণীষটি অর্দ্ধস্খলিত হওয়ায় বামহস্ত দ্বারা তাহা ধরিয়া রাখিয়া) প্রোন্নীতপাণিস্তুরঃ (দক্ষিণহস্তটি উন্নত করিয়া) ঘর্মদ্যুতেঃ শঙ্কয়া (সূর্যকিরণসংস্পর্শের আশঙ্কায়) কুঞ্চিতকোণশোণনয়নঃ (সুদীর্ঘ আরক্ত নয়নের প্রান্তভাগদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া) লোলালকৈঃ (চঞ্চল-অলকশোভিত) বালকৈঃ (বালকগণের সহিত) ধাবন্ (ধাবিত হইয়া) হেলাচিত্রখেলন-কৌতুকী (অনায়াসে ক্রীড়া-কৌতুক সহকারে) বিজয়তে (সুদীর্ঘ উৎকর্ষ বিস্তার করিতেছিলেন)॥১৬॥ (৭২)

৬৮। দুর্জ্ঞেয়চরিত শ্রীকৃষ্ণ কন্দুক লইয়া দীর্ঘকাল এইরূপ ক্রীড়া করিলে তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল ঘর্মজলের কণাসমূহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া মুক্তাখচিত শারদীয় নির্মল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর তিনি বিশ্রামের নিমিত্ত কোন একটি তরুণ বৃক্ষের মূলদেশ আশ্রয় করিলে কোন

সহচর লম্বমান লতাপল্লবদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। কোন সহচর নিজ-বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা শয্যা রচনা করিলে তিনি তাহাতে শয়ন করিলেন। আর, কেহ বা তাঁহার পদমর্দন (সম্বাহন) করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সহচরগণ সকলেই অনেকাল তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন ॥ (৭৩)

৬৯। এইরূপে সখ্য বাৎসল্যাদি নানারসভাজন, সুকৃতিশালী ও সুনিপুণ সেই পরমপ্রিয় সহচরগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের হর্ষবিধানসহকারে তাঁহার সহিত ধেনুপালনব্রত থাকিয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥ (৭৪)

৭০। পরদিন দেবগণ গগনমণ্ডলে বিচরণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনে নয়নসন্তাপ দূর করিতে থাকিলে, অবয়স্য সহচরগণ বলদেব ও পরিপূর্ণহর্ষশালী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতূহলসহকারে পূর্ব পূর্ব দিনের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে ধেনুগণের চারণ কার্যে রত থাকায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের তরু, লতা, পশু, পক্ষী, ও ভ্রমরগণের সৌভাগ্য নিজহৃদয়ে অনুভব করিয়াও অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধনপূর্বক উহা বর্ণন করিতে

আরম্ভ করিলেন এবং সহচরগণও তাঁহা শ্রবণ করিয়া
তত্রায় বিহার করিতে করিতে সকলের নয়নানন্দবর্দ্ধন
করিতে লাগিলেন। অতঃপর সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলের
মধ্যভাগ আশ্রয় করিলে মনোরম বনবিহারহেতু
ভ্রাতৃযুগলের পরিশ্রম বোধ হইল এবং উভয়েরই
গণ্ডদেশ ঘর্ম্মজলের কণাসমূহের বিস্ফূর্ত্তিহেতু কমনীয়-
ভাব ধারণ করিয়াছিল। তখন উভয়েই অতিশয়
আলস্যপীড়িত হইয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় অতিনিবিড়
উত্তমচ্ছায়াযুক্ত বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলে সহচরগণ
শ্রান্তিবিনাশক বিবিধ উপচার দ্বারা তাঁহাদের পরিচর্য্যায়
রত হইয়া [illegible] হাস্যসহকারে সুমধুর কথাদ্বারা
তাঁহাদেরও হাস্যসঞ্চারপূর্ব্বক অতিশয় প্রীতি প্রকাশ
করিয়াছিলেন॥ (৭৫)

৭৬। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া প্রীতি ও
প্রণয়সহকারে পাদমর্দ্দনাদি দ্বারা শ্রীবলদেবের খেদ
পরিহারপূর্ব্বক মনোরম ক্রীড়ায় হাস্যোল্লাসভরে
সহচরগণের সকলের পরিশ্রম নিঃশেষ করিয়া
মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসন্তাপ গ্রাহ্য না করিয়া ধেনুগণের
অনুগমনে কৌতুহলশালী বলদেবের সহিত স্বাভাবিক

সুমধুর প্রীতিসংকারে বনে বিশ্রাম করিতে করিতে
অনেককাল উৎসব বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ (১৬)

১২। তদবসরে সহচরগণ অতিমধুরস্বরে বলদেবকে
ও নিখিল কলাকৌশল হেতু মাধুর্যশালী, মানিজন-
শিরোমণি, ধন্য ও উদারচরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ
বলিতে লাগিলেন ॥ (১৭)

১৩। "হে রাম! হে মহাপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণ! তুমি অসং-
কান্তিদ্বারা নিবিড় অন্ধকাররাশিকে ও তিরস্কার কর।
সম্প্রতি ক্ষুধায় আমাদের উদরজ্বালা এরূপ প্রবল
হইয়াছে যে, উহা আর শরীরে স্থান পাইতেছে না।
অনতিদূরে অতিপক্ক, সুস্নিগ্ধ ও দুর্লভ ফলরাশি-
দ্বারা পরিপূর্ণ তালবনটি সুদূরপ্রসারী সৌরভদ্বারা
আমাদের হর্ষ উৎপাদন করিতেছে। বৃক্ষসমূহ উচ্ছেদ
না করিয়া কেবলমাত্র আন্দোলন করিলেই ফলরাশি
ভূপতিত হইবে। তোমাদের উচিত আমাদিগকে পরিতুষ্ট করা।" এইরূপ প্রার্থিত হইয়া রামকৃষ্ণ
লোভাতুর সহচরগণের উৎকণ্ঠা দূর করিবার নিমিত্ত
ধেনুকনামক অসুরকর্তৃক রক্ষিত সেই তালবনের
নিকটে যাইয়া তাহার শোভাদর্শনে লোভবশতঃ

চঞ্চল নয়নে ফলগ্রহণের উৎকণ্ঠা বা আগ্রহ প্রকট করিয়াছিলেন ॥ (৭৮)

৭৯। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সেই তালবৃক্ষসমূহের প্রতি বিলাসভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উঁহাদের ফলরাশি পরিপক্বতাবশতঃ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াও অস্খলিত ভাবে যথাস্থানে অবস্থান করায় বৃক্ষসমূহের স্কন্ধদেশের অতিশয় স্থূলতা লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহাদের অগ্রভাগের কোন অংশেই অবকাশ ছিল না। উক্ত বৃক্ষসমূহ মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ, সর্বদা ফলবিশিষ্ট, ফলসমূহের সৌরভদ্বারা সকল লোকের হর্ষজনক, দুষ্প্রাপ্য ও জনগণের অগোচর ছিল। নিখিল জগতের প্রাণরক্ষক গুরুস্থানীয় মৃদুমন্দ বায়ু উঁহাদের ফলের সৌরভ অপহরণ করিয়া উঁহাদের পত্ররাজির 'সট্ সট্'-শব্দে যেন পলায়ন করিতেছিল। অতঃপর তিনি সহচরগণকে তালফল পাড়, পাড় বলিয়া (পাড়িতে) আদেশ করিলে তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ লোষ্ট্র হস্তে লইয়া উহার আঘাতে ফলসমূহ পাড়িতে লাগিলেন। তখন গর্দভাকৃতি ধেনুকনামক প্রচণ্ড দৈত্য বিশেষ উক্ত ফলসমূহের পতনশব্দ শ্রবণ করিয়া খুরক্ষুরপ্র-নামক অস্ত্রবিশেষের আঘাতে উত্থিত ভূতলস্থ ধূলি-

রসালিদ্বারা দশ দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পশ্চাদ্বর্তী পদ-
যুগলের বিক্ষেপদ্বারা ভূমিতল প্রকম্পিত করিয়া
প্রবল গর্জনে দেবগণের প্রতি যেন তর্জন করিতে
করিতে মেঘের ধ্বনিকেও বিদারণপূর্বক, গোপ-
বালকগণের প্রতি উপেক্ষাসহকারে বলদেব ও
শ্রীকৃষ্ণের সংহারকামনায় তাঁহাদের অভিমুখে
ধাবিত হইয়াছিল ॥ (৭৯)

৭৫। মহাবলশালী বলদেব অগ্নিগর্ভ জলদোদ্যত পর্বতের
ন্যায় নিজের অভিমুখে ধাবমান সেই অসুরের নিধনের
নিমিত্ত বাম করের অগ্রভাগদ্বারা তদীয় পশ্চাদ্বর্তী
বিক্ষেপশীল পদদ্বয় ধারণপূর্বক তাহাকে আকাশে ঘূর্ণিত
ও সমুন্নত তালবৃক্ষের গাত্রে নিক্ষিপ্ত
করিয়া উহার শরীরের আঘাতে অনায়াসে তালফল-
সমূহ ভূপাতিত করিয়া উহাকে নিহত করিলেন ॥ (৮০)

৭৬। এইরূপে ধেনুকাসুর নিহত হইলে তাহারই
কতিপয় অনুচর তথায় সমবেত হইয়া আক্রমণের
উদ্যোগ করায় মহাবলশালী রামকৃষ্ণ পূর্বোক্ত প্রকারে
তাহাদিগকেও নিহত করিয়াছিলেন ॥ (৮১)

৭৭। তৎকালে উক্ত বৃক্ষরাজির পরিপক্ক ফলসমূহ উচ্চ অগ্রভাগ

হইতে পাতিত ও বিদীর্ণ হইয়া নিক্ত-রসদ্বারা ভূতল কর্দমাক্ত করায় বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও সহচরগণ তন্মধ্যে হইতে ইচ্ছানুসারে অপক্বপক্ব ও অবিদীর্ণ ফলসমূহ আহরণপূর্বক তদ্দ্বারা কন্দুকক্রীড়া করিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহারা নীতিজ্ঞ বলিয়া ঐ সকল ফল ভক্ষণ করেন নাই; কারণ, উক্ত বন প্রাঙ্গণে ঐ ফলসমূহ নিহত অসুরগণের রক্তরাশিদ্বারা সিক্ত হইয়াছিল ॥ (৮২)

৭৮। এইকালে গোপবালকগণ তালফলের আস্বাদন করিতে না পারিয়া অতৃপ্ত হইলেও তাঁহাদের নাসারন্ধ্র তালফলের সৌরভলাভেই মনোবৃত্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। তদবসরে মনোহর বেণুবাদনরত, স্বাভাবিক দুর্জ্ঞেয় মাধুর্যশালী, মানিজন-শিরোমণি, স্বীয় শোভাদ্বারা ভুবনমণ্ডলের শোভাবর্ধক ও প্রণত জনবৃন্দের দুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও উক্ত সহচরগণের সহিত বৃন্দাবনের প্রত্যেকটি তেজস্বী বৃক্ষকে দৃষ্টিপাতদ্বারা অভিনন্দন করিয়া অপরাহ্ণকালে বংশীবাদ্য সহকারে ব্রজের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে মানসগঙ্গার তীরভাগে অনুকূল বায়ুরাশি

ধেনুগণের খুরাঘাতে উত্থিত ধূলিসমূহকে সম্যক্‌ভাবে পুরীর অভিমুখে পরিচালিত করিলে তাহার কিয়দংশ শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অলকরাশি ও উষ্ণীষে সংলগ্ন হইয়া তথায় আবদ্ধ হইতেছিল। তখন কপট-মনুষ্যলীলাধারী, মহানুভব শ্রীমান্‌ ব্রজেন্দ্র-নন্দন পরম উৎসবরাশি বিস্তারপূর্বক প্রিয়জনগণের দৃষ্টিপথে স্বীয় বদনমণ্ডল প্রকাশ করিয়া আনন্দ-বর্ধক বেণুরবে ব্রজনাগরীবৃন্দের চিত্তরূপ মাণিক্যরাশি অপহরণ করিতে করিতে নিজ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই নাগরীগণ পথের উভয়পার্শ্বে প্রাসাদাগ্রে আরোহণপূর্বক নিজ-নিজ-নির্নিমেষ নয়নকমল পদ্মপুষ্পের পত্ররচিত পুটক (পাত্রবিশেষ অর্থাৎ ঠোঙ্গা) দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডলের সৌন্দর্যসুধা পান করিতে-ছিলেন॥ (৮৩)

৭৯। তদনন্তর জননীযুগল তাঁহাদের গাত্রের ধূলি-রাশি অপসারণপূর্বক মার্জন, প্রক্ষালন, তৈলমর্দন, অভ্যঙ্গ, স্নান, বস্ত্রালঙ্কার সজ্জা, ভোজন ও পানক্রিয়া সমাপন করিলে বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই সুখে নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন॥ (৮৪)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৌমারলীলা-লতা-কিশোরে পূর্বরাগ-সৌরভ্য ও ধেনুকাসুরবধ-নামক অষ্টমস্তবক।

নবম স্তবক

১। অতঃপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে সঙ্গে না লইয়া বনে যাইয়া গোচারণে রত হইলে এক আশ্চর্য্য ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তাহা এইরূপ — যমুনার দুশ্চিকিৎস্য হৃদ্‌রোগের ন্যায়, কালাগ্নিরূপী রুদ্র-দেবের ত্রিলোকসংহারিণী মহাশক্তির আধার-ক্ষেত্রের ন্যায়, ভয়ানক রসের উৎপত্তিস্থলের ন্যায় ও যমরাজের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যকারীর ন্যায় কালিয়নামক কোন এক ভুজঙ্গ গরুড়ের ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই যমুনার হ্রদে আসিয়া বাস করিতেছিল ॥ (১)

২। যদিও সেই মহাসর্প জলরাশির অভ্যন্তরেই অবস্থান করিত, তথাপি তাহার বিষজ্বালায় ঊর্দ্ধবর্ত্তী আকাশভাগ সর্ব্বদা উত্তপ্ত থাকায় পক্ষিগণ আকাশের ঐ অংশ পরিত্যাগ করিয়াই বিচরণ করিত। আর, স্বয়ং বায়ুও নিজ-দেহের দাহভয়ে উক্ত হ্রদের উপরিভাগের চতুষ্পার্শ্বেও প্রবাহিত হইত না। এইরূপ, যমুনানদীও নিত্য নূতন পীড়াদায়ক সেই অসাধারণ কালিয়নাগকে স্বীয় উদরভাগের আচ্ছাদক ও প্রবল-দাহজনক পৈত্তিক গুল্মরোগের ন্যায় ধারণ

করিয়া তদীয় নিঃশ্বাস বায়ুর বেগবলতঃ বিক্ষুব্ধ
তরঙ্গমালার অগ্রভাগে পরিদৃষ্ট শোণালুকপুষ্পের ন্যায়
বর্ণবিশিষ্ট বিষরাশির বিষম বিস্ময়চ্ছলে রাত্রিকালে লবণসমুদ্রের
তরঙ্গরাশির অগ্রভাগে পরিব্যাপ্ত, নিশাকালীন
লবণরাশির দীপ্তিবিশেষের চাকচিক্য সদৃশ
সেই বিষরাশিকে যেন পিত্তের ন্যায় নিরন্তর
বমন করিতেছিলেন ॥ (২)

৩। উক্ত কালিয়নাগের নিশ্বাসরূপে উদগত ধূমরাশি
সেই মহাহ্রদের জলরাশিকে আচ্ছন্ন ও পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তৎকালে —
"এই জলহ্রদে বহ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে, যেহেতু
ইহার মধ্যে ধূম রহিয়াছে" নৈয়ায়িক সম্মত এজাতীয়
অসৎ অনুমানও সৎ অনুমানরূপে গণ্য হইতেছিল।
এইরূপ, উক্ত সর্পের বিষের জ্বালায় তীব্রবেগশালী
শত শত পীড়ার সঞ্চার হেতু একমাত্র তদীয় স্ত্রী-
পুত্রাদিব্যতীত অন্য জলজন্তুগণও সেই হ্রদে বাস
করিতে সমর্থ হইত না ॥ (৩)

৪। আর, ঐ উক্ত হ্রদটি প্রাণিসংহারক যজ্ঞবিশেষের
অগ্নিকুণ্ড সদৃশ ও কালপুরুষের নাভিগহ্বরতুল্য-
রূপেই প্রতীয়মান হইত। সেই দিবস পিপাসাক্রান্ত

ধেনু ও গোপগণ দৈববশতঃ উহার প্রান্তভাগে
উপস্থিত হইয়া যখনই জল পান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই
তাঁহারা অপ্রাকৃতদেহধারী ও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন হেতু
স্বভাবতঃ চিরসত্ত্বযুক্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিতে
তাদৃশ স্বরূপের অন্তর্দ্ধানহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে যেন
বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন॥ (৪)

৫। অনন্তর দানবদলন শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে ব্যথিত হইয়া
সহসা অমৃতরসস্রাবী কটাক্ষপাতদ্বারা তাঁহাদিগকে
যেন পুনরায় জীবন দান করিলেন। অনন্তর
তাঁহারা জীবন লাভ করিয়া বিস্মিতচিত্তে
মৃদুমন্দ হাস্যমুখে পরস্পর প্রসাদ প্রতীয়মানতঃ
আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অদ্ভুত সন্তোষের
সহিত এরূপ বলিতে লাগিলেন॥ (৫)

৬। আমরা যমুনার জল পান করিয়া মৃত্যুমুখে
পতিত হইলে এই শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে আমাদিগকে
জীবন দান করিয়াছেন। আর, পূর্বেও নিশ্চলচিত্ত
আমরা অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া মরণাপন্ন
হইলে ইনিই আমাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন,
সেই হেতু ইনি মৃতসঞ্জীবন কোন বস্তুবিশেষই

হইবেন"। এই বলিয়া সেই সহচরগণ স্পৃহাভরে
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ (৬)

৭। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজ নামের সহযোগহেতু মিত্রতা-
সম্পন্না কৃষ্ণার অর্থাৎ যমুনার অন্তঃশোধনের নিমিত্তই
যেন সেই কালিয়নাগের বিতাড়নে যত্নবান হইয়া,
আকাশমণ্ডলের মুখচুম্বনের অভিপ্রায়েই যেন
উচ্চতাপ্রাপ্ত ও অম্লান পত্ররাশিদ্বারা সমৃদ্ধ কদম্ববৃক্ষে
আরোহণপূর্বক কুটিল অলকরাশিকে একত্র সম্বদ্ধ
করিয়া অচিন্তনীয় বিপুল প্রভাবসহকারে উক্ত সর্পের
মানভঙ্গের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া করকমলদ্বারা
উষ্ণীষপট্টকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলেন। এইরূপে
মাধুর্যশোভাসম্পন্ন, নিখিল সৌভাগ্যসমৃদ্ধ পুরুষসমূহের
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও নবীন কৈশোররূপ মনোরম
বয়সের সমাগমহেতু মৃদুভাবাপন্ন পরিচ্ছিন্ন নিজদেহে
পর্বতের ন্যায় স্থৈর্যশালী, অথচ শত্রু-
গণের গৌরব-বিলোপকারী শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদমধ্যস্থিত
মহাশত্রুর দর্পসংহারকামনায় অতিশয় হর্ষোৎফুল্লচিত্তে
অনুচরগণের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া,
"হে সখাগণ! তোমরা ভয় করিও না; পরন্তু অম্লান-

দেখে ধেনুগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবস্থান কর"— এইরূপ বলিয়াছিলেন। তৎকালে হাস্যযুক্ত শুক্লবর্ণ দন্তকিরণের সংস্পর্শে তদীয় অধরভাগ মনোহর হইয়াছিল। এইরূপে অনির্বচনীয় প্রভাবশালী, শৌর্য-সম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি, নির্ভীকচিত্ত শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষম বিষরূপ প্রচণ্ড অনলদ্বারা উত্তপ্ত জলপূর্ণ ও বিষানলের জ্বালার প্রভাবে আকাশচারী ও ভূতলচারী প্রাণিগণের আকর্ষণকারী সেই অতিগভীর মহাহ্রদকে শৈবালাদিযুক্ত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়ের মত মাত্র জ্ঞান করিয়া, পরাক্রমবশতঃ শত্রুর প্রতি আক্রমণের কৌশলহেতু অপরের মানবিঘাতক রূপে উচ্চ কদম্ব বৃক্ষের উচ্চস্থান হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক মৎস্যগ্রহণোদ্যত মৎস্যরঙ্ক (মাছরাঙা) পক্ষীর ন্যায় সবেগে হ্রদের জলে পতিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর—

নিম্পাতাবেগ বিঘ্ন-দ্বিগুণিত লহরীজালং (শ্রীকৃষ্ণের পতনবেগে হ্রদের তরঙ্গসমূহ তাড়িত হইয়া দ্বিগুণ হইয়াছিল), ঊর্দ্ধোর্দ্ধ বৃদ্ধি-প্রসার-ক্ষেম (আর ঊর্দ্ধ-ভাগে ক্রমশঃ বৃদ্ধিহেতু চতুর্দিকেও উহা সম্যক্ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল), ফেনস্ফুরদ্রুগরলস্ফীত-

বিস্ফারিতাম্বুঃ (ফেনরাশিরও উৎকট বিষরাশির সঞ্চারহেতু জলরাশি স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল), আমূলস্থূল-কূলরুক্ষ-তরল-সমুত্তুঙ্গ-ভঙ্গ-প্রসঙ্গত্রাসাৎ (আর, মূলদেশ হইতে অতিস্থূলতাপ্রাপ্ত ও ~~[illegible]~~ তীরভঙ্গকারী চঞ্চল ও অত্যুচ্চ তরঙ্গসমূহের আঘাত-ভয়ে) দূরোৎসর্পৎ-সপত্র-সপুত্রপালিজং (ধেনু ও গোপবালকগণ তীর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল, [তৎকালে এইরূপে]) হ্রদস্য (সেই যমুনার হ্রদের) ক্ষুব্ধতা আসীৎ (বিক্ষোভ ঘটিয়াছিল)॥১॥ (৭)

আর, [তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ] হি পাতালোদরদরণেচ্ছয়া ইব (যেন পাতালের উদরভাগ বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়াই) মজ্জন্ (হ্রদের জলে নিমগ্ন হইয়া) অহীনাং (সর্পগণের) মজ্জানং (দেহাস্থিত মজ্জারাশিকে) স্ফুটং কম্পয়ন্ ইব (সম্যগ্ভাবে প্রকম্পিত করিয়া) বাহুমণ্ডলাভ্যাং (স্বীয় ভুজযুগলদ্বারা) প্রেঙ্খোলদ্গরলালিমাভৃতঃ (চঞ্চলবিষরাশিসমাযুক্ত) হ্রদস্য (সেই হ্রদের) আন্দোলং ব্যতনুত (আন্দোলন আরম্ভ করিলেন)॥২॥ (৮)

অনন্তর, অকস্মাৎ (অকস্মাৎ) কুতঃ (কী হেতু) অস্মাদৃগপরিচিতঃ (আমাদের অপরিচিতরূপে)

উল্লাসিত দোলোল্লাসি তরঙ্গীঘ: (উত্তাল তরঙ্গরাশির প্রসার হেতু ভয়ঙ্কররূপে)
স্বয়ং হ্রদলয়: সমান্দোল: (হ্রদের জলরাশির আলোড়ন) সমজনি (উপস্থিত হইল) ইতি (এইরূপ)
স্ফায়ুতর্কস্ময়রসভৃতা (প্রবল তর্কমূলক বিস্ময়রসাবিষ্ট)
তেন ফণিনা (কালিয় নাগ), ফণীন্দ্রাণাং (মহাসর্পগণেরও)
তেজোহর: ইব (তেজ: সংহারকারীর ন্যায়) স: মণীন্দ্র: (শ্রীকৃষ্ণরূপ ইন্দ্রনীলমণিকে) দদৃশে (দেখিতে পাইল)॥ ৩॥ (৯)

৮। তৎকালে তমালতরুর ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নয়নহিতকর, অতিমনোহর, কন্দর্পাধিক মাধুর্যশোভাসম্পন্ন ও নির্ভয়চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যেন সকল লোকের দর্পহারিরূপে বিরাজ করিলে কালিয় নাগ প্রবল রোষবশত: চিত্তে অতিশয় হিংস্রভাব অবলম্বন পূর্বক অতিবিস্তৃত নিজ-দেহদ্বারা, কালীয়কনামক সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় শরীরের সৌরভবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে অসম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করায় তিনি তৎকালে নিজ ঐশ্বর্য আবৃত করিয়া নিশ্চেষ্ট দুর্বল ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন॥ (১০)

৯। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরলীলার পরিপোষক ও অত্যধিক দীপ্তিশালী নিজ-শরীরদ্বারা ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও গর্বোন্মত্ত কালিয়নাগ তাঁহাকে অতিবিস্তৃতের ন্যায় মনে করিয়া স্বীয় প্রকাণ্ড দেহদ্বারা বেষ্টন করিতে করিতে অপর্যাপ্ত বলিয়াই অনুভব করিয়াছিল ॥ (১১)

১০। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাৎ কালিয়নাগের পত্নীগণের প্রদত্ত নবীন কৌস্তুভমণিকে নিজ-বক্ষঃস্থলের কান্তিদ্বারা উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছুক হইয়াই স্বীয় বিশুদ্ধ অভিলাষবশতঃ সর্পশরীরদ্বারা আবদ্ধ হইয়া নির্বিকারচিত্তে চন্দন-তরুর ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। অতঃপর কালিয়নাগের ফণামণ্ডলের উপরিভাগে তিনি যে তাণ্ডবলীলা প্রকাশ করিবেন, তদ্দর্শনে অন্যকামনা-পরিরহিত ও অন্য দেবতার প্রতি অনাসক্ত নিখিল ব্রজবাসিগণের চিত্তে যে পর্যন্ত অলৌকিক বিস্ময়সঞ্চারের সুযোগ উপস্থিত না হইল, তিনি ততক্ষণপর্যন্তই এইরূপ আবদ্ধাবস্থায় বিলম্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি উক্ত ব্রজবাসি-গণের অসাধারণ প্রেমবর্ধন, সত্বর তথায় উপস্থিতির নিমিত্ত ধৈর্যহরণ এবং স্বাধীন অনুরাগ দর্শনের অভিলাষে শীঘ্রই ব্রজমধ্যে আতঙ্কসূচক অমঙ্গলের কল্পনা সঞ্চার করিয়াছিলেন ॥ (১২)

~~ক্রন্দন সঞ্চারিত করিলেন। (১৬)~~

১৭। এ সময়ে প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হ্রদতীরে উত্থানের
বিলম্বহেতু এক ভয়ঙ্কর কষ্ট উপস্থিত হওয়ায়
ধেনুগণ ও গোপবালকগণের জীবন শিথিল হইয়া পড়িল।
অকালে দেবতাগণ স্খলিত বসন ও কেশরাশির
সম্বরণ না করিয়াই বাতাহতের ন্যায় মর্মবেদনায়
পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে নয়নবিগলিত
অশ্রুধারায় ভূমণ্ডল প্লাবিত হইলে তাঁহারা সকলে
সত্বর তথায় আগমনে অসমর্থ হইয়া হাহাকার
করিতে লাগিলেন। অপর, ধেনুগণ ও গোপবালকগণ
ভয়ে ও শোকে কাতর হইয়া মস্তকে করযুগল স্থাপন-
পূর্বক উচ্চস্বরে 'হায়! এ কী কষ্টের দশা উপস্থিত
হইল! আমরা একেবারেই নিহত হইলাম' এইরূপ
বলিতে বলিতে জগৎ অন্ধকারময় দর্শন করিয়া
যখনই প্রবল মূর্চ্ছাদিশায় পতিত হইলেন, তখনই
ব্রজপুরবাসী জনগণের মধ্যে গরলসমুদ্রের ন্যায়
অতিক্লেশকর ও প্রলয়রূপ অষ্টম সাত্ত্বিক বিকারের
উৎপাদক অমঙ্গল। বিশেষের আবির্ভাব
হইয়াছিল॥ (১৬)

১২। তাহা এইরূপ — শৃগালগণ সূর্যের দিকে মুখ করিয়া অমঙ্গলসূচক ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। দিক্‌সমূহ ধূলিসমাকীর্ণাতিরেকেও ধূম্রাবৃত ও মলিন হইয়া মহিষশৃঙ্গের ন্যায় বর্ণ ধারণ করিল। সূর্যমণ্ডল নিস্তেজ মণির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। বায়ুর স্পর্শ খরতর হইল। প্রবল বেগে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। নারীগণের দক্ষিণ নেত্রাদি ও পুরুষগণের বাম নেত্রাদি স্পন্দিত হইতেছিল। আর, স্ত্রীগণ ও পুরুষগণ উভয়েরই প্রাণ সর্বতোভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ॥ (১৪)

১৩। তৎকালে ব্রজরাজ ও অন্যান্য ব্রজবাসিগণের চিত্তে এইরূপ নানাবিধ প্রাতিকূল্য অমঙ্গলরাশির পরিপোষকরূপে প্রবল আতঙ্কের উদয় হইলে তাঁহারা উহাকে সর্বব্যাপী এক মহাপ্রলয়রূপে চিন্তা করিয়া, ইতঃপূর্বে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের অপরিমিত প্রভাব অনুভব করিলেও তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহারা সীমন্ত এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ (১৫)

১৪। "অহো! নিষ্পাপচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অদ্য মহামতি
বলদেবের সঙ্গব্যতীত একাকীই পশুবিষয়ে অনভিজ্ঞ
অসাবধান বালকগণের ও ধেনুগণের সহিত,
নানাবিধ অনিষ্টকারী পাপিষ্ঠ শত্রুগণের দ্বারা
পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর বনমধ্যে গমন করিয়াছেন।
হায় হায়! আমরা আজ বঞ্চিতই হইলাম!
না জানি, সেখানে কোন বিপত্তি সংঘটিত
হইয়াছে!" (১৬)

১৫। তখন একবৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালক হইতে
আরম্ভ করিয়া সকলেই সত্বর নিজ-নিজ-আরব্ধ কার্য
পরিত্যাগপূর্বক শোকানলে সন্তপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের
গন্তব্য পথের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এইরূপে কুলবধূ-
গণ ও প্রাচীনা পুরমহিলাগণের সহিত শ্রীযশোদা, ২৪০
বালক, বৃদ্ধ ও তরুণ গোপগণের সহিত শ্রীবলদেবকে
সঙ্গে লইয়া শ্রীনন্দমহারাজ কাতরচিত্তে অসাধারণ-
লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণচরণচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে অতি-
সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র
স্থাবরত্বনিবন্ধন ব্রজপুরের গৃহসমূহ তথায় যাইতে
না পারিয়া নিজেদের নিকৃষ্টত্বহেতু যেন

শোক প্রকাশ করিতে করিতে অশান্তির সহিত অবস্থান করিতে লাগিল ॥ (১৭)

~~১৮। এইরূপে তাঁহারা তথায় সমবেত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া এবং তদীয় সহচর বালকগণকে অতিশয় শোকার্ত ও ক্রন্দনরত দর্শন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ প্রশ্ন ব্যতীত কেবলমাত্র সহচরগণের অনুরবদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বিষহ্রদে মজ্জনের কথা নিবেদিত~~

১৮। এইরূপে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত তদীয় সহচরগণকে অতিশয় শোকের সহিত ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, যদিও কোনরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের বিষহ্রদে মজ্জনের কথা সহচরগণের অনুরবদ্বারাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা জীবন্মৃত হইয়াও নিজেদিগকে যেন বিষহ্রদে নিমগ্ন বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥ (১৮)

[তৎকালে] সর্বে (তাঁহারা সকলে) আপাদাগ্রাৎ শিরো-বিষানলসংযোগাত্যন্তদগ্ধাঃ ইব (পদাগ্র হইতে মস্তক-পর্যন্ত সর্বাঙ্গে বিষরূপ অগ্নির তেজঃপ্রভাবে যেন দগ্ধ হইয়া)

জ্বালাজালকরালভাস্মিতহৃদ: (এবং উক্ত বিষানলের শিখা-
সমূহদ্বারাই যেন চিত্তের ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইয়া) ভুবি
(ভূতলে) নিপেতু: (নিপাতিত হইয়াছিলেন, [আর]) অনাহ
(অনেককাল মধ্যেই) নার্য: (গোপনারীগণ) বাত্যাবর্তবিপাটিতা:
(প্রবল বায়ুবেগে উৎপাটিতা) লতা: ইব (লতাসমূহের
ন্যায় [এবং]) নরা: চ (পুরুষগণ) মূলচ্ছেদঘূর্ণিতা:
(মূলদেশের উচ্ছেদহেতু বিচালিত) দ্রুমা: ইব (বৃক্ষ-
সমূহের ন্যায়) হ্রদপ্রান্তস্থলীং (হ্রদের প্রান্তবর্তী
ভূমিভাগ) তস্তরু: (আবৃত করিয়াছিলেন)॥৪॥ (১৯)
ব্রজাধীশ: ([তৎকালে] শ্রীনন্দমহারাজ) হা তাতবৎসল
তাত (হে পিতৃবৎসল বৎস! [তুমি]) সহসা (সহসা)
কিং (কীহেতু) অতিসাহসং কৃতং (এরূপ অতিসাহসের
আচরণ করিলে?) ইতি (এইরূপে) বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠং রুদন,
(বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে) মুমূর্চ্ছ
(মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলেন)॥৫॥ (২০)
গোদুহ: ([এইরূপ] গোপগণ সকলে) অহহ হা
বত হ (হায় হায়,) ব্রজজনপ্রিয় বৎস (হে ব্রজজন-
প্রিয় বৎস!) তব (তোমার) ব্রজজন: (ব্রজবাসিগণ)
বিপদ্যতে (মহাবিপদে পড়িয়াছে, [অতএব তুমি সত্বর])

সান্নিধ্যং দর্শয় (তোমার সান্নিধ্য প্রদর্শন কর, অর্থাৎ আমাদের
নিকটে এস) ইতি অনুলাপিনঃ (এইরূপ বিলাপ করিতে
করিতে) তত্র অভিতঃ (শ্রীনন্দমহারাজের নিকটেই উভয়পার্শ্বে)
ভুবি (ভূতলে) পতিতাঃ (পতিত হইলেন)॥৬॥ (২১)

সমদুঃখসুখাঃ (সুখ দুঃখের তুল্যাংশভাগিনী) গোপ্যঃ
(গোপীগণ) শোককর্শিতাঙ্গীং (শোকবিহ্বলাঙ্গী [ওকে])
কুররীরিব বিলপন্তীং (কুররী পক্ষিণীর ন্যায় উচ্চকণ্ঠে
বিলাপপরা) ব্রজেশভার্যাং (ব্রজেশ্বরী) তাং পরিতঃ
(শ্রীযশোদার চতুর্দিকে) সহ এব (এক সঙ্গেই) পতিতাঃ
(ভূমিতে পড়িয়া) করুণস্বরং (করুণস্বরে) বিলেপুঃ
(বিলাপ করিতে লাগিলেন)॥৭॥ (২২)

প্রথমান প্রথমানুরাগভাজঃ (উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল নবীন
অনুরাগযুক্তা), নবমুগ্ধদৃশঃ (নবীনা সুলোচনা)
কুমারিকাঃ চ (কুমারীগণ) ভুবি (ভূতলে) স্খলিতাঃ
(পতিত হইলে) মূর্ছয়া সখ্যা এব (মূর্ছারূপ সখীই)
কৃতসান্ত্বাঃ ইব (যেন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করায়
[তাঁহারা]) তদা (তৎকালে) নো বিলেপুঃ (আর বিলাপ
করেন নাই)॥৮॥ (২৩)

১৭। এইরূপ অবস্থায় তৎকালে ব্রজবাসিগণের সকলেরই

অপ্রাকৃত চিত্তই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহদ্বারা সম্পূর্ণরূপে
আকর্ষণহেতু লয়প্রাপ্ত না হওয়ায় তাদৃশ শোকদশায়ও
তাঁহাদের জীবন স্থৈর্য অবলম্বনপূর্বক দেহমধ্যেই অবস্থান
করিলে, তাঁহাদের আকুল, করুণ বিলাপনিযুক্ত, হ্রদের তীরভাগ
অশ্রুপ্রবাহময়, পৃথিবী পতিত নিশ্চেষ্ট দেহসমূহের
দ্বারা যেন ছিন্ন তরুলতায় সমাচ্ছন্ন এবং সময়ও
শোকপূর্ণ হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবচিন্তায় কৌতুকশালী
বলদেব এরূপ বলিয়াছিলেন। (২৪)

২৮। হে পিতঃ! আপনি অতিশয় চিত্তসন্তাপহেতু
প্রবর্ধমান শোকদ্বারা নিজ-দেহ পীড়িত করিবেন না;
কারণ, আপনার এই দেহ শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পার
যোগ্য॥ (২৫)

২৯। হে মাতঃ! আপনি আর বিলাপ করিবেন না,
আমার কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণপূর্বক
ধৈর্য অবলম্বন করুন। হে পুরবাসী ও গ্রামবাসিগণ!
আপনারা এইরূপ বিলাপের আবাহনদ্বারা অপর
কোন গুরুতর সন্তাপগ্রস্ত হইবেন না॥ (২৬)

৩০। আমার অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রবল মহিমাজনিত শৌর্যের
আনন্দদায়ক মহিমা আপনারা অবগত নহেন; পরন্তু

একমাত্র আমিই তাহা অবগত আছি; বস্তুত: দেবগণের
অধীশ্বরগণের মধ্যেও কেহই তাদৃশ মহিমার লেশমাত্রও
অবগত হইতে পারেননা ॥ (২৭)

২১। অতএব আপনারা যথার্থ জ্ঞান অবলম্বন করুন;
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নাগরাজ কালিয়ের পরাভব বস্তুতই
অনায়াসসাধ্য। বায়ু কখনও পর্বতরাজকে পরাভূত করিতে
সমর্থ হয়না। অন্ধকার কখনও সূর্যের মালিন্য উৎপাদন
করিতে পারেনা। নলবন কখনও প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালার
নির্বাপনে সামর্থ্য ধারণ করেনা। অতএব এই ক্ষুদ্রতম
সর্প হইতে শ্রীকৃষ্ণের কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।
আপনারা সন্তাপ পরিহার করুন; দেখুন, শৌর্যসমৃদ্ধ
শ্রীকৃষ্ণ এই নিকৃষ্ট সর্পকে মৃতপ্রায় করিয়া অচিরেই
হ্রদ হইতে উত্থিত হইবেন; আপনারা আমার এই
সুচিন্তিত অভিমত নিশ্চয় বলিয়া স্বীকার করুন ॥ (২৮)

২২। শশধরের ন্যায় শুভ্রকান্তি বলদেব এরূপ বলিলে,
পরিজনবর্গের সহিত জনক ও জননীর নিবিড় শোকজনিত
পীড়া অনুমান করিয়া, দেবদানবাদি সকল লোকের
সম্মোহনকারী, অলৌকিক মহাপ্রভাবশালী এবং
দেহকান্তি ও জ্ঞানবলে সমুজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ অতিশয়

পরাক্রম প্রকাশপূর্বক ক্রমশঃ বেগ বর্দ্ধিত করিয়া, অন্ধকারাবৃত বৃক্ষশাখায় অন্তরালে উদিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মদমত্ত সর্পের দেহদ্বারা আবদ্ধ অবস্থায়ই হ্রদের অভ্যন্তরভাগ হইতে প্রভূত সন্তোষযুক্ত মধুর মৃদু হাস্য-সহকারে প্রণত জনগণের সুখজনক রূপে জলের উপরি-ভাগে আত্মপ্রকাশ করিলেন ॥ (২৯)

২৩। অতঃপর তৎক্ষণাৎ দেবগণের সভায় —
ভং ভং ভং ভং ইতি (ভং ভং করিয়া) শঙ্খ ঘোষঃ (শঙ্খ ধ্বনি [ও]) দুং দুং দুং দুং ইতি (দুং দুং করিয়া) দুন্দুভি প্রনাদঃ চ বভূব (দুন্দুভি-ধ্বনি উত্থিত হইল, [আর]) গীর্বাণাঃ (দেবগণ) গাম্ভীর-ভূরি-ভেরী-ভাঙ্কারৈঃ (গুরুগম্ভীর প্রভূত ভেরী-ধ্বনি দ্বারা) শ্রুতিপথ পোষিণঃ (সকলের কর্ণপথ অবরোধ করিয়াছিলেন) ॥ ৯ ॥ (৩০)

২৪। তদনন্তর ব্রজরাজপ্রমুখ বিপন্ন ব্রজবাসিগণ সেই সুবিস্তৃত ও প্রমোদদায়ক ধ্বনির সহিত এক-কালেই যেন জীবন লাভ করিলে আনন্দই যেন হস্ত-ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণও সেই অতি সৌভাগ্যশালী

ব্যক্তিগণের সৌভাগ্যের অভিনন্দন করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা অতিশয় মদমত্ত সেই কালিয়নাগকে দেখিতে পাইলেন। তাহার বর্ণ অতিতীক্ষ্ণ লৌহবিশেষের ন্যায় অতিশয় কৃষ্ণ ছিল। অতিভীষণ ফনাসমূহের মধ্যভাগ হইতে নির্গত বিষের ফেনাসমূহদ্বারা ফেনিল মুখসমূহের অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত শিখারাশি হইতে উদ্ভূত বিস্ফুলিঙ্গসমূহ তাহার ভয়ঙ্কর ভাব প্রকাশ করিতেছিল। তাহার একশত মস্তক ছিল এবং ঐসকল মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে আবদ্ধ শতসংখ্যক মণির কিরণমালা-দ্বারা সে আকাশমণ্ডলের আকর্ষণে চাতুর্য প্রকাশ করিতেছিল। তাহার নয়নসমূহ, অগ্নিমুখে স্থাপিত অম্বরীষ (খাদ্যাদি দ্রব্য ভাজিবার পাত্র) সমূহ হইতে নিবিড়ভাবে উদ্ভূত অগ্নিকনাসমূহের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। তাহার মুখসমূহের অভ্যন্তরে সাকল্যে দুইশত চঞ্চল ও অতিদীর্ঘ জিহ্বা সর্বদা দংশনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল। আর, সে যেন আকাশের মধ্য-ভাগকে বারম্বার লেহন করিতেছিল। শ্রীনন্দপ্রমুখ সকলের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ইতঃপূর্বে যে আনন্দের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম

করিতেছিল, কালিয়নাগের দর্শনে পুনরায় প্রভূত ভয়হেতু তাহা শুষ্ক হইতে লাগিল, এবং হৃদয়ে অসন্তোষের সঞ্চার হইল। বয়স্যায় জীবনের আশ্বাস ও বলপ্রদ বলদেবের বাক্যেও তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দেহধৈর্যকে নিজেরাই যেন অপহরণ করিয়া, যখনই সংজ্ঞাবিলোপকারিণীরূপে সমাগতা মূর্ছাদেবীর আশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই শোকনাশন শ্রীবলদেব তাঁহাদের প্রতি পশ্চাদ্বর্ণিত অতিসরস বাক্য উচ্চারণপূর্বক পরমপ্রীতিমান্ অনুজ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ জলরাশির তরঙ্গমধ্যে অবস্থিত কালিয়নাগের ক্রোড়দেশে আবদ্ধ স্বীয় দেহটিকে অনায়াসে শিথিল করিয়া, হর্ষোন্মত্ত বিহঙ্গের ন্যায় ঊর্ধ্বগামী হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার চিত্ত নৃত্যলীলাপ্রকাশের নিমিত্ত উক্ত সর্পের বৃদ্ধিশীল ফণাসমূহের প্রতি ধাবিত হইলে তিনিও উক্ত ফণাসমূহের অন্তর্গত শতসংখ্যক মণির কিরণ-মালায় সমুদ্ভাসিত মহাজ্যোতির্ময় লতাকাননে বিহার করিবার ইচ্ছাবশত: উক্ত ফণাস্থলে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন॥ (৩১)

উদিত হইয়াছিলেন॥ (৩১)

৩২। বলদেবের উক্তি — হে ব্রজবাসিগণ! আপনারা সকলে অঙ্কুরের ন্যায় স্নিগ্ধদেহ ও অতিশয় সুদৃশ্য এই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করুন। তাঁহার মণিময় অলঙ্কারসমূহ কালিয়নাগের দন্তদ্বারা দংশনকালে সংলগ্ন বিষরূপ তীব্র অনলের স্ফুলিঙ্গকণার চাকচিক্যদ্বারা অতুলনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। ভুজ প্রভৃতি অবয়বসমূহের বিক্রম অতিশয় সমুচিত ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। উত্তরোত্তর অবমাননায় অর্থাৎ পর্যায়ক্রমদ্বারা কালিয়নাগের বিশাল দেহ-রচিত পরিবেষ্টন দূরীভূত হইলে শৈথিল্যপ্রাপ্ত কেশপাশ, অলকরাজি, উষ্ণীষ, পীত বস্ত্র ও বনমালার শোভাদ্বারা তাঁহার বিগ্রহ অতিমনোরম হইয়াছিল। তিনি কালিয়নাগের ফণাসমূহের উপরিভাগে নৃত্য করিবার অভিপ্রায়ে যথোপযুক্তরূপে দৃঢ়ভাবে পরিকরবন্ধন করিয়াছেন এবং পরিজনবর্গ যাহাতে সুখে তাঁহার তৎকালীন শোভা দর্শন করিতে পারে এই হেতুই কালিয়ের ফণাসমূহের (স্থিতিবশতঃ) তেজঃপুঞ্জ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত, নৃত্যোৎসবকামনায় অতিবৃদ্ধিশীল দীপ্তিরাজিবিভূষিত স্বীয় দিব্য দেহের কান্তিদ্বারা তদীয় ফণামণ্ডলীস্থিত মণিরাজির

কিরণসমূহ নির্বাপিত করিয়াছেন। মনে হয়, তাঁহার দেহ-
কান্তির ভয়েই যেন উক্ত মণিসমূহের কান্তি ক্ষয়প্রাপ্ত
হইয়াছে। সেই হেতু আপনারা সম্প্রতি সুখে তাঁহাকে
দর্শন করিয়া আমার বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করুন এবং অতিপ্রিয় আনন্দহেতু সর্বপ্রকার বৈকল্য বিস্মৃত হইয়া যথোচিত পরম কল্যাণ
লাভ করুন। বলদেব বিস্ময় ও হাস্যরসের আবেশে
এইরূপ বলিলে সকল দুঃখের অবসান হেতু ব্রজবাসিগণ
প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে নয়নানন্দজনক শ্রীকৃষ্ণকে সম্যগ্‌রূপে দর্শন করিয়া
এবং সেই ভয়ানক সর্পের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিয়া
এককালেই যথোচিত ভাবে বৃদ্ধিশীল আনন্দের ও ভয়ের
সংমিশ্রণ অনুভব করিয়াছিলেন॥ (৩২)

২৬। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় মমতাশালী, তীরস্থিত অনু-
রক্ত ব্রজবাসিগণকে কৃপাযুক্ত করুণ কটাক্ষপাতদ্বারা
কৃতার্থ করিয়া, নাট্যশাস্ত্রোচিত জ্ঞানগৌরব হেতু
নিখিল দেবতা, কিন্নর, মানব ও সিদ্ধগণের নিকট হইতে
পরম সম্মান প্রাপ্ত হইয়া প্রণতজনের উদ্ধারকরূপে
যখনই নৃত্যলীলার ইচ্ছা করিয়া চিত্তকে
সহচররূপে অবলম্বন করিলেন, তৎক্ষণাৎই সরসাবিষ্ট
দেবতাগণ, বহি গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণের মনোবৃত্তি

(মণ্ডলী রচনা)
সংসদ্ করিয়া মৃদঙ্গ, মুরজ ও পণব নামক বাদ্যসমূহ-
দ্বারা তদীয় প্রশংসার্থ নৃত্যলীলায় সাহায্যসম্পাদনে
প্রযত্নশীল হইয়াছিলেন ॥ (৩৩)

২৭। অনন্তর অনন্তবীর্যশালী ও নিখিলকলাবিজ্ঞানসমৃদ্ধ
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌশিক মার্গের রীত্যনুসারে দাক্ষিণদেশ-
প্রসিদ্ধ (কৈবারতালি নামক) নৃত্যপ্রবন্ধের অবতারণা করিলে গন্ধর্ব প্রভৃতি
শিল্পিগণও গুরু, লঘু, প্লুত, দ্রুত, অর্ধদ্রুত ও বিরামের
রমণীয় বিষয়ে পরম অভিজ্ঞ এবং সশব্দ নিঃশব্দ প্রভৃতি
ভেদবিচারে পরম নিপুণ তালধারণের দ্বারা
চচ্চৎপুট ও চাচপুট নামক তালদ্বয়ের আবিষ্কার
করিয়াছিলেন ॥ (৩৪)

[তৎকালে] মুদিতাঃ (হৃষ্টচিত্ত) গন্ধর্বাঃ (গন্ধর্বগণ) উচ্চৈঃ
(উচ্চস্বরে) থৈয়া তত থৈয়া থৈ থৈ থ থৈয়া ততা ইতি
(থৈয়া তত তত থৈয়া থৈ থৈ থ থৈয়া ততা এইরূপে) তালং
পাঠং বাদনং (তাল, পাঠ ও বাদ্য) আয়োজিরে (আরম্ভ
করিয়াছিলেন) ॥ ১০ ॥ (৩৫)

তে (সেই গন্ধর্বগণ) যথাবিধিবদ্ধং (বিধিদের নিয়মানুযায়ী)
শব্দং তালং পাঠং চ (বাদ্যধ্বনি, তাল ও পাঠ) উদ্ভাবয়ন্তি
(আবিষ্কার করিতেছিলেন, [আর]) অয়মপি (সেই শ্রীকৃষ্ণও)

ফণিনঃ (কালিয়নাগের) ফণাৎ (এক ফণা হইতে) ফণান্তরং গচ্ছন্
(অন্য ফণার উপর যাইতে যাইতে) তথা এব (তদনুসারেই) নৃত্যতি
(নৃত্য করিতে লাগিলেন) ॥১১॥ (৩৬)

[পরন্তু] স্বৈরী (স্বতন্ত্র পুরুষ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) নিজকল্পিতয়া
(স্বরচিত) গত্যা (গতি ভঙ্গী অবলম্বনপূর্বক) যথা নৃত্যতি
(যেরূপ নৃত্য করিতেছিলেন), অমী (গন্ধর্বাদি সকলে)
তদনুরূপং (তাহার অনুরূপ) গাতুং বাদয়িতুং পাঠিতুং
অপি (গান, বাদ্য বা পাঠ করিতে) ন শেকুঃ (সমর্থ
হইলেন না) ॥১২॥ (৩৭)

অথ (অতঃপর) পণ্ডিতঃ (সুনিপুণ) তাণ্ডবেশঃ (তাণ্ডবলীলা-
গুরু শ্রীকৃষ্ণ) একঃ (স্বয়ংই) নৃত্যন্ (নৃত্যসহকারে) ফণিপতেঃ
(নাগরাজ কালিয়ের) শীর্ষতঃ (এক মস্তক হইতে) শীর্ষং
গচ্ছন্ (অপর মস্তকে যাইতে যাইতে) বদনবিধুনা
(স্বীয় মুখচন্দ্র দ্বারা) স্বেন আকল্পিতাং (স্বরচিত)
শব্দমালাং (তালাদিসূচক শব্দসমূহ) উদ্ঘাটয়ন্
(উচ্চারণপূর্বক) ঘাতে ঘাতে (প্রতি আঘাতে) চরণকমলা-
ঘাতভঙ্গ্যা (চরণকমলের বিক্ষেপভঙ্গী দ্বারা) উন্নমন্তং
ফণং ([কালিয়নাগের ঊর্ধ্বে উত্থাপিত ফণামণ্ডলকে) শীর্ণং কৃত্বা
(জর্জরিত করিয়া) নময়তি (অবনত করিয়াছিলেন) ॥১৩॥ (৩৮)

ফণিফণারঙ্গভঙ্গরঙ্গী (ফণিধর কালিয়ের ফণারূপ রঙ্গমঞ্চের বিদারণে কৌতুকশালী শ্রীকৃষ্ণ) দ্রাং দ্রাং দ্রাং দ্রামি দ্রামি-ধোঙ্গ-ধোঙ্গ-ধোঙ্গিতি (দ্রাং দ্রাং দ্রাং দ্রামি দ্রামি ধোঙ্গ ধোঙ্গ ধোঙ্গ এইরূপ) উত্তালপ্রবৃদ্ধর তালপাতৈর্গত্যা (উত্তাল ও বিস্তৃতিশীল তালপাতের ভঙ্গীক্রমে) অদয়ম্ (নির্দয়ভাবে) উদারপাদপদ্মং (উদার পাদপদ্মের) বিন্যস্যন্ (বিন্যাসপূর্বক) ববাধে (অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন)॥১৪॥ (৩৯)

২৮। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনর্তন গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তৎকালে লব্ধ-সঞ্চয়ক্রমে যত্নপরায়ণ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের আবিষ্কৃত তদীয় গতিবিশেষের অনুকরণ করিতে না পারিয়া পরিশেষে হর্ষোৎকণ্ঠিত চিত্তে স্বতন্ত্র ভাবেই নৃত্য ও সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন॥ (৪০)

২৯। অতঃপর (তৎকালে) স্বর্গলোকে তুমুল দুন্দুভিধ্বনি ও ঘন-গম্ভীর ভেরীধ্বনি উত্থিত হইলে তথায় মুনিগণের স্বভাবসুন্দর স্তবরাজি নির্গমনোন্মুখ নন্দনকাননের পুষ্পবর্ষণ পতনরত হইয়াছিল। এতদবস্থায় স্বর্গবাসী ও ব্রজবাসিগণের প্রমোদরাশি অসুরগণের মনঃপীড়ারাশি বিবিধরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলারত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্দয়ভাবে নিক্ষিপ্ত চরণকমলের আঘাতহেতু নিপীড়িত

কালিয়নাগের প্রত্যেক ফনামণ্ডল হইতে রুধির ধারা ক্ষরিত,
নয়নসমূহ কুটিলগতিমুক্ত এবং দেহ অতিশয় শীর্ণ হইলে
তাহার পত্নীগণ পতিকে আকুলভাবাপন্ন ও প্রায়শঃ
ম্রিয়মাণ দেখিয়া খিন্নচিত্তে সন্তানগণকে বক্ষঃস্থলে
ধারণ করিয়া, মৃতপ্রায় পতিকর্তৃক মমতাদ্রিশতঃ কাতর-
দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ হেতু অতিশয় মনঃসন্তাপগ্রস্ত হইয়া,—
সম্প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহব্যতীত মৃত্যুমুখ হইতে
ইহার নিস্তারের অন্য কোন উপায় নাই— এইরূপ নিশ্চয়-
পূর্বক তাঁহার অবশ্যম্ভাবী অনুকম্পার আকাঙ্ক্ষায়
ভয় ও লজ্জা[illegible] পরিহার করিয়া তাঁহারই নিকটে
আসিয়া শোকজনিত কাতরতার সহিত অত্যন্ত মধুরস্বরে
স্তুতি করিতে আরম্ভ করিল ॥ (৪১)

৩০। হে দেব! আপনার জয় হউক। আপনি
দেবগণের মুকুটের মণিরত্নস্বরূপ। আপনিব্যতীত
'পরম ব্রহ্ম' বলিয়া আর কেহ নাই। আপনি ব্রহ্মার ও
শঙ্করের কণ্ঠরত্ন সদৃশ গুণাবলির আধার। আপনার
পাদপদ্মযুগল নিরন্তর লক্ষ্মীদেবীর শ্রীহস্তের সেবালাভ
করিতেছেন। হংসগণ যেরূপ একত্র মিশ্রিত দুগ্ধ ও জল
পান করিয়া জল-অংশ বর্জন করে, সেইরূপ পরমহংস

পরমযোগিগণ চিত্তরূপ সুসম্বারা আপনার পাদপদ্মের সুরস আস্বাদন পূর্বক পুরুষার্থসমূহের মধ্যে প্রধান স্থানীয় অপবর্গকেও পরিহার্যরূপেই গণ্য করেন ॥ (৪২)

৩১। হে বেদপূজ্য! নিত্যনবীন! সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ! নব-ব্যূহরূপ, পরমপুরুষ! আপনি যুদ্ধে নিখিল দানবগণের ধ্বংস করিয়াছেন। সম্প্রতি আপনি ক্রোধ পরিহার করুন ॥ (৪৩)

৩২। আপনি অভিনব প্রাণপতি বাসুদেব; আপনিই নিখিল জীবগণের সন্তাপনাশন সঙ্কর্ষণ; আপনি সকল ব্রজবাসীর পরম বাঞ্ছাসিদ্ধ প্রেম সম্পত্তিরূপ প্রদ্যুম্ন, আপনি যোগমায়ার আশ্রয় অনিরুদ্ধ এবং আপনিই নিখিল দেবগণের স্বরূপভূত ও ব্রজবাসিগণের প্রিয় আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। সম্প্রতি এই ফণিরাজ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন ॥ (৪৪)

৩৩। এই ফণিরাজ পূর্বে কতই না মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যেহেতু আপনার যে শ্রীপাদপদ্ম দেব, অসুর, কিন্নর, মানব, ঋষি ও দেবর্ষিগণেরও বন্দনীয় এবং আত্মারামগণেরও আনন্দজনক বলিয়া সর্বাধিক চিত্তসন্তাপনাশক ও সমাধিযোগে দুর্লভ

হয়, এই ফণিরাজ আপনার সকৌতুক নৃত্যোৎসবসময়ে প্রতিফণার উপরে অতুল পদসমূহের জনক পাদলগ্নকে বহন (ধারণ) করিয়াছে ॥ (৪৫)

৪৬। হে গুণত্রয়াতীত! আপনি ভবদুঃখহারী। আপনি স্বয়ংই নিখিল জীবের চিত্তশুদ্ধিজনক সত্ত্বগুণদ্বারা এই ত্রিভুবনজাত ও জগতের পরিপালন, দুঃখজনক রজোগুণদ্বারা সৃষ্টি এবং নিবিড় অন্ধকারের পরাভবকারী তমোগুণের দ্বারা সংহার করেন। পরন্তু হে মহাভুজ! এই কার্যত্রয় বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শঙ্করের নামমাত্রেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥ (৪৬)

৪৭। হে নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়! গুণের তারতম্যহেতুই জীবগণের মধ্যেও তারতম্য সংঘটিত হয়; সেইহেতু জীব নিজ-গুণদোষ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এই হেতুই তামসযোনিজাত এই সর্পরাজ ক্রোধজনিত খলতার আশ্রয় হওয়ায় ইহার মধ্যে সৌজন্য আকাশপুষ্পতার ন্যায়ই অসম্ভব হইয়াছে এবং সে জগদ্ধিতের ব্যাঘাত করিতেছে। ইহা আপনারই মায়া এবং সকল জীবগণের পক্ষেই ইহা অলঙ্ঘনীয়। বিশেষতঃ গর্তবাসী জীবগণের এইরূপ রীতিই অর্থাৎ ক্রূরতাই জগতে চিরকাল লক্ষিত হইতেছে ॥ (৪৭)

৩৬। সেই কারণে এই নাগরাজের কোন অপরাধ নাই।
আর, আপনি পরমপ্রভাবশালী ও স্বভাবসিদ্ধ অতিশয়
করুণরসের আধার বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করিতে
পারেননা। অতএব সমদর্শী আপনি যখন আপনার অনুষ্ঠিত
দণ্ড ও নিগ্রহ প্রভৃতি সর্ববিধ কার্যই সমভাবে মঙ্গলবহুল
বলিয়াই গণ্য হইতেছে। সম্প্রতি আপনি অতিশয় কৃপা-
প্রকাশ করুন। এই পামর জীবের জীবননাশ
করিবেননা॥ (৪৮)

৩৭। আপনি স্বয়ং ভগবান্। ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং
যতিগণও যত্নসহকারে মনোনিবেশ করিয়াও আপনার
স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হ'ননা। অতএব যাহার চিত্ত
নিরন্তর তমোগুণের প্রভাবে প্রবল অভিমানভরে পুষ্টিলাভ
করিয়াছে, তাদৃশ এই নাগরাজ আপনার তত্ত্ব কিরূপে
অবগত হইবে॥ (৪৯)

৩৮। এই দুঃশীল নাগরাজ অতিবলবান হইলেও সম্প্রতি
আপনার হেলাভরে আচরিত তাণ্ডবনৃত্যফলে অবর্ণনীয়
পীড়ায় অনুভবহেতু সর্বপ্রাণাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ইহারও
শ্বাসমাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব এই মহাপ্রাণীটি
যেন আর প্রাণমুক্ত না হয়॥ (৫০)

৩৯। ইহার অপরাধ ক্ষমা করুন; আর আমাদেরও যেন
বৈধব্যদশা না ঘটে; আপনি আমাদিগকে
পতিদান করুন"। এইরূপ অতিকাতরভাবে
পদপদ্মভক্তিরতা ও নিজ-অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী কালিয়পত্নী-
গণের সুকোমল, নির্দোষ ও হিতবিষয়ক কাতর বচন
শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহবশতঃ তাদৃশ কৃত্রিম দণ্ডবিষয়ে
শৈথিল্য অবলম্বনপূর্বক রোষবিমুক্ত ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া
ঈষৎ হাস্যসহকারে অতিমধুর কণ্ঠে এরূপ বলিয়া-
ছিলেন ॥ (৫১)

৪০। "হে নাগপত্নীগণ! তোমরা ভয় করিও না; জলসেচন-
হেতু প্রবল অগ্নিরাশি যেরূপ উপশমিত হয়, তোমাদের
এই কাতর বচনে আমার প্রচণ্ড ক্রোধও সেইরূপ
উপশমিত হইয়াছে; অতএব কালিয়নাগ আর মৃত্যুমুখে
পতিত হইবে না। সম্প্রতি সে আমার এই ক্রীড়াক্ষেত্র
পরিত্যাগ করিয়া, যেস্থান হইতে এস্থানে আসিয়াছে,
সেইস্থানেই প্রত্যাবর্তন করুক। ইহার শিরোদেশে
আমার পদচিহ্নের যে মনোজ্ঞ শোভা উৎপন্ন হইয়াছে,
তাহা দেখিয়া গরুড়ও ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না"।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশী উক্তির বিরাম ঘটিলে উক্ত নাগরাজ

অতিশয় আশ্বাসহেতু হৃষ্টচিত্ত হইয়া, লোহভারপীড়িতের ন্যায় নিজ-হৃদয়কে অতিশীঘ্র অতীবলঘু মনে করিয়াছিল। অতঃপর সে অভিমানশূন্য হইয়া ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে এরূপ বলিতে লাগিল॥ (৫২)

৪১। হে ভগবন্! লোকোত্তর প্রভাবশালী আপনার ভূতলে এই আবির্ভাব সাধুগণের সম্মানবিধান ও দুষ্টগণের পরাভবেরই কারণ হয়। আর, উহা হইতে ভক্তবৃন্দের ভাবী পরম মঙ্গলের উদয় এবং চিরকাল দীপ্তিসমুজ্জ্বল হৃদয়ের বিনোদনক্রিয়া সাধিত হয়। এইরূপে আপনার আবির্ভাবহেতু প্রবল অশুভরাশি বিনষ্ট হইলে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের দিব্য প্রকাশরাশির প্রকট পরিলক্ষিত হয়॥ (৫৩)

৪২। হে কৃপাময়! এইহেতুই আপনার বিহারযোগ্য এই জলরাশি দূষিত করায়, আপনা-কর্তৃক আমার অদ্ভুত নিগ্রহ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। আর, নিগ্রহাকারে এইরূপ অনুগ্রহ অপেক্ষা উত্তম অনুগ্রহ আর কী হইতে পারে? যেহেতু আপনি ক্রোধভরে নৃত্য করায় আমার এই ফণাগুলি সত্বর আপনার সর্ব্বমঙ্গলদায়ক পাদপদ্মের পরমশোভাময় চিহ্নদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। হে রমাকান্ত, হে শ্রীকৃষ্ণ! অতএব

আপনি অনুমতি করুন, আমি বিমলকীর্তীদেশে যাত্রা করিতেছি। হে দেবেশ্বর! হে মকরকুণ্ডলভূষণ! আমি দুর্দৈববশতঃ এস্থানে আপনার চরণকমলযুগলে যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। এই বলিয়া কালিয়নাগ দিব্য বস্ত্র, অতুলনীয় ও পরমসহিতকর সম্পদরূপে পদ্ম কৌস্তুভ মণি এবং মুক্তাহার উপহার প্রদান করিয়া প্রণামপূর্বক পরিজনগণের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল ॥ (৫৪)

৪৩। কালিয়নাগের নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই হ্রদের জলরাশি অমৃতের ন্যায় অতিশয় মধুর রস ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর পীতবসনের সৌন্দর্যদ্বারা বিদ্যুৎপুঞ্জের পরাভবকারী ও করযুগলে বলয়াদি ভূষিত ব্রজেন্দ্রনন্দন তীরে উপস্থিত হইয়া, ভয়, কৌতুক, চমৎকার ও আনন্দের মিলন-সমুদ্র অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত পিতা, মাতা ও অন্যান্য মাননীয় ও সুসমৃদ্ধ বৃদ্ধ ব্রজবাসিগণকে অকপটচিত্তে পরম আদরের সহিত প্রণাম করিলে তিনি মাতা, পিতা, ব্রজবাসী বৃদ্ধগণ, প্রাচীনা মহিলাগণ ও কৌতূহলশালী শ্রীবলদেব কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন। তৎকালে পরমপ্রণয়শীলা বধূ ও

BINA

EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

অন্বয়ানুবাদ

৫ খানা খাতার মধ্যে

খাতা — ৮ নং

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

অন্বয়ানুবাদ

৫ খানা খাতার মধ্যে

খাতা — ৮ নং

Pages 128 No. 8

[illegible]

শ্রীসদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ
নবম স্তবক (Contd.)

[illegible]

গোপগণ অনুরাগের উৎকর্ষহেতু পরম সৌভাগ্য সহকারে তাঁহার প্রতি সুমধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।
এইরূপ চিরসন্তোষহেতু বশীভূতা ধেনুগণও চতুর্দিক হইতে অশ্রুসিক্ত নেত্রপুট দ্বারা যেন তাঁহার রূপামৃত পান করিতেছিল, উৎফুল্ল নাসিকা দ্বারা যেন আঘ্রাণ করিতে লাগিল, রসাস্বাদনিপুণ জিহ্বা দ্বারা যেন সবেগে লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অব্যক্ত মধুর গদগদ ভাবযুক্ত হম্বারবে প্রণয়ভরে যেন তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থায় তিনি সহচরগণের প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন॥ (৫৫)

৪৪। এইরূপে আনন্দরত বন্ধুবর্গ নিরন্তর আনন্দ প্রদান করিলে ব্রজবাসিগণের রতিদায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শ্রীব্রজরাজ সূর্যদেবের অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া উহাকে দিবসের জরা-প্রাপ্তির ন্যায় মনে করিয়া — সেদিন ব্রজে গমন সম্ভবপর হইবে না — এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক, সকলকে লক্ষ্য করিয়া দেশ-কালানুসারে এরূপ নির্দেশ দান করিয়াছিলেন — হে ব্রজবাসিগণ! মহাকাল রুদ্রের লীলাসদৃশী, ঘোরদর্শনা, তমোবহুলা

ও অত্যুগ্রা রজনী সমাগত হইয়াছে; সেইহেতু অদ্য
এই স্থানেই বাস করা উচিত। আর, কল্যাণভাজন বৎস
শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগের বিষানলের জ্বালা দূরীভূত করিয়া
এই হ্রদের তীরভূমিকে প্রশংসার যোগ্যরূপেই পরিণত
করিয়াছে। সেইহেতু এই হ্রদের তীরভাগকেই অনুকূলভাবে
আশ্রয় করিয়া রাত্রি যাপন করিব।" তৎকালে তাঁহার
এইরূপ নির্দেশ শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসিগণ সকলেই সন্তোষ
লাভ করিলেন; বিশেষতঃ মনোরমা ব্রজবধূবর্গ ও কুমারী-
গণ জলদশ্যামল, কমনীয় কিশোর শ্রীকৃষ্ণের পরম
আস্বাদ্য ও স্পৃহনীয় দর্শনের সুলভতানিবন্ধন তৎকালে
উপলব্ধ চিত্তাধিকারজনিত উৎকণ্ঠারূপ কণ্টকরোগের
উপদ্রবসমূহের ক্ষণিক নিবারণের সুযোগ লাভ করিয়া
অতিশয় সন্তোষ বোধ করিতে লাগিলেন।। (৫৬)

৪৫। এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যভাগে রাখিয়া প্রথম
মণ্ডলে তাঁহার উভয়পার্শ্বে কোন স্থানে শ্রীনন্দপ্রমুখ প্রাচীনগণ,
কোন স্থানে সহচরগণ, কোন স্থানে শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতি
মাতৃবর্গ, কোন স্থানে মাতৃবর্গের নিকটে কুমারীগণ,
কোন স্থানে শ্বশ্রূবর্গের নিকটে বধূগণ এবং দ্বিতীয় মণ্ডলে
পূর্বমণ্ডলের বহির্ভাগে অপর গোপগণ, তাহার ও

বহির্ভাগে ধেনুধারিগণ, তাহার বহির্ভাগে ধেনুগণ এবং উক্ত ধেনুগণের নিকটে নানাবিধ অস্ত্রধারী নবীন রক্ষকগণ অবস্থান করিয়াছিলেন ।। (৫৭)

৪৬। ব্রজবাসী স্ত্রীপুরুষগণ এইরূপে মণ্ডলী রচনাপূর্বক, বিবিধ বিচিত্র-চরিতসমূহের চারুতা ও গরিমায় বিভূষিত কালিয়দমন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার বর্ণনদ্বারা অর্দ্ধরাত্র যাপন ~~অতিবাহিত~~ করিয়া নিদ্রাগত হইলে, এবং বধূগণ ও কুমারীগণ দৈবানুগ্রহলব্ধ সেই তাদৃশ সুসময় সময় লাভ করিয়া অনুরাগসহকারে নির্বিঘ্নে নির্নিমেষনয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণপূর্বক একান্তভাবে চাক্ষুষ ও মানস সম্ভোগ সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ~~প্রধানা~~ প্রধানা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বধূগণের ~~[illegible]~~ নয়নোৎসব অতিশয় উৎকর্ষদশায় উপনীত হইলে, পূর্ব হইতেই অঙ্কুরিত প্রেমের ও মনোরথের অধিকারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাদৃশ আকস্মিক যোগসংঘটনহেতু যখনই পরস্পরের দর্শনেচ্ছার অনুরূপ উৎকণ্ঠা হর্ষভরে অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিল, তখনই আকস্মিক ভাবেই ~~[illegible]~~ উভয়েরই পরস্পরের আভিমুখ্যনিবন্ধন চারি চক্ষুর মনোহর খেলা আরম্ভ হইয়াছিল ।। (৫৮)

তাহা এইরূপ —

রাধালোকে (শ্রীরাধার দৃষ্টিপাত) প্রসরতি (প্রসার লাভ করিলে), মদিরয়োঃ (মত্তনয়নযুগলের) পুষ্পাঘাতাৎ (পুষ্পের আঘাতে) বেপিতা অম্ভোজরাজী ইব (কম্পিত পদ্মরাজির ন্যায়) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) দৃষ্টিপাতঃ (দৃষ্টিপাত) দোলিতঃ (আন্দোলিত হইতে লাগিল, [আবার]) কৃষ্ণালোকে সতি (শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলে) পত্রাঘাতাৎ (পত্রের আঘাতে) রতিপতেঃ (কন্দর্পের) প্রাপ্তভঙ্গাঃ (পরাহত) পুষ্পৈকাঃ ইব (বানরাজির ইন্দীবরশ্রেণী লোৎপলসমূহের ন্যায়) রাধিকায়াঃ (শ্রীরাধার) কটাক্ষাঃ (কটাক্ষসমূহ) মুকুলিতাঃ (মুদ্রিত হইতেছিল) ॥ ১৫০ ॥ (৫৬)

৪৭। এইরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তকাল ~~বৃদ্ধি প্রাপ্ত~~ তাদৃশ বর্ধমান অনুরাগরূপ কুসুমের পরাগরাজির বিস্তার হেতু অন্ধকারবৃতের ন্যায় অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালে ~~এই সময়ে~~ চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি কোন কোন বধূ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নবীন অনুরাগের অনুমান করিতেছিলেন, অপর সকলে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর কৃষ্ণকথার কীর্তন করিয়া জাগ্রত রহিলেন; ~~এতদ~~ অবস্থায় —

'হায় হায়! সর্বনাশ হইল, সর্বনাশ হইল' এইরূপে অমঙ্গলসূচক ~~এক~~ সর্ব্বাকষ্টকর এক কলরব উত্থিত হইয়াছিল ॥ (৮০)

৪৮। ইহা শ্রবণ করিয়া ধেনুগণ অতিশয় আকুলভাবে শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া উৎকর্ণত্রাসহকারে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। গোপপ্রধানগণ সমস্বরে 'কী হইল? কী হইল?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিদ্রিত বালকগণ 'হুং হুঁ' এইরূপ শব্দ করিয়া নিদ্রা হইতে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। আর, কুলবধূ ও কুলকুমারীগণ চকিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অবস্থায় শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহাদের ভয়বিহ্বলভাব দর্শন করিয়া প্রণয় ও গাম্ভীর্যসহকারে, 'তোমরা ভয় করিও না, ভয় করিও না' এইরূপ আশ্বাস দান করিতে আরম্ভ করিলে কেহ কেহ এরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ (৮১)

'লব্ধাপমানজনিতাতিশয়প্রকোপঃ (শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অপমান লাভহেতু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া) অসৌ কালিয়ঃ (দুষ্ট কালিয় নাগই) পুনঃ (পুনরায়) তটবর্ত্মনা (তীরপথ আশ্রয় করিয়া) এতি কিম্ (এস্থানে উপস্থিত হইল কি) ইহ

উচ্চৈঃ মদশব্দোঁর ধৌতগণ্ডশৈলং ([অথবা] প্রবল বেগে ক্ষরিত মদজলধারায় উন্নত গণ্ডযুগল ~~প্লাবিত~~ ধৌত করিয়া) বরবারণযূথং (গজরাজসমূহই) কুতঃ অপি (অন্য কোন স্থান হইতে) এতি কিংনু (প্রমত্ত এখানে আসিতেছে কি)? ॥ ১৬॥ (৬২)

৪৯। তৎকালে ব্রজবাসিগণ এরূপ বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায়, 'ওহে! ~~ইহা~~ প্রতিকারের অযোগ্যরূপে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে' এইরূপ ঘোরতর চীৎকার প্রবর্তন করিয়া শ্রীনন্দমহারাজ সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া সহসা গর্গমুনির বাক্য স্মরণপূর্বক, 'হে বৎস! রক্ষা কর, রক্ষা কর; ঐ দেখ, প্রতিকারের অযোগ্য প্রচণ্ড দাবানল তোমারই আশ্রিত এই ব্রজবাসিগণের সকলকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুমি ব্যতীত ইহার উপশম করিবার অন্য উপায় নাই, আর ইহার প্রশমন ব্যতীত আমাদের অন্য কোনরূপেই মঙ্গল নাই।' (৬৩)

৫০। তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিজনগণের সহিত জনক-জননী-প্রভৃতি নিখিল বান্ধবগণের এইরূপ ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া, 'আপনারা ভয় করিবেন না, ভয় করিবেন না'

এই বলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যদিও অন্যান্য বনের
ন্যায় বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে দাবানলের উৎপাত নাই,
তথাপি সকল লোকের চমৎকারজনক লীলার নিমিত্ত
তৎকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমেই যেন উহার
উদ্ভব উপস্থিত হইয়াছিল ॥ (৬৪)

অথো (অতঃপর) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) দূরাৎ (দূর হইতেই),
শুষ্কে তরুগণে (শুষ্ক বৃক্ষরাজির) সর্বাঙ্গলগ্নং (সর্বাঙ্গে
পরিব্যাপ্ত), শ্বসতি (জীবিত তরুগণের) পত্রমাত্রং
প্লোষয়ন্তং (পত্রমাত্রেরই দাহজনক), চটচটাধ্বানঘোরং
(ভয়ঙ্কর ভাবে চট্ চট্ শব্দ করিয়া), অভিতঃ (সর্বত্রই)
তৃণততিং (তৃণসমূহের) তৎক্ষণাৎ ভস্ময়ন্তং (সদ্যঃ
ভস্মকারী [ও]) ত্রস্যদ্ভিঃ (ত্রাসের সহিত) ধাবমানৈঃ
(দ্রুতবেগে পলায়নরত) ন্যঙ্কু-রঙ্কু প্রভৃতিভিঃ (ন্যঙ্কু-রঙ্কু-
প্রভৃতি) মৃগকুলৈঃ (পশুগণ কর্তৃক) দূরাৎ বীক্ষিতং
(দূর হইতে পরিদৃষ্ট), অভ্রংলিহাগ্রং (অগ্রভাগদ্বারা
সুদূর আকাশস্পর্শী) দবদহনং (সেই দাবানলকে)
সন্দদর্শ (সম্যগ্ভাবে দর্শন করিলেন)॥৭॥ (৬৫)

৫৭। আকাশস্পর্শী এই প্রচণ্ড দাবানল পক্ষিগণকে
ভূতলে নিপাতিত করিয়া আমার বান্ধবগণেরও

তীব্রবেদনাজনিত গ্লানি উৎপাদন করিতেছে! এই
তরুগণ অগ্নিদাহে পরিশূন্য হইয়া আমাদের চিত্তের
পীড়া জন্মাইতেছে। এই ধেনুগণ ভয়ে উৎকর্ণ হইয়া
কাতর-শব্দে করুণ কণ্ঠ সঞ্চার করিতেছে। আকাশ-
চারী বিহঙ্গগণ ধূমরাশি দ্বারা অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইতেছে!
আর, হরিণগণ ভয়ার্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত
হইতেছে! এমতাবস্থায় আমি কী করিব? ॥ (৬৬)

অধুনা (সম্প্রতি) পয়োদবৃষ্টিঃ (মেঘের বৃষ্টিপাতের)
ন সম্ভাব্যা (সম্ভাবনা নাই); নদ্যাঃ (নদীর) পয়ঃসেচনৈঃ
(জল সেচনদ্বারা) অস্য (ইহার) উপশমঃ ন এব
(উপশম সম্ভবপরই নহে); নঃ (আমাদের) অপ-
সরণে চ (অপসরণের উপযোগী) দেশঃ চ ন কালঃ চ ন
(দেশও নাই, সময়ও নাই) ইতি আচিন্তয়তঃ
([তৎকালে] এইরূপ চিন্তামগ্ন) স্বয়ং ভগবতঃ (স্বয়ং
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) কাচন (কোন এক) ঐশ্বরী শক্তিঃ
(ঐশ্বরী শক্তি) প্রাদুর্ভবন্তী (আবির্ভূতা হইয়া)
তং কচবৎ শিখাসু ধৃত্বা (সেই দাবানলের
কেশের ন্যায় শিখাসমূহ ধারণপূর্বক) নিমেষাৎ
পপৌ (নিমেষকালমধ্যেই উহাকে পান করিয়াছিল)॥
৬৮॥ (৬৭)

৬২। অনন্তর দারিদ্র ব্যক্তিগণের মনোবাসনার ন্যায় উৎপদ্যমান অবস্থায়ই বিনষ্ট, হতভাগ্যগণের সম্পদ্‌রাশির ন্যায় ভোগের উপক্রমেই হস্তচ্যুত এবং বৈদ্যুত অগ্নির ন্যায়ই অচিরস্থায়ী সেই দাবানল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, ভ্রমদৃষ্ট বস্তু বা ইন্দ্রজালদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া সকল লোকেরই লজ্জাজনক হইয়াছিল। তখন সকলেই চিন্তা করিলেন 'আমরা কি এতক্ষণ উন্মত্তের ন্যায়ই বাক্যালাপ করিয়াছি? বস্তুতঃ এস্থানে দাবানল কোথায়?' (৬৮)

৬৩। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ব্রজরাজ নয়নশোভা-সম্পন্ন, বিবিধ অদ্ভুত লীলার আশ্রয়, নিজকুলের অলঙ্কার, সুধাধারাবর্ষী, নিখিল সৌভাগ্যরাশির পরম দৃশ্য ও স্বজনগণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ও অন্যান্য ব্রজবাসিগণের সহিত প্রকৃষ্ট-শোভাবিস্তার-সহকারে স্বয়ং অদ্ভুত হর্ষযুক্ত হইয়া সকলকে আনন্দদান করিয়া ব্রজপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন॥ (৬৯)

৬৪। উক্ত ব্রজপুরী নিজ-পতি শ্রীনন্দমহারাজের প্রবাসহেতু প্রোষিতভর্তৃকা রমণীর ন্যায় গুরুতর দুঃখভরে রাত্রি যাপন করিয়া পুনরায় তাঁহার আগমনে পূর্বের ন্যায় দিব্য অনুরাগ ধারণ করিয়াছিল॥ (৭০)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারে কালিয়দমন-দাবাগ্নিপান-নামক নবম স্তবক।

দশম স্তবক।

১। তদনন্তর প্রতিদিন প্রবর্দ্ধমান চিত্তবিকারের কারণস্বরূপ কামচিন্তায় হৃদয়ের শূন্যতা উপলব্ধি করিয়া ব্রজবধূগণ সকলেই হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসংসর্গলাভের অব্যর্থ উপায়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে নিজ-নিজ-মনোমধ্যেই অভিলাষকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা পূর্বরাগদশাপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের দুর্বোধ্য চিত্তের দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায় নিজ-নিজ-বুদ্ধির অগোচর বলিয়া একমাত্র কন্দর্পের সাহায্যেই বুঝিতে পারিলেন, তথাপি তদ্বিষয়ে বিশ্বাস না করিয়া নিজেদের হিতকর অভি-লাষ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সহচরীগণের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে নিজ-নিজ-উৎকণ্ঠা বর্ণন করিতে লাগিলেন।। (১)

২। তন্মধ্যে চন্দ্রাবলী মানসিক প্রবল অনুরাগহেতু উদ্বেগসহকারে নিজ-সখী পদ্মমুখী পদ্মাকে বলিলেন — 'গৌরি ('হে সুন্দরি!) শ্যামেন (শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ) মে (আমার) পীতং হৃৎ (পীতবর্ণ হৃদয়কে) অতিরক্তং অকারি (অতিশয় রক্তীকৃত অর্থাৎ অনুরক্ত করিয়াছেন); বত (হায়!) গাঢ়গুরুণা গুরুগৌরবেণ (গুরুজনবিষয়ক প্রগাঢ় গুরুতর গৌরবজ্ঞান) নঃ কিং (আমাদের কী করিবে)? ননান্দুঃ (ননদিনীর) অসন্দয়া

নিন্দয়া কিং (এখন নিন্দাই বা আমাদের কী করিতে পারে? [আর]) পরলোকচ্ছায়া: (বিষতুল্য) খলানির: (দুর্জন বাক্যের) জ্বালয়া কিং (জ্বালা হইতে বা আমাদের ভয় কি) ॥ ১॥ (২)

৩। তখন পদ্মা তাঁহাকে বলিলেন – 'অয়ি কমলনয়নে! যে পর্যন্ত শ্রীরাধা নবীন অনুরাগী শ্যামচন্দ্রের প্রতি প্রথমত: কেবলমাত্র সাধারণভাবে অনুরাগেরই পোষণ করিতেছেন, পরন্তু তাঁহার সাক্ষাৎসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেছেন না, তজ্জন্যই তাঁহার সহিত যাহাতে তোমার অভীষ্টপ্রদ সঙ্গম সিদ্ধ হয়, আমি শীঘ্রই তদনুরূপ চেষ্টা করিতেছি। আর, তাহা হইলে তিনি স্বয়ংই তোমার নিকট আগমন করিবেন ॥ (৩)

৪। শ্রীরাধার প্রতি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সমুজ্জ্বল ও হিতময় প্রেম কেবলমাত্র দানলীলার রাত্রিতেই কুন্দের তীরের নিকটে যৎকিঞ্চিৎ লক্ষিত হইয়াছে, (পরন্তু তোমার প্রতি সর্বদাই তাঁহার প্রেম লক্ষিত হইতেছে)'

এইরূপে এই বলিয়া পদ্মা তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তদনুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বস্তুত: উক্ত কার্যে তাঁহার অভিলাষ ও অভিজ্ঞতা উভয়ই পরিলক্ষিত হইয়াছিল ॥ (৪)

৫। অক্রূরের একদা অতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তা শ্রীরাধাও নির্জনে নির্মলসৌহার্দযুক্তা স্বীয় সহচরীগণের সহিত অসীম অনুরাগবেদনা সহ্য করিয়া কোন বিষয়ের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে বকুলমালানাম্নী সখী সখীর সহিত সর্বদোষবিমুক্তা গোপী নাম্নী হইয়ে বকুলমালা ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ (৫)

৬। হে অয়ি বৃষভানুনন্দিনি! তুমি ভিন্ন এই গোকুলে কুলরমণীবর্গের শিরোমণিগণের মধ্যে অপর কেহই নিখিল প্রাণিবর্গের প্রীতিলাভে সমর্থ হয় নাই ॥ (৬)

৭। কালিয়দমনের দিবসে রাত্রিকালে রসিকা ললনাগণের চিত্তাকর্ষণে অঙ্কুশস্বরূপ ও মূর্তিমান উৎসবসদৃশ পরম-সুখদায়ক দৃষ্টিপাত হইতেই, ভাবিকালে তাদৃশ প্রমোদ-রাশির অভিব্যক্তি-হেতু নির্ধারিত হইয়াছে; যেহেতু চকোর যেরূপ চন্দ্রের সুধা পান করে, তৎকালে ব্রজেন্দ্রনন্দনও কন্দর্পপীড়িতের ন্যায় তোমার মুখশোভা পান করিয়াছিলেন ॥ (৭)

৮। সেই হেতু সম্প্রতি তোমাকেই তাঁহার অনুরাগের পাত্র বলিয়া অবগত হওয়ায় আমার দুঃখের অবসান ও মানসিক সরসভাবের উদয় হইয়াছে ॥ (৮)

৯। শ্রীরাধা বলিলেন — 'আলি! সাহসকারিণি! এরূপ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ কেন? —

হে আলি! (হে সখি!) গোকুলে (এই গোকুলে) কুলনটৈঃ (কুলললনাগণে) যা (যাহাকে) কালিয়ারিপোঃ (ব্রজরাজকুমারের) অনুরাগপাত্রং (অনুরাগের পাত্রীরূপে) অনুমাতুং অর্হা (অনুমান করিতে পারেন), সা কা? (এমন কোন ললনা আছে)? ইন্দুঃ (চন্দ্র) কুমুদিনীং বিনা (কুমুদিনীর সংসর্গ ব্যতীত) স্বয়ং (স্বয়ংই) উজ্জিহীতে (উদিত হয়, [কিন্তু]) কুমুদিনী (কুমুদিনী [কখনও]) ইন্দুং বিনা (চন্দ্রের সম্পর্ক ব্যতীত) বিকচত্বং ন এতি (বিকাশ লাভ করে না)॥২॥ (৯)

১০। সেইহেতু একমাত্র তিনিই সকল ললনাগণের অনুরাগের পাত্র; পরন্তু তাঁহার অনুরাগের পাত্রী কোন ললনাই নহেন।' তদুত্তরে শ্যামা বলিলেন — 'আমার বাক্যে কোনরূপ সন্দেহ করিও না; নিজ-দেহকে পীড়াদান করিও না, নিজ-সৌভাগ্যের অভিনন্দন পূর্বক প্রতিজ্ঞা কর যে, তিনি আমারই হন (অপর কোন ললনারই নহেন)'॥ (১০)

১১। অতঃপর ললিতা বলিলেন — 'এরূপ আশ্বাস কি বাচনিক মাত্র, অথবা যথার্থই হয়?' তখন শ্যামা

বলিলেন – "ললিতে! এবিষয়ে আমার সহচরী বকুল-
মালাকেই জিজ্ঞাসা কর॥"# (১১)

১২। ললিতা বলিলেন – "হে সখি বকুলমালিকে!
তুমি কেবলমাত্র আমাদের অনুরোধেই বলিতে যাইওনা
(অর্থাৎ আমাদের অনুরোধেই ~~অযথা~~ অযথার্থ প্রিয় বাক্যের
অবতারণা করিওনা)"। বকুলমালা বলিলেন –
"এই বকুল-ফুলের মালাটিই তোমার সন্দেহ দূর
করিবে, তথাপি যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ
কর। একদিন আমি পরমসুখদায়ক গোবর্দ্ধনগিরির
নিকটে ব্রজরাজকুমারকে দেখিতে পাইলাম। তৎকালে
তাঁহার সহচরগণ আনন্দের সহিত ধেনুগণের অনুসরণ-
পূর্ব্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন; যৎসময়
সমুদ্রতুল্য গম্ভীর ও নির্ভীকচিত্ত রসসাগর সেই ব্রজরাজ-
নন্দন নর্ম্মসহচরের সহিত কুসুমিত বকুলতরুরাজি দ্বারা
সুশোভিত বনমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বকুলতরুরাজি
হইতে পতিত, মনোরম গন্ধশালী, অত্যুজ্জ্বল শোভাময়
রমণীয় কুসুমরাজি দ্বারা অতিমনোরম মাল্য-রচনায়
প্রবৃত্ত হইলে আমি তাঁহাকে দেখিয়া সহসা সভয়ে
লতারাজির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কোনরূপে

ধৈর্য-সম্বরণপূর্বক দীর্ঘকালপর্যন্ত নিভৃতে তাঁহাকে দর্শন
করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই।
তৎকালে নবীন নর্মসখা কুসুমাসব বৃষভানুনন্দিনীর শুক-
পক্ষীটিকে হাতে লইয়া তাঁহার নিকটে বৃষভানুনন্দিনীর
তিন সময়ের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বনগমনকালে,
তদীয় জন্মদিবসে ও কালিয়দমনের দিবস রাত্রিকালে)
নবীন অনুরাগদর্শনের কথা বর্ণন করিতেছিল॥ (১২)

১৩। অনন্তর কুসুমাসব কুসুমাসবসদৃশ সুমধুর বাক্যে
কোন এক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া বলিল—
হে প্রিয় বয়স্য! তুমি স্বহস্তবিরচিত এই মালাটির
অবমাননা করিতে পার না; সেই হেতু বৃষভানুনন্দিনীকে
উপহার দিয়া ইহাকে তাঁহারই হাররূপে পরিণত কর।
কুসুমাসবের এইরূপ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি
বক্রোক্তি হাস্যসহকারপূর্বক বলিলেন — হে সখে!
আকাশকুসুমের মালাদ্বারা আকাশের শোভাসম্পাদনের
ন্যায় এই অসম্ভব কার্য কীরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহা
বল দেখি? তখন কুসুমাসব নিজ-বাক্যের যাথার্থ্য-
প্রতিপাদন-বিষয়ে বুদ্ধিমান ও বাক্‌চাতুর্য্যসম্পন্ন
হইলেও তৎকালে চিত্রলিখিত মূর্তির ন্যায় স্তব্ধভাবেই
অবস্থান করিয়াছিল॥ (১৩)

~~অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ (১৩)~~

~~১৩। আমি যে সময়ে নবীন তীব্রতর উৎকণ্ঠাভরে
নবজাত স্পৃহাসহকারে নিকট হইতে কুসুমাসবের উক্তি
শ্রবণ করিতেছি, তৎকালেই অকাল বাত্যার ন্যায়
পদ্মা সেখানে আগমন করিয়াছিলেন ॥ (১৪)~~

১৪। এই সময়ে পদ্মা অকালবাত্যার ন্যায় সেখানে
উপস্থিত হইলেন এবং আমি তীব্রতর নবীন উৎকণ্ঠাভরে
নবজাত স্পৃহাসহকারে প্রচ্ছন্নভাবে নিকটে থাকিয়াই,
তাঁহার প্রতি কুসুমাসবের এইরূপ উক্তি শুনিতে
লাগিলাম ॥ (১৪)

১৫। "অয়ি! তুমি কে? চাতুর্য্যপ্রকাশবিষয়ে তোমাকে
রত্নতুল্যা অর্থাৎ অতিচতুরা দেখা যাইতেছে। তুমি কী হেতু
এই নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছ? আর, কী হেতুই বা
মনোরম-চরিত ~~মানী~~ ও রসিকালিযোগ্যমানি মদীয় বয়স্যের
সম্মুখে এই স্থানে নির্ভয়ে লজ্জা পরিহার করিয়া পদ-
চারণ করিতেছ?" কুসুমাসবের বাক্য সমাপ্ত হইলে
পদ্মা ~~তিনি~~ ব্রজরাজনন্দনের নিকটেই অতি কোমলে এইরূপ
বলিতে লাগিলেন ॥ (১৫)

১৬। "আমি চন্দ্রাবলীর সেবাপ্রিয়া ~~সখী~~ সহচরীগণের

সাঙ্গিনী পদ্মা। নির্মল গুণশালিনী সেই চন্দ্রাবলীই
গৌরীদেবীর পূজার উপযোগী পুষ্প চয়নের নিমিত্ত
আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছে। এরূপ পুষ্প একমাত্র
তোমার এই বনেই সুলভ, অন্যত্র ইহা পাওয়া যায় না।
ইহার মধ্যেও বকুল পুষ্পই আমায় সর্বাগ্রে সংগ্রহ করিতে
হইবে বলিয়াই এস্থানে আসিয়াছি॥ (১৬)

১৭। তখন কুসুমাসব কহিলেন — গৌরাঙ্গী চন্দ্রাবলীর
গৌরীপূজায় অনুরাগ লোকপ্রসিদ্ধ; পরন্তু পূজকের
শ্রদ্ধার গুরুত্ব-হেতুই দেবতা সন্তুষ্ট হন; অতএব
সে স্বয়ংই পুষ্পচয়নের নিমিত্ত এস্থানে আসিল না
কেন? পদ্মা কহিল — হে সাহসিক! তুমি সঙ্গত
কথাই বলিয়াছ; পরন্তু —

হা হন্ত (হায়!) যস্মিন্ ক্ষণে (যে সময়ে [চন্দ্রাবলী])
হ্রদতটম্ অধি বর্তমানা (হ্রদের তীরে অবস্থান করিয়া)
সহসা (সহসা) কৃষ্ণভুজঙ্গং (কৃষ্ণভুজঙ্গকে) দদর্শ
(দর্শন করিয়াছিল), অহো বত (অহো!) তৎক্ষণম্
আরভ্য (সেই ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া) অধুনা অপি
(এখন পর্যন্তও) তস্যাঃ (তাঁহার) চিত্তং (চিত্ত) তদ্বিষবাধয়া
ইব (সেই কৃষ্ণ ভুজঙ্গের বিষের সন্তাপেই যেন) দূনোতি
(উৎকট পীড়া অনুভব করিতেছে)॥ ৩॥ (১৭)

১৮। কুসুমাসব কহিলেন— 'যদি মনের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলেই উক্ত বিশেষ সন্তাপানলের উপায় হইতে পারে।'

পদ্মা কহিল— 'মনের নিবৃত্তির কারণই সন্ধান করিতেছি।'

কুসুমাসব কহিলেন— 'তাহা অতিদুর্লভ।' পদ্মা কহিল— 'একান্ত উৎকণ্ঠা থাকিলে কোন্ বস্তুই বা দুর্লভ হয়?'

কুসুমাসব কহিলেন— 'তোমার এ কথা ব্যর্থপ্রায় হইতেছে; কারণ, মন বিদ্যমান থাকিলেই উৎকণ্ঠা সমুৎপন্ন হয়; অতএব ন্যায় উৎকণ্ঠা-দ্বারা কীরূপে মনের নিবৃত্তি লাভ করা যাইতে পারে?' পদ্মা কহিল— 'চন্দ্রাবলীর মনের নিবৃত্তি পূর্বেই হইয়াছে; যেহেতু কোন মনোহর তাঁহার মন হরণ করিয়াছেন; তথাপি যে উৎকণ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাই বিচিত্র।' কুসুমাসব কহিলেন— 'সেই মনোহর বস্তুর সন্ধান কর।' পদ্মা কহিল— 'সম্প্রতি বকুলমালাই মনোহর বস্তু, যেহেতু ইহা গৌরী-দেবীর কণ্ঠের শোভা হইবে।'

১৯। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— 'বয়স্য! এই পদ্মা অতিশয় চতুরা; যেহেতু আমার রচিত এই বকুলমালাদ্বারাই গৌরীর পূজা করাইতে ইচ্ছা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং মালীরচনার পরিশ্রম হইতে নিস্তার-লাভেরই ইচ্ছা করিতেছে।' (৯)

~~নিস্তার লাভেরই অভিপ্রায় করিতেছেন ॥ (১৯)~~

২০। কুসুমাসব কহিলেন — 'অয়ি সাহসশীলে! প্রিয় বয়স্যের নিজ-কণ্ঠের অলঙ্কারের উপযোগী এই বকুলমালা কিরূপে অন্য স্ত্রীলোক লাভ করিতে পারে? সেইহেতু এই অগ্রথিত কুসুমরাজিই সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাও।' পদ্মা কহিলেন — 'ইহাতে আমার সাহসের ব্যাপার কী হইল? আর, এইরূপে কেনই বা আমাকে বঞ্চনা করিতেছ? যদি সুখরাজের প্রীতিমূলক অনুগ্রহ হয়, তবে স্বয়ংই দান করুন।'

২১। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — 'বয়স্য! পদ্মা সঙ্গত কথাই বলিয়াছে; সেইহেতু স্বয়ংই তাহাকে পুষ্পরাজি দান কর। ইহাদ্বারা যে নিজসখীর সন্তোষবিধান ও গৌরীপূজাও নির্বাহ করিতে পারিবে।' অনন্তর পদ্মা তৎক্ষণাৎ অম্লানচিত্তে প্রদত্ত পুষ্পসমূহ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। (২১)

২২। অনন্তর [illegible] তীব্রতর তপস্যার প্রভাবেই কুসুমাসব কহিলেন — 'বয়স্য! এই পদ্মার ন্যায় বৃষভানুনন্দিনীর নবীনা সখীগণের মধ্যে কেহ যদি সম্প্রতি আপনার চিত্তসন্তাপ প্রায়শঃ উপশমিত করিয়া এস্থানে আগমন করেন, তাহা হইলে এই মালার সম্মান রক্ষা হইবে।' এই কথা শুনিয়াও আপনি যেন শুনিলেই এরূপ অভিনয় করিয়া

পতিত পুষ্পসমূহের সংগ্রহস্থলে অকস্মাৎ আগতার ন্যায়
নির্ভয়ে নিকটে গমন করিলাম। তদনন্তর পদ্মার ন্যায়ই
আমাকে দর্শন করিয়া কুসুমাসব "তুমি কে?" এরূপ
প্রশ্ন করিলে, শীঘ্র মুখমণ্ডলকে শুকপক্ষীই বলিল,
"ইনি শ্রীরাধার সুহৃদ্ শ্যামার সখী বকুলমালা;
ইনি বকুলমাল্য রচনার নিমিত্ত এই সকল পুষ্প সংগ্রহ
করিতেছিলেন।" কুসুমাসব কহিলেন — "মাল্যদ্বারা ইঁহার
প্রয়োজন কী? এই সকল বকুল পুষ্প গোকুলললনাগণের
প্রত্যেককেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে! আর, তাঁহারাও
সঙ্কোচ পরিহার করিয়াছেন।" (২২)

২৩। শুক কহিল — "এই বকুলমালা-গোপী বকুল-পুষ্পের মাল্য
রচনা করিয়া সমজাতীয়া নিজ-সখী শ্যামাকে দান
করিবেন এবং শ্যামাও তাহা আমার ঈশ্বরীকে উপহার
দিবেন — ইহাই তাঁহার নিয়ম।" (২৩)

২৪। কুসুমাসব কহিলেন — "হে প্রিয়বয়স্য! আমার
বাক্যকল্পলতা প্রায় ফলোন্মুখী হইয়াছে।" শুক
কহিল — "ব্রাহ্মণের বাক্য নিশ্চয়ই সফল হয়; সেইহেতু
ইহাকে আহ্বান করিয়া বকুলমাল্যটি দান করুন,
যাহাতে ইনিই শ্রীরাধার নিকটে উপনীত করিতে

পারের ॥" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মৃদুহাস্যের উদয়হেতু
অতিমনোরম দন্তকিরণযালি তদীয় হারের শোভা বর্দ্ধন
করিলে তিনি এরূপ যুক্তিসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন —
"পরিহাসনিপুণ এই ব্রাহ্মণবালকের কথায় বকুলমালা
এখানে আসিবে কেন? গোকুলের কুলবালাগণ স্বভাবতঃই
সর্ব্বদার বহন করেন। সেইহেতু হে প্রিয় প্রিয়ংবদ!
নিজ-দেবীর প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ তুমিই স্বয়ং পক্ষদ্বয়ের
সাহায্যে ইঁহার নিকটে গমন কর। তোমার স্বভাবকোমল
নির্দোষ বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া বকুলমালা অবশ্যই
বকুলমালা গ্রহণ করিবে ॥" শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিবামাত্রই
সেই পক্ষিবর আমার নিকটে আগমন করিল ॥২৪॥
২৫। অপর, আসিয়াই কহিল — "বকুলমালে! আমাকে চিনিতে
পার কি? তুমি এই সকল বকুল পুষ্প সংগ্রহ করিতেছ কেন?
ব্রজরাজকুমারের নিকটে এস; আমি তাঁহার স্বহস্তবিরচিত
মালাই তোমাকে দান করাইব; অতএব পুষ্পচয়নে
এরূপ অত্যধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?"
আমি কহিলাম — "হে শুককুলভূষণ! সংসর্গহেতুই যে
দোষগুণ সংক্রামিত হয় এইরূপ উক্তি সত্যই বটে;
যেহেতু মধুপানকারীর ন্যায় মদমত্ত ও স্বভাবলম্পট এই

পীতাম্বরের সংসর্গে তোমারও মতিবিপর্যয় ঘটিয়াছে, দেখিতেছি। তুমি কোথায় দেখিয়াছ যে, কুলকুমারীগণ পরপুরুষের প্রদত্ত মালা গ্রহণ করে? (২৫)

২৬। তখন শুক কহিল – 'ইনি পরমপুরুষই হ'ন, পর পুরুষ নহেন'। আমি কহিলাম – 'ইনি পুরুষই হ'ন, ইহাকে পরম পুরুষ বল কেন?' শুক কহিল – 'তুমি বাচালতা-রূপ লতারই বিস্তার করিতেছ, পরন্তু এস্থলে কোন রূপ সন্ধির অনুসন্ধান করনা কেন? (শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সন্ধি করনা কেন? অর্থান্তরে – 'পর পুরুষ' এই স্থলে 'পর'-শব্দের সহিত সংযোগ করনা কেন?) অতএব মালাগ্রহণ-রূপ এই কর্মটি স্বীকার কর, বস্তুত: এরূপ চেষ্টা অতিশয় দুর্লভ। (অর্থান্তরে, 'পরম পুরুষ' এই পদটি কর্মধারয়-সমাসনিষ্পন্ন ও অতিদুর্লভ)। যাহোক! আমি তাহার এই বাক্‌চাতুর্য্যে পরাজিতা হইয়া ইহার পর আর স্বাভাবিক বামভাব প্রকাশ না করিয়া মকরকুণ্ডলধারী ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিকটে গমন করিলাম॥ (২৬)

২৭। তখন কুসুমাসব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন – 'হে বয়স্য! আমি ও এই শুকপক্ষী উভয়েই 'দ্বিজ' বলিয়া

পরস্পর অতিশয় স্নেহপরায়ণ তুমি প্রিয়ভাষী এই
সুহৃদ্‌যুগলের অনুরোধেই বকুলমালার হস্ত দ্বারা
ঐশ্বর্য্য অধীশ্বরী ও তোমার চিরানুরাগিনী বার্ষ-
ভানবীর নিকটে নির্বিবাদে স্বহস্তের সৌরভস্নিগ্ধা
ও লক্ষ্মীদেবীরও দুর্লভ এই বকুলমাল্যটি গ্রহণ
করিয়া নিজ-শিল্পকৌশল সার্থক কর॥ কুসুমাসব স্বরূপ বলিলে কতকা-
নিপুন ব্রজরাজনন্দন অল্প অল্প ঘর্মজলের স্রাবহেতু স্নিগ্ধ ও
ঈষৎ কম্পনযুক্ত নিজ-হস্তদ্বারা মূর্ত্তিমতী স্বীয় প্রণয়-
মাধুরীর ন্যায় বকুলমাল্যটিকে উত্তোলনপূর্ব্বক ঈষৎ
হাস্যরূপ সুধাসিক্তস্পর্শে মনোহর স্বীয় মুখচন্দ্রের
ভাব সম্বরণ করিয়া আমার অভিমুখী হইয়া আমারই
হস্তস্পর্শসুখলাভের ইচ্ছা দান করিয়াছিলেন। আর,
আমিও তদীয় মূর্ত্তিমান সৌরভশালী হৃদয়ের ন্যায়
এই মালাটি হস্তে লইয়া কৃতার্থতা সহিত
আমার দেবীর নিকটে আসিয়া আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক
তাঁহার হস্তে ইহা অর্পণ করিলাম। আর, আমার এই
ঈশ্বরী ও তাহা লইয়া সত্বরই এখানে আসিয়াছেন?
বকুলমালা এই রূপ বলিলে, শ্যাম সেই বকুলমালাটি
শ্রীরাধার কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছিলেন॥ (২৭)

২৮। অনন্তর বৃষভানুনন্দিনী নবীন জলধরের ন্যায় স্নিগ্ধ-
কান্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পরম উপ(ভোগ) স্পর্শের ন্যায়
তাঁহার সেই মাল্যের স্পর্শ অনুভব করিয়া অতিশয়
হর্ষ বোধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার গণ্ডযুগল
পুলকরাজি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং মন্দ মন্দ অশ্রু-
ধারায় অলকরাজি প্লাবিত হইতে লাগিল। এতদবস্থায়
লজ্জাজনিত পরম শোভার উদয় হইলে তিনি মুখপদ্ম
ঈষৎ অবনত করিয়া মধুর অধর দেশকে সুনির্মল
মৃদুহাস্যসুধায় মধুর অধরপল্লব প্লাবিত করিয়া
আনন্দরাশির অনুভব পূর্বক অতি বেগে,
তাহা সম্বরণ করিয়া সখীগণের অদৃষ্ট-
পূর্ব কোন দশাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া বকুলমালাকে
আলিঙ্গন করিলেন। তখন ললিতা কহিলেন —
'শ্যামে! এই বকুলমালাযুগলের কেবলমাত্র নাম
বা গুণ দ্বারাই সাম্য ঘটে নাই; পরন্তু সৌভাগ্যবিষয়েও
উভয়ের সাম্য লক্ষিত হয়। যথা —
দ্বে বকুলমালে (এই দুই বকুলমালাই) কৃষ্ণকর-
স্পর্শ-সুখৌ (শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শ উপভোগ করিয়া)
রাধাকণ্ঠোপকণ্ঠ সংসক্তে (শ্রীরাধার কণ্ঠে ও কণ্ঠের

সখীবর্তি স্থলে মঙ্গলময়া হইয়াছে, [আর উভয়েই])
গুণবত্যৌ (গুণবতী), সুকুমার্যৌ (সুকোমলা [এবং])
সুপরিমলে (মোলায়েম সৌরভসম্পন্না)॥ ৪॥
শ্যামা কহিলেন — "ললিতে! তোমার এই উক্তি বস্তুতঃই
মনোরম"॥ (২৮)

২৯। এই সময়ে সূর্যদেবের ন্যায় তেজস্বী বৃষভানু উৎসব-প্রিয়তাবশতঃ নীতি, বিনয় ও দাক্ষিণ্য পূর্বক অতিশয় মনোজ্ঞ-ভাবে পরিবারসহ শ্রীব্রজরাজের নিমন্ত্রণের যুক্তি করিয়া অতিশয় সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনাদির পাকবিষয়ে মূর্তিমতী চতুরতা-সদৃশী ও সখীবৃন্দের সুসমসেব্যা, হিতকারিণী নিজ-দুহিতা শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য সুশীলা ও হিতৈষিণী সুচরিত্রা নাম্নী শ্রীরাধার ধাত্রীকন্যাকে পাঠাইলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন॥ (২৯)

৩০। সুচরিত্রা আসিয়া সকল কথা আনুপূর্বিক জানাইয়া কহিলেন — "হে শ্রীরাধে! তোমার গুরুবর্গও এ বিষয়ে অনুমতি দান করিয়াছেন; সুতরাং তোমার নিজের পক্ষে আর তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব এখন আর বিলম্ব করিও না; আমি তোমার গমন না দেখিয়া যাইব না। হে শ্যামে! বৃষভানু তোমাকেও আহ্বান জানাইয়াছেন; অতএব

তুমিও সখীগণের সহিত বৃথা আলস্য পরিত্যাগপূর্বক
নীতিনম্র সৌজন্যসহকারে শ্রীরাধার সঙ্গেই যাইয়া আমাদের
হিত সম্পাদন করিবে। হে বিশাখে! তুমিও মনোজ্ঞগুণ-
শালিনী ললিতার সহিত অবশ্যই যাইবে। তাঁহার বাক্য
সমাপ্ত হইলে ললিতা অতিশয় হর্ষসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ (৩০)

৩১। "সুচরিতে! এইরূপ আকস্মিক নিমন্ত্রণ-উৎসবের
কারণ কি?" সুচরিতা কহিলেন — "ইহা আকস্মিক ব্যাপার
নহে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির উৎসবোপলক্ষ্যে ব্রজরাজ
যখন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তখনই বৃষভানুরাজের
চিত্তেও এরূপ মনোরম অভিলাষ জাগিয়াছিল যে,
'আমিও যথাকালে সুযুক্তিশালী শ্রীব্রজরাজকে স্ত্রী, পুত্র
ও পরিজনসহ নিমন্ত্রণ করিব।' সম্প্রতি দীর্ঘকালপোষিত
সেই অভিলাষানুসারেই এই মহোৎসব সম্পাদন করা হইবে।"
শ্যামা কহিলেন — "অয়ি সদ্গুণশালিনি শ্রীরাধে!
এই পরম কৌতুকের ব্যাপার ভূতলে কোথায়ই বা
প্রীতি সঞ্চার না করে? সেই হেতু ইহা অবশ্যই দ্রষ্টব্য।
বিশেষতঃ পিতৃদেবের আজ্ঞা বলিয়া সম্প্রতি গাত্রোত্থান
কর।" ৩২। শ্যামার এই কথার পর সকলে পরমশোভাসমৃদ্ধ বৃষভানুর ভবনে
সমাগত হইলে তথায় মহোৎসবলক্ষ্মী মূর্তিমতী হইয়াই
যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ॥ (৩১)

ততঃ এইরূপে সকলে তথায় আগমন করিলে পিতা বৃষভানুরাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — "বৎসে! তুমি সুখে আসিয়াছ ত? সম্প্রতি তোমার সুস্বাস্থ্য হইতেছে ত? অনন্তর শ্রীরাধা প্রণাম করিলে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পিতা বৃষভানু-রাজা পুনরায় বলিলেন।। (৩২)

"কল্যাণি (অয়ি কল্যাণি! [তুমি]), কমনীয়তায়াঃ কৌশলবতা (যাহাতে ভোজ্য বস্তুসমূহ মনোরম হয়, এরূপ নৈপুণ্যময়ী) পাকেন (পাকক্রিয়াদ্বারা) পাণিকমলং (নিজ করকমলকে) সফলীকুরুষ্ব (সার্থক কর); যৎ (যেহেতু) সদায়িতঃ (মহিষী শ্রীযশোদা), সসুতঃ (পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র [ও]) সরামঃ (বলদেবের সহিত) শ্বঃ (আগামী দিবসে) অস্মদ্গৃহে (আমাদের গৃহে) অশিতা (ভোজন করিবেন, এইরূপে) সঃ ঘোষেশ্বরঃ (ব্রজেশ্বরকে) নিমন্ত্রিতঃ অস্তি (নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে)"।। ৫।। (৩৩)

ততঃ তখন ললিতা কহিলেন — "পিতঃ! পাকের উপকরণ-সমূহ সংগ্রহ করা হইয়াছে কি?" বৃষভানু কহিলেন — "কেবল অদ্যই নহে, পরন্তু অনেক দিন হইতেই সকলে মিলিয়া অতিকৌতুকসহকারে সর্বপ্রকার উপকরণ প্রচুর-ভাবে সংগ্রহ করিবার পর নানারূপ কৌশলক্রমে যথাযথভাবে ঐ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। সেইহেতু কল্যাণময়ী

তোমরা গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ কর এবং
প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত সকল দ্রষ্টব্য বস্তুই দর্শন করিয়া,
অন্য যাহা তোমাদের অভীষ্ট, তাহাও শীঘ্রই বলিও। (৩৪)

৩৫। তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে বিবিধ-কলানিপুণা
ও বিদ্যুদ্রাশির ন্যায় প্রকাশশালিনী শ্রীরাধা প্রভৃতি সকলে
অভিরাম হর্ষভরে সর্বসৌন্দর্যের আশ্রয়স্বরূপ গৃহমধ্যে
প্রবেশপূর্বক আনন্দদায়িনী জননীকে প্রণাম করিবার পর
সর্বপ্রকার উত্তম সামগ্রীসমূহের দর্শন করিয়াছিলেন।। (৩৫)।।

৩৬। অতঃপর নিত্যনূতন অকপট সম্মানশালী গজেন্দ্রগামী
তনয় শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে ধেনুপালন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন
করিলে, ব্রহ্মা ও শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণেরও বন্দনীয়-
যশঃশালিনী ব্রজেশ্বরী তাঁহার নিকটে যাইয়া অতি-
মধুরভাবে এরূপ বলিলেন।। (৩৬)

৩৭। "হে বৎস! অতিশয় গো-সমৃদ্ধিশালী বৃষভানু
এক বৎসর হইতেই হৃদয়ে অভিলাষ পোষণ করিয়া,
সম্প্রতি অনুগত মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্বক আগামী
দিবসে তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই
পরম প্রীতির সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত আগামী দিবসে
তুমি অবশ্যই উক্ত শুভ ব্যাপারে তৎপর হইবে।

আর, আগামী দিবসে তোমার সহচরগণই ব্রজের সমীপ-
বর্তি স্থানে ধেনুগণের সকল দলকেই বিচরণ করাইবে;
সেইহেতু তোমার আর অন্য বনে যাইতে হইবে না।" মাতা
এরূপ বলিলে অসীমকরুণাশালী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—
"মাতঃ! আমি ভোজনের নিমিত্ত সহচরগণকে ত্যাগ
করিয়া কীরূপে সেখানে যাইব? সেইহেতু আমার
নিমন্ত্রণের প্রয়োজন নাই।" নীতিপরায়ণ পুত্র এরূপ
বলিলে গরীয়সী নীতিপরায়ণা মাতাও তাঁহাকে এইরূপ
বলিয়াছিলেন ॥ (৩৭)

৩৭। "হে বৎস! তুমি মনে কোনরূপ দুঃখ করিওনা;
যদি স্বভাবতঃ সহচরগণের প্রতি তোমার প্রণয়
থাকে, তবে সহচরগণও নিমন্ত্রণে তোমার সঙ্গেই
থাকিবে।" মাতার এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া ত্রিলোকের
বিঘ্নহারী শ্রীকৃষ্ণ ভাবী বনগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ-
পূর্বক, বৃষভানুনন্দিনীর প্রস্তুত ভোজ্য (খাদ্যদ্রব্যসমূহের) প্রতি,
তদীয় গুণচিন্তাহেতু প্রবর্ধিত অনুরাগসহকারে
চিত্তের সরসভাব বিস্তার করিলেন ॥ (৩৮)

৩৮। অনন্তর প্রভাতকালে বৃষভানুরাজার পুরমহিলাগণ
সূর্যকিরণরাজির ন্যায় হর্ষভরে ব্রজেশ্বরীর গৃহে

উপস্থিত হইয়া শ্রীযশোদা কর্তৃক প্রদর্শিত সম্মাননা ব্যাপারে লজ্জার উদয়হেতু অতিশয় বিনয় প্রকাশপূর্বক এরূপ অকপট বাক্য ~~অবতারণা~~ কহিয়াছিলেন —

"হে ব্রজেশ্বরি! আপনি ঈশ্বরী বলিয়া [গোপরাজ] বৃষভানুর স্বার্থ-বিষয়ক এই গুরুত্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করুন। আপনার বাৎসল্যলতার পুষ্পরূপ সুচরিতসমূহ বাগীশ্বরীরও স্তুতির অগোচর। ~~অতএব~~ [সেই কারণে] আপনি পতি, পুত্র, পরিজন, বলদেব ও রোহিণীদেবীর সহিত সত্বর আমার গৃহে পদার্পণপূর্বক, ~~অ~~ হরি ভক্তি যেরূপ তীব্র সংসার-যাতনা দূর করে, — সেইরূপ আমার গৃহের সর্বপ্রকার বিপত্তি দূর করুন এবং আমার হিতার্থে আপনি আমার প্রতি কৃপা বিস্তার করুন। আর, আপনারা সকলেই আমার গৃহেই অভ্যঙ্গ, ~~উ~~ উদ্বর্তন ও স্নানাদি ক্রিয়ার আচরণ করিবেন। অতএব সত্বরই [আমার] এস্থানে ~~চলিয়া~~ (বৃষভানুপুরে) ~~আসিতে~~ [আগমন করিতে] পারেন ॥৩৬ (৩৬)

~~এরূপ অনুরোধে ব্রজেশ্বরী বলিলেন —~~

৩৭। অতঃপর ব্রজেশ্বরী সত্বর প্রত্যুত্তরচ্ছলে বলিলেন —

"হে ~~[illegible]~~ [গোপ] মহিলাপতে! ~~অ~~ তোমরা এস্থানে যেরূপ বিনয়সহযোগে প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে আমরা

সকলেই বশীভূত হইয়াছি। সেইহেতু তোমরা এখন নিশ্চিন্ত-মনে গমন করুন, আমাদের চিত্তাকর্ষক ও দুর্জ্ঞেয় তদীয় (রাজা বৃষভানুর) বিনয় ও নীতির অনুরোধে আমরা অবশ্যই নির্দেশানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিব।। (৪০)

৪০। অতঃপর গোপরাজ বৃষভানু সূর্যদেবের নিকট হইতে প্রার্থনাসিদ্ধ ও ব্রজরাজের পরিচর্যার যোগ্য মনোরম উপচারসমূহ নিকটে সুসজ্জিত করিয়া কর্তব্যপরায়ণতাবশতঃ বন্ধুবরের আগমনের পথের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে ব্রজরাজের আগমনোৎসব-উপলক্ষ্যে নিজ-নিবাস-(বৃষভানুপুরের) পুরীর সিংহদ্বারের সম্মুখভাগ হইতে প্রান্ত্য পথপর্যন্ত সকলস্থানে পতাকামান কিঙ্কিণীসমূহকে মালার আকারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল; কোনস্থানেই বিন্দুমাত্রও আবর্জনা ছিলনা। এইরূপ ঐ সকল সুউচ্চ কয় স্থানে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ণকুম্ভ, সুশোভন নবপল্লব, বৃন্তসহিত নারিকেল ফল ও উত্তম দীপালিকা সুসজ্জিত আকারে শোভা পাইতেছিল। প্রশস্ত পথসমূহের উভয়পার্শ্বে নিঃসঙ্কোচে রোপিত ফলসমন্বিত গুবাক-বৃক্ষ ও তরুণ কদলীতরু-শ্রেণি-দ্বারা সূর্যকিরণ নিবারিত

হইয়াছিল। তথায় জনগণের প্রশংসার্হরূপে মৃদঙ্গ,
মর্দ্দল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহের মৃদু ধ্বনি উত্থিত হইয়া
বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছিল। এতদবস্থায় গোপরাজ
বৃষভানু অনতিকালমধ্যেই শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে
দেখিতে পাইলেন। তৎকালে তিনি অঙ্গে সুশোভিত
সুবর্ণবর্ণ মনোরম বসনদ্বারা ভুবনমণ্ডলকে যেন
তড়িৎপুঞ্জময়রূপে প্রকাশ করিতেছিলেন এবং নিখিল
নাগরীভাবোচিত গৌরবসম্পন্না গোপবধূগণের
বাঞ্ছনীয়রূপে ভূতলে পদবিন্যাস করিতেছিলেন।
অনন্তর তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নিখিল পরিজনবর্গে
পরিবেষ্টিতা ও সর্বদোষবিমুক্তা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীকে
এবং তাঁহারও পশ্চাদ্ভাগে সকল লোকের উল্লাস-
জনক ও ভূমণ্ডলের প্রভূত সৌভাগ্যসম্পদের ন্যায়
সমাগত, পরিজনসমন্বিত শ্রীব্রজরাজকে দর্শন
করিয়াছিলেন।। (৪১)
৪২। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই বৃষভানু সত্বর নিকটে
যাইয়া মনোহর-বেশবিভূষিত, গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে
সসম্ভ্রমভাবে আলিঙ্গনপূর্বক ব্রজপুরবাসিগণের
অধীশ্বর ও অধীশ্বরী শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদাদেবীকে

সম্মান সহকারে নমস্কার করিয়া নিজ পুরীমধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন (অর্থাৎ আনয়ন করিয়াছিলেন)॥ (৪২)

৪২। কর্ত্তব্যনিপুণ শ্রীমান বৃষভানু এইরূপে তাঁহাদিগকে পুরীমধ্যে প্রবেশ করাইয়া (অর্থাৎ আনয়ন করিয়া) যথাস্থানে উপবেশন করাইলেন এবং পাদ্যাদি দ্বারা যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া সর্বকর্মনিপুণ স্ত্রী-পুরুষ-পরিজনবর্গ কর্তৃক নিঃসঙ্কোচে প্রীতিভরে সুসম্পাদিত অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন ও স্নানের উপকরণসমূহ দ্বারা যথাক্রমে সকলেরই স্নানাদি কৃত্যের নির্বাহ করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহাদের রূপের অনুযায়ীরূপে উত্তম বস্ত্র পরিধান, অলঙ্কারধারণ, গন্ধদ্রব্যের অনুলেপন ও প্রসাধনক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে, সেইস্থানে স্বতন্ত্রভাবে রূপগুণমাধুর্যশালিনী শ্রীরাধা স্বয়ং মহালক্ষ্মীর ন্যায় অতি মনোযোগসহকারে ভোজ্য-(খাদ্য)দ্রব্যসমূহ রন্ধন করিতেছিলেন, ব্রজেশ্বরীকে অতিশয় হর্ষসহকারে সেই পাকশালায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন (অর্থাৎ আনয়ন করিয়াছিলেন)। (৪৩)

৪৩। তৎকালে শ্রীরাধা প্রণাম করিলে (নিজ-)কুলের কীর্তিসম্পদ্দায়িনী শ্রীযশোদা অতিশয় স্নেহানুরাগচিত্তে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

হে বৎসে! যদিও নারীগণের (পাককলা উত্তম (বিদ্যা)) প্রশস্ততা সম্পাদনে রত্নালঙ্কার তুল্য, তথাপি কুসুমকোমলাঙ্গী তোমায় সঙ্গে এরূপ অত্যধিক পরিশ্রম অতিশয় শোভাজনক হইয়াছে। সেইজন্য কি কি পাক করিয়াছ, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। শ্রীযশোদা এরূপ বলিলে সকল পরিশ্রম পরিহার পূর্বক শ্রীরাধা লজ্জাসহকারে তাঁহাকে সকল প্রকার পক্ক ভোজ্য দ্রব্য সম্ভার প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ (৪৪)

৪৪। সদানন্দদায়িনী দয়াবতী ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা তাহা দর্শন করিয়া সুলভ রূপ ও সৌরভ হেতু প্রস্তুত ভোজ্য দ্রব্যসমূহের গুণগত উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া অতিশয় আর্দ্র চিত্তে আবেগভরে রন্ধনরতা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন পূর্বক হে বৎসে! তোমার এই চিরপ্রসিদ্ধ ও সুনিপুণ পাককলা (বিদ্যা) স্বতঃই নয়নের আনন্দ দান করে এই বলিয়া তাঁহায় অভিনন্দন করিলেন ॥ (৪৫)

৪৫। অতঃপর শ্যামা ও ললিতা প্রভৃতি তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আনন্দোজ্জ্বল বদনে সেই দেহসৌরভশালিনী কোমলাঙ্গীগণকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন — হে অয়ি

শাখে! অয়ি ললিতে! অয়ি বিশাখে! তোমাদের পরস্পরের
এরূপ পরমপ্রীতিবন্ধন বন্ধুগণের চিত্তাকর্ষক বলিয়া
ধন্যই হয়। বস্তুতঃ এরূপ প্রীতি সজ্জনসমাজে সম্মানার্হই বটে।'
এইরূপে তিনি তাঁহাদের সকলকে অভিনন্দন করিয়া,
শ্রীরাধা প্রভৃতির প্রণাম প্রাপ্তা সমীপাগতা শ্রীরোহিণীদেবীকে
বলিলেন ॥ (৪৬)

৪৬। 'অয়ি রামজননি! ইহাদের পরস্পরের প্রীতি সজ্জন-
মাত্রেরই আদরণীয়া; বিশেষতঃ এই স্নিগ্ধস্বভাবা
শ্রীরাধা সর্বদাই আমার চিত্তে জাগ্রত রহিয়াছে।
তাই মনে হয়, ইনি —

ভূমৌ নন্দনলতা ইব (যেন ভূতলাশ্রিতা নন্দনলতা),
রূপমলয়স্য চন্দনলতিকা ইব (সৌন্দর্যরূপ মলয়-
পর্বতের চন্দনলতা), বৃষভানোঃ সুকৃতম্ ইব (বৃষ-
ভানুর সুকৃতি [ও]) গুণমণীন্দ্রাণাং (গুণরূপ উত্তম-
মণিসমূহের) অনিরূপ্যা খনিঃ ইব (অনির্বাচ্য খনির
ন্যায় [শোভা পাইতেছেন]) ॥৬॥ (৪৭)

৪৭। শ্রীরোহিণীদেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন — 'অয়ি
শ্রীকৃষ্ণজননি! ইহার (শ্রীরাধার) সম্বন্ধে আপনি যাহা সম্ভাবনা
করিতেছেন, ইহার অধিক আর কিছু বলা যায় না। এইরূপ —

অয়ি (অয়ি ব্রজেশ্বরি!) ব্রজপতেঃ (ব্রজেশ্বরের) গুণসিন্ধুঃ (সর্বগুণালঙ্কৃত) নন্দনঃ (পুত্র শ্রীকৃষ্ণ) চ (ও) বৃষভানোঃ (বৃষভানুর) সুমুখী (সুমুখী) নন্দিনী (তনয়া শ্রীরাধা) তোষহেতুঃ (সকলেরই সন্তোষ উৎপাদন করিতেছে); ইদং (এই) মণিযুগ্মং (রত্নযুগল) ঘোষপুরশ্রী-কণ্ঠ-ভূষণং (ব্রজপুরলক্ষ্মীর কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ)॥ ৭॥ (৪৮)

৪৮। ইহা শুনিয়া কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন এবং শ্যামা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীরাধার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিয়া শ্রীরোহিনী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে এরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন— 'জননি দেবি! আপনার এই বাক্য আমাদের চিত্তে ইষ্ট জ্ঞানের সঞ্চার করিতেছে; অতএব আপনি ধন্যা। মেঘের জলবর্ষণ যে নিদাঘসন্তপ্ত শরীরের শান্তিদান করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'এই রত্নযুগল ব্রজপুর-লক্ষ্মীর কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ'— এইরূপে একই আধারে উভয়ের অবস্থান লক্ষিত হওয়ায় উভয়ের মিলনরূপ প্রকৃষ্ট অর্থই বোধগম্য হইতেছে। ইহাদের মধ্যে একটিকে উক্ত পুরলক্ষ্মীর কণ্ঠভূষণ, আর অপরটিকে শিরোভূষণ বলিলে উভয়ের সান্নিধ্য প্রতিপাদিত

হইতনা। অতএব আপনার বাক্যটি বস্তুতঃই মনোহর হইয়াছে॥ (৪৯)

৪৯। অতঃপর সর্বজনবন্দিতা শ্রীব্রজেশ্বরী সূর্যপত্নী সংজ্ঞার ন্যায় ও মূর্তিমতী চেতনার ন্যায় নিজকুলের কীর্তি ও সম্পদ্‌দায়িনী বৃষভানুর গৃহিনী শ্রীকীর্তিদাকে সমাদরে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন - "আপনি এই শ্রীরাধাকে প্রৌঢ়া গৃহিনীগণের বহনযোগ্য এরূপ গুরুতর কর্তব্যভারে পরিশ্রান্তা করিতেছেন কেন? অগ্নিসন্তাপযোগে নবমল্লিকার দেহের পীড়াদান করা কোনরূপেই উচিত হয়না। এরূপ কার্যে আপনার কি অনুতাপ জন্মেনা? ॥ (৫০)

৫০। কীর্তিদা বলিলেন - "অয়ি ব্রজেশ্বরি! বস্তুতঃ ইহা আমার পক্ষে অতিশয় সাহসের কার্যই হইয়াছে; অতএব আপনি সত্য কথাই বলিতেছেন। পরন্তু স্বভাবতঃই শ্রীরাধার পাকক্রিয়ায় অনুরাগ রহিয়াছে, বিশেষতঃ অদ্য উদারচরিত ব্রজরাজ শ্রীপুত্রসহ ভোজন করিবেন বলিয়া এই উৎসব সকলেরই প্রভূত আনন্দদায়করূপে পরিগণিত হওয়ায় সুবুদ্ধি-মতী শ্রীরাধা স্বয়ংই প্রভূত আগ্রহ ও আনন্দ-সহকারে রন্ধনকার্যে প্রবৃত্তা হইয়াছে॥ (৫১)

শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনকার্যে প্রবৃত্তা হইয়াছে।। (৫১)
বিশেষত:, ইয়ং (এই শ্রীরাধা) যথা তথা পচতু
(যে কোনরূপেই পাক করুক), অস্যা: (ইহার)
করপল্লবে (কোমল হস্তে) কাশ্চিৎ (কোন একটি)
স্বভাব: গুন: অস্তি (স্বাভাবিক গুনই বর্তমান রহিয়াছে),
যত: (যাহার প্রভাবে) পাকে (ইহার প্রস্তুত অন্নাদি
ভোজ্য দ্রব্যে) সৌরূপ্য-সৌরস্য-সুগান্ধ্যমলং বত্তা
(উত্তম রূপ, রস ও গন্ধ) পাকমুদৈতি (পরিপক্ক হইলেই
উদিত হয়)।। ৮।। (৫২)

৫৩। অয়ি প্রীতিময়ি ব্রজেশ্বরি, এই হেতুই ইহার পিতা
কৌতুক সহকারে ইহাকে রন্ধন কার্যে নিযুক্ত করিবার
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু বাহিরের প্রকোষ্ঠেও
আর একটি রন্ধনশালা রহিয়াছে; অধিক পরিমান পাকরন্ধন
সেখানেই হইয়াছে। এস্থানে এরূপ পুরুষ বা স্ত্রীলোক
কে আছেন? যিনি অদ্য নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন নাই?
পরন্তু সর্বজনমান্যা আপনি এস্থলে অভিভাবিকার
পদ গ্রহণ করুন, যাহাতে সর্ববিষয়ে বস্তুত: সামঞ্জস্য-
পূর্ণ সৌষ্ঠবের উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকীর্তিদার
বাক্য সমাপ্ত হইলে ব্রজেশ্বরী মৃদুহাস্যসহকারে বলিলেন—

'বৎসা শ্রীরাধা যথাযথভাবে আদরের সহিত যেসকল
প্রচুর ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়াছেন, রোহিণীদেবী
সুনিপুণভাবে তৎসমুদয় পরিবেশন করুন'॥ (৫৩)

৫৪। ব্রজেশ্বরীর এই বাক্য সমাপ্ত না হইতেই কীর্ত্তিদা পুনরায়
বলিলেন— 'অয়ি ব্রজেশ্বরি! শ্বেত পদ্ম ও নীলোৎপলের
ন্যায় সুকুমারাকৃতি কুমার রাম ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত
শ্রীব্রজরাজকে এবং মঙ্গলময়ী আপনার সহিত রোহিণী-
দেবীকে বৎসা শ্রীরাধাই পরিবেশন করুক। আর,
~~শ্রীরাধার~~ বাল্যকাল হইতেই শ্রীরাধার মনোরম
সখ্যভাগিনী বলিয়া উন্নতচিত্তা ও পরিবেশনে
দ্রুতহস্তা শ্যামা বা ললিতা শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণকে
পরিবেশন করুক'॥ (৫৪)

৫৫। তৎকালে শ্রীরাধা তাদৃশ কর্ণসুখকর মাতৃবাক্য
শ্রবণ করিয়াও ভাবসম্বরণনিমিত্ত সহকারে যেন শুনিতে পান নাই— এরূপ অভিনয়
করিয়া এবং স্বীয় অজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করিয়া,
সুহৃদ্‌গণের চিত্তে প্রবলভাবে সৌহার্দ্দনীতির সঞ্চার-
পূর্ব্বক, মাতার নিকটে মৃদুমধুর হাস্যশোভিত অধরপল্লবের অগ্র-
ভাগে প্রকাশিত যৎকিঞ্চিৎ বাক্য অতি নীচস্বরেই
বলিয়াছিলেন— 'মাতঃ! আমি এস্থানে নিখিলসৌভাগ্য-

শালিনী পূজনীয়া ব্রজেশ্বরীদ্বয়কেই এখন সঙ্কুচিত চিত্তে
পরিবেশন করি; আর, আত্মাইতে মাত্রখানা লাভেই
কেবল বহির্ভাগে পরিবেশন করুক।" (৫৫)

৫৪। পরস্পরের চিত্তের এইরূপ সমান ভাব বুঝিতে
পারিয়া তদ্বিষয়ে সুনিপুণা শ্যামা বলিলেন—
"হে সুলোচনে! এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে পারেনা।
; পরন্তু শ্রীরাধাই যত্নসহকারে পরিবেশন
করুক। কারণ, পিতা বৃষভানু স্বয়ং শঙ্কর-
প্রমুখ দেবগণের ন্যায় আপনাদের এই ব্রজেন্দ্রপ্রভৃতিকে
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।" ॥ (৫৬)

৫৫। অতঃপর কলহংসীযুগলের ন্যায় উভয়ের এইরূপ
কৌতুকজনক ও শ্রুতিসুখকর প্রীতিকলহ শ্রবণপূর্ব্বক
বাৎসল্যসম্পদ্রাশির অধীশ্বরী ব্রজেশ্বরী হৃদয়তলে
অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়া বলিলেন—"অয়ি কল্যাণী-
যুগল! তোমরা ভয় করিও না; আমি তোমাদিগকে
এইরূপ অভীষ্ট নীতির উপদেশ করিতেছি। তোমরা
উভয়েই আমার উপদিষ্ট উত্তম প্রণালী অনুসারে শিক্ষা
পাইয়া একসঙ্গে পরিবেশন করিতে
পারিবে।" ॥ (৫৭)

৫৮। এই বলিয়া নির্মলকীর্তি ব্রজেশ্বরী বাহিরে যাইয়া নিবিড়মণিবদ্ধ অলিন্দভাগে যথাক্রমে পাতিত গাম্ভারী কাষ্ঠবিরচিত সুন্দর আসন পীঠ (পিঁড়ি) সমূহকে স্বয়ং আদেশ সহকারে যথাক্রমে পাতিত করাইয়া #সাজাইয়া# ছিলেন ॥ (৫৮)

৫৯। এইরূপে উপরিভাগে সূক্ষ্ম শুভ্রবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত পূর্বোক্ত আসনসমূহে যথাক্রমে পরমস্নেহাঢ্য শ্রীব্রজরাজ উপবেশন করিলে, তাঁহার দক্ষিণভাগে স্ফটিকতুল্য শুভ্রকান্তি বলদেব, বামভাগে মনোরম ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ সুশোভন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বামভাগে ব্রাহ্মণত্বনিবন্ধন পরম সমাদরে স্থূলগ্রীব কুসুমাসবকে উপবেশন করান হইয়াছিল। আর, তাঁহার বামভাগে সুবল প্রমুখ প্রিয় সহচরগণ উত্তমরূপে ক্রমরক্ষা করিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। এইরূপে আসনগ্রহণের পর ব্রজের সর্ববিধ সম্পদ-রাশির ন্যায় বিরাজমান ও অপূর্বসমাদরভাজন শ্রীব্রজেশ্বর পাদপদ্ম প্রক্ষালন-পূর্বক ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিলে এবং বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শুকপক্ষীর সহিত বাল্য-নর্মক্রীড়ার সহচর কুসুমাসব ও প্রণয়বিত্তশালী সুবলাদি সখাগণ পরম কৌতুকসহকারে অবস্থান

করিলে পরমশোভাসম্পূর্ণা শ্রীব্রজেশ্বরীর আহ্বানে
পদযুগলের অগ্রভাগে কমলের ন্যায় শোভাযুক্তা
শ্রীরাধা নবীন ভক্তিশ্রদ্ধানুসারে সম্মানপূর্বক পরমবাৎসল্য-
শালী ও সন্তুষ্টচিত্ত শ্রীব্রজরাজকে এবং শ্যামা বলদেবকে
পরিবেশন করিয়াছিলেন ॥ (৫৯)

৫৮। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে ভোজ্য(খাদ্য)-পরিবেশনের সময়
উপস্থিত হইলে ব্রজেশ্বরীই বলিলেন - হে রাধে!
তুমি ভিন্ন শ্যামা এমন পরিবেশন করিতে পারিবে না;
পরন্তু তোমার নিকটবর্তী শ্রীকৃষ্ণকে তুমিই পরিবেশন
কর। ব্রজেশ্বরীর এইরূপ উক্তি শ্রবণপূর্বক শ্রীরাধা
অত্যাসক্তিজনিত লজ্জাদিপীড়া পরিহার করিয়া,
চিরকালীন অনুরাগের উৎকর্ষহেতু পরাভূতচিত্তে
হস্তের ঈষৎ কম্পন অতিশয় বলপূর্বক সম্বরণ
করিয়া তাঁহাকে পরিবেশন করিয়াছিলেন ॥ (৬০)

৫৯। পুনরায় শ্রীব্রজেশ্বরীরই আদেশানুসারে শ্রীরাধা ও
শ্যামলা উভয়েই কুসুমাসবপ্রভৃতি নিখিল সহচরগণকে
পরিবেশন করিলে কুসুমাসব পরমপ্রসাদের
আত্মপ্রশংসা বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন —
‘হে পরমদীপ্তিময় বয়স্য! আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

হইয়াও অদ্য বৃষভানুনন্দিনীর স্বহস্তপ্রদত্ত এই অন্ন
ভক্ষণ করিয়া অতি পবিত্র হইলাম; যেহেতু ইনি সাক্ষাৎ
লক্ষ্মীতুল্যা, অপর কোন ললনাই ইঁহার তুলনালাভের
যোগ্যা নহেন। ইঁহার পক্ব অন্ন ভোজন করিলে
অপর কাহারও পক্ব অন্ন ভক্ষণার্থ রুচিকর হইবেনা।"
শ্রীরাধা যথাক্রমে সকলকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ
করিলে অতিশয় পরিহাসনিপুণ কুসুমাসব পরম উল্লাসভরে এরূপ
বাক্যজাল-বিস্তারে প্রবৃত্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ আত্মভাব
সম্বরণপূর্বক কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিলেন-"হে বাচাল!
এইরূপ প্রহসনসর্বস্ব বাক্যের প্রয়োজন নাই;
অতএব তুমি আর কথা বলিওনা।" (৬১)

৬০। কুসুমাসব কহিলেন-"আমি কি মূকের ন্যায় মৌনী থাকিয়া এই
মুখ দিয়া আহার করিব? বস্তুতঃ সহস্র মুখেও বর্ণনের
অযোগ্য এইরূপ ভোজ্য বস্তুর ভোজন ও কাহারও
সম্ভবপর হয়না।" (৬২)

৬১। এই সময়ে কুসুমাসবের ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থলে অবস্থিত
শুকপক্ষীটি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত হর্ষজনক অন্ন ভক্ষণ
করিতে করিতে সত্বর কৌতুকবশতঃ শ্রীয় চাঞ্চল্য-
সহকারে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলে

শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন — 'হে দ্বিজোত্তম! তোমার বক্তব্য কি, বল?' কুসুমাসব কহিলেন — 'আমি দ্বিজোত্তম নই'।
শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন — 'আমি শুকপাখীকেই প্রশ্ন করিয়াছি।' (৮৩)

৮২। শুক কহিল — 'হে দ্বিজকুমার! তুমি আর বাক্‌চাতুর্য প্রকাশ করিও না; তুমি আমা অপেক্ষাও মত্ত। অতএব তুমি মুখ বন্ধ করিয়া আর কথা বলিও না; ব্রজরাজকুমারের বিরক্তিজনক ব্যবহার করিও না। আর, লক্ষ্মীদেবী যাঁহা অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠা, সেই লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার তুলনা করায় তোমার দুর্বার অপরাধ হইয়াছে।'
শুকপক্ষীর এরূপ বাক্য শুনিয়া ব্রজরাজ বলিলেন — 'এই সর্বজ্ঞ পক্ষীটি কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে?' তখন ব্রজেশ্বরী পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন॥ (৮৪)

৮৩। ব্রজরাজ পুনরায় বলিলেন — 'কুসুমাসবের বাক্যে নিজেশ্বরী শ্রীরাধার উৎকর্ষ শ্রবণ করিয়াও ইহার আনন্দ হইল না কেন?' ব্রজেশ্বরী বলিলেন — 'লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করিলে শ্রীরাধার উৎকর্ষ উক্ত হয় না; কারণ তিনি দেবতা; এই হেতু অপরাধের আশঙ্কা এবং শ্রীরাধার ভয়ে অতিমত্ততাবশতঃ বিচারপূর্বক এরূপ বলিয়াছে।' (৮৫)

৬৪। অতঃপর শ্যামা ও শ্রীরাধা গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পরিবেশন আরম্ভ করিলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর হাস্যসঞ্চারী লীলার উদয় হইলে প্রবীণা শ্রীরাধা হাস্যমুখে শ্যামাকে বলিলেন,— 'হে (সুন্দরি) শ্যামে! সুমুখি, আমি এই (কুসুমাসবের ও শুকপক্ষীর— এই উভয়ের) দ্বিজোলিগু-দ্বয়ের বাচালতাপূর্ণ আলাপনে প্রায়শঃ লজ্জিতা হইয়া পড়িয়াছি; ~~অতএব~~ তুমিই পরিবেশন কর।' এই ~~কথা~~ বলিয়া তিনি পুনরায় পরিবেশন-কার্যে নৈরাশ্য অবলম্বন করিলে ব্রজেশ্বরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বয়ংই সুমুখী শ্রীরাধাকে পরিবেশনে উৎসাহিত করিলেন।। (৬৬)

৬৫। তখন শ্যামা ও শ্রীরাধা পূর্ব ক্রমের বিপরীত ক্রমে পরিবেশন আরম্ভ করিলে তদ্দর্শনে ব্রজেশ্বরী মনে মনে— ~~বলিলেন~~ 'কুসুমাসবের অতিস্তুতিহেতু লজ্জার উদয় হওয়ায় শ্রীরাধা বিপরীতক্রমে পরিবেশন করিতেছে। যথার্থই ইনি বৃষভানুর কন্যা। অয়ি বৎসে! তুমি বৃষভানুর কন্যা নহ, কিন্তু রত্নাকরতনয়া লক্ষ্মীই হও?' এইরূপে মনের অভিনন্দন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,— 'হে কল্যাণময়ি বৎসে! তুমি এখন যথাক্রমেই পরিবেশন কর।' ~~অনন্তর~~ তাঁহার এই আদেশে তিনি পুনরায় যথাক্রমে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।।(৬৭)

৬৬। এইরূপে পরম হাস্যপরিহাসজনিত সন্তোষ এবং শ্রীরাধার পাকক্রিয়ার পারঙ্গতি সুসিদ্ধি বিষয়ে সুনিশ্চল বা সৌষ্ঠবের অনুমোদন-সহকারে হর্ষভরে ভোজনে প্রবৃত্ত এবং ব্রজরাজের বলদেবপ্রমুখ নিখিল সহচরগণের উভয়ের নিকটে ব্যঞ্জনাদি ভোজ্য দ্রব্যসমূহের ছয় রসই অতিশয় সুস্বাদু হইয়াছিল ॥ ৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু এরূপ হইয়াছিল —
তস্যাঃ এব (শ্রীরাধা কর্তৃকই) পাচিতং (পাচিত [ও]) তয়া দেব্যা এব (শ্রীরাধা কর্তৃকই) পরিবেষিতং চ (পরিবেষিত) তৎ (ভোজ্য বস্তুসমূহ) সমস্ততঃ তস্য (ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে [তাহা]) পরস্পরা দুর্লভ ভাবলাঞ্ছনা (পরস্পরের অন্তরে অবস্থিত শৃঙ্গার রসের সম্পর্কযুক্ত) রসাতিরেকেন (প্রগাঢ় অনুরাগ-হেতু) অতিরসত্বং আয়যৌ (পরম রসময় রূপেই অনুভূত হইয়াছিল) ॥ ৬৭॥ (৬৭)

৬৮। এইরূপে ভোজন সমাপ্তির পর বৃষভানু স্বয়ং পরম হর্ষভরে উত্তম বস্ত্র, কেয়ূর ও বলয়াদি অলঙ্কার, মালা, অনুলেপন, স্তুতিবাদ ও তাম্বূলাদি দ্বারা সকলের অর্চনা করিলে তাঁহারা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গুরুতর মর্যাদাসম্পন্না ও গৌরবগাম্ভীর্যযুক্তা
দয়াশীলা শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী দেবী গৃহের মধ্যভাগে
উপবেশনপূর্বক নবীনহর্ষযুক্তা বার্ষভানবী কর্তৃক পরিবেশিত
অকাঙ্ক্ষিত মধুর ভোজ্যদ্রব্য সমূহ আগ্রহসহকারে ভোজন
করিতে করিতে রসাস্বাদে মুগ্ধা হইয়া পরস্পর বলিতে
লাগিলেন — "বচনপটু দ্বিজকুমার কুসুমাসব তৎকালে
সত্যই বলিয়াছিল যে, "হে পরমদীপ্তিময় বয়স্য! (ইঁহার
পক্ক অন্ন ভক্ষণ করিলে) অপর কাহারও প্রস্তুত অন্ন
তোমার রুচিকর হইবেনা।" (৭০)

৬৮। অনন্তর ব্রজেশ্বরী বলিলেন — "অয়ি প্রিয়শীলে বার্ষ-
ভানবি! ইহার পর আমার পুত্র তোমার প্রস্তুত ভোজ্য-
দ্রব্য ব্যতীত অপরের প্রস্তুত ভোজ্য বস্তুকে উৎকৃষ্ট মনে
করিবেনা এবং তাহাদ্বারা সন্তুষ্টও হইবেনা। সেইহেতু
ইহার পূর্বেই আমি হিতবাক্যে তোমার মাননীয় গুরু-
ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি লইব,
যাহাতে প্রভূত সৌহার্দশালিনী তুমি আমাদের গৃহে
প্রতিদিন নূতন বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি লাভ করিয়া কেবল
শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই অনুরক্তচিত্তে পাকক্রিয়ার
অনুষ্ঠান করিতে পার।" (৭১)

৬৯। কীর্তিদা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন - "অয়ি ব্রজেশ্বরি! আপনি আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের বুদ্ধির অতীতস্বরূপী। আপনার এই বাণী শ্রীরাধার লোভ ও আমাকে বর্ধন করিতেছে; সমাদর-প্রীতিজ্ঞাপন হওয়াতে সন্তুষ্টই হইবেন; উৎসুকা শ্রীরাধা প্রতিদিনই অতিশয় আগ্রহভরে এই কার্য সম্পাদন করিবে। রাত্রি প্রভাত হইলেই সে আপনার গৃহে চলিয়া যাইবে। আপনার অনুগ্রহে ব্রজলোক সকল লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপেই প্রকাশ পাইতেছে; কালচক্র হইতেও ইহার কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতেছে না; আপনিই আমাদের গতি।" তদবধি তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ব্রজেশ্বরীর গৃহে যাতায়াতহেতু বার্ষভানবী নির্ভয়চিত্তে প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভ করিতে লাগিলেন।। (৭২)

৭০। অন্যদিকে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোকুললনাগণ হৃদয়রূপ কারাগারের অভ্যন্তরে চিত্তচোর গোকুলচন্দ্রকে আবদ্ধ করিয়া প্রিয়তমের নিশ্চল সান্নিধ্যহেতু অতিশয় সরসচিত্তে পুষ্পচয়নের ছলে নির্মল-লতাকাননে উপস্থিত হইয়া মনোরথ সফল করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা যৌবনশ্রীসমৃদ্ধ মানবমাত্রেরই পরিপোষক কন্দর্পরাজ্যের

তীব্রযত্নে আবিষ্কারিত হইয়া, হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত আনন্দরসের তারতম্যানিবন্ধন মধুৎসব-মধ্যেই তারতম্যক্রমে উপলব্ধ, কোরকদশা অতিক্রমপূর্বক কুড্মলদশায় উন্নীত, অতি প্রশংসনীয় ও অতিশয় সৌরভশালী পরিস্ফুট অনুরাগরূপ পুষ্পবিকাশ ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা নবজলধরকান্তি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বতোভাবে আসক্তা হইলেও নিজ-নিজ গুরুজন ইহাতে কোনরূপ দোষের আশঙ্কা করিতেন না; কিন্তু, তাঁহারাও স্বয়ং বনে অভিসারকালে চাঞ্চল্য সম্বরণ করিতেন না। কারণ, নিখিল জনগণের সুহৃৎ ও নিখিল ব্রজবাসিগণের প্রেমভাজন শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা হৃদয়ে জাগ্রত থাকায় তাঁহারা তাঁহার প্রতি অকপট ভাবেই প্রীতি পোষণ করিতেন এবং আত্মতুল্য জ্ঞানহেতু স্বাভাবিক ও অনুকূল অনুরাগহেতু তাঁহারা এবিষয়ে চিত্তে কোনরূপ বিরক্তি বোধ করিতেন না॥ ৭৩॥

৭২। যে যোগমায়া নিজমায়ার স্বতন্ত্র প্রভাবে, লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের সেই নিত্যপ্রেয়সীগণের

চিত্তে প্রকাশ্য প্রেমবিষয়ক ভীতি হেতু আদরণীয় পরকীয়াবুদ্ধির
করিয়াই সঞ্চার করিয়াছিলেন, তিনিই
শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সঙ্গম-ব্যাপার
মাননীয় গুরুবর্গের কান্তি, রূপ ও আকৃতি দ্বারা
উক্ত প্রেয়সীগণের প্রতিবিম্ব স্বরূপা অপর নারীগণের
সাহচর্যপ্রাপ্ত পতিম্মন্য অপর গোপগণের বুদ্ধির
অগোচর করিয়াছিলেন ॥ (৭৪)

৭২। এইরূপে সর্ববিষয়ে সামঞ্জস্য ঘটিলে ব্রজরাজ ও
ব্রজেশ্বরী, শিব-বিরিঞ্চির বন্দনীয়-
চরিত্রশালী নীতিমান পুত্রের কন্দর্পলীলার আশ্রয়ী-
ভূত কীর্তিপ্রদ কৈশোর দশার উদয় সত্ত্বেও বাৎসল্য-
হেতু তদীয় কমনীয়তা রাশি, তৎকৃত আড়ম্বর ও
পৌগণ্ডদশাকে চিরস্থায়ী মনে করায় সেই কমললোচন
গোপবধূগণের সহিত পুত্রের সেই প্রকাশ্য
সঙ্গকেও অন্যরূপে সম্ভাবনা করেন নাই ॥ (৭৫)

৭৩। পরন্তু বস্তুমহিমাবশতঃ সেই সুন্দরীগণের
প্রতি তাঁহার অকারণেই দুর্বার বহুসম্বন্ধ অভ্যস্ত
হইতে লাগিল। অহো! স্বভাবশক্তির বিচিত্র মাহাত্ম্য
কথা আর কী বলিব ॥ (৭৬)

একাদশ স্তবক

১। এইরূপ অপর একদিন গ্রীষ্মকালে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান, মহাবলশালী সম্রাট দয়ন্ত বনবিহারকালে পরমশোভাময় ভাগীরথী তটে উপস্থিত হইয়া গ্রীষ্মকালোচিত বিলাসসমূহে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে খরতর সূর্যকিরণের সংস্পর্শে পথে পথে ধূলিরাশি সন্তপ্ত হইয়া পদতলের পীড়াদান করিলে মণিময় ক্রীড়াপর্বতের উপরিভাগ নিঃসৃত নির্ঝর-ধারাদ্বারাই শীতলত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল। দীর্ঘিকাসমূহের শৈত্যস্বরূপ ও গ্রীষ্মসন্তাপরাশির প্রশমনকারী বায়ু দীর্ঘিকাসমূহের অতিচপল তরঙ্গমালার কণাসমূহের ধারণহেতু মন্থরগতিযুক্ত এবং শীতবর্ষী শিরীষ-সমূহের পুষ্পরাশির মধু সংস্পর্শে পুষ্ট হইয়া সকলেরই ঘর্মজলরাশি শুষ্ক করিতে লাগিল। তরুগণ অতিনিবিড় পল্লবরাজিরূপ চন্দ্রাতপদ্বারাই সূর্যের কিরণমালার নিবারণ করিতেছিল। ইতস্ততঃ কুসুমশোভাশালী কুঞ্জ-কুটীরের দ্বারদেশে বনদেবতাগণই চন্দনরসমিশ্রিত জলদ্বারা পরিপূর্ণ জলযন্ত্র এবং প্রান্তদেশে সুশীতল জলপূর্ণ কলসরাশিদ্বারা সুশোভিত ও বৃক্ষতলে সুধাসদৃশ সুস্বাদু পরিপক্ক আম্রফলের উৎকৃষ্ট পানক (অর্থাৎ সরবৎ) প্রভৃতির পানীয়শালা স্থাপন করিয়া

শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণের পিপাসাজনিত অবসাদ দূর করিতেছিলেন।। (১)

২। তৎকালে বৈদূর্যনিভ নির্ঝর সমূহের জলপ্রপাত হেতু সুস্নিগ্ধ তৃণরাজি ভক্ষণ করিয়া ক্লান্তিবশতঃ পর্বতের গুহাসমূহে সুখনিদ্রায় মগ্ন হইলে, গোপকিশোরগণ কণ্ঠে নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাপুষ্পের মালা, কর্ণযুগলে শিরীষপুষ্পবিরচিত কর্ণাভরণ এবং কেশবন্ধনে প্রফুল্ল কুটজপুষ্পের মালা ধারণ করিয়া বলদেবের ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিবিড় বৃক্ষরাজির তলদেশাশ্রিত ছায়ায় ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।। (২)

৩। তখন কেহ কেহ মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা বাদ্য করিতে লাগিলেন, আর কেহ কেহ বা নৃত্য করিতেছিলেন। কখনও বা বলরাম নৃত্য করেন, শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধ্বনিসহকারে গান করেন। আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন এবং বলদেব ও সহচরগণ গান করেন। এইরূপে বালকগণ সকলে খেলায় মত্ত হইলে অতিসুমধুরভাষী শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর স্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন।। (৩)

৪। 'হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা নৃত্য, গীত ও বাদ্য হইতে বিরত হও; সম্প্রতি অন্য খেলার আয়োজন করিব।' তাঁহারা কহিলেন — 'হে দামোদর! আমরা এই নিকটেই আসিয়াছি, অন্য খেলা কি বল?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — 'তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল মহাবলশালী বলদেবের এবং একদল আমার সঙ্গে যোগদান কর।' এই বলিয়া তিনি বলদেবের দল ও মহাবেগবান নিজ-দল গঠন পূর্বক খেলার ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত খেলায় এরূপ পণ স্থির করা হইল যে, যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি বিজেতাকে নিজ-স্কন্ধে বহন করিবেন। অতঃপর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উদরমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারক হইয়াও কপটতা সহকারে নিজেকে পরাজিত করাইয়া বিজেতা শ্রীদামাকে নিজ-স্কন্ধে বহন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার আচরণ তর্কের অগোচরই হয়॥ (৪)

৫। এই সময়েই নিখিল দৈত্যগণের অগ্রগণ্য, কালগ্রস্ত কোন এক দৈত্য শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে আত্মগোপন পূর্বক গোপালকের বেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দলে মিলিত হইয়াছিল। সে কপটতা সহকারে নিজেকে

পরানুরক্ত করাইয়া, নিজ কান্তিদ্বারা সর্ব লোকের চিত্তাকর্ষক চন্দনগৌর সঙ্কর্ষণকে স্কন্ধে ধারণপূর্বক,

গুপ্তবিত্ত হরণকারী চোরের ন্যায় নীতিবিরুদ্ধভাবে দ্রুত-গতিতে বৃক্ষতলরূপ সীমালঙ্ঘন করিয়া হর্ষবিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে দূরে লইয়া গেল।। (৫)

৬। তখন শ্রীবলদেবও উক্ত দৈত্যের বাহকোচিত নিয়ম-লঙ্ঘনপূর্বক দূরগাত্রী দর্শনে বিস্মিত হইয়া মৃদুহাস্য-সহকারে কপটমনুষ্যরূপী অনুজ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান-পূর্বক, হে ক্রীড়াশীল মনোরম দামোদর! উন্মাদরোগ যেরূপ লোকের চিত্তকে হরণ করে, সেইরূপ এই ব্যক্তিও হর্ষবেগে আমাকে হরণ করিতেছে। হে দীপ্তিময়! তোমার ইচ্ছাশক্তি অমোঘ; অতএব বিলম্ব করিওনা, আমাকে যথোচিত উপদেশ দান কর, এরূপ বলিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম কৌতুকসহকারে জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন — হে দেব! আপনি এরূপ অপ্রতিভ হইবেননা; যেহেতু শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত

হইয়াছেন; সেই হেতু নিজ-বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার জীবন সংহার করুন ॥ (৬)

৭। অতঃপর শ্রীবলদেব নিজবেগবলে পর্ব্বতরাজের মর্ম্মচ্ছেদনকারী বজ্রের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দজনক মুষ্টিপাত মুদ্গর দ্বারা প্রচণ্ডরূপে শত্রুর মস্তক খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া জীবন সংহার পূর্ব্বক তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন; পরন্তু বিন্দুমাত্রও দয়া করিলেন না। উক্ত দৈত্য প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে নিজ-শরীরকে একরূপ বর্দ্ধন করিয়াছিল যে, তৎকালে জনগণ উক্ত দৈত্যের স্কন্ধদেশে বিরাজমানরূপে ধরাতলে অবস্থিত কর্পূরগৌরকান্তি সেই বলদেবকেই ব্রহ্মাণ্ড কটাহের উপরিভাগে সংলগ্ন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দর্শন করিয়াছিল ॥ (৭)

৮। অতঃপর উক্ত দৈত্যের স্বভাবতঃ ধূম্রবর্ণ, অথচ অবিশ্রান্ত ধারায় বিগলিত রুধিরাবলীর মিশ্রণহেতু রক্তবর্ণ, সেই অতিবর্দ্ধিত দেহটি সন্ধ্যাকালীন রক্তমেঘের সহযোগে নিবিড়ভাবাপন্ন অস্তাচলের ন্যায়, কিম্বা আপাদমস্তক পুষ্পসমাচ্ছন্ন অশোক বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিব্যাপ্ত বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইলে সঙ্গে সঙ্গেই উৎসবানন্দবশতঃ সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পবিভূষিত ও অবনতমস্তকে স্তুতিবাদরত দেবতাবৃন্দের করতল হইতে পুষ্পরাশি বর্ষিত হইয়াছিল ॥ (৮)

পুষ্পরাশি বর্ষিত হইয়াছিল ॥ (৮)

৯। এইরূপে বলদেব পরমমায়াবী ও উৎকটচিত্ত প্রলম্ব নামক সুপ্রসিদ্ধ অসুরকে নিহত করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক স্তুতিসহকারে অভিনন্দিত হইয়া জীবগণের চিত্তগত পাপরাশির বিনাশক 'প্রলম্বঘ্ন' এই আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ (৯)

১০। এইরূপে নিখিল সহচর বালকগণ কর্তৃক ও নিরন্তর হর্ষদায়ক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, সকলের বিস্ময়জনক বিতর্কের ও স্বীয় হর্ষমূলক হাস্যের সহিত মানসিক গর্বসঞ্চার হেতু অতুল শোভায় আশ্রয়স্বরূপ শ্রীবলদেব খেলা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ও অপর সহচরগণের সহিত ভাণ্ডীরমূলে যাইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন ॥ (১০)

১১। শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি গোপাল বালকগণ এইরূপে বিশ্রামরত হইলে, ধেনুগণ নবজাত যবতুল্য তৃণসমূহের অপরিমিত ভোজনলালসায় তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যমুনাতটের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিয়া, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অভয়দান হেতু নির্ভীকচিত্তেই দৈববশতঃ ক্রমক্রমে ঐষিকাবনে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ (১১)

১২। অনন্তর মনোজ্ঞ সহচরগণ সেই ধেনুগণকে একেবারেই না দেখিয়া আশঙ্কাগ্রস্ত চিত্তমধ্যে কল্পনাসূত্রপ্রবাহের সঞ্চারহেতু অশ্রুপ্লাবিত সভয়নয়নে অনুধ্যান করিলে চরাচরগুরু কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিতে লাগিলেন।। (১২)

১৩। হে বয়স্যগণ! বহুশাখিপরিবৃত এই বনের মধ্যে কেবলমাত্র প্রবল সুখই বিরাজ করিতেছে; এস্থলে ধেনুগণের বিন্দুমাত্রও ভয়ের কারণ নাই; তথাপি সম্প্রতি তাহাদের একটিকেও দেখা যাইতেছে না কেন? সেই হেতু আমাদের সুখের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিবার পূর্বেই তাহাদের সন্ধান করি। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমশোভা ও প্রীতিসহকারে নবীন মনোরম তৃণাবলির ভক্ষণচিহ্ন অনুসরণপূর্বক ধেনুগণের তীক্ষ্ণ খুরদ্বারা বিক্ষত ভূমিভাগ অবলম্বন করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে করিতে চতুর্দিকে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা বৃক্ষ, গুল্ম ও লতারাজিদ্বারা

সমাচ্ছন্ন নিবিড় বনবিভাগসমূহে অন্বেষণ করিয়া পারে শঙ্কার উদয়হেতু কাতর ব্যক্তিগণের ন্যায় চিত্তে দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ধেনুগণ ঐষিকাবনে দাবানলপ্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত হইলেও অনাথের ন্যায় সেই প্রলয়-দশায় (দাবাগ্নি হইতে) পলায়নের পথ না দেখিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপ্লাবিত মুখে পরস্পরের প্রতি মুখ রাখিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষেই হতবুদ্ধির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল॥ (১৩)

১৪। গোপবালকগণ তাহাদের সন্ধান না জানিয়া অনন্ত চিন্তাসহকারে আশ্রিতগণের মনোবাঞ্ছা সম্পাদনে চিন্তামণি-সদৃশ, অনুগত ব্যক্তিগণের সঙ্কল্প সাধনে কল্পতরুতুল্য ও স্বজনগণের কামনাপূরণে কামধেনুকল্প, নরগণের পক্ষে সুলভদর্শন সেই নরাকার পরম ব্রহ্মের নিকটে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক অতিশয় দুঃখিতচিত্তে যখন বলিলেন যে, "আমরা ধেনুগণের একটিকেও দেখিতে পাই নাই", তখনই দেবকুলের মুকুটগত-মহামূল্যরত্নমণিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহামৃত্যুজনক ভয় হইতে ধেনুগণের নিবারণে উৎসুক হইয়া পথের অনুসরণক্রমে

শীর্ষ
নিকটে লইয়া, মেলনগন্ধীর স্বরকে অত্যুচ্চ যোগভরে অতিশয় দীর্ঘ ও উন্নততর করিয়া যেন সুধারসে সিক্ত করিয়াই ধেনুগণের নামগ্রহণপূর্বক প্রত্যেককে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ (১৪)

তাহা এইরূপ —

মুক্তে (হে মুক্তে!) নান্দিনি (হে নান্দিনি!) চান্দিনি (হে চন্দিনি!) ইন্দুতিলকে (হে ইন্দুতিলকে!) কস্তুরি (হে কস্তুরি!) কর্পূরিকে (হে কর্পূরি!) পিঙ্গে (হে পিঙ্গলে!) রঙ্গিনি (হে রঙ্গিনি (অর্থাৎ রঙ্গশীলে!)) ধূমলে (হে ধূমলে!) ধবলিকে (হে ধবলে!) কিঙ্কিণিকে (হে কিঙ্কিণিকে!) রাঙ্গিনি (হে রাঙ্গিনি (অর্থাৎ সুন্দরবর্ণশালিনি)) শ্যামে (হে শ্যামলে!) কেতকি (হে কেতকি!) চান্দ্রিকে (হে চান্দ্রিকে!) লম্বালিকে (হে লম্বালিকে!) কাশ্মীরিকে (হে কাশ্মীরিকে!) চাম্পিকে (হে চাম্পিকে!) হী হী হী (এদিকে এস, এদিকে এস) ইতি (এইরূপে) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) মুরল্যা (মুরলীযোগে) তানমধুরং (মধুর তানে) গানং ততান (সঙ্গীত বিস্তার করিয়াছিলেন) ॥ ১৫ ॥ (১৫)

১৬। অনন্তর গোকুলের উত্তম ধেনুগণ শ্রীকৃষ্ণের বিম্বতুল্য অধরের মধুসংস্পর্শে সুমধুর সেই শ্রবণসুখকর অমৃতসদৃশ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের আগমন পথের

দীননিবন্ধন আশ্রিতজন· অগ্নিরাশির আক্রমণ হইতে জীবন-
রক্ষার আশার সঞ্চারহেতু চিত্তে বিশ্বাস অবলম্বনপূর্বক
সত্বর আনন্দ লাভ করিল এবং প্রবল দাবানলসন্তাপে
পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁহার নিকট গমনে অসামর্থ্যবশত:
প্রত্যুত্তরদানে চঞ্চল হইয়া অতি ভীতিজনক গদ্গদ স্বরে
গম্ভীর হম্বাধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে, পরমাবিত্ত
শান্তচিত্ত মৌনব্রতী মহাপুরুষগণেরও চিত্তের ও বাক্যের
অগোচর, অথচ গোকুলবাসিগণের নয়নগোচর সেই
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিল ॥ (১৬)

১৬। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ধেনুগণের সেই শব্দ শ্রবণ
করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তৎকালে কৌতূহল-
শালী শ্রীবলদেবের সহিত সহচরগণও পরিপূর্ণ
হর্ষবশত: চিত্তগত মদভরে আক্রান্ত হইয়া
(ছিলে) প্রীতিবিহ্বল হৃদয়ে কোন্ আনন্দেরই বা সূচনা
না করিয়াছিলেন? ॥ (১৭)

১৭। অতঃপর ধেনুগণের সেই শব্দদ্বারাই পথের নিশ্চয়
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্বরিত পদসঞ্চারে তদভিমুখে যাত্রা
করিলে সকলেই তদ্বিষয়ে সত্বর হইয়াছিলেন। তখনই
বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, দৈববশত: দুঃখভরে প্রায়শ:

উৎসাহশূন্যা ও দাবানলের সন্তাপে ঔষধিকাণ্ডের অভ্যন্তরে
রসক্ষীণার ন্যায় অবস্থিতা সেই ধেনুগণকে দর্শন করিয়া,
"হায়! কি দুঃখের কথা! মৃত্যুমুখে উপনীতা এই ধেনুগণের
এইরূপ বিপত্তি কাহার নির্দেশে উপস্থিত হইল?" এইরূপ
চিন্তামগ্ন হইলে ধেনুগণ তদ্গতচিত্তে অশ্রুপ্লাবিত বদনে
অতিকাতর, সন্ত্রস্ত ও অতৃপ্ত অনুকূলদর্শনরত নয়নযুগলের
প্রান্তভাগদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। তদবস্থায়
তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণ আকার ধারণ করিলেও মেঘের জল-
বর্ষণেও নির্বাপণের অযোগ্য সেই দাবানলের শিখা-
সমূহ আকাশমার্গে বিস্ফূর্তি লাভ করিয়া অতিশয়
দাহ উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন চিত্তমধ্যে
অপরিমিত করুণার বিস্তারহেতু শ্রীমুখমণ্ডলে
অপূর্বশোভাসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের ন্যায়
স্বাভাবিক ঐশ্বর্যশক্তিদ্বারা সেই দুরন্ত অনলকেও
পান করাইতে ইচ্ছুক হইয়া অনুচরগণকে
বলিলেন ॥ (১৮)

১৯। "হে সহচরগণ! তোমরা সকলে নয়ন আবৃত
করিয়া হর্ষ অনুভব কর, আর সর্বতোভাবে মোহ
পরিত্যাগ কর।" তখন লম্বমান [illegible] বিস্তারিত সেই

সহচর বালকগণ নয়ন নিচয় আবৃত করিয়া বিস্ময়-
নিমগ্ন হইলে শরচ্চন্দ্র নিভ বদনমণ্ডলের শোভাধারী
কার্যবিশারদ শ্রীমান্ ব্রজরাজনন্দন সুকোমল কমল-
কলিকার আকারযুক্ত করতলদ্বারা গণ্ডূষপরিমাণে সুধাধারাদ্রবিতামৃতের
ন্যায় সেই দাবানলকে পান করিতে ইচ্ছা করিলে
তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই ঐশ্বর্যশক্তিই তথায় আবির্ভূতা
হইয়া স্বয়ংই সেই অগ্নিকে গ্রাস করিয়াছিলেন।
বস্তুতঃ কোন বিষয়েই সেই ঐশ্বর্যশক্তির কোনরূপ
দক্ষতার অভাব লক্ষিত হয়না ॥ (১৯)

২০। অহো! মেঘ কেবল জলবর্ষণদ্বারাই সর্বদা দাবানলকে
নির্বাপিত করে, কিন্তু মনঃসমুদায়ক ও করুণাযুক্তকটাক্ষশালী
যিনি কটাক্ষনিক্ষেপদ্বারাই জনগণের নিরন্তর উদ্ভূত
সংসার দাবানলের শান্তি বিধান করেন, তিনি যে নিখিল-
সৌভাগ্যশালিনী পরমৈশ্বর্যময়ী নিজ-শক্তিদেবীদ্বারা
অল্পসন্তাপজনক এই দাবানলকে নির্বাপণ পূর্বক
স্বীয় গোকুলের ধেনুগণকে শান্তি সুখ লাভ
করাইয়াছিলেন, ইহা আর আশ্চর্য কি! ॥ (২০)

২১। নিজের অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্যত্রই দাবানলের দাহন-
শক্তি কার্যকরী হয়। সেইহেতু দাবানলরূপ খণ্ড

তেজোরাশি যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ মহাপ্রভাবশালী, দিব্যদীপ্তি-ময় ও উৎসবসিদ্ধিসম্পাদক এই অখণ্ড জ্যোতির্ময় বস্তুতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাও বিচিত্র নহে। আর, এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তিই বা চিত্তের সরসতা পোষণ না করেন? সেই হেতু সেই বিজ্ঞব্যক্তিগণ-কর্তৃক তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের আর কালগতির প্রভাবে ব্যর্থ জন্ম ধারণ করিতে হয় না॥ (২১)

২১। তৎকালে আনন্দের উল্লাসে চিত্তের সমৃদ্ধিশালী ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণের অনুষ্ঠিত প্রণামাঞ্জলির সহিত, স্বর্গের কল্পতরু অশ্রুধারাবর্ষণের ন্যায় ভ্রমরগণের দ্বারা সুশোভিত নন্দন-কাননজাত পুষ্পাঞ্জলিসমূহ নিপতিত হইয়াছিল॥ (২২)

২২। তখনই শ্রীকৃষ্ণ দেবতাগণের অনুষ্ঠিত বন্দনার সমর্থন-পূর্বক অসংখ্য দলে বিভক্ত সেই গোপবালককে ও ধেনুগণকে আনন্দদান করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় যোগপ্রভাবে ছায়া-শীতল সুনির্মল ভাণ্ডীর তরুমূলে আনয়নপূর্বক, "হে বয়স্য-গণ! সম্প্রতি তোমরা আমার প্রতি সার্থকভাবে দৃষ্টিপাত কর" এইরূপ বলিলে পর তাঁহারা নেত্রযুগল উন্মীলিত করিয়া অতিশয় বিস্মিতচিত্তে পরমহর্ষভরে এরূপ
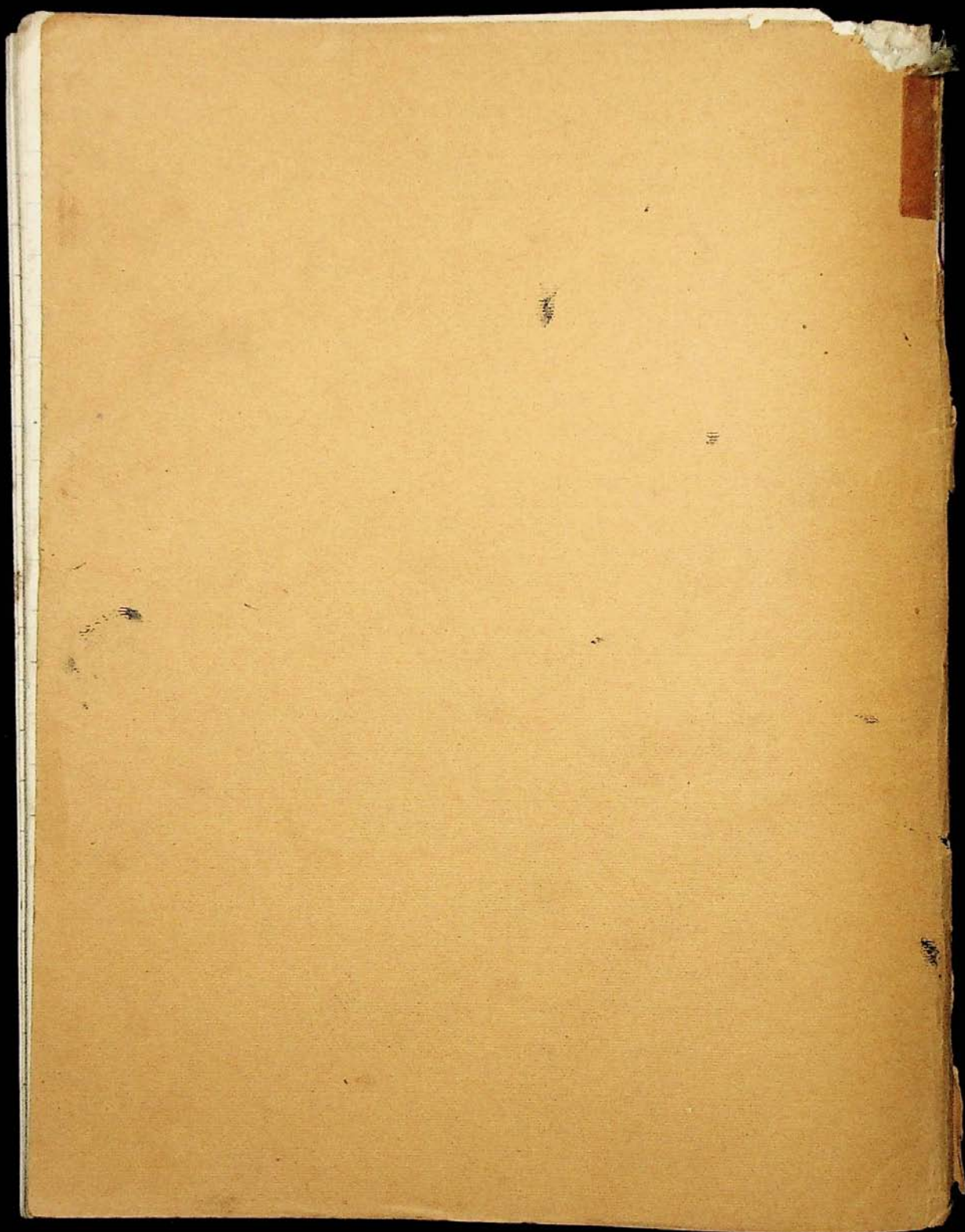
বলিতে লাগিল — অহো! ইহা কি আমাদের উন্মাদ রোগ, অথবা স্বপ্ন দর্শন ঘটিল? সেই দাবানল কোথায় গেল? তাহার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। আর, সেই ঈষীকা-বনই বা কোথায়? আমরাও দেখিতেছি যে, সেই ভাণ্ডীর-মূলেই রহিয়াছি।। (২৩)

২৩। এইরূপে দাবানল শান্ত হইলে, সেই ধেনুবৃন্দ কি হর্ষবিকসিত বদনে শান্তচিত্তে, প্রবল হর্ষভরে বিগলিত অশ্রুধারায় অভিষিক্ত নয়নবৃন্দদ্বারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে পান করিতেছিল, পরম প্রীতিজনক জিহ্বাদ্বারা যেন লেহন করিতেছিল এবং হর্ষবিকসিত নাসিকাদ্বারা যেন তাঁহাকে আঘ্রাণ করিতেছিল। এইরূপে তাহারা নীতিনিপুণ, পরমকৃপালু ও পরমপ্রেমাস্পদ সেই ব্রজরাজনন্দনের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অনন্যবয়সের বিস্তারহেতু করুণাকোমল, সুনির্মল ও অরুণবর্ণ স্বীয় করতলদ্বারা প্রত্যেকের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন।। (২৪)

EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী
অনুষ্টনুবাদ

১৩ খানা খাতার মধ্য-
খাতা — ৮ নং

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী

অনুষ্টনুবাদ

১৩ খানা খাতার মধ্য-

খাতা — ৮ নং

Pages 128 No. 8

অন্বয় সুন্দর
অনুবাদ ভাবের সঙ্গে
মাত — ৭০

শ্রীসদানন্দ বৃন্দাবনচন্দ্রের
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ।

একাদশ স্তবক (Contd)

২৪। অতঃপর সূর্যদেব জনগণের বিপদ্‌পাতের ন্যায় অতিসন্তাপজনক কিরণমালা পরিত্যাগপূর্বক মনোরম শীতলতা ধারণ করিয়া, তীব্র তেজঃপুঞ্জের অপগমহেতু লোকসমূহের সুদৃশ্য হইয়া আকাশস্পর্শী অস্তাচলের গুহাভাগের ঈষৎ অতিক্রমণে অভিলাষী হইলেন। তখন, প্রবল দাহজ্বরের সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া লোকের শরীর যেরূপ সুখস্পর্শ হয়, সেইরূপ ভূতলেরও প্রচণ্ড উষ্ণতা দূরীভূত হইয়া শীতলতার সঞ্চার হইয়াছিল। তৎকালে সরোবর রাজির বিমলকমলশ্রেণীসমৃদ্ধ জলরাশিতে নিরন্তর অবগাহনহেতু বায়ুসমূহ সুশীতল হইয়া, অতিপ্রফুল্ল শিরীষপুষ্পরাজি হইতে নিবিড়ভাবে ক্ষরিত মধুরাশির ভার বহনপূর্বক, পুষ্প-সৌরভদ্বারা ভ্রমরগণকে উন্মত্ত করিয়া দিবসের শেষ-ভাগের সেবা করিতেছিল। তখন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ গ্রীষ্মকালীন দিবসের অবসানজনিত তাদৃশ মনোরমতায় দর্শন করিয়া, বলদেবের ও সহচরগণের সহিত লীলাসরোবরের জলরাশির মধ্যে স্নান করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ [illegible], ব্রজবাসিগণের নয়নবৃন্দের আনন্দোৎপাদনে অভিলাষী হইয়া, ধেনুগণকে যথাযথ পথে গৃহের দিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সুমধুর বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন।

তৎকালে সুনির্মল জলাশয়সমূহের তীরদেশে অনুকূলভাবে প্রবাহিত বায়ুরাশি তদীয় অঙ্গসংস্পর্শে স্বয়ং পবিত্র হইয়া সকল লোককে পবিত্র করিতেছিল এবং উক্ত বায়ুদ্বারা গোধূলিসমূহ তাঁহার সম্মুখভাগে অর্থাৎ ব্রজের দিকেই পরিচালিত হওয়ায় তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অংশই তদীয় বস্ত্রের প্রান্তভাগে, কমনীয় কেশরাশিতে, অলকবৃন্দে ও শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষে সংলগ্ন হইয়াছিল। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সতত দর্শনে সমুৎসুক নিত্যনবযৌবনশালী বন্য তরু, লতা, পক্ষী ও মৃগগণ ভাবী বিরহ-জনিত দুর্বার দুঃখবেগে ভগ্নচিত্ত হইয়া কাতরতা-ব্যঞ্জক কলকল-রবে তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিলে, তিনি আশ্বাসপ্রদ মুরলীধ্বনি দ্বারা তাহাদের চিন্ময় চিত্তে সরসতার সঞ্চারপূর্বক স্বয়ংও চিত্তের উল্লাসভরে যখনই বনের বহির্ভাগে পদার্পণ করিলেন, তখনই তাঁহার অলঙ্কারস্বরূপে বনভূমিকর্তৃক প্রদত্ত নীলমণিসমূহের মালার ভ্রম জন্মাইয়া অশান্ত ভ্রমরপঙ্‌ক্তি সেই কমললোচনের অদ্ভুত সৌরভে অন্ধ হইয়াই যেন কিয়দ্দূর পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ

করিয়াছিল। তৎকালে মনে হইতেছিল যে, বনভূমির
রচিত নীলমণিসমূহের সেই মাল্যটিই অনুকূলভাবে
প্রবাহিত বায়ুদ্বারা মণ্ডলীকৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ~~অভিমুখে~~
দিকে পরিচালিত হইতেছে॥ (২৫)

২৬। অতঃপর সম্মুখবর্তী পুরমার্গের অতিদূরস্থ ~~[illegible]~~ বলদেব
গৃহগমনে সমুৎসুক হইয়া গতিবেগ বিস্তারপূর্বক অতিদ্রুতভাবে
চলিতে আরম্ভ করিলে, স্বাভাবিক প্রমোদাবেশে মন্থরগামিতা-
হেতু ~~নিবন্ধন~~ উদারমাধুর্যশালী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন
পরিমিতভাবে পদসঞ্চারণপূর্বক অগ্রজের অভিমুখে
চলিতে চলিতে মদমত্ত করিশাবকের ন্যায় বিবিধ সৌভাগ্য-
শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে খেলা করিতে করিতেই
তিনি আন্তরিক অনুরাগসহকারে পুরীর প্রায় নিকটে
গমন করিলে প্রিয় সহচরগণ তাঁহাকে পুরীর প্রাসাদসমূহের
উপরিস্থিত চন্দ্রশালানামক প্রকোষ্ঠবাটীর দিকে তাঁহার
দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ~~করিলে~~ (অগ্রগমন-হেতু দূরবর্তী) বলদেব হইতে ভয়ের হ্রাসহেতু ~~তিনি~~ শ্রী
নিঃসঙ্কোচেই চন্দ্রশালাসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন॥ (২৬)

২৭। তৎকালে সেই সকল চন্দ্রশালায় অবস্থিতা, প্রণয়-
মাধুর্যসম্পন্না ব্রজপ্রমদাগণের ~~[illegible]~~ মুখমণ্ডলসমূহ ~~[illegible]~~ দ্বারা আকাশমার্গ
যেন শ্রেণীবদ্ধ পূর্ণচন্দ্রসমূহে ~~[illegible]~~ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল;

দী নয়নসমূহের বিস্তারহেতু দিঙ্মণ্ডলরূপ সরোবর যেন
প্রভূত নীলপদ্মরাজির শোভা ধারণ করিয়াছিল; তাঁহাদের
দেহের উত্তম অবয়বসমূহদ্বারা আকাশমণ্ডল যেন
মেঘমুক্তিদশায়ও বিদ্যুৎপুঞ্জশোভিত বলিয়া মনে
হইয়াছিল; মণিময় অলঙ্কারসমূহের দীপ্তিতরঙ্গরাজির
সমাবেশে গগনতল যেন মেঘের সংসর্গব্যতিরেকেই
উদিত পরিপূর্ণ পুলোমীপতিসম্বন্ধ ইন্দ্রধনুরাজিদ্বারা বিভূষিত
হইয়াছিল এবং অসংখ্য ভ্রূযুগলের তরঙ্গসমাবেশে
মনে হইয়াছিল যে, আকাশমণ্ডলে তাঁহাদের মৃদুহাস্য-
রূপ শ্যামলতার বিকাশহেতু ভ্রমরবৃন্দই যেন উক্ত
লতার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া নিজকান্তিদ্বারা নির্ভয়ে
দিগ্বধূগণের শোভাকেও মলিন করিয়া তুলিয়াছে *
অধিক আর কি বলিব? তৎকালে গৃহপার্শ্ববর্তী প্রণালী-
সমূহও তাঁহাদের লাবণ্যামৃতের প্রবাহ ধারণ করিয়া
নদীর আকার ধারণ করিয়াছিল ।। (২৭)

২৭। এইরূপে সেই সুকণ্ঠীগণ যথাযথ উৎকণ্ঠা-
ভরে হর্ষাকুলিতকণ্ঠে গরলসদৃশ সেই অনুরাগবিষকে
কণ্ঠেও বিষয়ীভূত না করিয়া কেবলমাত্র হৃদয়েই
আবদ্ধ রাখিয়াই সমগ্র দিবস অতিক্রমপূর্বক বাহ্যবৃত্তি-
রহিত হইয়াই অবস্থান করিতেছিলেন ।। (২৮)

২৮। এইরূপে কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় অশেষ আশাপাশ দ্বারা জীবনধারণ লাভ করিয়া সেই ব্রজললনাগণ দিবসের অবসানে যখনই দূর হইতে, উষ্ণীষের পার্শ্বদেশে ময়ূরপুচ্ছধারী সেই শ্রীকৃষ্ণের জলদশ্যামল নবীন কান্তি দর্শন করিলেন, তখনই তাঁহারা নেত্রাঞ্জলিসমূহ দ্বারা, মুরলীর প্রতি আবদ্ধদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের সেই মঙ্গলপ্রদ দীপ্তিরাশি যেন পান করিতে লাগিলেন, বাহুযুগলদ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, রসনাসমূহদ্বারা যেন বারম্বার লেহন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সর্বশেষে আকাশপত্রে অঙ্কিত চিত্রমূর্তিসমূহের ন্যায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিলেন ॥ (২৯)

২৯। তৎকালে তিনি তাঁহাদের নয়নযুগলের কজ্জলের, শ্রবণযুগলের নীলপদ্মযুগলের, বক্ষঃস্থলের মরকতমণিময় হারের ও সর্বাঙ্গের কস্তূরী-প্রলেপের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিলেন। এই সময়েই পরিপক্বপ্রণয়শালী প্রিয় নর্মসহচর কুসুমাসব পরিহাসযুক্ত হাস্যনৈপুণ্য-সহকারে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ (৩০)

৩০। "হে প্রিয়বয়স্য! বয়স অধিক হইলে এই চক্ষু-দ্বারাই কোন আশ্চর্য বস্তু দেখা না যায়? যেহেতু, বনপ্রান্তে

এই ভূমিতলে তুমি সূর্যরূপে এবং সম্মুখে তারার অনন্য-
প্রণয়াশ্রিতা এই সুন্দরীগণ কমলিনীরূপে চন্দ্রশালায়
অবস্থিতিহেতু গগনমধ্যবর্তিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।
আবার, অখিলগুণনিধি কলানিধি অর্থাৎ চন্দ্ররূপে তুমি
অধোদেশে কলাবিস্তার করিতেছ এবং সম্মুখে
ঊর্ধ্বভাগে ইনি কুমুদিনীরূপে হর্ষপ্রকাশ করিতেছেন।
এই মহাকৌতুকের ব্যাপার ভূতলে কাহারই বা
অনুরাগ সঞ্চার না করে? এইরূপ চমৎকারজনক
ব্যাপার বস্তুতঃই জয়যুক্ত হইতেছে। দ্বিতীয় অর্ধকৃত
রাগে এ কী আশ্চর্য! এইরূপে কুসুমাসব ছলসহকারে
গোকুলস্থিতা কুলললনাগণের প্রধানা বৃষভানুনন্দিনীর
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ॥ (৩১)

৩২। অনন্তর সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীগণের ও শ্রীরাধার
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক তাঁহাদের নয়নরাজির উৎসব-
বর্ধন সহকারে নিজ-নিজ-চিত্তে নিরুপাধিক প্রণয় কুসুমের পরম সৌরভ-
প্রবাহের ও প্রকৃষ্ট অনুরাগের অনুভবকারিণী সুন্দরী-
গণের হৃদয়কে নিজ-হৃদয়ের সহিত সঙ্গলাভিলাষানুসারে বিনিময় করিতে
উদ্যত হইয়াই যেন অনুরাগামৃতের প্রবাহময়ী ও দিবসকৃত
বিচ্ছেদদুঃখের বিচ্ছেদকারিণী অপাঙ্গশোভার তরঙ্গ-প্রবাহ
দ্বারা উভয় দিকে উভয় চিত্তকে পরিচালিত করিয়াছিলেন ॥ (৩২)

অন্বয় — অগ্রে (সর্বাগ্রে) গবাং (ধেনুগণের) খরখুরক্ষুণ্ণ:
(তীক্ষ্ণ খুরদ্বারা চূর্ণীকৃত) ক্ষমায়া: ধূলিভর: (পৃথিবীর
ধূলিরাশি), ততঃ (তৎপর) হম্বা ইতি উচ্চগম্ভীরচারু-
নিনদ: ('হম্বা' এইরূপ গম্ভীর মনোরম উচ্চধ্বনি), অথো
(অনন্তর) তাসাং মণ্ডলং (ধেনুমণ্ডলী), তস্য অনু
(তৎপশ্চাৎ) মুরলী-রব: (মুরলীর রব), তৎ অনু চ
(তাহার পর) প্রেঙ্খোলি (চঞ্চল) নীলং মহ: (নীল
জ্যোতিঃপুঞ্জ [ও]) পশ্চাৎ (সকলের পশ্চাদ্ভাগে)
কৃষ্ণ: (শ্রীকৃষ্ণ) ইতি (এইরূপে) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ)
ব্রজপুরপত্যো: ([সকলে] ব্রজেশ্বরের ও ব্রজেশ্বরীর)
গোচর: অভূৎ (দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন)॥২॥ (তত)
এইরূপ — বৎসবৎসলতয়া (বৎসগণের প্রতি বাৎসল্যহেতু)
জাতত্বরাং (ত্বরাযুক্তা, [অথচ]) ঊধর্মাং (ঊধ: অর্থাৎ
স্তনমণ্ডলের [ও]) আহারস্য চ (আহারের)
গৌরবাৎ (গুরুত্বহেতু) লঘুতরাং গতিং বিভ্রতীনাং
(অতিশয় মন্দগামিনী), শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাসবেণুনিনদৈ:
(আবার শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবংশীধ্বনিশ্রবণে) আমোদ-
ঘূর্ণদ্দৃশাং (হর্ষবশতঃ ঘূর্ণিতনয়নে) হম্বা
ইতি প্রীতিরম্যগদ্গদগিরাং (গদ্গদকণ্ঠে হম্বারবযুক্তা)

ধেনূনাং শ্রেণী (ধেনুবৃন্দ) অগ্রে (অতঃপর) ব্রজং
প্রাবিশৎ (ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল)॥৩॥ (৩৪)

৩২। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ চরণসঞ্চারণ-দ্বারা ও
সূর্য্যদেব শ্রৌত স্মার্ত আচার-সম্পাদনের সাহায্য-
দ্বারা ধরাতল পবিত্র করিয়া নিজ-নিজ-স্থানে প্রবেশ করিলে,
শ্রীকৃষ্ণের সহচর বালকবৃন্দের জননীগণ সমগ্র দিবস ব্যাপিয়া
অতিশ্রদ্ধাসহকারে যাঁহার সম্ম নীরাজন অর্থাৎ সেবন করিতেছিলেন, সেই
শ্রীব্রজরাজ-মহিষী শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কালজনিত অপূর্ব্ব
কৌতুকভরে অতিবেগে সত্বর পদবিক্ষেপ করিয়া,
গোচারণে বনবিহারহেতু সমগ্র দিবস দৃষ্টির অগোচরে
অবস্থিত, নিজজন-বৎসল তনয় শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন-
পূর্ব্বক কিংকর্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন
করিয়া মনোরম-সিংহদ্বারশোভিত পুরমধ্যে
প্রবেশ করাইয়াছিলেন॥ (৩৫)

৩৩। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত বালক-
গণকে তাঁহাদের জননীগণ নিজ-নিজ-গৃহে লইয়া যাইতে
আরম্ভ করিলেও, তাঁহারা কোমল মনোজ্ঞ সাহচর্য্যের আচরণহেতু
অতিশয় সৌহার্দ্দযুক্ত চিত্তে অতিসরসভাবে গম্ভীরস্বরে
সর্ব্ব অপেক্ষাও সমধিক সুখজনক মৃদু মধুর বাক্য

উচ্চারণপূর্ব্বক দন্তরাজির উজ্জ্বল কিরণরাশিদ্বারা অম্বর-
দেশ সমুজ্জ্বল করিয়া ব্রজেশ্বরীকে এইরূপ
শুনাইয়াছিলেন - হে মাতঃ! অদ্য যে আশ্চর্য্য ব্যাপার
ঘটিয়াছে, তাহা আর কী বলিব! আর, কে-ই বা
এরূপ কর্ম্ম করিতে পারে! যেহেতু, মঙ্গল-প্রদীপ্ত-
বিক্রমশালী এই শ্রীবলভদ্র, গোপবালকের বেশে আত্মগোপন-
কারী ও নীতিবিরুদ্ধভাবে ক্রীড়ারত এক অসুরের প্রাণ
সংহার করিয়াছেন। আর, আমাদের নিখিলবিপত্তিবিনাশক
ও ধন প্রাণদ্বারা (অথবা, ধন ও প্রাণ অপেক্ষাও) সন্তোষ-
জনক আপনার পুত্র এই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ধেনুগণের
বিনাশে উদ্যত, অতিভয়ঙ্কর দাবানলকে সম্পূর্ণরূপেই
পান করিয়াছেন। অথবা, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত
বাক্‌সিদ্ধিরই আবির্ভাব হইয়াছে কি? যাহার প্রভাবে
উক্ত দাবানলের বিনাশ ও ধেনুগণের মঙ্গললাভ
সম্ভবপর হইয়াছে? (৩৩)

৩৪। এই বলিয়া বালকগণ সকলে নিজ-নিজ-গৃহে প্রস্থান
করিলে শ্রীযশোদা সকল সুখের আবাসস্বরূপ, অনন্তবেগশালী
নিজপুত্রকে মণিময় মঙ্গলপ্রদীপদ্বারা নীরাজন করিলেন।
তৎকালে বাৎসল্যবশতঃ তাঁহার স্তনযুগলের দুগ্ধ

আবৃত হইতেছিল। সজ্জনপ্রায় তিনি নিজ কান্তি-সংস্পর্শে
সমুজ্জ্বলবিগ্রহ, শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় সেই পুত্রকে
অতৈশ্বর্যসহকারে হস্তে ধারণ করিয়া, বিবিধ উত্তম শোভা-
শালী ও পবিত্র সেবকজনকে নিজ-গৃহে প্রবেশ
করাইয়াছিলেন ॥ (৩৭)

৩৮। তদনন্তর অকপটপ্রণয়শালী, প্রজ্ঞাযুক্ত, নির্মলচিত্ত,
কলাবিৎনিপুণ শিশু-পরিচারকগণকর্তৃক তাঁহার দেহের
সায়ংকালোচিত উদ্বর্তনাদি-ক্রিয়া নির্বাহিত হইলে
তিনি আহার করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি জলধরের
ন্যায় সকল লোকের গ্রীষ্মসন্তাপ হরণ করিতে প্রবৃত্ত
হইলে তাঁহার বক্ষঃস্থলে হারমালা নক্ষত্রপঙ্‌ক্তির শোভা
ধারণ করিয়াছিল; পীতবসনচ্ছলে স্থিরতর বিদ্যুতের
উদয় হইয়াছিল; চন্দনরসের প্রলেপচ্ছলে দেশকালাতীত
হিমানীর শোভাদ্বারা তাঁহার শোভা বর্ধিত হইয়াছিল;
কৌস্তুভচ্ছলে তাঁহার মধ্যে সূর্যমণ্ডলের বিকাশ লক্ষিত
হইতেছিল; কুণ্ডলদ্বয়ের ছলে কান্তিসমৃদ্ধ বৃহস্পতি ও
শুক্রাচার্য তাঁহার মধ্যে স্থিতি লাভ করিয়াছিলেন; বদন-
মণ্ডলচ্ছলে তাঁহার মধ্যে শারদীয় বিভাবরীর আনন্দদায়ক
চন্দ্রমণ্ডলের শোভা বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং শুভ্রবর্ণ

উষ্ণীষস্থলে মদমত্ত কলহংসের অবস্থান লক্ষিত হইতেছিল।
এইরূপে মনোজ্ঞচরিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ নিজ-হৃদয়ের ন্যায়
বিরাজমান, হিতভাষী প্রিয়নর্ম্মসহচরদিকর্তৃক প্রদত্ত
কর্পূরসারসুবাসিত তাম্বূল সেবন করিয়া অচিন্তনীয়-
মাধুর্য্যদ্বারা সকল লোকের চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক
মানি ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্যরূপে মণিময় পাদুকাযুগল
ধারণহেতু ধরাতল স্পর্শ না করিয়াই বহির্দেশে
আগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার পরিহিত অতিসূক্ষ্ম
পীতবস্ত্রটি নয়নগোচর না হইলেও মৃদুমন্দ প্রবাহিত
বায়ুর বেগে স্পন্দনহেতুই উহার অনুমান হইতেছিল।
এইরূপে তিনি মাল্যরাজি-বিমণ্ডিত পুরতোরণে উপস্থিত
হইয়া পুরমার্গসমূহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।
তথায়, গ্রীষ্মকালীন রাত্রিযোগে নিরন্তর কাম্য
চন্দ্রকিরণরাশি ও নির্ম্মল কর্পূরচূর্ণসদৃশ ধূলিরাশিদ্বারা
ধবলবর্ণ নয়নসুখকর প্রদেশের চতুর্দিকে চন্দ্রকান্ত
মণিরাজি হইতে বিগলিত জলরাশির কণাসমূহের
সংস্পর্শশালী উপবনবায়ুদ্বারা বীজনহেতু পৌর-
গণ নিজ-নিজ-দেহে অতিশয় সুখবোধ করিতেছিল।
তাহারা বিলাস দেহদ্বারা হিমালয়ের গণ্ডশৈলসমূহকে

পরাহর্ষ্য করিয়াছিল। তাহারা জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় ধবলবর্ণ হইলেও ভ্রমরপুঞ্জ অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গসমূহের সমাবেশহেতুই তাহাদের পার্থক্য লক্ষিত হইতেছিল। এইরূপে তাহারা অনুপম আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া সুখে শয়নপূর্বক, পুরতোরণগত মণিরাজির দীপ্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত সেই পুরমার্গসমূহের শোভাবর্ধন করিতেছিল। এই সময়ে গোপগণ সকলে সায়ংকালীন গোদোহনে উদ্যুক্ত হইলে, নিখিলরসকলাশালী শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাতদ্বারা ~~[illegible]~~ সর্ববিষয়ে অতিশয় সুখের সঞ্চার করিয়া অতিশয় কৌতুকবশতঃ প্রথম প্রীতিসম্বলের দোহনক্রিয়া আরম্ভ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রবণ করিয়া, কন্দর্পরূপ করিরাজকর্তৃক বিমর্দিতা কমলরাজির ন্যায় গোকুলের কুলললনাগণ গুরুবর্গের প্রবল ভয়কেও উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রশালায় আরোহণের উৎসাহ প্রকাশ করিলে, তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত। চিত্তোন্মাদক কন্দর্পবাণই স্বয়ং হস্তাবলম্বন প্রদান করায়, তাঁহারা অনায়াসে তথায় উপস্থিত হইয়া হরিণশাবকের নয়নবিলাসসদৃশ

নয়নভঙ্গীর বিস্তারহেতু গগনমণ্ডলকে নীলপদ্মের বন-রূপেই পরিণত করিয়াছিলেন ॥ (৩৮)

৩৯। এই রূপে, যখন সেই সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের (মুখচন্দ্রের সুধাক্ষরা সতত প্রবাহিনী অশ্রুঝরিনীর) ক্ষর-তোয়া নদীর প্রতি চতুর্দিক হইতে স্বয়ংই অনুরাগসহকারে ধাবমানা নয়নরূপা শফরীগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা গোদোহনরত নয়নসুখদায়ক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ (৩৯)

৪০। তাঁহার তৎকালীন নির্দোষ চেষ্টাময়-গোদোহন-ভঙ্গী শ্রেষ্ঠ দেবগণও বর্ণন করিতে সমর্থ হ'ন না। ক্ষুদ্র পক্ষিগণ কি কখনও নক্ষত্রমণ্ডলের নিকটে উপস্থিত হইতে পারে? তথাপি নগণ্য কবি অতি দুর্দান্ত রসনার লোলুপতাবশতঃ যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ (৪০)

তাহা এইরূপ — হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাদাগ্রে কৃতপাদুকং (পাদুকাযুগলে পদযুগলের অগ্রভাগ স্থাপন করিয়া) ত্রিকসমুল্লাসোল্লসৎপার্ষ্ণিকং (পৃষ্ঠদণ্ডের অধোভাগের

উত্থাপনহেতু গুলফদ্বয়ের অধোভাগকেও উত্থাপনপূর্বক) পটোন্নমনতঃ (পরিহিত বস্ত্রের ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণহেতু) ক্রোড়াভিশোভাঃ (প্রকাশমান শোভিত) জানুনোঃ মধ্যে (জানুযুগলের মধ্যভাগে) ঘটীং ন্যস্য (দোহন ভাণ্ড স্থাপন করিয়া), পীতুন্দ ব্যতিষঙ্গ-সুন্দর দর-স্রোত-শ্লথোষ্ণীষকং (ধেনুর উদর দেশের সংস্পর্শহেতু সুন্দর-ভাবে বিচালিত ও ঈষৎ শৈথিল্যযুক্ত উষ্ণীষের শোভা ধারণ করিয়া), ক্রমকুড্মলাঙ্গুলিপুটং (যথানিয়মে অঙ্গুলিসমূহকে কলিকার আকারে বিন্যাসপূর্বক) পাণিভ্যাং (করযুগল দ্বারা) গাং দুগ্ধং দোগ্ধি (ধেনুর দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন)।।৪।। (৪১)

এইরূপ, [তিনি] পয়ঃকণৈঃ (অল্প অল্প দুগ্ধ দ্বারা) অঙ্গুষ্ঠ-তর্জন্যোঃ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী অঙ্গুলীর) অগ্রযুগ্ম (অগ্রভাগকে) উন্দয়িত্বা (সেচন বা আর্দ্র করিয়া), ক্রমেণ (যথাক্রমে) গোস্তনং (ধেনুর স্তনসমূহ হইতে) স্বয়ং আপি ক্ষীরং (স্বয়ং স্রাবিত দুগ্ধকেই) অচস্রয়ৎ (নিঃসারিত করিতেছিলেন)।।৫।। (৪২)

এইরূপ, সা গৌঃ (সেই ধেনু) বৎসাৎ অপি (নিজ-বৎস অপেক্ষাও) আশ্বিনপ্রিয়ঃ (সর্বাধিক প্রীতি ভাজন)

ভগবত: (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) পাণ্যম্বুজস্পর্শন-স্নেহস্রাবি-পয়োধরপুটা (করকমলের স্পর্শহেতু স্নেহবশত: স্তনযুগলের অগ্রভাগে দুগ্ধের ক্ষরণ হইলে) স্বয়ং দুহ্যমানা (স্বয়ই দোহনলীলা হইয়া) ধারাভি: (দুগ্ধ-ধারাসমূহদ্বারা) সুগভীরঘোষগহনাং (গম্ভীর দোহন-শব্দযুক্ত) দোহনীং (দোহন ভাণ্ড) আপূর্য (পরিপূর্ণ করিয়া), যাবৎ দোহন্যন্তরম্ প্রতি তাবৎ (অপর দোহন ভাণ্ড-আনয়নের পূর্ব পর্যন্ত) অবনীং (ধরাতল) সমাপ্লুপ্লুবৎ (আপ্লাবিত করিয়াছিল)॥৬॥ (৪৩)

৩৮। এইরূপে সেই সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎসবে প্রমত্ত হইয়া, গুরুজনের ভীতিহেতু হৃদয়ের কম্পন সত্ত্বেও হর্ষযুক্ত উৎকণ্ঠা সহকারে নয়নপ্রান্তের চঞ্চল কটাক্ষদ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টিতে আবদ্ধ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোরথকে সহস্র সহস্র শকট দুগ্ধের দ্বারাও বহনের অযোগ্য করিয়াছিলেন ॥ (৪৪)

৩৯। সেই সুন্দরীগণের মধ্যে মনোরম সুবর্ণলতাকৃতি কোন কোন ললনা ভ্রমবশতঃও দুর্জনের অপচেষ্টায়ও অবিনশ্বর স্বাভাবিক সৌহার্দ্যবশত: । নিজ-সহচরীগণের

নিকটে দয়ার সহিত সরসভাবে নিজ-হৃদয় উন্মোচন করিয়া এইরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন যে (৪৫)

৪০। ওআয়ি সহচরি! আমার নয়নের সৃষ্টি বা জন্ম আজই যেন সার্থক হইল; যেহেতু জলদশ্যামল এই পরম পুরুষের মনোরম কান্তি দীর্ঘকাল আস্বাদ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে! পরন্তু আমি পুরমধ্যে গুরুজনের নিরন্তর দক্ষীভূত এই নিজ-দেহকে অবশ্যই বিবিধকলানিপুণ এই শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত করিব। এবিষয়ে আমার যুক্তিযুক্ত মনোবৃত্তি প্রবলভাবেই উদিত হইতেছে। হে কোকিলাক্ষি! ভ্রমরের সঙ্গ না পাইলে কমলিনী মলিন ভাবই ধারণ করে। সেইহেতু, হে বরবর্ণিনি! আমাদের সমস্ত উত্তম প্রাঙ্গণমধ্যে ইঁহাকে অবশ্যই আনিতে হইবে; তুমি আমার মন্ত্রকৌশল প্রত্যক্ষ কর"। তখন সহচরী 'তাহা কিরূপ?' এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি পুনরায় বলিলেন—"হে সহচরি! শ্রবণ কর।। (৪৬)

অস্মাকং পুরে (আমাদের পুরীমধ্যে) প্রথমবয়সঃ (প্রথম বয়সের) গাবঃ (ধেনুসমূহ) দুর্মদতয়া (দুর্দান্ত বলিয়া) টৈকঃ অভীয়ঃ জনৈঃ অপি (কোন অতিসাহসী ব্যক্তিও) প্রসভং (বলপূর্বকও) ন দুহ্যন্তে

([ইহাদের] দোহন করেন না); ততঃ (সেই হেতুই) দোহাভাবাৎ (দোহনের অভাবে) গব্যবিভবে (দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি গব্য সম্পদের) বিহতে ভবতি (ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায়) গুরূণাং (গুরুবর্গের) হৃদ্ব্যোম্নি (হৃদয়াকাশে) নিতরাং তাপতপনঃ নিতরাং জ্বলতি (সন্তাপরূপ প্রচণ্ড সূর্য একান্ত ভাবেই জ্বালা দান করিতেছে)॥ ৭॥ (৪৭)

৪৪। অনন্তর সহচরী বলিলেন – 'তাহাতে কী হইল?' তদুত্তরে ব্রজবধূ বলিলেন –

"কমলমুখি (হে পদ্মমুখি!) ত্বম্ (তুমি) এতে (এই) মুগ্ধাঃ গুরবঃ (মুগ্ধ গুরুবর্গকে) বক্তব্যাঃ হি (অবশ্যই বলিবে যে), দোহনজ্ঞাতে (দোহনকতীত) গাঃ (এই ধেনুগণকে) কথং (কী হেতু) বৃথা (অনর্থক) কার্যদ্রবং গময়থ (নিষ্ফল করিতেছেন)?, যদালোকাৎ (যাঁহার দর্শনে) সুদুর্দান্তাঃ অপি তাঃ (অতি দুর্দমনীয়া ধেনুগণও) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎই) সুখদোহ্যত্বং দধতি (অনায়াসে দোহনের যোগ্যতা লাভ করে), তং (তাঁহাকে) যত্নাৎ (যত্নসহকারে) উপনয়ত (এখানে আনয়ন করুন); সঃ (তিনি) ইমাঃ (এই ধেনুগণকে) দোগ্ধু (দোহন করুন)॥ ৮॥ (৪৮)

তদা (তখন) তৈঃ (সেই গুরুগণে) আখ্যেয়ং (বলিবেন); 'অসৌ কঃ (তিনি কে)? সঃ ক্ব (আর তিনি কোথায়ই বা আছেন)?' ইতি কথয় (ইহা বল)'; ততঃ (অনন্তর) সুমুখি সখি (হে সুমুখি সখি!) ভবত্যা (তুমি) ইহ (এখানে) ইদং যৎ দৃশ্যতে (এই যাহা দেখিতেছ, [তাহাই]) আখ্যাতব্যং (বলিও); ততঃ (তাহা হইলে) অসৌ (সেই) গুরুজনঃ (গুরুবর্গ) তত্র (তদ্বিষয়ে) উদ্যোগং রচয়িতা (অবশ্যই উদ্যম অবলম্বন করিবেন; [কারণ]) প্রাজ্ঞঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) কদাপি এব (কখনও) স্বকার্য্যেষু (নিজ কার্যে) বিমুখঃ ন ভবতি (বিমুখ হন না)॥ ৯॥ (৪৯)

৪৯। অতঃপর সেই চতুরা সহচরী বলিলেন— 'হৃদয়-বেদনানাশক ও আনন্দদায়ক সাক্ষাৎ ইন্দ্রস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজপত্তনে কোন্ রমণীই বা আশ্রয় না করেন? সেইহেতু আমাদের পক্ষেও ইহা উচিত বটে; পরন্তু ইনি সকলের বুদ্ধির অধীশ্বর হইলেও এস্থলে পিতা-মাতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কোন বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেন না।' তদুত্তরে এই ব্রজচন্দ্র বলিলেন— 'এইরূপ নীতিবহির্ভূত আলাপের প্রয়োজন নাই; শোন, অপর একটি যুক্তিসঙ্গত কথা বলিতেছি।'

অপরে একটি যুক্তিসংগত কথা বলিতেছি।

ব্রজস্য (ব্রজের প্রতি) বৎসলত্বত: (স্নেহবশত:) দুঃখে চ সুখে চ (ব্রজবাসীদের সকলেরই সুখে দুঃখে) তৎফল-প্রভোগভাজৌ ইব (তাহার সমফলভাগীর ন্যায় বর্তমান) ব্রজেশ্বরৌ (ব্রজরাজ ও ব্রজরাণী) সদ্গুরুভি: উদিতং (আমাদের গুরুবর্গের বাক্য) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) তৎকালং (তৎক্ষণাৎই) এনং (এই শ্রীকৃষ্ণকে) বিনিযোজয়িষ্যত: (প্রার্থিত বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন)।।১৩।। (৫০)

৪৩। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর কৌতুকী কথাপ্রসঙ্গে হর্ষভরে সুখময় সময় যাপন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় ভ্রমর-গুঞ্জনশালিনী বনমালায় বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ গোদোহন-লীলা সমাপন করিয়া গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।। (৫১)

৪৪। তৎকালে বক্ষঃস্থলে চঞ্চল তারকারাজির সাদৃশ্যশালী চঞ্চল হারমালায় বিভূষিত, দুর্লভশ্রীবিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দিকে দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তার দ্বারা ব্রজনাগরীগণের গুরুজনবিষয়ক প্রবল গৌরবরূপ কুম্ভীরের তাড়নায় খণ্ড-বিখণ্ডিত হৃদয়দীর্ঘিকাসমূহ প্লাবিত করিয়া অবলীলাক্রমে গৃহের নিকটে উপস্থিত হইলেন।। (৫২)

৪৫। তৎকালে ব্রজসুন্দরীগণের নয়নকমলরাজি যতদূর পর্যন্ত তিনি দৃষ্ট হইতেছিলেন, ততদূর স্থান অতিক্রমপূর্বক তাঁহার মুখের দিকে সুখের সহিত অভিসার করিতে করিতে নিমেষশূন্যদশায় অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের নিয়মই এই যে, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ-নিজ-বিষয়কে অধিকারের মধ্যে লাভ করে, ততক্ষণই তদাভিমুখে প্রবৃত্ত হয়; এই হেতু তাঁহাদের নয়নবৃন্দও তাঁহার অদর্শনদশায় পুনরায় নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু তাঁহাদের মনঃ সেই ললিতবিলাসশালী শ্রীকৃষ্ণের সহিতই তদীয় সুখশয্যায় নিদ্রিত হইয়াছিল ॥ (৫৩)

৪৬। এইরূপে দিবাভাগে প্রাণবিঘাতী দুঃসহ বিরহ-যাতনার নিবেদনের স্থানাভাবহেতু সেই কৃষ্ণানুরাগিণী-গণের নিজ-মর্মস্থানে বিশ্রান্ত বিসর্পরোগের জ্বালার ন্যায় সঞ্চরণ করিয়া যে অসীম যাতনা অবশেষে সর্বশরীরে প্রকাশ লাভ করিত, সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমাগমহেতু আনন্দজনক দর্শনদ্বারাও নিদাঘের প্রদোষ-কালের নির্দোষবৃষ্টিতুল্য তদীয় পরমশোভাময় বাহ্য বিহারদর্শনদ্বারা তাঁহারা সেই যাতনাজ্বালার নির্বাপণ করিতেন ॥ (৫৪)

৪৭। এইরূপে ক্রমবিবর্দ্ধমান-কৌতুকশালী অথচ শ্রীকৃষ্ণ অব্যাহতবিক্রমে ধেনুগণের পালন কার্য্যে বনে বিহার করিয়া গ্রীষ্মকাল যাপন করিয়াছিলেম॥ (৫৫)

৪৮। অনন্তর মধুরচরিত্রমাহাত্ম্যশালী, ভুবনমণ্ডলে মাধুর্য্য-সঞ্চারকারী ও প্রণতজনগণের আনন্দবর্দ্ধন-দৃষ্টিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকশালী বলদেবের ও সহচরগণের সহিত ধেনুগণের পালনের নিমিত্ত বনে যাইতে যাইতে স্বীয় কৌতুকক্রীড়ায় উৎসুক হইয়া বর্ষাকালীন শোভা দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে আকাশমণ্ডলে উক্ত বর্ষা-লক্ষ্মীর দেহের বর্ণরূপে মেঘের অল্প অল্প চিহ্ন উদিত হইয়াছিল এবং এইরূপে সেই বর্ষালক্ষ্মী পৃথিবীকে ও রঞ্জিত করিতেছিল। আর, সেই বর্ষালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের পরিচর্য্যায় চিন্তাহেতু প্রেম ও নীতি দ্বারা পরিপুষ্টা হইয়া দাসীর ন্যায়ই পরিচর্য্যার আয়োজন করিতে উদ্যতা হইয়াছিল। অতিশয় চকিতভাবে ঈষৎ উন্মীলিত বিদ্যুৎপুঞ্জই তাহার চঞ্চল নয়নের শোভা ধারণ করিয়াছিল। ঈষৎপ্রস্ফুটিত মনোরম মালতীলতার কুসুমরাজি দ্বারা তাহার সুশোভন মাল্য-রাজি পরিকল্পিত হইয়াছিল। এইরূপ সেই বর্ষালক্ষ্মী

সুদুর্লভ শোভাযুক্ত। স্নিগ্ধ কদম্বকুসুমরাজিকেই স্বীয়। বিপুল
পুলকসঞ্চাররূপে বহন করিতেছিল। তাহার দিঙ্মণ্ডল-
রূপ মনোরম মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে। বিগলিত মেঘের
জলবিন্দুরূপ অশ্রুবর্ষণে। স্নিগ্ধতা ধারণ করিয়াছিল।
কুসুমরাজিদ্বারা পরিপূর্ণ। দিক্‌সমূহে প্রবাহিত বায়ু
রাজিই তাহার মনোরম নিঃশ্বাসরূপে পরিণত হইয়াছিল।
হর্ষমদমত্ত ময়ূরবৃন্দের বিস্তৃত পুচ্ছসমূহই তাহার
কেশরাজিরূপে শোভা পাইতেছিল। অতিচঞ্চল ও
মনোরম বকপঙ্‌ক্তিই তাহার গলদেশে মুক্তামালার
শ্রীধারণ করিয়াছিল। ইতস্ততঃ সঞ্চরণরত ইন্দ্রগোপ-
নামক কীটগণের রক্তকান্তিই তাহার পদযুগলের
অলক্তকচিহ্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। মরকতমণির
দীপ্তিরাজির ঔজ্জ্বল্যহরণকারী হরিদ্বর্ণ তৃণরাজিই
বস্ত্রের সাদৃশ্য ধারণ করিয়া তাহার ভূতলপৃষ্ঠকে
সরস করিতেছিল। জলবর্ষণরত সুন্দর মেঘের
শব্দই তাহার মনোরম কণ্ঠস্বররূপে প্রকাশিত
হইতেছিল। আর সেই বর্ষাকুলশ্রী ~~অতিশীঘ্র ঘনঘনাব-~~
মেঘের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট বনসমূহে দেদীপ্যমান
নীলিমাকেই সমুজ্জ্বল নীল বসনরূপে পরিধান করিয়া

অতিবেগে পতনশীল ভ্রমররাজি দ্বারা কোমলাত-
সহকারে ভূতলে পরিব্যাপ্ত কদম্বপুষ্পরাগ রাজিদ্বারা
অধিবাস ধারণপূর্বক পরিণামেও সুনির্মল সরসতায়
বিস্তার করিতেছিল ।। (৫৬)

৪৯। আর, সেই হেতুই সকল লোক নিঃসন্দেহে, রসতত্ত্বজ্ঞ
কালরূপ চিকিৎসক কর্তৃক গ্রীষ্মকালীন সূর্যতাপে তপ্তপ্রাণ
জীবগণের সম্মুখে ব্যবস্থাপিত সমুচিত ঔষধের ন্যায়
এই বর্ষাকালকেই রসময় ও রমণীয় বলিয়া স্থির
করিয়াছিল ।। (৫৭)

৫০। এই সময়ে পৃথিবী যেন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে
লাগিল; বৃক্ষসমূহের যেন উল্লাস বৃদ্ধি হইল; গগন-
মণ্ডল যেন স্নিগ্ধতা ধারণ করিল; দিক্‌সমূহরূপ
লতারাজি যেন ধরণীর অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছিল;
সূর্য যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িল; সন্তাপ যেন প্রবাসে
আশ্রয় করিল; ময়ূরগণ যেন গর্ব প্রকাশ করিতে
লাগিল; দাত্যূহ (ডাহুক পক্ষী) গণ যেন রসে বিহ্বল
হইয়া পড়িল; কদম্বরাজি যেন হাস্য করিতে আরম্ভ
করিল; ব্রহ্মাণ্ডবিবর যেন কস্তুরীর অনুলেপন
ধারণ করিয়াছিল; পর্বতগণ যেন স্নান করিতেছিল,

বনশ্রেণি যেন ধৌত হইতেছিল; নদীসমূহের গাত্রের
পুষ্টিহেতু সৈকতরূপ অস্থিপুঞ্জ যেন আবৃত হইয়া
পড়িল; নদীতীরবর্তী বনভূমিতে জলপ্লাবনহেতু
তন্মধ্যে উল্লম্ফনাদির ব্যাঘাত হেতু হরিণগণের
ক্রীড়ারঙ্গ মন্দবেগ ধারণ করিয়াছিল এবং ধেনুগণও
ব্রজের অনতিদূরেই বিচরণ করিতেছিল ॥ (৫৮)

৫৯। অধিক আর কী বলিব? উক্ত বর্ষালক্ষ্মীর চরিতসমূহ
স্বয়ং ব্রজরাজকুমারেরও পরম উপভোগ্য হইয়াছিল ॥ (৫৯)

৬০। উক্ত বর্ষাকালীন দিনসমূহে অতিসুলভ সুগন্ধি
গন্ধতৃণসমূহকে অনায়াসে ছেদন করিবার সময়ে ধেনু-
গণের দন্তসমূহের 'মস্-মস্' শব্দ হইত। একস্থানে
অনেক তৃণলাভ করায় তাহারা ধীরে ধীরে পদসঞ্চারণ
করিয়া মন্থর ভাবই অবলম্বন করিয়াছিল। বৃন্দাবনের
অনন্ত সদ্গুণ বাসহেতু স্বভাবতঃই মশক ও দংশক প্রভৃতির
দংশনের অভাবে ধেনুগণের চিরস্থায়ী সৌন্দর্যাতি-
শয় লক্ষিত হইতেছিল। বিলাসশীল স্বচ্ছ পুচ্ছাগ্র-
ভাগের আন্দোলনহেতু তন্মধ্যস্থিত দীর্ঘ
রোমরাজি চঞ্চল হইয়া তাহাদের শোভাবর্ধন
করিতেছিল। এইরূপে অনেককাল বিচরণ করিলেই

উদরপূর্তিহেতু তাহারা তৃণভক্ষণে নিঃস্পৃহ হইয়া বিশ্রামের ইচ্ছা করিত এবং শষ্পশূন্য, অবসাদনাশক, নবীন তৃণরাজিবিমণ্ডিত হরিদ্বর্ণ প্রদেশে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে মুখ রাখিয়া ধীরে-ধীরে রোমন্থন করিতে করিতে আলস্যজড়িত, আদর-সূচক, ঈষদ্‌বিঘূর্ণিত মনোরম দৃষ্টিপাতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করিত। এইরূপে তাহারা বর্ষাকালীন দিবসের দীর্ঘত্বহেতু যখন সুখে নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিত, তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্যবিকাশদ্বারা বনের অন্ধকার দূর করিয়া নবীন কদম্বকোরককে কন্দুকরূপে রচনা করিয়া সহচর বালকগণের সহিত কন্দুক-ক্রীড়ায় উৎসুক হইলে, স্বর্গস্থিতা অতিশয় সুখশালিনী সুরনাগরীগণের প্রবল দর্শনাকাঙ্ক্ষাজনিত উৎকণ্ঠার আতিশয্যহেতু মেঘরাজিই অনুগ্রহের অভিলাষে প্রসন্ন হইয়া দর্শনের অন্তরায়ভাব পরিহার পূর্বক স্বয়ংই খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্তত: অবস্থান করিত। তৎকালে মেঘমুক্ত সূর্যকিরণের সংস্পর্শে শরীরে আলস্য ও মুখমণ্ডলে ঘর্মজলকণা-সমূহের সঞ্চারহেতু মাধুর্যবিস্তারশোভিত শ্রীকৃষ্ণ

কন্দুক-ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়া ভূতলে রমণীয় তরুণ
তরুমূল আশ্রয় করিলে, নিবিড় মেঘমালা হইতে ক্ষরিত
সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণসদৃশ জলবিন্দুসমূহ ও শ্রেণীবদ্ধ
মালতীলতাবলির পুষ্পসৌরভবাহী বায়ুপ্রবাহ
তাঁহার পরিচর্যা করিত। তৎকালে পরম মনোরম
লীলা-ক্রীড়ার আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর অঙ্গভঙ্গী-
সহকারে গোচারণের উপযোগী যষ্টির অগ্রভাগে
বাম করতল বিন্যাসপূর্বক মনোরম বামজঙ্ঘার
উপরিভাগে সমুজ্জ্বল দক্ষিণ জঙ্ঘালতা স্থাপন করিয়া,
মুরলীযোগে নিজমনবিলাসের ন্যায় মনোরঞ্জনকারী,
ষড়্জ ও পঞ্চমস্বরবিরহিত, প্রভূত ধৈবতস্বরযুক্ত মল্লার-
রাগের আলাপদ্বারা মনোরমলয়যুক্ত সঙ্গীত প্রকাশ-
পূর্বক বনের প্রান্তভাগে বিচরণরত হরিণগণের
উৎকণ্ঠাবিবর্ধনসহকারে ধেনুগণকেও উৎকর্ণ করিয়া
তুলিতেন। এইরূপে তিনি তৎকালে স্বীয় সহচরগণের
প্রদত্ত শ্রুতি (অর্থাৎ ষড়্জ প্রভৃতি স্বরের আরম্ভক ধ্বনিবিশেষ)
শ্রবণ করিয়া স্বয়ংও তদনুক্রমেই শ্রুতিলহরী
প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥(৬০)

৬৩। তৎকালে উক্ত সঙ্গীত কর্ণযুগলে অমৃতধারার ন্যায় প্রবেশ করিলে উহার মহিমা প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে পরাকাষ্ঠা লাভ করাইয়াছিল। বর্ষায় প্রসাদবর্ষণশালী মেঘমণ্ডল হইতে আনন্দাশ্রুর ন্যায় প্রবলবেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ করিয়া সেই অপ্রাকৃত ধেনুবৃন্দ কূর্মপৃষ্ঠসদৃশ কঠিন ভূমিতলে শয়ন করায় সেইস্থানে বিন্দুমাত্রও কর্দমের সৃষ্টি না হওয়ায় এবং গুরুতর আহার-জনিত উৎকণ্ঠার উপশমন হেতু তাহারা সেই অনুদ্বেগজনক ও সুখস্পর্শ বারিবর্ষণকে শরীর কুঞ্চিত না করিয়া আনন্দের সহিতই সহ্য করিয়াছিল॥ (৬৩)

৬৪। শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ তদ্দর্শনে তাঁহার মস্তকের ঊর্ধ্বদেশে নিজ-নিজ-বসনসমূহ বিস্তার করিলে উহা অকৃত্রিম পটমণ্ডপরূপে পরিণত হইয়া মেঘের জলরাশিকে ভূতলেই পাতিত করিয়াছিল; পরন্তু সে বারিপাতী শ্রীকৃষ্ণের শরীরের উপরে নহে॥ (৬৪)

৬৫। এই সময় তাঁহারা অতিশয় সন্তোষসহকারে বলিতে লাগিলেন — হে জগতের অদ্বিতীয় বল্লভ! মল্লাররাগের একরূপ প্রকৃষ্ট স্বভাব প্রত্যক্ষই হয় যে,

উহার নানকসমূহ আকাশে মেঘের সঞ্চার মাত্রই করিয়া
থাকে। পরন্তু এই মেঘ যে নীরবে বারিবর্ষণচ্ছলে রোদন
করিতেছে, ইহা কেবলমাত্র আপনার সঙ্গীতকোলাহলেই
সম্ভবপর হইয়াছে। হে মর্যাদাবিনাশক! সম্প্রতি আপনার
সঙ্গীতকলা বন্ধ করুন; সূর্যের কিরণরাজি মেঘে আচ্ছন্ন
হওয়ায় আমরা দিনের পরিমাণ স্থির করিতে পারিতেছিনা।
আমরা এখন সত্বরই গৃহে যাইব। অতএব অচঞ্চল
হর্ষভরে সুস্নিগ্ধ আপনার এই মুরলীর দুরন্ত কলধ্বনির
বিরাম হউক; এই বৃষ্টিধারাও শান্ত হউক এবং
আমরাও এই ভূমিশয্যা হইতে ধেনুগণকে উঠাইয়া
লই। (৬৩)

৫৬। সহচরগণের এইরূপ সরস পরিহাসবাক্য-
শ্রবণপূর্বক মনোরম বদনমণ্ডলে হাস্যশোভা বিস্তার করিয়া
পরম দীপ্তিশালী পরমবন্ধুর শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনির
সাহায্যে ধেনুগণকে যথাযথ পথে পরিচালনপূর্বক
দৃষ্টিপাত সহকারে জনগণের প্রশংসনীয় চরিত্রাবলীর
বিস্তার করিতেছিলেন। তৎকালে বহিঃস্থিত মেঘের
তেজঃপুঞ্জ উৎসবে সমুৎসুক হইয়াই যেন
শ্রীকৃষ্ণের তেজোরাশির বিস্ফূর্তির অবরোধ করায়

উক্ত তোমোরাশি পরমরূপে একত্র নিবিড়ভাবে ধারণপূর্বক উত্তম নীলোৎপল ও মহামরকত-মণি প্রভৃতির পরাভব জন্মাইয়া এবং অন্তরঙ্গের চাঞ্চল্য-হেতু সমধিক উচ্ছলিত হইয়া অতিশয় বিস্ময়জনকভাবেই তাঁহাকে অভিনবরূপে প্রকাশিত করিয়াছিল। তৎকালে ধেনুগণ বৃষ্টিজলসিক্ত ভূতলে চলিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের পুচ্ছরোমরাজি কম্পিত হইতেছিল। তাহাদের তীক্ষ্ণ খুর সমূহের আঘাতেও ধূলিরাশি উত্থিত হয় নাই। তদবস্থায় নরাকৃতি পরমব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেও ধূলিরাশির অস্পর্শহেতু নীলপদ্মরাশির ন্যায় এবং ধরিত্রীর পরম সৌভাগ্যরূপী মূর্তিমান দ্বিতীয় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে স্থূলতর স্তনপর্যাবৃত্ত ওলের গুরুত্বহেতু ধেনুগণ মৃদুমন্থরগতিতে ব্রজের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলে, তিনি তাহাদিগকে বেগভরে পরিচালন করিবার নিমিত্ত সত্বরতাসূচক মনোরম বংশীধ্বনিদ্বারা প্রেরণা দান করিয়া অদূরে পুরীর শোভা দেখিতে পাইলেন॥ (৬৪)

৬৫। তৎকালে সেই পুরলক্ষ্মী যেন বর্ষার জলে স্নান করিয়া দিগ্‌ব্যাপিনী মেঘের কান্তিরূপ অত্যুজ্জ্বল নীল শাড়ীদ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্বক প্র[illegible]হের

ছাদসমূহে অবস্থিত মদমত্ত ময়ূরগণের অতিবিস্তারিত
পুচ্ছরাজির ছলে স্নানার্দ্র অপরিমিত অতিঘন কেশরাশি
প্রসারিত করিয়া
শুষ্ক করিতেছিলেন। মেঘমুক্ত পশ্চিমদিগ্‌বধূর
সুরম্যাঞ্চলে সংলগ্ন সন্ধ্যাকালীন রক্তিমাভ স্ফটিকময়
অট্টালিকাদিতে প্রতিবিম্বিত হইলে। বিম্বের শোভার
তিরস্কারকারী উক্ত প্রতিবিম্বকেই যেন তিনি ললাটে
সিন্দূরের শোভার ন্যায় ধারণ করিতেছিলেন। তিনি
যেন গোসমূহের নয়নের অনুকরণকারী গবাক্ষসমূহের
ছলে, ~~তিনি যেন~~ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও সৌন্দর্য গ্রহণে
সুনিপুণ অসংখ্য নেত্র দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতেছিলেন।
তিনি যেন নয়নযুগল দ্বারা দর্শনে অতৃপ্তি হেতু সম্যক্
অনুষ্ঠিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপই এরূপ অসংখ্য
নয়ন লাভ করিয়াছিলেন। মেঘরাশির ~~অতু~~-হেতু
~~নিরন্তর~~ সূর্যকিরণপাতের অভাবে পতাকারাজির
অগ্রভাগরূপ হস্তসমূহ রম্যভাবে ধারণ করিলে
তিনি যেন তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আগমনজনিত সুখের
উল্লাস প্রকাশ করিয়া মনোরথাক্রান্ত চিত্তকে
নৃত্য করাইতেছিলেন। তৎকালে মেঘের বারিবর্ষণ
নিবৃত্ত হইলেও অট্টালিকার উপরিভাগ প্রভৃতি স্থানে

বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত ও পশ্চাৎ একত্রিত হইয়া
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলরাশি ভূতলে পতিত হইলে, কর্পূররেণু
অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং রেণুকা ও প্রস্ফুটিত এলবালুকা-
নামক সুগন্ধি লতাদ্বয়ের সৌরভযুক্ত বালুকারাশির
সংমিশ্রণে উষ্ণ নির্মল হইয়া অতিবেগবতী ধারারূপে
প্রণালীসমূহে প্রবাহিত হইতেছিল; আর সেই পুরলক্ষ্মী
যেন চিত্তে অকপট শ্রদ্ধা ধারণ করিয়া
বন হইতে প্রত্যাগত ও গৃহপ্রবেশোন্মুখ শ্রী ধেনুবৃন্দের
পদপ্রক্ষালনে যত্নবতী হইয়াছিলেন ॥ (৬৫)

৬৮। অতঃপর (সন্ধ্যাসমাগমে প্রভূতশোভাসমৃদ্ধ) শ্রীকৃষ্ণ
ধেনুগণকে পরম কান্তিযুক্ত বিশাল গোশালার অভ্যন্তরে
প্রবেশ করাইয়া (অর্থাৎ আনয়ন করিয়া)
(পরিবৃত) অত্যুজ্জ্বল বস্ত্রের দীপ্তি-
দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া সত্বর নিজ-গৃহের
প্রাঙ্গনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি
সমানবয়স্ক বলিয়া প্রৌঢ় প্রণয়শালী ও ভাবি-বিরহবেগে
বিষণ্ণচিত্ত বয়স্য গোপ-বালকগণের প্রত্যেককে প্রণয়ামৃত
তুল্য দৃষ্টিপাতদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিজ-নিজ-গৃহে

প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গসম্পদের পরাভব-কারিণী বিবিধ ভোগসম্পদের সমাবেশে চিত্তবিনোদক স্ব-ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলে, কর্তব্যনিপুণা মাতা পূর্ব-পূর্ব-দিন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট অন্নপানাদির ব্যবস্থা দ্বারা যথাযথ-ভাবে তাঁহার পরিচর্যা করিয়া, সর্বপ্রকার সৌরভশালী দ্রব্যাবলী বিভূষিত, অতএব প্রান্তদেশে ভ্রমরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, বল-সংবর্ধক ও অতিসুগন্ধি উপাধানযুক্ত, কর্পূর-রাশির ন্যায় শুভ্রবর্ণ শয্যাতলে শয়ন করাইলে তিনি সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন ॥ (৬৬)

৬৭। এইরূপে প্রাণসখীগণের আনন্দক্ষয়কারিণী প্রবল মোহমায়ার প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়া শ্রীকৃষ্ণানুরাগরূপ প্রচণ্ড অগ্নি পরম উৎকর্ষ লাভ করিলে, শ্রীরাধিকার অনিষ্টাশঙ্কায় কাতর-চিত্ত নিখিল আত্মীয়বর্গ ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এরূপ অবস্থার সহিত কাহারও পরিচয় না থাকায় তাঁহারা ইহাকে কোন রোগ বা ভৌতিক আবেশ বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, ইহার প্রচণ্ড জ্বালা পূর্বে কেহ অনুভবও করেন নাই। ঐ অবস্থায় উক্ত অনল জাজ্বল্য-মান অবস্থা ধারণ করিলে প্রিয়সখীগণ তাহার

নির্বাপন করিবার নিমিত্তই যেন তাৎকালিক বৃষ্টিবারিধারার ও
পরাভবকারী নিরন্তর বিগলিত অশ্রুপ্রবাহদ্বারা
বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করিলে বৃষভানুনন্দিনী তদ্দ্বারা গাত্র
আবৃত করিয়া নূতন বিপদ্ প্রাপ্তির লাভে অন্য কোনরূপ
শান্তির উপায় না দেখিয়া আশাবিহীন এবং শোষিত
সংস্কারপূর্বক তীব্র প্রলয়দশার সম্মুখীন হইয়া
বাহ্যবৃত্তি বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ কন্দর্পের
শরাঘাতে তাঁহার প্রবল মূর্ছারই উদয় হইয়াছিল।
আর, দিগঙ্গনাগণও তৎকালে মেঘের উদয়হেতু
কান্তসম্ভোগবিপ্রলব্ধা রমণীগণের ন্যায়
নেত্রনিমীলনসহকারে অবস্থান করিয়া চতুর্দিকে
বৃষ্টিবারিধারার বিস্তার করিতে লাগিলেন॥ (৬৭)
৬৮। আর তদবধি শ্রীকৃষ্ণও নিজ-হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিতা,
অনুরাগপীড়িতা শ্রীরাধার সহিত সর্বদা হর্ষভরে
অন্তরেই রমণ করিলেও বাৎসল্যাদিরসভাগী প্রীতিশীল
জনক প্রভৃতির সম্মুখে বাৎসল্যাদি রসের অনুগত
বিবিধ সুস্নিগ্ধ মূর্তের আবির্ভাবনিপুণা স্বীয় শক্তিবলেই
বাহ্যবৃত্তিরও অনুভব করিয়া দুর্জ্ঞেয় উদারলীলার
আশ্রয়রূপেই বিলাস করিতেছিলেন॥ (৬৮)

৬২। এইরূপ অন্যান্য দিবসেও বর্ষাকালহেতু পরম
সৌন্দর্য্যের বিকাশ ~~হইলে~~ হওয়ায় মণিরাজির দীপ্তিমালায় সুসমৃদ্ধ
গিরিবর গোবর্দ্ধনের পক্কতৃণ-সুরভি শোভিদ্বারা # মনোজ্ঞ উপত্যকা-
সমূহে ধেনুগণ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ
সেই গিরিরাজের চূড়াস্থিত শ্রেষ্ঠ মণিসমূহ হইতে নিপতিত
কান্তিপ্রবাহের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন বৃষ্টিধারায়
ধারক সুগন্ধ গিরিরন্ধ্র মধ্যস্থ প্রান্তবর্তী সরস শিলা-
সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। এই সময়ে সহচর
বালকগণ কৌতুকভরে, স্ফটিকময় গণ্ডশৈলের শিলাজতুরাশির
উপরে অবস্থিত মেঘ সকলকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিবার
নিমিত্ত ~~কৌতুকভরে~~ উদ্যত হইলে, ক্রুদ্ধ মেঘগণ ~~কর্ত্তৃক~~
তাঁহাদের প্রতি কঠোর অপকার ~~আচরণের~~ করিবার অভিপ্রায়ে
নেত্রবিকৃতির ন্যায় ~~প্রকাশিত~~ বিদ্যুৎপুঞ্জের দীপ্তিবিস্তার
করায় তদ্দর্শনে ভয়ে শঙ্কাকুল হইয়া পলাইয়া যাইতেন। অতঃপর
দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক উঁহাদিগকে পুনরায় ধারণ করিবার নিমিত্ত
হর্ষভরে উদ্যত হইলে পুনরায় মেঘের প্রবল গর্জ্জনে
ভয়হেতু পলায়ন করিতেন। এইরূপ আবার
চাঞ্চল্যবশতঃ লতাদ্বারা তাড়না করিবার নিমিত্ত ~~জন্য~~ নিকটে যাইয়াও
মেঘের উদ্গীর্ণ নিবিড় জলকণারাশির ফুৎকারে

বিতাড়িত হইতেন। এইরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের হাস্যসঞ্চার
করিতেন। কখনও বা তাঁহারা নানাপ্রকারের অসংখ্য ধাতুসমূহ
সংগ্রহ করিয়া বিবিধ রাগসন্নিবেশে পরম শোভাময়
বেশ রচনা করিয়া তাঁহাকে আনন্দ দান করিতেন।
আবার কখনও বা তাঁহারা ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া তাঁহার
চিত্তকে সরস করিতেন। এইরূপে মনোজ্ঞ বক্ষঃস্থলে
লক্ষ্মীচিহ্নধারী, শ্রীগোবর্দ্ধনধারী, মনোরম হর্ষবেগ-
শালী শ্রীকৃষ্ণ বর্ষাকালের সুলভ ও সুখকর ফল, মূল ও
কন্দরাশির নিমিত্ত হর্ষ প্রকাশ করিলে সহচরগণই প্রফুল্লিত
পুনঃপুনঃ প্রভাবে সন্তোষের সহিত নানা স্থান হইতে
আহরণ করিয়া তাঁহাকে এ সকল ভোজন করাইতেন।
অতঃপর তিনি উজ্জ্বল দন্তকিরণযুক্ত শুভ্র হাস্যদ্বারা
গোবর্দ্ধনবাসী প্রাণিবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিলে, সেই
চারুদর্শন সহচরগণই গুবাকবৃক্ষসমূহের হস্তপ্রসার-লভ্য
পরিপুষ্ট ফলযুক্ত, মূল হইতে অগ্রপর্যন্ত পত্রশোভিত
অথচ সুবর্ণবৎ সমুজ্জ্বল তাম্বূলীলতার পত্রযুক্ত,
অতিজীর্ণ সুগন্ধি শিলাচূর্ণরূপ চূন (চুন) মিশ্রিত করিয়া
কর্পূর ও কদলীকাণ্ডের নির্যাস সংযোগে সুবাসিত তাম্বূল
সেবা করাইলে তিনি সুখে বিহার করিতেছিলেন। (৬৭)

৬২। বর্ষাকালে যদি কোন দিন পরম প্রীতিজনক মেঘমালা জলবর্ষণ করিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সুসমৃদ্ধ আনন্দের মূলস্বরূপ গুহাগৃহে গমনপূর্বক দর্পণের মধ্যভাগের ন্যায় স্বচ্ছ ও অতিরমণীয় সেই গুহাগৃহের অভ্যন্তরে করিরাজশাবকের ন্যায় উপবেশন করিয়া কালযাপন করিতেন। তৎকালে সেই সহচরগণ চরাচরের মনোহর সেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পরস্পর ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হইয়া কোলাহলধ্বনি করিলে সেই গুহা হইতেও প্রবলবেগে প্রতিধ্বনি উত্থিত হইত এবং তাঁহারাও পুনরায় অভিনব কৌতূহলক্রমে সুবিস্তৃত তারস্বরে দুম্ দুম্ শব্দ করিলে পুনরায় সেই গুহামধ্যে ঐরূপেই প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হইত। এইরূপে পুনরায় সমধিক চীৎকারহেতু ঐ সকল বালক অনবস্থার অনবস্থান (অর্থাৎ অদৃষ্ট ব্যাপারের অসমাপ্তিরূপ) দোষ সত্ত্বেও শৈশবহেতু উক্ত দোষকে ভূষণরূপেই আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সঞ্চার করিতেন।। (৭০)

৬৩। কখনও বাহিরে বর্ষালক্ষ্মীর হাস্যের ন্যায় শিলাবৃষ্টি হইলে সহচরগণ দ্রুতবেগে যাইয়া গ্রীবা অবনত করিয়া

শিলাখণ্ড সমূহের আনয়ন-কার্য্য

ইহাতে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে সন্তোষবুদ্ধি লইয়া এগুলি আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণের নিকটে নিক্ষেপ করিতেন॥ (৭১)

৬৪। অতঃপর দৃষ্টিপাত নিবৃত্ত হইলে, চন্দ্রবদন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সন্তোষের সহিত বাহিরে আসিয়া পুনরায় গোবর্দ্ধনের উপরিভাগে, নির্ঝরের বারিধারায় বিশেষ ভাবে প্রক্ষালিত, ও চমরীগণের স্বচ্ছ পুচ্ছদ্বারা পরিমার্জ্জিত ও কস্তূরী-হরিণের অভিনব কস্তূরীর সংস্পর্শে সুবাসিত মরকতমণিময় শিলাখণ্ডে সুখে অবস্থান করিতেন। আর, তথায় অবস্থান করিয়াই পরমসন্তোষদাতা শ্রীকৃষ্ণ অতি ধন্য সহচরগণের সহিত চতুর্দ্দিকে নিজ-তনুর ন্যায় শ্যামল বনরাজি দেখিতে পাইতেন। নিবিড় কান্তিহেতু নিজ-তনুর অবয়বসমূহের ন্যায়, মেঘের দীপ্তিহেতু উক্ত বনরাজির অবয়বসমূহের ভেদ দূর হইতে লক্ষিত হইতনা। উভয়ের মধ্যেই মদমত্ত গুঞ্জনরত মধুকর-গণের অনুরাগ ভাজন এবং মধু ও পরাগরাশির সমাবেশে সুখজনক কদম্বমালা (অর্থাৎ বনরাজিপক্ষে কদম্ববৃক্ষশ্রেণি, কৃষ্ণতনুপক্ষে কদম্ব-কুসুমের মালা) শোভা পাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের তনুর মধ্যে যেরূপ বিলাসশালী শ্রীবৎসের

'গোচার' অর্থাৎ কিরণসঞ্চারহেতু প্রভূত সৌন্দর্যের বিকাশ
হয়, এই বনরাজির মধ্যেও সেইরূপ শ্রীবিলাসযুক্ত
বৎস ও গো-সমূহের চারণহেতু প্রভূত সৌন্দর্যের বিকাশ
হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের তনু যেরূপ পীতবর্ণ ভাস্বৎ
(দীপ্তিশালী) অংশুক বা বসন ধারণ করিতেছিল, বনরাজিও
সেইরূপ ভাস্বৎ অর্থাৎ সূর্যের অংশুক অর্থাৎ কিরণরাশিকে
পীত অর্থাৎ পান করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের তনুর প্রতি
যেরূপ রসাবিহ্বলা হরিণীনয়না অর্থাৎ গোপাঙ্গনা-
গণ আকৃষ্ট হয়, এই বনরাজির প্রতিও সেইরূপ
হরিণীগণের রসাবিহ্বল দৃষ্টিপাত হইত।
শ্রীকৃষ্ণের তনু যেরূপ 'হারিণী' অর্থাৎ হারবিভূষিতা,
বনরাজিও সেইরূপ হারিণী অর্থাৎ মনোহারিণী ছিল।
এইরূপে উভয়েই চমৎকারকারিণী। শ্রীকৃষ্ণের তনুমধ্যে
যেরূপ পল্লবের ন্যায় সুকোমল ও রমণীয় 'পক্ষশাখ'
অর্থাৎ হস্ত লম্বমান রহিয়াছে, বনরাজির মধ্যেও
সেইরূপ সুকোমল, রমণীয় পল্লবরাজির পক্ষ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত
শাখাসমূহ লম্বিত ছিল। অতঃপর তিনি চতুর্দিকে
ধরিত্রীকেও আকাশমণ্ডলীকেও তুল্যকান্তিযুক্তরূপেই
দর্শন করিয়াছিলেন; কারণ, আকাশস্থল যেরূপ

~~বৃক্ষের ম~~(নীলোৎপল)-

সৌগন্ধিকগন্ধী গন্ধতৃণরাজির ন্যায় ঘন অর্থাৎ মেঘমালার
সমাবেশে স্নিগ্ধ ছিল, পৃথিবীও সেইরূপ তাদৃশ গন্ধতৃণ-
রাজির ঘনসমাবেশে স্নিগ্ধ হইয়াছিল। আকাশের
ন্যায় পৃথিবীর (সঙ্কোচ) নিম্নোন্নতভাবরহিত কান্তির প্রাচুর্য
লক্ষিত হইয়াছিল। উভয়েরই প্রান্তভাগ সূর্যকিরণের
অপগমহেতু শীতল ছিল। উভয়েই দূর হইতে বলয়াকার
বনরাজির বেষ্টনহেতু পরস্পর যেন সংলগ্ন হইয়াছিল।
আর, চতুর্দিকে প্রবল [illegible]মালায় বেষ্টিত বাসরমণি বা
সূর্যই যেরূপ পৃথিবীর (মণিময়) কুণ্ডলস্বরূপ হয়, সেইরূপ
এইরূপ পৃথিবীও প্রবল জলরাশির নবীন প্রবাহযুক্ত
মণিময় কুণ্ডল অর্থাৎ কুণ্ড সমূহের পালন করিতেছিল।।(৭২)
৬৫। সেখানে অতিসরস সুগন্ধিতৃণপূর্ণ গিরিপ্রান্তে কোন
বলবান পশু দুর্বল পশুকে হিংসা করে না বলিয়া ধেনুগণ
নিঃশঙ্কচিত্তে তৃণভক্ষণের লালসায় অলসভাবে চতুর্দিকে
যথেচ্ছরূপে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ
করপল্লবদ্বারা ঈষৎ সঞ্চালিত বস্ত্রাঞ্চলের সহযোগে,
নিখিল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিলাসগৃহের চলার উপযোগী
পতাকাশোভিত নীলমণিময় স্তম্ভের আকৃতি ধারণ করিয়া
সুস্বরে সে পরিপূর্ণ, প্লুত ও দীর্ঘ দীর্ঘ অতিগম্ভীর

সুস্পষ্ট স্বর যোগে অক্ষরসমূহের পুষ্টিবিধান পূর্বক যখনই
তাহাদিগকে 'শবলি! কালি! ধবলে!' ইত্যাদি নামে
আহ্বান করিতেন, তখনই তাহারা একসঙ্গেই তৃণগুল্ম-
প্রভৃতির মর্দনপূর্বক একসূত্রে গ্রথিত পুত্তলিকাসমূহের
ন্যায় একসঙ্গেই, পুনমস্তুলের ভাবে মন্থরগতি সত্ত্বেও
দ্রুতগতি ও দ্রুতচিত্তে গদগদস্বরে হাম্বা-ধ্বনি করিতে
করিতে মন্ত্রবলে আকৃষ্টের ন্যায় ধাবিত হইত।
তখন আবার কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদ্রবিহ্বলচিত্তে
'তোমরা দৌড়িওনা, দৌড়িওনা' এইরূপ বলিলে তাহারা
তাঁহার সেই কলকোমল মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া
ভগবানের আদেশ পালনই সুখকরেই যেন অক্লেশে
ধাবিত হইয়া এককালেই সত্বর গোবর্দ্ধনের
উপত্যকাপ্রদেশের নিকটে সমবেত হইয়াছিল ॥ (৭৩)
৬৬। সেইকালে তিনি মুরলীবাদ্য করিয়া তাৎকালিক
লীলা হইতে বিরত ও ভ্রমর গুঞ্জনে অভিনন্দিত হইয়া,
অকপট সৌহার্দশালী সহচরগণের সহিত গোবর্দ্ধনের
উন্নত প্রদেশ হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়া
গোবর্দ্ধনের বনচারী পক্ষি-মৃগাদি নিখিল জীবগণের
শরীর হইতে তাহাদের চিত্তকে যেন বিচ্যুত করিয়া-
ছিলেন ॥ (৭৪)

৬৭। এইরূপে প্রাতিদিন অব্যাহত কৌতুকের সহিত বহুবিধ বিলাস অনুষ্ঠিত হইলে, সায়াহ্নে সিকতারাশিদ্বারা মনোরম ভূতলে পথে পথে, ব্রহ্মার ও উমা-সহিত শঙ্করের চূড়াস্থিত মণিমালিকার শোভাদ্বারা সুরঞ্জিত, গোচারণকালে ধেনুদলের অনুসরণহেতু শব্দায়মান মনোহর নূপুরযুগলের মণিমঞ্জরীর সহযোগে বিভূষিত ও পাপবিনাশক পরাগপুঞ্জ সুশোভিত পদকমলযুগলের বিন্যাসহেতু পদ্ম ও ধ্বজা প্রভৃতি লক্ষণসমূহের চিহ্নদ্বারা সত্বরই পৃথিবীর ভারবিনাশক পত্রাবলী (ললাট ও বক্ষঃস্থলাদিতে চন্দনাদিরচিত পত্রভঙ্গী) রচনা করিয়া গোবর্ধনের সানুদেশে বিহাররত শ্রীকৃষ্ণ অনুচর ও ধেনুদলের সহিত গৃহে গমন করিতেন ॥ (৭৩)

৬৮। এইরূপ, প্রবৃষ্টকালে মেঘ বারিবর্ষণ-প্রচুর বর্ষাকালে শোভাবিবর্ধনশীল রাত্রিসমূহে শ্রীরাধা-প্রভৃতি গোকুলকুলবধূগণ প্রবলবেগযুক্ত অনুরাগ-পীড়াকে বলপূর্বক সহ্য করিয়া নিজ-নিজ-অন্তরেই বহন করিতেছিলেন। অবস্থায় তাঁহাদের উদার সুবিমল সৌরভশালী

এক অনির্বচনীয় কামভার পূর্ণ পূর্বরাগদশা ত্যাগ করিয়া ~~[illegible]~~ সুকৃতিরাশির পরিপাকহেতু উত্তরোত্তর নানারূপ পরিণাম অবলম্বনপূর্বক পরিশেষে মধুরাখ্যা স্বীকার করিলে, যাঁহার মঙ্গলময় বিধান জীবমাত্রেরই দুর্লভ, সেই যোগমায়াই নিখিল মনোজ্ঞ লীলার আবিষ্কারক ও নিরন্তর রক্ষক শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাস্থানে বারম্বার তাঁহাদের মিলন ঘটাইয়া উক্ত কামভারের সাফল্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ (৭৬)

৬৯। যোগমায়ার পক্ষে এরূপ ব্যাপার বিন্দুমাত্রও আশ্চর্যজনক নহে; যেহেতু তদপেক্ষা ন্যূনা ও নিকৃষ্টা ক্ষুদ্রা চিত্রলেখাই ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণেরও দুর্গম দ্বারকাপুরীমধ্যে অবস্থিত নিদ্রিত ভগবান অনিরুদ্ধকে বহন করিয়া কতিপয় মাসের ~~[illegible]~~ পথ নিঃশব্দে অল্পক্ষণমধ্যেই অতিক্রমপূর্বক উভয়স্থানের জনগণের অলক্ষ্যে ~~[illegible]~~ বাণরাজার পুরীমধ্যে নিদ্রিতা উষার নিকটে লইয়া গিয়াছিল ॥ (৭৭)

৭০। মহাযোগী ভগবানের এই মহাযোগশক্তি যে সেই গোপবধূগণের পতিম্মন্য গোপগণের নিকটে উক্ত বধূগণের ন্যায় রূপ ও আকৃতিবিশিষ্টা এবং

তাঁহাদের প্রতিবিম্বরূপা অপর নারীগণকে আনয়নপূর্বক, অযাচিত দূতীভাব ধারণ করিয়া সমাগমসময়ে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় অঙ্গসঙ্গ লাভ করাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীরূপে অবতীর্ণা সেই সুন্দরীগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? আর, এইরূপ সিদ্ধান্তসম্মতরূপে গোপবধূগণেও শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত এই লীলাকে সকল প্রকার বৈদগ্ধ্যবিলাসই পরিপুষ্ট করিয়া থাকে ॥ (৭৮)

৭৯। বস্তুতঃ কেলির তারতম্যানুসারেই তদ্গত সুখেরও তারতম্য ঘটে; যেহেতু নিত্যসিদ্ধত্ব হেতু কলঙ্কবিমুক্ত শ্রীরাধা-মাধবের এই কেলিকলাবিয়োগ-বিশেষ হেতু উদিত হয় নাই। পরন্তু যাঁহারা বাৎসল্য-রসের আশ্রয়রূপে প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সদ্যোজাত স্তন্যপায়ী বালকের ন্যায় রতি ধারণ করেন, তাদৃশ কতিপয় নিষ্পাপ ব্যক্তির নিকটে যে, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ মধুর রসবিলাস অজ্ঞাত ছিল, ইহা তাঁহাদের তাদৃশ রসেরই বাস্তব স্বভাব; ইহাতে যোগমায়ার মায়া-বৈভব স্বীকৃত হয় না ॥ (৭৯)

১২। উদয়স্থায় নয়নোৎসবদায়িনী, সৌভাগ্য-
রত্নবর্ষিণী, কোন পরমমাঘশুক্লা রজনীতে
নিবিড় তমালমালার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালাদ্বারা
সর্বত্র শ্যামল ভাবের সঞ্চার হইলে, প্রাণবল্লভ কর্তৃক চিত্তে
আকর্ষণহেতু বৃষভানুনন্দিনী নবীন সংযম উপ-
ভোগ করিবার নিমিত্ত সযত্ন ও সরল হৃদয়ে অভিসার
করিয়াছিলেন। তৎকালে অনুচরীগণ সর্বতোভাবে
তাঁহার উক্ত আনন্দরসের অনুভব করিলে, তিনি
প্রথম অভিসারের সম্ভ্রমহেতু পরম সৌন্দর্য
ধারণ করিয়া যোগমায়াকর্তৃক প্রদর্শিত নিঃশব্দ-
পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পূর্বজাত সমুচিত
সাহসদ্বারা ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের বশীকারিণী, অগ্র-
গামিনী, চিরকালীন অনুরক্তিরূপা কোন দূতীই তৎকালে
তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। এইরূপে তিনি নীলবর্ণ
অংশুবসন ও কাঁচুলী পরিধান করিয়া কস্তুরীদ্বারা
অঙ্গলেপনপূর্বক যাত্রা করিলে, তাঁহার চিত্তে
প্রথমাভিসারকালীন [illegible]রূপ পঙ্ক হইতে উৎপন্ন সদ্ভাবের
সঞ্চারকারী লজ্জার উদয় হয় নাই; "আমি কীহেতু
কোথায় যাইতেছি" এরূপ জ্ঞানও তাঁহার ছিলনা।

আর, তিনি তৎকালে স্বীয় তীব্রতর চাঞ্চল্যকে নিন্দাও করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অভিসারের সূচক বিলক্ষণ-লক্ষণযুক্ত শুভ সময়েই নিজেও অভিসারের উৎসব কল্পনা করায় বস্তুতঃ তাঁহার ও শ্রীরাধার চিত্তদ্বারাই সঙ্কেতস্থান নির্বাচিত হইলে প্রেম-রূপী কন্দর্পের অভিজ্ঞতাই উক্ত স্থানের পরিচয় ও প্রদর্শন করিয়াছিল ॥ (৮০)

অন্বয় - অহো হন্ত (হায়! [তিনি]) উরুস্তম্ভে (উরুযুগলের স্তব্ধতার উদয় হইলে) প্রিয়সহচরীদত্ত-হস্তাবলম্বা (প্রিয়সহচরীর প্রসারিত হস্ত ধারণ করিয়া), অশ্রুস্যন্দে (অশ্রুধারার বর্ষণহেতু) পদাবিহরণে (পদসঞ্চালন-বিষয়ে) বর্ত্মনঃ বিত্তিশূন্যা (পথ জানিতে না পারিয়া [এবং]) কম্পেন (স্বীয় গাত্রকম্পন-হেতু) আলীকরকিসলয়ং (সহচরীর করপল্লব) কম্পয়ন্তী (কম্পিত করিয়া) ইতি কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টসহকারে) প্রিয়গৃহং (প্রিয়তমের গৃহে) আযাতা অপি (আগমন করিয়াও) নিবর্ত্তুম্ ঐচ্ছৎ (প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন) ॥ ১১ ॥ (৮১)

এইরূপ, সখীবৃন্দে (সখীগণ) প্রয়াতি (তাঁহাকে

শ্বশুর চলিতে বলিলে [তিনি]) হঠাৎ (হঠকারিতার
সহিত) মান্দ্যম্ অবলম্বতে (ধীরে ধীরে চলেন);
যদি বা (যদ্যপি) কিঞ্চিৎ চলতি (কিয়দ্দূর অগ্রসর
হন, [তথাপি আবার]) ভূয়স্তরাং বিনিবর্ততে (অনেক
পথ ফিরিয়া আসেন; [আর]) হৃদি (চিত্ত) সমুৎ-
কণ্ঠিতে অপি (উৎসুক্যযুক্ত হইলেও) বহিঃ (বাহিরে)
মুহুঃ (বার বার) বাম্যম্ ঈহতে (বামভাবই প্রকাশ
করেন); হি, বামাঃ (নারীমাত্রেরই) কামং প্রকৃতি-
কুটিলাঃ (স্বভাব অতিশয় কুটিলই হয়; [অতএব])
নবাঃ কিল পুনঃ কিম্ (নবীনাদের কথা আর
কী বলিব) ॥ ১২॥ (৮২)

অন্বয়, প্রণয়সহচরীভিঃ (প্রণয়সখীগণ) প্রার্থনা-
চাটুবাক্যৈঃ (প্রার্থনাযুক্ত তোষামোদ [ও]) প্রসভ-
রভসয়া চ (প্রবল হঠকারিতা সহকারে) কান্তগৃহং
প্রাপিতা (প্রিয়তমের গৃহে লইয়া গেলে)
তনুমধ্যা (সুন্দরী শ্রীরাধা) অপরিচিতরতশ্রীসংস্তা-
বাদরায় (অপরিচিতা রতিলক্ষ্মীসংসর্গের প্রতি
অনাদর প্রদর্শনের নিমিত্ত) হ্রীসখীসন্নিয়োগং (লজ্জারূপা
সখীর সদুপদেশই) ব্রতম্ উত (রক্ষা করিয়াছিলেন)॥১৩॥
(৮৩)

অনন্তর, সখীষু গচ্ছন্তীষু (সখীগণ চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে) গন্তুমনসঃ তস্যাঃ (তিনিও চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলে) সত্যাং (তাঁহার হওয়াতে) কৃষ্ণেন হৃতে (শ্রীকৃষ্ণ অঞ্চল ধারণ করায়) তস্য (তাঁহার) স্পর্শরসাৎ (স্পর্শসুখ লাভ করিয়া [শ্রীরাধার]) মনসা (চিত্ত) চেৎ (যদি সখীগণ) স্থিতৌ (তথায় থাকিবার) স্পৃহা অসাবি (ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, [তখনই]) 'মা যাত' ('হে সখীগণ তোমরা চলিয়া যাইও না' ইতি মনোহনুলাপসূচকৈঃ (চিত্তের এইরূপ স্বগত বাক্যের সূচক) ভ্রূভঙ্গৈঃ (ভ্রূভঙ্গীসমূহ দ্বারা) বারিতাঃ (নিবারিতা হইয়া) সখ্যঃ (সহচরীগণ) প্রাপ্তাশ্বাসতয়া এব (আশ্বাস প্রাপ্তিহেতুই) কেলিভবনদ্বারি এব (ক্রীড়াগৃহের দ্বারেই) অভবন্ (অপেক্ষা করিতে লাগিলেন)॥ ১৪॥ (৮৪)

অনন্তর, কৃষ্ণে পশ্যতি (শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে [তিনি]) লোচনে (নয়ন দুইটি) মুকুলয়তি (মুদ্রিত করিতেছিলেন), স্বাগতং আপৃচ্ছতি ([শ্রীকৃষ্ণ] স্বাগত সম্ভাষণ করিলে [তিনি]) তূষ্ণীম্ এব শৃণোতি (নিঃশব্দেই তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, [শ্রীকৃষ্ণ])

সংস্পৃশতি চ (স্পর্শ করিলে [তিনি]) স্বৈরং (স্বেচ্ছায়)
পরাবর্ততে (বিপরীতমুখে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেন);
তৎ (ঐ সকল কার্য) ত্রাসাৎ ন (ভয়ে নহে), অবহিত্থয়া
ন চ (নিজ-ভাব-সম্বরণ হেতু নহে), ব্যাজেন বামেন বা ন
(কিছু ছল-বশতঃ অথবা বামভাব-বশতঃও নহে, [পরন্তু])
হি (যেহেতু) বালানাং (কিশোরী ~~কুমারী~~ জনের) হৃদি (হৃদয়ে) অভিলাষবতি অপি (সম্ভোগের অভিলাষ সত্ত্বেও) ~~হি (যেহেতু)~~
স্বভাবঃ প্রায়ঃ সঃ (স্বভাবটিই প্রায়শঃ ঐরূপ, [illegible] ভাবেই
~~স্বয়ং~~ প্রকাশ করে)॥ ১৫॥ (৮৫)

~~অত এব~~ নতাঙ্গী (সুন্দরী শ্রীরাধা [তৎকালে]) যৎ যৎ
প্রাতিকূল্যং (যে যে প্রাতিকূল ভাব) উপনয়তি
(প্রকাশ করিতে লাগিলেন), তৎ তৎ (তৎসমুদয়)
কৃষ্ণকৌতুকায় কিল (শ্রীকৃষ্ণের কৌতুকেরই কারণ)
প্রভবতি (হইতে পারিল ~~হইল~~)। যাবৎ (যতক্ষণ পর্যন্ত) তদীয়ং
(দুর্লভ পদার্থের) দুর্লভত্বং ন ব্যভিচরতি (দুর্লভত্বের
ব্যতিক্রম না ঘটে), তাবৎ এব (ততক্ষণই) দুর্লভঃ
(দুর্লভ) পদার্থঃ (পদার্থ) রময়তি হি (নিশ্চিতভাবে
সুখ দান করে)॥ ১৬॥ (৮৬)

এইরূপ, দয়িতে (প্রিয়তম) আলিলিঙ্গিষুং (আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত

ধৃতবর্তৌ (ইচ্ছা প্রকাশ করিলে) নতভ্রূঃ বালা (কিশোরী ~~সুন্দরী~~ ভ্রূযুগল নত করিয়া) ~~শ্রীরাধা~~ কৌলিতল্পাৎ (কোলিশয্যা হইতে) উত্থায় (উঠিয়া) গন্তুং অভিলষ্যতি (চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন); তথাপি (এ অবস্থায়ও) তস্য (শ্রীকৃষ্ণের) মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তে সন্তোষেরই) অজনি (উদয় হইতেছিল); হি (যেহেতু) মনৈঃ সান্দ্রৈঃ এব (উজ্জ্বল রত্নের) সান্দ্রৈঃ এব (সমান্ধীই) তমসঃ (অন্ধকারের) অপহৃতৌ (বিনাশের নিবৃত্তির কারণ হয়) ॥১৭॥ (৮৭)

এইরূপ অবস্থায়, আলীনাং শপথৈঃ (সখীগণের শপথসমূহদ্বারা) যৎ (যাহা) ন নির্মমে (নিষ্পাদিত হয় নাই), হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) অনুনয়ব্যাহারমন্ত্রৈঃ চ নো (অনুরাগ বচন ও মন্ত্রণাদ্বারা যাহা হয় নাই, [কিংবা]) বৈভববতঃ (অমিতপ্রভাবশালী) কন্দর্পস্য চ (কন্দর্পের) বাণেন চ (বাণদ্বারাও) ন এব (যাহা সম্ভবপর হয় নাই), প্রৌঢ়সখী ইব (সুনিপুণা সখীর ন্যায়) একা কাদম্বিনী (একমাত্র মেঘমালাই) বিদ্যুদ্দাম-স্ফটা কটাক্ষ কটুভিঃ (বিদ্যুৎপুঞ্জের বিকাশরূপ কটাক্ষ-সহযোগে তীব্রভাবাপন্ন [হইয়া]) ক্রোধোর্জিতৈঃ

(প্রেমাই প্রদীপ্ত) গর্জিতৈঃ (গর্জন দ্বারাই) তাং (শ্রীরাধাকে)
তস্য (শ্রীকৃষ্ণের) কণ্ঠং অনয়ৎ (কণ্ঠে আলিঙ্গনাবদ্ধা
করিয়া সেই কার্য সাধন করিয়াছিল)॥১৮॥ (৮৮)

৮৩। অনন্তর পরম দুর্লভত্ব ও রসদায়কত্বহেতু মনের
দ্বারাও উপার্জনের অযোগ্যা মানিনী শ্রীরাধা অকপট-
ভাবেই তীব্রহেতু উপস্থিত মহাভীতিহেতু অথবা
উদ্বেগদ্বারা পীড়িতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমেই উৎকণ্ঠান্বিতই
তাঁহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিলে ব্রজরাজকুমার
সে সময় হইতেই মনোরম শোভাশালী নিজ-ভুজ-বেষ্টন-
দ্বারা সবেগে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক তদ্ভাবেই
অবস্থান করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন। তখন
মনে হইয়াছিল যে, অকস্মাৎই কোনস্থান হইতে
কেহ যেন মঙ্গলময়ী চন্দ্রকলাই আনিয়া হাতে তুলিয়া
দিয়াছেন, কেহ যেন কামনাব্যতিরেকেই ভ্রমরকর্তৃক
অস্পৃষ্টা, হস্তদ্বারা আকর্ষণের অযোগ্যা, অতিসৌরভ-
সমৃদ্ধা, আবরণের অযোগ্যা ও হর্ষদায়িনী কোন
একটি পারিজাত-পুষ্পের মালাই আনিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে
কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন, কিম্বা কেহ যেন অতিশয়
আনন্দপ্রবাহিনী সুধারসের ধারাই কোন কথা না বলিয়া

বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিয়াছেন ॥ বস্তুত: তাঁহার এইরূপ আলিঙ্গনকালে আনন্দজনিত জড়তাব্যতীত আর কিছুই বোধগম্য হয় নাই ॥ (৮৯)

৭৪। অনন্তর সহচরীগণ অতিশয় হাস্যসহকারে কটাক্ষসহযোগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া মনের কষ্ট পরিহারপূর্বক নিজ-নিজ অভিলাষ সফল মনে করিয়াছিলেন। অবস্থায় তাঁহারা অপরিমিত সম্মানসহকারে মেঘের সেই প্রবল গর্জনের গৌরবের কথা নিজ-সখীকে বারম্বার শ্রবণ করাইয়া সঙ্কোচের সহিত পূজা করিয়াছিলেন ॥ (৯০)

৭৫। হে মেঘ! তুমি ধন্য ও বস্তুতঃই বরদ (জল-দাতা, অর্থান্তরে সুখদাতা); আর, তোমার তুল্যবর্ণ এই শ্রীকৃষ্ণ ও এই দামিনীদ্যোতীয়া পরমসুন্দরীগণের মিলনসম্পাদনহেতু বস্তুতঃই তুমি গৌরবভাজন হইয়াছ; যেহেতু পরমসৌভাগ্যশালী তুমি আমার অনুনয়ের অযোগ্য ও স্নেহশূন্যা এই শ্রীরাধাকে হুঙ্কারমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে

আবদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছ।" যদিও তৎকালে
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শ্রীরাধার নিকটে রসের সমুদ্রের
ন্যায়ই মনে হইতেছিল, তথাপি সখীগণের তাম্বূল
পরিহাসবাক্য তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষের
ন্যায় বিদ্ধ হইলে তিনি নির্ভয়ে প্রচুর আগ্রহের সহিত
শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূল বক্ষঃস্থল হইতে বহির্গতা হইবার
ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন দীপ্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ
হর্ষভরে বলপূর্বক সুরতলীলাশাস্ত্রোক্ত প্রণালী-অনুসারে
বিশেষ বিশেষ স্থানে ধারণ করিয়া তাঁহার গণ্ডদেশে
চুম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার বিচিত্র লতাবলির উল্লসনে
যেরূপ পত্র ও অঙ্কুররাজির ভঙ্গ হয় না, উক্ত চুম্বনেও
সেইরূপ গণ্ডস্থলে অঙ্কিত পত্রাঙ্কুররাজির ভঙ্গ
হয় নাই। অনন্তর তিনি তাঁহার নয়ন চুম্বন করিলেন।
যমুনার জলে যেরূপ কজ্জলের শোভার ম্লানিজনক
হয়, উক্ত চুম্বন-নয়নবর্তী কজ্জল শোভার সেরূপ
ম্লানিজনক হয় নাই। ইহার পর তিনি তাঁহার
অধর পান করিলেন। ভক্তিরসে রসিক পুরুষের
হৃদয় যেরূপ দোষরাশির অসম্পৃক্তরূপে প্রত্যক্ষ হয়,
এই অধরপানেও সেইরূপ অধরের লাক্ষারাগ অক্ষত-

রূপেই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলায় যেরূপ
কলঙ্কচিহ্ন লক্ষিত হয়না, শ্রীরাধার দেহেও সেইরূপ
শ্রীকৃষ্ণের নখদন্তাঘাতের স্থানসমূহে কোনরূপ
চিহ্ন দেখা যাইতেছিলনা। সুপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের
পূজায় যেরূপ সর্বদা আমোদকর অর্থাৎ সৌরভজনক
পত্রপুষ্পের সমর্পনহেতু অতিশয় উৎকর্ষের উদয় হয়,
তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার স্তনযুগলের মর্দনেও
সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের হর্ষজনক করপদ্মের সংস্পর্শে
সর্বোৎকর্ষেরই সঞ্চার হইয়াছিল। শুক্তিপুটে
মুক্তাবলি যেরূপ অক্ষুন্ন থাকে, শ্রীকৃষ্ণকৃত
আলিঙ্গনেও শ্রীরাধার মুক্তার হার অক্ষুন্নই ছিল।
স্তনযুগলের অধোদেশস্থিত লোমরাজীতে
শ্রীকৃষ্ণের করচালনা, বিষম ভুজঙ্গীর ধারণের
ন্যায় সাহসেরই পরিচয় দিয়াছিল। শ্রীরাধার
নাভিহ্রদের প্রান্তভাগে হস্তপ্রদান তীর্থজলের ন্যায়
স্পর্শমাত্রেই কৃতার্থতার জনকরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল।
আর, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তৎকালে শ্রীরাধার
নীবিবন্ধনের মোচন মোক্ষদশার ন্যায়
দুঃসম্পাদই হইয়াছিল॥ (২১)

৭৬। ব্রহ্ম যেরূপ 'নেতি নেতি' ইত্যাকার অতন্নিরসন-
ক্রমেই সিদ্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদিত হ'ন, তৎকালে শ্রীরাধার
বাক্যও সেইরূপ 'নেতি নেতি' (অর্থাৎ 'না, না, এরূপ
করিবেন না') এইরূপ নিষেধক্রমেই সিদ্ধ হইয়াছিল।
তাঁহার কটাক্ষবিক্ষেপ বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রকাশমাত্রেই
লয়প্রাপ্ত হইতেছিল। গিরিনির্ঝরের জল যেরূপ 'উৎস-
মধ্যে বাহিত' হইয়া অনল্প অর্থাৎ প্রভূত (রূপে আবদ্ধ বা আবর্তিত হয়,
শ্রীরাধার তৎকালীন দৃষ্টিপাতও সেইরূপ 'উৎসবে'
অর্থাৎ রতি-লীলায় 'আহিত' অর্থাৎ অর্পিত হইয়া
অনল্প অস্র অর্থাৎ অশ্রুযুক্ত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনের
সানুদেশস্থিত 'কটক' অর্থাৎ নিতম্বভাগ যেরূপ (বেত্র-
প্রভৃতির) শব্দযুক্ত ও মণিময়, শ্রীরাধার করকমলেও সেইরূপ
মণিময় 'কটক' অর্থাৎ বলয়সমূহ শব্দ (ধ্বনি) করিতেছিল।
বর্ষাকালে পর্বতে যেরূপ 'অভঙ্গুর' অর্থাৎ অখণ্ড
'পয়োধর' অর্থাৎ মেঘ শোভা পায়, শ্রীরাধাকর্তৃক
আলিঙ্গনেও সেইরূপ 'অভঙ্গুর' অর্থাৎ অপাতিত
'পয়োধর' অর্থাৎ স্তনযুগল শোভা পাইতেছিল।
আর, মলয়বায়ু যেরূপ মৃদু মৃদু স্পন্দিত হয়, বসন্ত-
কালীন সূর্যকিরণে যেরূপ ঈষৎ ঘর্মজলের সঞ্চার হয়,

পল্লবরাজি যেরূপ মৃদুমন্দ লীলায় আকর্ষরূপ
কম্পনযুক্ত এবং তড়াগে যেরূপ বিপুলভাবে 'কঁ' অর্থাৎ
জলের ভঙ্গী বা তরঙ্গ লক্ষিত হয়, ~~সেইরূপ~~ শ্রীরাধার
দেহও সেইরূপ তৎকালে মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতেছিল,
ঈষৎ ঘর্ম্মজলকণায় সিক্ত হইতেছিল, মৃদুলীলাসহকারে
উহার কর কম্পন হইতে লাগিল এবং তৎকালে বিলক্ষিতরূপে
পুলকের ও স্বরভঙ্গের উদয় হইয়াছিল।। (৭২)

৭৭। অনন্তর, প্রিয়বল্লভা শ্রীরাধা স্বীয় কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন
লাভ করিয়া অতিশয় লজ্জাভরে অবনতা হইয়াছিলেন,
নবযৌবনের আবেশে নূতনরূপে প্রগাঢ় ~~রসবেগ~~ রস
(আনন্দ-বেগ) সহ্য করিতেছিলেন, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অস্থিরতা
প্রকাশ করিতেছিলেন এবং প্রিয়তম কর্ত্তৃক দৃঢ়
আলিঙ্গন হেতু কোন রসবিশেষের আবেশেই যেন
অভিভূতা হইয়াছিলেন। অবস্থায় দ্বারের প্রান্ত-
দেশে লুক্কায়িতা সখীগণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে
দেখিতে পরস্পর এরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন।। (৭৩)

'সখি (হে সখি!) কিশোরয়োঃ (এই কিশোরী ও
কিশোরের) অয়মু অয়ং (এই) সুরতোৎসবঃ
(সুরতোৎসবও) নবকিশোরবরঃ (নবীন কিশোর-

~~হাস~~ হাস্যরূপেই) ভাতি (শোভা পাইতেছে, [আর])
ইহ (এই উৎসবে) অয়ং (এই) মনোভব: (কন্দর্পও)
প্রতিপত্তিবিমূঢ়তাং গত: ইব (কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের
ন্যায়ই) প্রতিভাতি (পরিলক্ষিত হইতেছে) ॥১৯॥ (৯৪)

আর, এই প্রিয়বয়স্যার —

চিরমনোরথঃ (চিরকালীন মনোরথ) চিরাৎ এব
ফলন্ (দীর্ঘকালপরে ফলিত হইয়া) ফলভরেণ
(ফলের ভারে) মনঃ কদর্থয়ন্ ইব (মনকে যেন
পীড়িত করিতেছে)। অহো (হায়! [ইহা])
সুখতয়া অপি দুঃখতয়া অপি চ (সুখ ও দুঃখ
উভয়রূপেই অর্থাৎ বর্তমানে ফলিত হওয়ায় সুখহেতু
এবং পূর্বে ফলিত না হওয়ায় দুঃখহেতু) দুঃসহঃ এব
ভবতি (দুঃসহই হইতেছে) ॥২০॥ (৯৫)

৭৮। অনন্তর নিজের পরাজয়যুক্ত সেই রতিযুদ্ধের শ্রম-
বশতঃই শ্রীরাধার শ্বাস দীর্ঘ ও প্রবল ভাবে বহিতে
লাগিল, কেশপালি শিথিল হইয়া পড়িল; তখন
তিনি বিচ্যুত নীবীবন্ধনকে মূলধনের ন্যায় হস্তদ্বারা ধারণ
করিতেছিলেন। তাঁহার একাবলীনামক হারসমূহও
বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ও সুরতযুক্ত

হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার কেশপাশ বন্ধনপূর্ব্বক রজ্জুদ্বারা নীবী আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আর, মুক্তাহারটি পুনরায় গাঁথিয়া দিয়া নির্ম্মল করকমল-দ্বারা তাঁহার ঘর্ম্মজল মুছিয়া দিলেন। অতঃপর সহচরী-গণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবচনে সরসভাব ধারণ করিতে দেখিয়া প্রণয়যুক্ত মৃদুহাস্যমিশ্রিত দৃষ্টিপাতরূপ পরিচর্য্যার উৎসবদায়িনী কৃষ্ণকথার সহিত তাঁহার সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন॥ (৭৬)

৭৭। অতঃপর চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা ঈষৎ যেন হ্রীভরে নতমুখে অবস্থান করায় সখীগণের মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না; তথাপি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষদ্বারা তাঁহাদিগকে দেখিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন — "সখি! এস, শুয়ে যাই; রাত্রির একপ্রহর মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। রতিকলাগুরু এই নাগরের নিকট হইতে উদ্যমসহকারে বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গনাদি ব্যাপার শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আর শিষ্যত্বগ্রহণের প্রয়োজন নাই; অতএব আর, বিলম্ব কর কেন এবং এই কেলিশয্যাই বা ত্যাগ করনা কেন?" সখীগণ পরিহাসমূলক হাস্য-

সহকারে এরূপ বলিলে শ্রীরাধা কপট[illegible]যুক্ত কুটিল ভ্রুভঙ্গীর সহিত আলস্যবিলোড়িত সুকোমল হস্তের মধ্যাংশে কেশরাশির সৌরভযুক্ত মাল্যদ্বারা তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার তৎকালীন অলোক লাবণ্যরাশিকে স্বীয় সরস চিত্তদ্বারা স্তুতি করিতেছিলেন। এতদ্সময় তিনি কৃত্রিম কোপভরে বাহিরে কঠোর ভাব প্রকাশ করিলেও আন্তরিক সরসতার সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন — হে মনস্বিনীগণ! আমি এখন তোমাদের ন্যায় কন্দর্পনাট্যের নায়িকাগণের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়াছি এবং স্বাধীনতাও বিসর্জন দিয়াছি। সেইহেতু তোমরা সৎপথের বা অসৎপথের মধ্যে যাহাকেই যোগ্য বলনা কেন, আমি দেবতার বাক্যের ন্যায় তোমাদের সেই বাক্যানুসারে সেই পথেই চলিব। সেইহেতু সম্প্রতি আর কোন আমার কর্তব্য বাকি কে মোহাচ্ছন্ন করিতেছ? এইস্থানে কোন নারীই বা না আসিয়াছে, আর এখনও কে না আসিতেছে?

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এরূপ সুকোমল

বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়া, সন্তাপনাশক সুদুর্লভ আনন্দরসে
চিত্ত আর্দ্র হইলেও অতৃপ্তিহেতু হৃদয়ের দুর্ভাবনা-
সহকারে এরূপ বলিয়াছিলেন- "হে সুন্দরীগণ!
তোমাদের ন্যায় মঙ্গলশীলাগণের অনুগ্রহে আমি
ইঁহার বাক্যসুধা পান করিয়া বিষাদমুক্ত হইলাম।"
তৎপর তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতিই প্রণয়প্রদর্শন-
পূর্বক পারিতোষিকের ন্যায় আলিঙ্গন বিতরণ করিলে,
শ্রীরাধা তদ্দর্শনে হৃদয়ে সন্তুষ্টা হইয়া পরিহাসমিশ্রিত
বাক্য দ্বারা যেন অমৃতবিন্দু বর্ষণ করিতে করিতে
মধু অপেক্ষাও পরমমধুর এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন—
"এখন তোমাদের চিত্তসন্তাপ নিশ্চয়ই দূর হইয়াছে,
আর বোধ হয় আমার প্রতি দোষারোপ, কিম্বা
পরিহাস প্রকাশ করিবেনা!?" (৯৭)

৮০। তৎকালে সেই সহচরীগণও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত
সুখ লাভ করিয়া, যদিও পূর্বে নিজসখীর সুখদর্শনেও
এরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, তথাপি সম্প্রতি নিজেদের
অনুভবহেতু সেই অতীত সুখকেই বর্তমানের
ন্যায় অনুভব করিলেন ॥ (৯৮)

৮১। অতঃপর সেই রজনী কান্তিসহযোগে শ্রেষ্ঠা হইলেও

একপ্রহরমাত্র সময়ের অবশেষহেতু দোষভাগিনী হইয়া 'দোষা' এই নামটিকে যথার্থরূপেই ধারণ করিয়াছিল; যেহেতু তৎকালে সেই প্রিয়সহচরীগণ বিষণ্ণচিত্তে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্দির হইতে নিজগৃহে গমন করিয়াছিলেন ।। (৯৯)

৮২। অনন্তর পরমশোভাময়ী সেই রজনীর প্রভাত হইলে শ্যামপ্রেমী শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া তাঁহার অন্যভাববিদর্শনে বিস্মিত হইয়া, উজ্জ্বল হাস্য করিলে অধর তাঁহাকে সমুজ্জ্বল করিলে, চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জাতুরা হইয়া অধোমুখে অবস্থান করায়, কেবলমাত্র নবমনোরম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-হেতুই এইরূপ শোভাশ্রীর উদয় হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া নিজেকে অপার ভাগ্যবতী মনে করিয়া কোমল-কণ্ঠে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ।। (১০০)

১০১। 'অয়ি সকলকলানিপুণে! কীহেতু অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া তোমার এরূপ বিচিত্রলক্ষণযুক্ত লজ্জা জনগণের অননুভূতা ও সকলেরই হর্ষোৎসবকারিণী অবস্থা ধারণ করিয়া তোমার চিত্তে পীড়া দান করিতেছে? ।। (১০১)

এইরূপ, তে (তোমার) অলসবলিতং (আলস্যবিজড়িত) অঙ্গং (অঙ্গসমুদয়) স্বাবসাদং (নিজের অবসাদ) ব্যনক্তি (ব্যক্ত করিতেছে); মৃণালীকন্দলং ইব (মৃণাল কোরকের ন্যায় সুকোমল) দোর্দ্বয়ং (বাহুযুগল) ম্লাপিতং (বিশেষ-ভাবে ম্লানিযুক্ত হইয়াছে); এতৎ (এই) দশনবসনং (ওষ্ঠ ও অধর) নীরসং (নীরস অর্থাৎ শুষ্ক ভাব ধারণ করিয়াছে [এবং]) গণ্ডপালী (গণ্ডযুগলের) লুলিত-ললিতপত্রা (মনোরম পত্রভঙ্গী মর্দিত হইয়াছে)! তব (তোমার) এষঃ কঃ প্রক্রমঃ (এ কী বিচিত্র ভঙ্গী!) ॥২১॥ (১০২)

বিশেষতঃ, অদ্য (অদ্য) ত্বং (তোমাকে) বাতরুগ্ণা (বায়ুবেগে আক্রান্তা) অভিনবলতিকা ইব (নবীন লতার ন্যায়), মত্তেভেন ভুগ্না (করিরাজকর্তৃক বিদলিতা) নবনলিনী ইব (নবীন পদ্মবনরাজির ন্যায় [এবং]) মদমধুপেন ধূতা (মদমত্ত মধুকরকর্তৃক কম্পিতা) মৃদুতরনবমালিকা ইব (সুকোমল নবমল্লিকার ন্যায়) বিলক্ষ্যসে (দেখা যাইতেছে)! ॥২২॥ (১০৩)

প্রণয়িনি সখি (হে প্রিয় সখি!) চিরং অভিলষ্যমানঃ এব (তুমি চিরকাল যাঁহার অভিলাষ করিয়াছ, [সেই রূপ]) কঃ অপি (কোন এক) সুদুর্লভঃ হি (সুদুর্লভ পুরুষকেই)

লব্ধঃ অপি (লাভ করিয়াছ কি)? [অথ] অন্যথা (তাহা না হইলে) অস্মদাদেঃ (আমাদের সখীগণের) ইয়ং (এই) ভাগ্য কল্পবল্লী (সৌভাগ্য-কল্পলতা) কথং ফলবতী (কীরূপে ফলবতী হইল)?॥২৩॥ (১০৪)

৮৪। লাস্য এইরূপে প্রীতিভরে প্রভূত আদর ও সাহসের সহিত ধন্যবাদ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে, কপটশূন্যা শ্রীরাধা স্বচ্ছচিত্তে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া আদরযুক্ত হাস্য ও প্রভূত বিস্ময় প্রকাশপূর্বক বলিলেন—লাস্যে! আমি কী বলিব!

নলিনাক্ষি (হে কমলনয়নে!) অহং (আমি) ক স্থিতা (কোথায় ছিলাম), ক (কোথায়ই বা) চলিতা (চলিয়াছিলাম), ক চ বা সঃ পন্থাঃ (সেই পথই বা কোথায় ছিল), কেন (কে-ই বা [আমাকে]) তদীয়-পার্শ্বং (তাঁহার নিকটে) নীতা অস্মি (লইয়া গেল, [আর]) ময়ি (আমি) তত্র (সেখানে) সমেত বত্যাং (যাইবার পরে) কিং বা বভূব (কি-ই বা ঘটিয়াছিল; [তাহা]) যদি (যদি) অহং (আমি) জানামি (জানিতাম), তদা (তাহা হইলে) ভবতী (তুমি [তাহা]) ন বেত্তি (জানিতে না কি)?॥২৪॥ (১০৫)

বিশেষত:, [হে সখি!] সম্ভাবনাভাবত: (সম্ভাবনার অতীত বলিয়া) যত্র (যে বিষয়ে) মনস: ব্যাপার: চ (চিত্তবৃত্তিরও) ন গত: (প্রবেশ হয় নাই), যৎ (যাহা) স্বপ্ন: কিং ([তৎকালে] ইহা কি স্বপ্ন,) অথ ইন্দ্রজালং (কিম্বা ইহা কি ইন্দ্রজাল,) অথবা (অথবা) মে (আমার) সুদীর্ঘা এব ভ্রান্তি: (দীর্ঘকালস্থায়ী ভ্রমই হইতে পারে — [এরূপ প্রতীত হইয়াছিল, আর]) তৎ কিং স্বাদি (তাহা কি আনন্দজনক)? কিং আর্ত্তিদং (কিম্বা পীড়াজনক)? কিং উভয়ং (অথবা, আনন্দ ও পীড়া, উভয়েরই জনক)? কিং বা তৎ ন (অথবা, আনন্দজনক ও নহে), অপি (এবং) তৎ ন (পীড়াজনক ও নহে ? [এইরূপে]) চেতো বিক্রান্তিকারকং চ (চিত্তের বিহ্বলতাজনক [ও]) মনস: (মনের) মূর্চ্ছাকরং চ অভবৎ (মূর্চ্ছাজনক হইয়াছিল)? ।। ২৫।। (১০৩)

৮৫। অতঃপর শ্যামা পরিহাসের সহিত হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন — "হে নীলপদ্মলোচনে! ইহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে; যেহেতু —

কৌলিকলাধ্যয়নকৌশলং (কৌলিকলায় অধ্যয়নজনিত পাণ্ডিত্য) একদা এব ন সাধ্যং (একদিনেই সিদ্ধ হয়না); অত: (এইহেতুই) ভবতী (তুমি) কিমপি (কিছুই)

ন বিবেদ (জানিতে পায় নাই)। সখি (হে সখি!) অত:
(এইহেতু) যদি (যদি) বিজ্ঞতমা বুভুক্ষু: অসি (অতিশয়
বিজ্ঞতালাভের ইচ্ছা কর, [তাহা হইলে]) বিলাসগুরো: সকাশাৎ
(সেই লীলাবিলাসাভিজ্ঞ গুরুর নিকটে) যত্নাৎ
(যত্নসহকারে) ভূয়: অধীষ্ব (পুনর্বার অধ্যয়ন কর)॥২৬॥
(১০৭)

৮৬। অতঃপর সৌভাগ্যসারসমৃদ্ধা শ্রীরাধা অতিশয়
রঙ্গসহকারে অতিমধুর ভাবে বলিলেন —
'সুমুখি (হে সুন্দরি! সুমুখি [আমি]) অত: পরং (ইহার
পর আর) তদীয় পার্শ্বং (তাঁহার নিকটে) ন যামি
(যাইব না), দূরাৎ (দূর হইতেই) অমো (তাঁহাকে)
নয়নবর্ত্মনি বর্তনীয়: (নয়নপথের পথিক করিব),
ভবতী এব (তুমিই) তত: (তাঁহার নিকট হইতে)
অধীতু (পাঠ গ্রহণ কর); তে (তোমার) তৎ
(অধ্যয়নজনিত) পাণ্ডিত্যম্ এব (পাণ্ডিত্যই) মম
(আমার) মনস: রসদং স্যাৎ (চিত্তের সুখদান করিবে)॥২৭॥(১০৮)

৮৭। তৎকালে শ্রীরাধা পরিহাসমিশ্রিত শুভ্র হাস্যের
কিরণপ্রভাদ্বারা ওষ্ঠ ও অধর উজ্জ্বল করিয়া এইরূপ
বলিলে ললিতা মধুর স্বরে বলিলেন - 'হে সখি শ্রীরাধে!
মাননীয়া তুমি রসপাঠের উপদেশদ্বারা সঙ্কেত কার্য্য
করিয়াছ॥ (১০৯)

Pages 128

No. 8

অন্বয়-অনুবাদ [illegible] মাত—১০নং

শ্রীসদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয় ও যথানুবাদ
একাদশ স্তবক (Contd).

[কিন্তু], অত্র (এই গুরুর নিকটে) যয়া (যিনি) প্রথমং
(সর্বাগ্রে) শিষ্যায়িতং (শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন),
তদীয়-ভক্ষে (তিনিই যদি শিক্ষায় বিরতা হ'ন, [তাহা হইলে])
অন্যা শিষ্যা (অপর শিষ্যা) কথং (কেন) পঠিতুং প্রযাতু
(অধ্যয়ন করিতে যাইবেন)? হে কৃশোদরি (হে সুন্দরি!) তেন
(সেই হেতু) অনয়া সহ ([তুমি] এই আমার সহিত) তং
বিলাসগুরুম্ এত্য (সেই বিলাসগুরুর নিকটে যাইয়া)
দীর্ঘম্ এব (দীর্ঘকালই) অধ্যেতুম্ অর্হসি (অধ্যয়ন
করিতে পারিবে)। ২৮॥ (১১০)

৮৮। এই সময়েই অকালের ঝটিকার ন্যায় নন্দিনী
মুখ বিকৃত করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া
সকলেই চকিত ভাব ধারণ করিলেন; কিন্তু অশেষ প্রতিভা-
প্রদীপ্তা ললিতাই 'শিষ্যায়িতং' ইত্যাদি তিন পাদের
পর * অতিশয় দ্রুতবেগে 'গুরুর আশ্রয় স্বীকার
করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবে' এইরূপ পাঠ করিলে,
মুখরা (বাচালা) সেই নন্দিনী ইঁহাদের সকলের মুখে
অনুরাগের চিহ্ন দেখিয়া সংশয়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, 'ললিতে! কি শিক্ষা দিতেছ?' (১১১)

৮৯। ললিতা বলিলেন,—'গুরুস্বীকার'। নন্দিনী কহিলেন,—

'শিক্ষায়িতং প্রথমং' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ কী? ললিতা বলিলেন — 'গুরুজন প্রথমে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা লইয়াই ইনি শিক্ষায় নিযুক্তা হইয়াছেন; কারণ উহার অভ্যাস এক ব্যক্তির সাধ্য নহে; এই হেতুই আমাকে সঙ্গে লইয়া অধ্যয়ন করিতে পারে' ইহাই বলিতেছিলাম। (১১২)

৯০। তখন নন্দিনী কহিলেন — 'ললিতে! তুমি অধুনা ইহাকে পরলোকাবলোকনের নিমিত্ত (অর্থাৎ ইহাকে পরপুরুষ-প্রদর্শনের নিমিত্ত) ইদানীং উপদেশ করিতেছ কেন? তখন শ্যামা কহিলেন — 'এই শ্রীরাধা বাল্যকাল হইতেই পরলোকের (স্বধর্মলভ্য স্বর্গাদি লোকের) নিমিত্ত উদ্যুক্তা রহিয়াছেন, সেইহেতু 'অধুনা' এই কথা বলেন কেন? (১১৩)

৯১। নন্দিনী কহিলেন — 'শ্যামা! তুমি জাননা, ইহারা যে শ্যামানুরাগিণী?' শ্যামা বলিলেন — 'ইহাদের বাল্যকাল হইতেই শ্যামানুরাগ অর্থাৎ শ্যামা-নাম্নী আমার প্রতি অনুরাগ সুপ্রসিদ্ধ।' নন্দিনী কহিলেন — 'শ্যামে! ইহারা সকলে সর্বদা কৃষ্ণপক্ষপাতিকলাযুক্তা (অর্থাৎ ইহাদের কলা বা বিদ্যা কৃষ্ণেরই পক্ষপাতিনী)।' শ্যামা বলিলেন — 'ইহাও সঙ্গত কথা নহে; কৃষ্ণপক্ষপাতিনী কলা অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলাসমূহ ষড়্ প্রভৃতি

স্বরের 'কেলং' অর্থাৎ সর্ব্ব বর্ব্বানির ন্যায় সর্বদা বিচিত্র শোভা ধারণ করেন না?' ননদিনী কহিল, — 'ইহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ত্মগামিনী (কৃষ্ণের পথে চলে)।' শ্যামা বলিলেন — 'এখানে কৃষ্ণবর্ত্মা (অনল) কোথায়? উহা ত' কালিয়-দমন লীলার রাত্রিতেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল'॥ (১১৪)

১২। ননদিনী কহিল — 'শ্যামে! তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? ইহারা পীতাম্বরের অনুরাগিণী!' শ্যামা বলিলেন — 'আপনি হঠকারিণী হইয়া এরূপ বলিবেন না; ইহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বাক্য। নীলাম্বরই (নীল বস্ত্রই) ইঁহাদের প্রিয়।' ননদিনী কহিল — 'শ্যামে! ইহাদিগকে নানা প্রকারেই ব্রজ-রাজ-তনয়ের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্তা জানিবে।' শ্যামা বলিলেন — 'ইহা অতিমিথ্যা কথা; 'ব্রজ-রাজত-নয়ে' অর্থাৎ ব্রজাস্থিত রাজত অর্থাৎ রজতের 'নয়ে' অর্থাৎ গ্রহণবিষয়ে ইঁহারা কীরূপে শ্রদ্ধাযুক্তা হইলেন?'॥ (১১৫)

১৩। ননদিনী কহিল — 'ইহারা হরিণাপহৃতমানসা' অর্থাৎ 'হরিণ' — কৃষ্ণকর্তৃক হৃতচিত্তা।' শ্যামা বলিলেন — 'এখানে হরিণ কোথায়? সেই হেতু কে বাচালে! বাক্যদ্বারা পাণ্ডিত্যকে লেহন করিতে উদ্যতা হইলেও

আপনার তাহা নাই বলিয়াই নিরুত্তর হওয়া উচিত। (১১৬)

২৪। নন্দিনী কহিলেন — 'শ্যামে! তোমার বৈদগ্ধীই আমার মনকে দগ্ধ করিতেছে! বল দেখি, এই রাধার শরীরে আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা বিলক্ষণ চিহ্ন সকল কেন দেখা যাইতেছে?' (১১৭)

শ্যামা বলিলেন — 'মৃগদৃশাং (সুন্দরীগণের) সৌভাগ্যদং (সৌভাগ্যদাতা), প্রথমবর্ণাবিহীনং শশিখণ্ডমৌলি ('প্রথমং' অর্থাৎ চন্দ্রশেখর নামে প্রসিদ্ধ, 'অবর্ণহীনং' অর্থাৎ অনিন্দনীয়, এবং মস্তকে চন্দ্রকলাযুক্ত; অর্থান্তরে — প্রথমবর্ণহীন অর্থাৎ আদ্যক্ষর শ-কাররহিত শশিখণ্ডমৌলি অর্থাৎ শিখণ্ডমৌলি অর্থাৎ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছশোভিত) যৎ একং (যে একটি) দৈবতং (দেবতা আছেন), ইয়ং (শ্রীরাধা) তস্য কিল (তাঁহারই) আরাধনায় (আরাধনার নিমিত্ত) ধৃতব্রতা (ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন), ততঃ (আর, সেই হেতুই) অস্যাঃ (ইঁহার) কুসুমকোমলম্ (কুসুমকোমল) অঙ্গং (অঙ্গ) ম্লানং (ম্লান হইয়াছে)॥ ২৯॥ (১১৮)

২৫। নন্দিনী বলিলেন — 'সেই দেবতা কোথায়?'

শ্যামা বলিলেন — 'আপনার এবিষয়ে কোন জ্ঞান নাই;

সম্প্রতি সেই দেবতা মনোময়ী রূপেই মনোরম ভাবে
বিরাজ করিতেছেন। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া,
আর অন্য কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না"॥ (১১৯)

৯৬। এইরূপ অবস্থায় সেই সময়টি অতিশয় সুমঙ্গলজনকই
হইয়াছিল। তৎকালে চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষাও মনোরমমুখী
চন্দ্রাবলী অভিনবরাগযুক্তা ও নবযৌবনা নিজ-বয়স্যা-
গণের সহিত নিজ-কলারাশির বিস্তারসহকারে
নিকটে যাইয়া তদীয়
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গরূপ মঙ্গলময় মুখ্যরসের
অভ্যাস প্রকাশ করিলে। বিবিধ অনির্বাচ্য
বিকারের উদয় হইয়াছিল। আর, তৎকালে তাঁহার ও
কলানিপুণা অপর সুন্দরীগণের মধ্যে কুল, জাতি ও
আচারাদি অপেক্ষা না করিয়াই সর্বসঙ্কোচশূন্য * ও
সর্বসুখকর কোন এক সুমধুর সময়েরই আবির্ভাব
হইয়াছিল॥ (১২০)

৯৭। এইরূপ রসময় বর্ষাকালে সর্বকলানিপুণ, রসিক-
প্রবর, শ্রীমান, ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকা গোপসুন্দরীগণের
বক্ষঃস্থলে কামতন্ত্রানুসারে বিহার করিয়াছিলেন॥ (১২১)

৯৮। গুরুবর্গের প্রতি গৌরববুদ্ধিশালী শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে
প্রাতঃকাল হইতে গুরুজনগণের নিকটেই থাকিতেন

এবং প্রতিদিনই সন্ধ্যাকালে পরম শোভা সমৃদ্ধ বন্ধুবর্গের সহিত বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইরূপেই বর্ষাকাল অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ (১২২)

৯৯। এইরূপে সকলসৌভাগ্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস বিস্তার করিলে নিজকৃত সেবার নিবৃত্তি-হেতু অতিশয় দুঃখিত জলধরগণই আকাশের সর্বত্রই যেন পরাভব বিস্তার করিয়াছিল ॥ (১২৩)

১০০। তৎকালে নিজ সেবার উপযোগী সুসমৃদ্ধ সময় সমাগত হইলে, 'আমি এসময়ে এই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিব' এইরূপ উৎকণ্ঠিত চিত্তেই যেন শরদ্-বধূ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বধূর মুখপদ্ম যেরূপ এসময়ে বিকশিত হইয়াছিল, এসময় আর সজ্জনগণের মুখও তদ্রূপ বিকশিত হইয়াছিল।

ব্রজবধূর চিত্ত যেরূপ অনুরাগবশতঃ নির্মল সুখধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, এই শরৎকালে সরোবরসমূহেও সেইরূপ বর্ষার জলপূর্ণলাভে পক্ষিগণ পরিপালিত হইতেছিল। বৃষ্টিধারার নিবৃত্তি হইলে পথের উভয় পার্শ্বে সমানুরালভাবে অবস্থিত উন্নত কর্দমরেখাই শরদ্‌বধূর সীমন্ত শোভা ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ

প্রবল হর্ষযুক্ত হংসগণই তাহার পাদবলয় এবং কল-
কূজনরত সারসগণই তাহার চন্দ্রহার রূপে পরিণত
হইয়াছিল॥ (১২৪)

১০২। তৎকালে আকাশস্থিত মেঘরূপ কর্দমরাশি যেন
প্রক্ষালিত হইয়াছিল; সলিলরাশি সজ্জনগণের চিত্তের
ন্যায় নির্মল হইয়াছিল; কাশপুষ্পরাশি উত্তমশ্লোক-
শ্রীহরির গুণরাশির ন্যায় বিকসিত হইয়াছিল; চন্দ্র যেন
রাত্রিরূপ শানযন্ত্র দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল; নক্ষত্রগণ
যেন উদ্বর্তনক্রিয়াদ্বারা পরিমার্জিত হইয়াছিল; বনলক্ষ্মী
বিকসিত সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) পুষ্পের সৌরভে স্নিগ্ধভাব
ধারণ করিয়াছিল; আর, বর্ষাকালীন ধারাবর্ষণজনিত
সরসতা একান্তভাবে দূরীভূত হইয়া আকাশরমণী
তপস্বিনীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। মানজনিত মনঃক্ষোভ
দূর হইলে প্রমদাগণের মুখের আবরক মলিনত্ব যেরূপ
ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মেঘরাজির জলভারও
উত্তরোত্তর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল এবং আকাশরমণী
তৎকালে ঐ সকল শুভ্রবর্ণ মেঘরাজিকেই শুভ্র সূক্ষ্ম-
বস্ত্ররাশিরূপে বিস্তার করিয়াছিল॥ (১২৫)

(অর্থাৎ তরঙ্গিণী নদী)

১০২। তৎকালে বর্ষাশ্রীর বিরহে রঙ্গশীলা তরঙ্গিনী-গণের জলের প্রাচুর্য্য নষ্ট হইলেও তাহারা কুল্যা অর্থাৎ ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীর (খালের) আকার ধারণ করে নাই বটে, কিন্তু জলের বহির্ভাগে উভয় পার্শ্বে পুলিনসমূহই তাহাদের আর্দ্র দুকূলের ন্যায়, কিম্বা তাহাদের স্বচ্ছতা হেতু বসন-বহির্ভাগে প্রকাশিত শুদ্ধ চিত্তবৃত্তিসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।। (১২৬)

১০৩। নদীসমূহের তীরে তীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে বিচরণ-রত, অনুকূলশব্দকারী, মনোহর দেবগণ এবং মদকল কলহংস, উত্তম সারস, সরস-মনোরমযুক্ত চক্রবাক, কুরর, বক ও কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণের চরণচিহ্ন-রাশিদ্বারা সৈকতভূমি চিত্রিত হইয়াছিল। সুনির্ম্মল কমল, কহলার ও হল্লক (লাল সুঁদি) পুষ্পসমূহের নৃত্যবিশেষের সুনিপুণ উপদেশক বায়ু-রাশি তৎকালে ললিত তরঙ্গরাজির জলকণাসমূহের ভারে মন্দবেগে বিচরণ করিতে লাগিল। রিক্তহস্তে দেবতাদির প্রণাম অযুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণামের উদ্দেশে সমাগত সেই বায়ু যেন তৎকালে নৃত্যশিক্ষা-দানের দক্ষিণারূপে কমলপ্রভৃতির নিকট হইতে

সংগৃহীত পরাগ প্রভৃতিকেই প্রসাধনীরূপে ধারণ করিয়া সৌরভ-শৈত্য-প্রভৃতির দ্বারা জনগণের চিত্তকে উন্মাদিত করিতেছিল ॥ (১২৭)

১০৪। এইরূপে নিখিল বিচিত্র শস্যযুক্ত শরৎ ঋতু সমাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগভরে স্নিগ্ধচিত্ত নিকটবর্তী জনগণকে রমণীয় দর্শনোৎসব-দ্বারা আনন্দদান করিয়া ধেনুগণের অনুসরণপূর্বক মনোরম গতিতে বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তথায় বর্ষার প্রভাব নিবৃত্ত হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণও লতা ও বৃক্ষ-রাজিমণ্ডিত প্রদেশসমূহে সহচরগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার রসময় ও রতি-দায়ক শ্রীবিগ্রহটিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, বর্ষা ঋতুই যেন পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছে। আর, ব্রজললনাগণ অপাঙ্গরূপ শরদ্বারা বর্ষার ন্যায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছিলেন। বর্ষাঋতু যেরূপ সর্বদাই বকপঙ্ক্তির মত্ততা সঞ্চার করে, তিনিও সেইরূপ সর্বদা রমণীগণের চিত্তে কাম সঞ্চার করিতেছিলেন। বর্ষা ঋতু যেরূপ কামোদ্দীপক, তিনিও সেইরূপ কামের বা সুখের উদ্দীপক হইয়াছিলেন। বর্ষা ঋতুতে যেরূপ

কদম্বতরুরাজি বিকসিত হইয়া বিমলসৌরভরাশির বহন করে, ইনিও সেইরূপ বিকসিত বিমলসৌরভশালী কদম্বপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ষাকালের ন্যায় ইনিও মদমত্ত ময়ূরবৃন্দের পুচ্ছশোভায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পরিধানে কষিত কাঞ্চন অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল পীতবসন বর্ষাঋতুর বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। তিনিও বর্ষাঋতু মেঘের ধ্বনির ন্যায় মুরলীর ধ্বনিদ্বারা মত্ত ময়ূরগণকে নৃত্য করাইতেছিলেন। পক্ষী ও মৃগগণ যেরূপ বর্ষার মেঘধ্বনি শ্রবণে ভাবী জলপ্লাবনাদির আশঙ্কায় পীড়িত হয়, তাঁহার মুরলীধ্বনি শ্রবণেও তাহারা সেইরূপ অতৃপ্তিহেতু পীড়িত হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার বংশীধ্বনির প্রভাবে গিরিগুহা হইতে বর্ষাকালের ন্যায় নির্গত অল্প জলরাশি বেগশালিত্বহেতু নির্ঝররূপে একত্র আবদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ অতিদ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তরুলতাগণকে সম্বর্ধিত করিতেছিল। আর, বংশীধ্বনির প্রভাবে নদী(দের) প্রবাহ

প্লাবিত হইলে একত্র জলস্ফীতিহেতু বর্ষাকালের ন্যায়ই
জলবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে
কমলবনরাজিও জলের উপর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
এইরূপ জলপ্রবাহ দ্বারা তিনি তৎকালে বর্ষাকালের
ন্যায় নদীর সৈকত ভাগ পরিপূর্ণ করিতেছিলেন।
আর, তিনি বর্ষাকালীন শ্যামলতার ন্যায় স্বীয় অঙ্গের
শ্যামলতাদ্বারা সর্বত্র দিঙ্মণ্ডলকে শ্যামবর্ণ করিতে
লাগিলেন। এইরূপে তিনি যেন তৎকালে ঋতুসন্ধি
অর্থাৎ বর্ষা ও শরৎ এই উভয় ঋতুর সন্ধিকালের
মিলন সম্পাদন করিয়াছিলেন॥ (১২৮)

১০৫। অক্টোবর কোন এক দিন —

নটরাজশ্রী: (নটরাজের শোভাধারী) স: (শ্রীকৃষ্ণ)
চিকুরনিকর-চঞ্চচ্চারুবর্হাবতংস: (কুটিল কেশরাশির
উপরিভাগে চঞ্চল ও মনোরম শিখিপুচ্ছের চূড়ার সজ্জায়)
চলৎকুণ্ডলে (চঞ্চল কুণ্ডলযুক্ত)
শ্রবসি (কর্ণযুগলে) কর্ণিকারং দধৎ (কর্ণিকার পুষ্প
ধারণ করিয়া) কনককপিশবাসা: (সুবর্ণসদৃশ
পিঙ্গল বসন পরিধান পূর্বক) বৈজয়ন্তীং দধান:
(বৈজয়ন্তী মালায় বিভূষিত হইয়া) বৃন্দাবনান্ত:
(বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে) ন্যবিশত (প্রবেশ করিলেন)॥৩০॥ (১২৯)

(হৃদয়মধ্যের অভ্যন্তরে) ন্যবিশত (প্রবেশ করিলেন)॥১২৯॥(১২৯)

[তৎকালে তিনি] অঙ্কুশ-ধ্বজাব্জ-বজ্র-প্রভৃতিভিঃ (অঙ্কুশ, ধ্বজ, পদ্ম ও বজ্র প্রমুখ) অতিচিত্রৈঃ (অতিবিচিত্র) চরণকমল-চিহ্নৈঃ (পাদপদ্মের চিহ্নসমূহ দ্বারা) শ্রোণীবক্ষঃ (ধরণীর বক্ষঃস্থল) চিত্রয়ন্ (চিহ্নিত করিয়া) অধর-কিসলয়াগ্রে (অধর পল্লবের অগ্রভাগে) বেণুম্ আধায় (বেণু সংযোগপূর্বক) ধীরং (ধীরে ধীরে) ক্রমোন্নত লয়দ্বয়ং (লয়দ্বয়কালের যোগে) মালবশ্রী-প্রগানং (মালবশ্রী-নামক রাগ অনুসারে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন)॥১৩০॥(১৩০)

[তৎকালে] সা (সেই) বংশী (বংশী) বিম্বাধরারুণ-করাঙ্গুলি-কান্তিপূরৈঃ (বিম্বতুল্য অধর ও অরুণবর্ণ অঙ্গুলিসমূহের কান্তিপ্রবাহ দ্বারা) পূর্ণা (পরিপূর্ণা হইয়া) উদরান্তবিবরেণ (উদরাস্থিত রন্ধ্রদ্বারা) বহিঃসরদ্ভিঃ (বহিঃ প্রসারোন্মুখতা-ক্রমে ~~কান্তিপ্রবাহ দ্বারা~~) মালবশ্রিয়ং প্রতিলঙ্ঘ্য ইব (যেন মালবশ্রী-রাগকেও অতিক্রমপূর্বক) কামং (যথেচ্ছভাবে) রাগাবলীং (সমস্ত রাগিণীকেই) মূর্তিমতীং বমতি ইব (যেন মূর্তিমতী করিয়াই প্রকাশ করিতে লাগিল)॥১৩১॥(১৩১)

আর, [তৎকালে] অনেন (শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) চুম্ব্যমানং

(চুম্বিত হইয়া) মুরলীরন্ধ্রং (মুরলীর রন্ধ্রজাল)
মন্দং স্ফুরতা (ঈষৎ কম্পিত [তদীয়]) অধরপল্লবেন
(অধরপল্লব), বিকসদ্ভিঃ দশনাংশুভিঃ (বিকসিত
দন্তকিরণরাজি [ও]) স্মিতেন (মৃদু মন্দ হাস্যের
সহযোগে) রমণীমুখসৌভগং (ললনা-মুখের ন্যায়
সৌন্দর্য) প্রপেদে (ধারণ করিয়াছিল) ॥৩৩॥ (১৩২)

১০৩। বিশেষতঃ তখন এই মুরলী —
সরন্ধ্রা (রন্ধ্রযুক্তা হইয়াও) মধুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের)
মুখমারুতৈঃ (মুখের বাতাসের সহযোগে) নীরন্ধ্রা
ভবতি (নিবিড়ভাব অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল);
কঠোরা (স্বয়ং কঠিনা হইয়াও) কঠোরান্তরং অপি
(অপর যে কোন কঠোর বস্তুকেও) মার্দবং গময়তি
(মৃদুসভাব ধারণ করাইতেছিল); অতূষ্ণীকা (স্বয়ং
শব্দযুক্তা হইয়াও) মৃগপক্ষিপ্রভৃতিকং (মৃগ ও
পক্ষিপ্রভৃতিকে) তূষ্ণীকয়তি (মৌনী করিয়াছিল
[এবং]) স্বয়ং বংশে জাতা (স্বয়ং বংশজাতা
হইয়াও) সদ্বংশবধূঃ (সদ্বংশজাতা
বধূগণকে) বিকলয়তি (সর্বদাই ব্যাকুল
করিতেছিল) ॥৩৪॥ (১৩৩)

এইরূপ—

* অহো (অহো!) মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণের এই বংশী) স্বয়ং (স্বয়ং) অন্তঃশূন্যা অপি (অন্তরে শূন্যা হইয়াও) বহু (প্রভূত ভাবেই) রাগব্যতিকরং (বিবিধ রাগের মিশ্রণ) বহতি (ধারণ করিতেছিল); একং (একটিমাত্র) পর্ব (পর্ব অর্থাৎ গ্রন্থি) দধতী (ধারণ করিয়াও) শতশঃ (শত শত) পর্বাণি (উৎসব) প্রকটয়তি (বিস্তার করিতেছিল); রম্যান্ ([এবং] পরম উপভোগ্য অর্থাৎ হৃদসুখজনক) কলান্ দধতে (কল অর্থাৎ অব্যক্ত মধুর ধ্বনিসমূহ ধারণ করিয়াও) জগৎ বিকলয়তি (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিকল অর্থাৎ অচল করিতেছিল। [এইরূপে এই বংশী]) জড়য়তি সমুল্লাসয়তি চ (জড়ত্ব ও উল্লাস, উভয়ই সঞ্চার করিয়াছিল)।। ৩৫।। (১৩৪)

এইরূপ — যস্যাঃ (এই বংশীর) কলঃ (অব্যক্ত মধুর ধ্বনি) সূক্ষ্মঃ (সূক্ষ্ম হইয়াও) ত্রিভুবনে বিসারী (ত্রিভুবন-ব্যাপী হইয়া) বিলসতি (বিলাস ধারণ করিতেছে); অন্তঃ শ্রোত্রং বিশতি (শ্রোত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই) সকলতনুপীড়াং রচয়তি (সমস্ত দেহের পীড়া দান করে); স্বয়ং-মধুরঃ অপি এষঃ (আর, ইহা স্বভাবতঃ মধুর হইয়াও)

নানাকারং রসং (নানাবিধ রসসমূহ) তনুতে (বিস্তার করে [এবং]) কদাচিৎ (কখনও) পীযূষং (অমৃত, [আবার]) কদাচিৎ (কখনও বা) বিষম্ অপি বিতরতি (বিষ বর্ষণ করিতেছে)॥৩৬॥ (১৩৫)

আশ্চর্যস্য নিধানং (সর্ব প্রকার আশ্চর্যের আধারস্বরূপ) এষঃ [এই] শ্রীকৃষ্ণবংশীধ্বনিঃ (শ্রীকৃষ্ণের এই বংশী-ধ্বনি) দ্রুতম্ অম্বুঃ (বিগলিত জলধারাকে) স্তম্ভয়তি (নিশ্চল করে); আদ্রীন্ অপি দৃঢ়তরান্ (প্রস্তরপর্বতে গমন করিয়া) দ্রাক্ (সত্বরই) দ্রবয়তি (তাহাদিগকে বিগলিত করে); শুষ্কান্ অপি অবনীরুহঃ (শুষ্ক তরুরাজিকেও) আমূলম্ উন্মূলিতান্ কিসলয়তি (মূল হইতে অগ্রপর্যন্ত পল্লবশোভায় সুশোভিত করে [এবং]) ব্রহ্মানন্দলয়ং গতান্ (ব্রহ্মানন্দে বিলীনচিত্ত) মুনীন্ অপি (মুনিগণকেও) উচ্চৈঃ সমুচ্চাটয়তি (একান্তভাবেই ধ্যানচ্যুত করে); জয়তি ([অহো! এই বংশীধ্বনির] জয় হউক)॥৩৭॥
(১৩৬)

১০৭। জঙ্গম পদার্থসমূহও সর্বোত্তম আস্বাদ্যস্বরূপ উক্ত বংশীধ্বনি আস্বাদ করিয়া আনন্দে মত্ত হইয়াই যেন সকল সন্তাপ পরিত্যাগপূর্বক স্থাবরত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছিল। আর, ব্রজপুরের উত্তম বধূগণ দলে দলে
অপরিমেয় সৌভাগ্যযুক্ত প্রেমোৎকর্ষমূলক পরমসৌভাগ্যশালী
সুশীলতা প্রকাশপূর্বক, পরস্পরের মর্মবাসনা ও
সহবাসী[illegible] পরস্পরের পরম সৌহার্দ কামনা করিয়া
পরস্পর আলিঙ্গনীহেতু চিত্তবিকার ধারণ করিয়া,
হর্ষভরে বংশীর সেই কলধ্বনির মধুর পদসমূহের
নির্দেশ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের গুণরাশির
গাননিষ্ঠসহকারে দিন যাপন করিয়াছিলেন ॥(১৩৭)
তাঁহাদের উক্তি এইরূপ —
অহো (অহো!) অক্ষিমতঃ (চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের)
অক্ষিসৌভাগ্যং (নয়নের সৌভাগ্য) কিং ব্রূমঃ (আর কী বলিব)? যৎ (যেহেতু), স্নিগ্ধাপাঙ্গতরঙ্গিত-
কৃপাতুঙ্গীকৃতানন্দম্।
(যাঁহারা স্নিগ্ধ কটাক্ষরূপ তরঙ্গসূচিত বলবতী কৃপাযোগে
তত্রত্য দর্শকগণের আনন্দবর্ধন করেন); বেণুধ্বান-
বিধান-হৃনিত ধীরাধৈর্যৌ (মধুর বেণুরবদ্বারা
ধীররমণীর ধৈর্য অপহরণ করেন); অহার্যশ্রিয়ৌ
(যাঁহাদের সৌন্দর্য অকৃত্রিম [এবং যাঁহারা])

গোচারণে (গোচারণকালে) বৃন্দারণ্যবিহারিণৌ (বৃন্দাবনে বিহার করেন, [সেই]) রামদামোদরৌ (বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ) গোচরৌ ([তাঁহাদের] নয়নগোচর) অভবতাং (হইয়াছেন)॥৩৮॥ (১৩৮)

চূড়াচুম্বিতচন্দ্রকৌ (যাঁহাদের চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে), আলোলয়া বনমালয়া (চঞ্চল বনমালা [যাঁহাদের]) বিলাসিতৌ (বিলাসবর্ধন করিতেছে), দীব্যদ্দিব্যতমালপত্ররচনৌ (যাঁহারা মনোরম তিলকের শোভা ধারণ করেন), ধাতুভিঃ অত্যুজ্জ্বলৌ (বিবিধ ধাতুরাগে যাঁহাদের অতিশয় উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতেছে), স্তবকিভিঃ ([এবং] স্তবকশালী) চিত্রৈঃ (বিচিত্র) লতামণ্ডপৈঃ (লতামণ্ডপসমূহ দ্বারা) প্রত্যংশং কৃতমণ্ডনৌ (যাঁহাদের প্রত্যেক অঙ্গ অলঙ্কৃত হইয়াছে, [উভয় বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ]) রঙ্গপ্রবিষ্টৌ (রঙ্গক্ষেত্রে প্রবিষ্ট) নটবরৌ ইব (নটবরযুগলের ন্যায় [দর্শকগণের]) নয়নোৎসবং (নয়নরাজির আনন্দ) তন্বাতে (বিস্তার করিতেছেন)॥৩৯॥ (১৩৯)

সুস্থাঙ্গি (হে সুন্দরি সখি!) ধন্যাঃ (ধন্য অর্থাৎ সুকৃতি ব্যক্তিগণ) দৃগ্‌ভ্যাং (নয়নযুগলদ্বারা) অস্য (ইঁহার অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণের) মুখপঙ্কজং (মুখপদ্ম) পিবন্তি (পান করেন অর্থাৎ দূর হইতে দর্শন করেন),
তে (তাঁহাদের মধ্যে) একে ধন্যতরাঃ (কোন কোন
ধন্যতর ব্যক্তিগণ) কিমপি তৎ চুম্বন্তি (নয়নযুগলদ্বারা]
সাক্ষাৎই চুম্বন করেন, [কিন্তু]) যে ধন্যতমাঃ (যে
ধন্যতম ব্যক্তিগণ) মুরলিকা-পরিপীতশেষং
(মুরলীকর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পান করার পর অবশিষ্ট)
অস্য অধরং (ইঁহার অধরামৃত) পিবন্তি (পান
করেন), তে কে নাম (তাঁহারা যে কে, তাহা অর্থাৎ
তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা [বলিতে পারিনা]) ॥৪০॥(১৪০)

ভোঃ মুরলি (হে বংশী!) ধন্যা অসি (তুমি ধন্যা),
যৎ (যেহেতু) লসমেন পরিপীয়মানা (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক
তোমার চুম্বন হইতে থাকিলে [তুমি]) তদ্দশনচন্দ্রিকয়া
(তদীয় দন্তরাজির দীপ্তিদ্বারা) দিগ্ধা অসি
(লিপ্তা হইতেছ [এবং]) স্নিগ্ধা সতী
(তাহাতেই স্নিগ্ধা হইয়া) মণিতবৎ (সুরতকালীন
ধ্বনিবিশেষের ন্যায়) কলকূজিতানি (অব্যক্ত মধুর
ধ্বনি) সন্তন্বতী (বিস্তার করিয়া) ভুবনং
(নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে) উত্তরলীকরোষি
(অতিশয় চঞ্চল করিয়া থাক) ॥ ৪১॥ (১৪১)

১০৮। তাঁহার দন্তরাজির সৌন্দর্য্যই বা আর কী বলিব! যথা –

অয়ি (হে সখি!) পাপচ্যমানদরদাড়িম্ববীজরাজী (পরিপক্কদশায় বর্তমান দাড়িম্ববীজসমূহ) চেৎ (যদি) রাজীবগর্ভং (কমলের মধ্যভাগ) উররীকরোতি (আশ্রয় করে, [অথবা]) কুরুবিন্দপঙ্‌ক্তিঃ (কুরুবিন্দ-নামক মণির রাজি) চেৎ (যদি) ইন্দুদরং (চন্দ্রের মধ্যভাগে) বিশতি (প্রবেশ করে), তৎ (তাহা হইলেই) অস্য (ইঁহার) দন্তাবলেঃ তুলাং (দন্তরাজির উপমা) বিভর্তি কিল (ধারণ করিতে পারে)॥৪২॥(১৪২)

এষা (এই) মুরলী (মুরলী) অত্যন্তসাহসবতী (অতিশয় সাহসই প্রকাশ করিতেছে); যৎ (যেহেতু) যঃ (যাহা) পরকীয়লেহ্যঃ (অপরের পান যোগ্য), [সেই] কৃষ্ণাধরং (শ্রীকৃষ্ণের সেই অধর [নিজেই]) পিবতি (পান করিতেছে); যেন (যে সৌভাগ্যহেতু) যত্নং বিনা অপি (যত্ন ব্যতীতই) রত্নং (রত্ন) স্বয়ং (স্বয়ং) যস্যাঃ (যাহার) পুরতঃ এতি (সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে), অনয়া (সেই মুরলী) তৎ (তাদৃশ) কিং সৌভাগ্যং অতানি (কোন্ সৌভাগ্য লাভ বা অর্জন করিয়াছে)?॥৪৩॥(১৪৩)

নদ্যঃ (নদীগণ) যৎপীতশেখরমুরলীকলরসপ্রচুরোদয়াৎ
(যে মুরলীর গানাবলীস্থ রসের কলা-প্রাচুর্য্যের ~~[illegible]~~ উদয়েই)
প্রফুল্লকমলাবলিলোমহর্ষাঃ (প্রস্ফুটিত কমলরাজির
ছলে রোমাঞ্চিত হইয়া) রুদ্ধতরঙ্গাঃ (স্রোতোবেগের
নিরোধ হেতু) স্তম্ভন্তি (স্তব্ধভাব ধারণ করে [এবং])
তরবঃ (তরুগণ) প্রসূনমাধ্বীকলোচনজলাঃ (পুষ্প-
রাজির মধুরূপ নয়নজল বর্ষণ করিয়া) পরিতঃ
(চতুর্দিকে) রুদন্তি (আনন্দে রোদন করে) ॥৪৪॥ (১৪৪)
অয়ি (হে সখি!) মহী (এই ধরিত্রী) মহিম্না মহিতা
(মাহাত্ম্য ~~বৃন্দা~~ দ্বারা সম্মানিতা [ও]) ধন্যা জয়বতী
(ধন্যা হইয়া জয়যুক্তা হইয়াছে (অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষের সহিত বিদ্যমানা)); যৎ (যেহেতু)
কৃষ্ণস্য চরণচিহ্নবিচিত্রবক্ষাঃ (বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের
চরণচিহ্ন দ্বারা বিচিত্র ভাব ধারণ করিতেছে);
যা (আর, সেই ধরিত্রী) বংশীরবামৃতরসৈঃ
(বংশীধ্বনিরূপ অমৃতের রসদ্বারা) সরসান্তরা
ইব (অন্তরে যেন সরসতা লাভ করিয়াছে) অজস্রং
এব (নিরন্তরই) যবসাঙ্কুররোমহর্ষা (তৃণাঙ্কুর-
ছলে রোমহর্ষ বিস্তার করিতেছে) ॥৪৫॥ (১৪৫)
বৃন্দাবনস্য (বৃন্দাবনের) মহিমা (মহিমা) মাধুরীণাং

(আমাদের) সম্যঃ ন হি (জ্ঞানের অগোচর); যৎ (যেহেতু) অত্র (এই বৃন্দাবনে) মুরারিমুরলীরবেণ (মুরারির মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া) ময়ূরাঃ (ময়ূরগণ) স্বান্তং বিলাস্য (অন্তরে উল্লসিত হইয়া) মৃদু লাস্যং অমূঃ (ধীরে ধীরে নৃত্য করে [এবং]) মরুতা হতাঃ (বায়ু-কর্তৃক তাড়িত) তরুলতাঃ চ (তরুলতাগণও) স্পন্দং জহুঃ (নিঃস্পন্দ অবস্থা ধারণ করে)॥৪৬॥ (১৪৬)

আলি (হে সখি!) যাঃ (যাহারা) অস্য (ইঁহার) সমুরলীকলং (মুরলীর কলধ্বনিযুক্ত) আস্যং (মুখ-মণ্ডল) পশ্যন্তি (দর্শন করে, [সেই]) মৃগীভিঃ (মৃগীগণ) কিং (কোন্) দুশ্চরং (দুষ্কর) তপঃ চরিতং (তপস্যার আচরণ করিয়াছিল)? সম্প্রতি (সম্প্রতি) আসাং (ইঁহাদের) অক্ষ্ণোঃ (নয়ন-যুগলের) কমনীয়গুণত্বং (কমনীয়তা) সাফল্যং ভবতি (সফল হইয়াছে), সম্প্রতীহি (ইহা নিশ্চয়ই জানিবে)॥৪৭॥ (১৪৭)

অহো সখি! (হে সখি! কি আশ্চর্যের বিষয়!) সৌভাগ্যভাক্ (সৌভাগ্যবতী) ইয়ং (এই) কৃষ্ণসারী (কৃষ্ণসারবধূ), সহকৃষ্ণসারা (কৃষ্ণসারের সহিতই), বংশীনিনাদমকরন্দভরং

(বংশীধ্বনিরূপ মধুর্যালির) দধানং (ধারণকারী)
কৃষ্ণাস্যপঙ্কজং (কৃষ্ণমুখকমলকে) অপাঙ্গম্ আলিবল্লী
(নিঃশঙ্ক চিত্তে পান করিয়া) নয়নে (নয়নযুগলের)
সারীকরোতি (উৎকর্ষ সম্পাদন করিতেছে) ॥৪৮॥ (১৪৮)
জাতানুরাগাঃ (শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের অনুরাগ উৎপাদন
করিয়াছেন, সেই) ধন্যাঃ বিমানবনিতাঃ (বিমান-
চারিণী ধন্য দেববধূগণ) দ্রাক্ (সত্বরই) আত্ত-
রতিভিঃ (অনুরাগশালী) পতিভিঃ পরীতাঃ
(পতিগণের কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়াই) লীলাকুলক্বণিত-
বেণুং (লীলাভরে কলবেণুবাদনকারী) কৃষ্ণম্ অবেক্ষ্য
(শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) ধৈর্যাৎ অপরুরুহুঃ (ধৈর্যচ্যুত
হইয়া) মুহুঃ (বারম্বার) মুমুহুঃ চ (মূর্চ্ছা অবলম্বন
করিতেছিলেন) ॥৪৯॥ (১৪৯)
হন্ত (অহো! [তৎকালে]) দিবি ইব (আকাশস্থিতা) নিমিলাঃ
দেব্যঃ (দেবীগণ সকলেই) প্রীতিব্যসনতঃ (ধৈর্যচ্যুতি-
হেতু) বিস্রংসমানচিকুরাঃ (কেশবন্ধন স্খলিত [এবং])
স্রস্যমাননীব্যঃ (নীবী-বন্ধন শিথিল হইলে তদবস্থায়)
আর্দ্রক্ষ্যমানং (নিজ-নিজ অভীষ্ট) অমরদ্রুমপুষ্পবর্ষং
(পারিজাতবর্ষণ) বিসৃত্য (বিস্মরণপূর্বক)

নয়নাম্বু: এব (আনন্দাশ্রুই) সমূহু: (বর্ষণ করিয়াছিলেন)॥ ৫০॥ (১৫০)

অর্দ্ধাবলীঢ়-যবসাঙ্কুর-শোভি-দন্তা: (যাহাদের দন্তরাজি অর্দ্ধভুক্ত তৃণাঙ্কুররাজি দ্বারা শোভা পাইতেছে, এইরূপ) গাব: (ধেনুগণ) সোৎকণ্ঠং (উৎকণ্ঠাভরে) উন্মীলিত নেত্রম্ উদীর্ণকর্ণং (নয়নযুগল উন্মীলিত এবং কর্ণযুগল উন্নত করিয়া) চিত্রার্পিতা: ইব (চিত্রাঙ্কিত মূর্তিসমূহের ন্যায় অবস্থানপূর্বক) অমৃতৌঘম্ ইব পতন্তং (অমৃত ধারার ন্যায় প্রবহমান) বেণুধ্বনিং (মুরলীধ্বনিকে) শ্রুতিপুটে: (কর্ণপুটদ্বয়ে) গময়ন্তি (প্রবেশ করাইতেছে অর্থাৎ পান করিতেছে)॥ ৫১॥ (১৫১)

অহো (অহো!) বৎসা: (বৎসগণ) চুচুকং (ধেনুগণের স্তনের অগ্রভাগ) ন চুম্বন্তি (চুম্বন করিতেছে না)। ন সন্ত্যজন্তি (আবার ত্যাগও করিতেছে না। [এবং]) পয়:কবলং (পূর্বে যে দুগ্ধ মুখে ধারণ করিয়াছে, তাহাও) গলধ্ব: ন নয়ন্তি (উদরে প্রবেশ করাইতেছে না অর্থাৎ গলাধঃকরণ করিতেছে না)!

সখি (হে সখি!) বংশীকলাহৃত হৃদাং (বংশীর রবে আকৃষ্টচিত্তা) নৈচিকীনাং (ধেনুগণের) স্নেহস্নুত-স্তনরস: (স্নেহবিগলিত স্তনদুগ্ধ) ধরণ্যা এব পীত: (পৃথিবীই পান করিতেছে অর্থাৎ ভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে)! ॥ ৫২॥ (১৫২)

সখি (হে সখি!) অমী (এই) পতত্রিণঃ মুনয়ঃ এব (পক্ষি-
গণের আকারে মুনিগণই) দৃগ্‌ভ্যাং (নয়নযুগলদ্বারা),
বংশীকলং কলয়তঃ (বংশীবাদক) অস্য (শ্রীকৃষ্ণের)
রূপামৃতং নিপীয় (রূপামৃত পান করিয়া [এবং]) পুনঃ (পুনরায়) অমুষ্য
(উক্ত অমৃতের) রসমানুভূত্যা (রস অনুভব করিয়া)
মীলিতদৃশঃ (নেত্রনিমীলনসহকারে) বদ্ধমৌনং
বদ্ধাসনং (মৌনাবলম্বনপূর্বক আসন বদ্ধ হইয়া)
ধ্যায়ন্তি (ধ্যান করিতেছেন)।। ৫৩।। (১৫৩)
সখি (হে সখী! দেখ) পক্ষিসঙ্ঘঃ (এই পক্ষিগণ)
ন স্পন্দতে (কোনরূপ গাত্রচালনা করিতেছেনা)।
ন রৌতি (কোনরূপ শব্দ করিতেছেনা)। অন্যৎ ন
বীক্ষতে (অন্য কোন বস্তুও দর্শন করিতেছেনা)। অন্যৎ
ন শৃণোতি (অন্য কোন শব্দও শ্রবণ করিতেছেনা।
[কিংবা]) ন জিঘৎসতি (আহারের ইচ্ছাও করিতে-
ছেনা)। পরং (কেবল) মুদা (হর্ষভরে) রোমাঞ্চবান্
ইব (রোমাঞ্চিতের ন্যায়) পক্ষতিং ধুন্বানঃ
(পক্ষ কম্পিত করিয়া) মুরলীকলাস্বদনম্ এব
করোতি (একমাত্র বংশীর কলধ্বনির
আস্বাদ করিতেছে)।। ৫৪।। (১৫৪)

নদীভিঃ (নদী সকল) মুরলীনিনদৈঃ (বংশীধ্বনি-
শ্রবণে) রথাঙ্গকলহংসবিচিত্রচেলে প্রসক্তে (চক্রবাক ও
কলহংসরূপ পরিধেয় বিচিত্র বসনের স্খলন-
হেতু) প্রকটসৈকতনিতম্বং (সৈকতরূপ নিতম্ব-
দেশকে উন্মুক্তরূপে ধারণ [এবং]) উদীর্ণফেনং
(জলের ফেনারূপ মুখে ফেনা বমন পূর্বক) আবর্তবর্তিত-
ঘনভ্রমিভিঃ (আবর্তের বেগচ্ছলে বারম্বার ঘূর্ণন
প্রকাশ করিয়া) অপস্মারঃ এব প্রদীপে (অপস্মার
রোগেরই প্রকট করিয়াছিল) ॥৫৫॥ (১৫৫)
সখি (হে সখি!) শৈবলিন্যঃ (নদীগণ) বংশী-
নাদপ্রহৃষ্টমনসঃ (বংশীধ্বনিশ্রবণে চিত্তের উল্লাস-
হেতু) বীচীকরৈঃ (তরঙ্গরূপ হস্তসমূহ দ্বারা)
সরসিজাঞ্জলিং অর্পয়ন্ত্যঃ (পদ্মপুষ্পের অঞ্জলি-
প্রদানপূর্বক) কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজযুগং (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-
যুগলের) বহুমানয়ন্ত্যঃ (পূজা করিতে করিতে)
রসেন (অনুরাগসহকারে) সচ্ছীকরৈঃ (মনোরম
জলকণারাশি দ্বারা) শিশিরয়ন্তি (উক্ত পাদপদ্ম-
যুগলকে শীতল করিতেছে) ॥৫৬॥ (১৫৬)
মেঘরুচি ইহ ~~জলদশ্যামল~~ ঘনশ্যাম (এই শ্রীকৃষ্ণ) সংসর্পতি

(বনবিচরণ আরম্ভ করিলে), অচেতন: অপি অয়ং মেঘ:
(এই মেঘ অচেতন হইয়াও) স্ববপুষা ছত্রায়িত:
(নিজ-দেহ দ্বারা ছত্রের আচরণ করিয়া) শরদ্দীপ্তকরস্য
তাপং (শরৎকালীন সূর্যতাপ) আচ্ছাদয়ন্ (নিবারণ-
পূর্বক) প্রতিপদং (পদের প্রত্যেকস্থানেই) পরিত:
প্রসর্পন্ (তাঁহার [মস্তকের উপরে] চতুর্দিকে বিসৃত
থাকিয়া) মৈত্রীং বিভাবয়তি (মিত্রতা প্রকাশ
করিতেছে) ৫৭॥ (১৫৭)
বংশীং অনুগায়ন্ (বংশীধ্বনির পশ্চাৎ সঙ্গীত করিয়া)
য: (যিনি) বিসারিণাং বারাং (চতুর্দিকে বিস্তৃতিশীল বারিরাশির) কর্পূরপূরপরমাণুসমেন (কর্পূরপরমাণু-
সদৃশ) শীতেন (সুশীতল) শীকরভরেণ (কণা-
সমূহ দ্বারা) গোচারণশ্রমং (গোচারণের পরিশ্রম)
অপাকুরুতে (পরিহার করেন), ঘন: এব (মেঘই)
অমুষ্য (তাঁহার) নিসর্গবন্ধু: (স্বাভাবিক বন্ধু)॥ ৫৮॥ (১৫৮)
ধন্যা: (ধন্যা) পুলিন্দসুদৃশ: (শবরীগণ) স্নিগ্ধেষু
(স্নিগ্ধ) শাদ্বলতলেষু (নবজাত তৃণরাজির উপরে)
পদারবিন্দস্যন্দীনি বল্লভতমাকুচকুঙ্কুমানি (শ্রীকৃষ্ণের
পদযুগল-সংলগ্ন প্রিয়তমার কুচকুঙ্কুম অর্পিত হইলে,
উহা) বক্ষোরুহেষু চ মুখেষু (স্তনমণ্ডলে ও মুখে)

লেপন রঞ্জন ও প্রক্ষণ

কৃষ্ণযুক্তাঃ (কারিয়া) সুরসাঃ ভবন্তি (অতিশয় সুখ অনুভব করেন)॥ ৫৯॥ (১৫৯)

হন্ত (অহো!) তস্য (শ্রীকৃষ্ণের) সর্বাভিলাষসদনে সন্নীয়মানি (মাধুর্য সকলের অভিলাষের আস্পদ বলিয়া তদ্‌বিষয়ে) অধিকার্যনধিকারতয়া ভেদঃ ন (অধিকারী বা অনধিকারিরূপে কোন ভেদ নাই; [অতএব]) পুলিন্দসুদৃশঃ (শবরবধূগণ) যৎ (যে) ইহ (ইঁহার প্রতি) অনুরজ্যঃ যুক্তং (অনুরাগ ধারণ করিতেছে, ইহা সঙ্গতই বটে; [আর]) হি (যেহেতু) রাগস্য প্রকটনে চ (অনুরাগের প্রকাশনবিষয়ে) অয়ম্ এব মার্গঃ (ইহাই রীতি)॥ ৬০॥ (১৬০)

(হে সখি!)
যঃ অসৌ (যিনি) অনুবেলং (নিরন্তর) ক্রীড়োপযোগীভিঃ (ক্রীড়ার উপযোগী) কন্দকন্দরপয়ঃফলধাতুরাগৈঃ (কন্দ, গুহা, জল, ফল ও গৈরিকাদি রঞ্জন দ্রব্যদ্বারা) ভজতে (সেবা করেন), সঃ (সেই) গিরিবরঃ (গিরিবর) গোবর্ধনঃ হি (গোবর্ধন ই নিশ্চয়ই) মাধবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) লীলাসখঃ চ (লীলাসহচর ও) ভাগবতোত্তমঃ চ (উত্তম ভাগবতও বটেন)॥ ৬১॥ (১৬১)

সখি (হে সখি!) অস্য আশ্রয়ং কৃতবতাং (এই গোবর্ধন-গিরির আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি) কৃষ্ণঃ বদ্ধতৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া) অভিমতং তনোতি (অভীষ্ট বস্তু বিতরণ করেন); এতৎ এব মতং (ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত); যোগ্যাঃ চ (যোগ্য ব্যক্তিগণও) শ্রেয়ঃ সিসাধয়িষবঃ (মঙ্গল সাধনে ইচ্ছুক হইয়া) সহায়ং বিনা (উপযুক্ত সহায় ব্যতীত) তৎ (তাহা) ঘটয়িতুং (সম্পাদন করিতে) কুশলাঃ ন ভবন্তি (সমর্থ হন না) ॥৬২॥ (১৬২)

১০৩। অত্যন্ত অলৌকিকত্ব ও নিত্যনূতনত্ব-হেতু প্রবল অনুরাগবশতঃ সকল আর্তিসহকারে পরমধন্যা ধন্যাপ্রভৃতি কুলবালাগণ তাঁহাদের অভিপ্রায়জ্ঞ বিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরও অজ্ঞাতসারে নবজাত উৎকণ্ঠাধারণপূর্বক, লজ্জাদির বেগের অপগমহেতু পরস্পরাগত পূর্ব প্রণয়-বন্ধনের প্রভাবে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধা বয়স্যায় এরূপ বলিতে লাগিলেন। তৎকালে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয়হেতু তাঁহাদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়বর্গের বেগ শিথিল ভাব অবলম্বন করিয়াছিল ॥৬৩॥ (১৬৩)

সখি (হে সখি!) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) বংশীকলঃ কিল
(বংশীধ্বনি) হি (নিশ্চয়ই) বস্তুস্বভাবপরিবৃত্তিকরঃ
(বস্তুর স্বভাবের পরিবর্তনের বিষয়ে) সিদ্ধবীর্যঃ মন্ত্রঃ
(সিদ্ধবীর্য অর্থাৎ অব্যর্থ মন্ত্রস্বরূপ); যৎ (যেহেতু
উহা) সচেতনানাং (সচেতন পদার্থসমূহের) নিশ্চেতনত্বং
(অচেতনত্ব) উদপাদি (উৎপাদন করিয়াছে [এবং])
অচেতনানাং (অচেতন পদার্থসমূহের) চেতনত্বং
উদপাদয়ৎ (চেতনা সঞ্চার করিয়াছে)॥ ৬৩॥ (১৩৪)

১৩৫। তথাহি শ্রীরূপ দেব —

সখি (হে সখি! [তাঁহার বংশীধ্বনিশ্রবণে]) হন্ত (অহো)
হরিণাঃ চ (হরিণগণ), পশ্বাং গাবঃ চ (ধেনুগণ),
বৃক্ষৌকসঃ চ (পক্ষিগণ), সরিতঃ চ (নদীগণ),
জলেচরাঃ চ (~~এবং~~ ও জলচরগণ) স্তম্ভন্তি (স্তব্ধভাব
ধারণ করিতেছে! [সকলেই]) ভূমিভৃতঃ চ
(পর্বতগণ) ভূমিরুহঃ চ (বৃক্ষগণ [~~এবং~~ ও]) ভূঃ চ
(পৃথিবীও) স্নিহ্যন্তি চ (স্নেহপরবশ হইয়া)
রোমহর্ষং প্রকটয়ন্তি চ (রোমাঞ্চ প্রকাশ
করিতেছে)॥ ৬৪॥ (১৩৫)

~~আলি~~ আলি (হে সখি!) কালিয়রিপুঃ (কালিয়মর্দন

শ্রীকৃষ্ণ) কালেন (কৈশোর কালের উদয়ে) কালকূটমিব (কালকূটের ন্যায়) কালকরং (মৃত্যুজনক [৩]) করালং (ঘোরতর) যং (যে বংশীধ্বনি) কলয়াঞ্চকার (আবিষ্কার করিয়াছেন), কুলস্য (কুলের) কলঙ্কীলং (কলঙ্ক যোজক) তং কিল (সেই) বংশীকলং (বংশীধ্বনিকে) কা (কোন্) কুলীনা (কুলবধূ) কোলিমতী (কৌলিন্যরায়ণা হইয়া) কালয়তু (নিবারণ করিতে পারে)? ॥ ৬৫॥ (১৬৬)

১৬৭। হে সহচরীগণ! তোমরা সকলে সমানভাবে আর্ত-মনস্থচিত্তে, কান্তি যোগে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনুরঞ্জনকারী, মানসম্পদে গর্বিত, কামহেতু চঞ্চলচিত্ত, বনপ্রদেশে সমাগত, নিত্য মহোৎসবশালী ও পরম মনোরম ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ্যান কর ॥ (১৬৭)

[হে সখি!] সুস্নিগ্ধ দীর্ঘ ঘন কুঞ্চিত কেশপাশং (যাঁহার কেশরাশি সুস্নিগ্ধ, দীর্ঘ, ঘন ও কুঞ্চিত), মন্দমন্দ-ভ্রমরকাবলিভব্য ভালং (রমণীয় ললাটেন্দু এবং চঞ্চল অলকরাজি দ্বারা বিভূষিত), সুভ্রূলতং (ভ্রূলতা মনোরম), স্বলকং (অলকরাজি অতিসুন্দর), উন্নতচারুনাসং (নাসিকা উন্নত ও

সুষমা), অস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) তৎ (সেই) আস্য-পদ্মং (মুখপদ্ম) কদা (কবে) শ্রেয়ং ভবিষ্যতি ([আমাদের] ধ্যানযোগ্য হইবে)? ॥৬৬॥ (১৬৮)

মাধুর্যসিন্ধুং অপি (মাধুর্যসিন্ধুরও মধ্যে) যস্য (যে বস্তু) নিপাতঃ ভবেৎ (পতিত হয়), তৎ (সেই বস্তু) কেবলং (সম্পূর্ণরূপে) মাধুরিমানং (মাধুর্য) উরীকরোতি (ধারণ করে), মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) উষ্ণীষ-সীমানি (উষ্ণীষের প্রান্তদেশে) সহেলগতা (হেলাভরে বিন্যস্ত হইয়া), গোচন্দ্রকং অপি (ধেনু-গণের পাদবন্ধন-রজ্জুও) রম্যতায়াং মজ্জতি (রমনীয়তা ধারণ করিতেছে)॥৬৭॥ (১৬৯)

পরং (কেবলমাত্র) ধন্যাঃ (ধন্যা) প্রমুদিতাঃ ([ললনাগণই] হৃষ্টচিত্তে) তাম্বূলগন্ধি-রদনচ্ছদ বন্ধু-জীবৈঃ (তাম্বূলের সৌরভযুক্ত ওষ্ঠ ও অধররূপ বন্ধুজীব অর্থাৎ বাঁধুলী পুষ্পরাশি দ্বারা), বল্লোল্লসন্মকর কুণ্ডলতাণ্ডবেন (বল্লোল্লসিত মকর কুণ্ডলের তাণ্ডব শোভায়) বিভ্রাজমানতমং (অতি সমুজ্জ্বল), অস্য কপোলবিম্বং (শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশের) পরিপূজয়ন্তি (পূজা করেন)॥৬৮॥ (১৭০)

শ্রীবৎস কৌস্তুভ-রমা বনমালিকানাং (শ্রীবৎস, কৌস্তুভ,
লক্ষ্মী ও বনমালার) লক্ষ্মীভরেণ (শোভাভরে [-ও])
পরমা হার ভাসা অপি চ (হারের অতিমনোরম
দীপ্তি সংযোগে) বিভ্রাজমানপরিণাহং (যাহার
সুবিস্তৃত অংশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে), অমুষ্য
(শ্রীকৃষ্ণের [সেই]) বক্ষঃ (বক্ষঃস্থলে) কা নাম
বামনয়না (কোন্ সুন্দরী ললনাই বা) প্রবেষ্টুং ন ইচ্ছতি
(প্রবেশ করিতে ইচ্ছা না করে)? ৬৯॥ (১৭১)

হন্ত (অহো!) পার্শ্বস্থয়োঃ (পার্শ্বযুগলে অবস্থিত)
মদমনোভব-নাগযূনোঃ (মদ ও কন্দর্পরূপী মত্ত যৌবনমত্ত
করিরাজযুগলের) শুণ্ডাদ্বয়ী ইব (শুণ্ডদ্বয়ের ন্যায়),
অস্য (শ্রীকৃষ্ণের) ইয়ং ভুজয়োঃ দ্বিতয়ী (এই
ভুজযুগল) জানুদ্বয়ীলবণিমামৃতং উদ্দিধীর্ষুঃ
(জানুদ্বয়ের লাবণ্যামৃত উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায়)
কস্যাঃ (কোন্ ললনারই বা) হৃত্তড়াগং (হৃদয়-
সরোবরকে) ন বিলোড়য়তি (আলোড়িত
না করে?)॥ ৭০॥ (১৭২)

হা হন্ত (অহো!) [যাহা] সুবলিতাবলিভিঃ (সুগঠিত
শ্রেণীবদ্ধ) বলীভিঃ (বলীরাজি দ্বারা) আবেল্লিতং

পরিবেষ্টিত [এবং যাহা]) মুষ্টিপ্রমেয়ম্ অপি (মুষ্টিমেয় হইয়াও) ওজসা পুষ্টম্ ইব (তেজোবিশেষ দ্বারা যেন পরিপুষ্ট হইয়াছে), অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণের) তৎ (সেই) অবলগ্নং (মধ্যদেশ) মুহুঃ (নিরন্তর) নঃ (আমাদের) অন্তঃ (অন্তরে) লগ্নং (লগ্ন অর্থাৎ ধ্যানযোগে লব্ধ হইয়া) কৃশং তৎ ইদং চ (সেই কৃশ অন্তরকেও) কৃশীকরোতি (কৃশ করিতেছে)।।৭১।। (১৭৩)

অহো হা হন্ত (অহো!) লাবণ্যকল্পতরুকোটরকল্পনাভী-নির্যত্তনু-ভ্রমররাজিঃ ইব (লাবণ্যকল্পতরুর কোটরসদৃশ নাভিস্থল হইতে নির্গত ভ্রমররাজির ন্যায়) উন্মুখী (ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃতা) ইয়ং (এই) রোমাবলিঃ (রোমরাজি) মলিনিমানং বহন্তী (মলিনতা ধারণ করিয়া) কালভুজঙ্গী ইব (কালভুজঙ্গীর ন্যায়) নঃ (আমাদের) হৃৎ (হৃদয়ে) দদংশ (দংশন করিয়াছে)।।৭২।। (১৭৪)

অহহ (হায়!) বজ্রাঙ্কুশ-ধ্বজসরোরুহলক্ষ্মলাঞ্ছি (ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে সুশোভিত), মঞ্জীর-রত্নকিরণোল্লসদঙ্গুলীকং (নূপুরের রত্নকিরণরাজি-দ্বারা সমুজ্জ্বল অঙ্গুলীরাজিযুক্ত [ও]) শোণারবিন্দ-রুচিনিন্দকং (রক্তকমলের কান্তিবিজয়ী) অঙ্ঘ্রিযুগ্মং

(তদীয় পদযুগল) কদা নু (কবে) বয়স্কুটীং ([আমাদের] বক্ষোদেশ) ভূষয়িতা (অলঙ্কৃত করিবে)? ॥ ৭৩॥ (১৭৫)

১১২। অহো! এই অতুলনীয়া গোকুলবালাগণ এইরূপ উৎকণ্ঠা-ভরে প্রায়শ: কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া অনুরাগসহকারে অতিকষ্টে শরৎকাল অতিবাহিত করিয়া দুস্তর উৎসাহ-তরঙ্গে ভাসমান অবস্থায় সাহস যোগে অবলম্বন পূর্বক হেমন্ত কালকে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৭৬॥

১১৩। অনন্তর হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইল; সেই সময়ে ক্ষেত্রসমূহের তলদেশেই প্রফুল্ল কহলার-পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত অল্প পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকায় অল্প পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন নানাবর্ণের মঞ্জরী-বিশিষ্ট কমনীয় শালি ধান্যসমূহ অবনত হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্রসমূহ ঈষৎ অঙ্কুরিত, তৃণশূন্য, যব ও গোধূম-রাজিদ্বারা ধূমলবর্ণ হইলে তদ্বারা উক্ত সময়ে শোভা বর্ধিত হইতেছিল। তৎকালে অতিস্নিগ্ধ কুস্তুম্বুরুর (অর্থাৎ ধনে গাছগুলির) গুচ্ছ রাজির সহিত মিলিত মৌরীগাছগুলি দ্বারা ধরণি মধুরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাস্তুভূমিসমূহে সুস্নিগ্ধ বাস্তুক (বেথুয়া) শাক লাগিয়াছিল। দিকে দিকে ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ ক্রমশ: শোভাসমৃদ্ধি ধারণ

করিয়া ভক্তজনের বলপূর্বকই উক্ত শরৎ-ঋতুর শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। এই রূপ সেই ঋতুর অনন্তর শস্যসম্পদ্‌শালী প্রথম অগ্রহায়ণ মাসেও প্রথমভাগে ধন্যাদি প্রভৃতি গোপবালাগণ নিত্যসিদ্ধা হইয়াও ভাবসিদ্ধির নিমিত্ত ধ্যানের উৎকণ্ঠা-সহকারেই যেন সাধকাভিমান ধারণ করিয়া অপারমিত প্রীতিভরে অতি সকৌশলে 'নীতিমান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন আমাদের পতি হউন' এইরূপ সঙ্কল্প পূর্বক একসঙ্গে উমার অর্থাৎ কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ (১৭৭)

৩। তদুপরি যেদিন হইতে তাদৃশ সঙ্কল্প রূপ কল্প-লতার কুসুমাবিকাশহেতু মনোহরা সেই গোকুল বালাগণের অপার উৎকণ্ঠাবিবশতঃ সুখুভাবে সর্ববিষয়ে নিশ্চেষ্টতার উদয় হইয়াছিল, সেই দিনই 'হৃদয়ে উৎকণ্ঠাপ্রশমন কুল বালাগণের বিশিষ্ট পতিলাভেই সুখের সঞ্চার হয়' এই রূপ বিচার করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মাতা পিতা আর কোন রূপ সন্তাপ প্রকাশ করেন নাই; বরং তাঁহাদের অনুকূল ব্যাপারের ব্রতাকার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত মঙ্গলকারিণীই হইয়াছিলেন॥ (১১)

২। পরন্তু তাঁহাদের মাতা অতিশয় স্নেহবশতঃ প্রত্যেককেই ঐরূপ দুষ্কর কার্য্যে নিষেধ করিতে লইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'তোমার এই পরম-রমণীয় দেহলতা ব্রতের তীব্র কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ নহে; সম্প্রতি তুমি অতিশয় সাহস-বশতঃ হর্ষসহকারে একরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কিরূপে এই দুষ্কর কর্ম্মের সম্পাদন করিবে? বিশেষতঃ এবিষয়ে তোমার কোন রূপ অভিজ্ঞতাও নাই; পরন্তু আমাদের বংশের পূর্ব্বে কোন কন্যা ইহার অনুষ্ঠান করে নাই বলিয়া বস্তুতঃ তুমি অনধিকারিণীই বটে॥

~~করিলেই বলিয়া বস্তুত: তুমি অনাধিকারিণী।~~

পরন্তু এরূপ প্রতিষেধ সত্ত্বেও তৎকালে সেই কন্যাগণের
চিত্তে বিশুদ্ধা শ্রদ্ধার বৃদ্ধিই হইয়াছিল ॥ ২॥

তদনন্তর তাঁহাদের জননীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন -
হে বৎসাগণ! উমা, উমাধব (শঙ্কর), মাধব, কমলা
বা কমলাসন ব্রহ্মা - ইঁহাদের মধ্যে কোন্ দেবতা
তোমাদের আরাধ্য, আরাধনাই বা কীরূপ, পূজায়
কত দিনই বা লাগিবে, আর এই কার্যে বেদাদি-
বাক্যে অভিজ্ঞ কাহাকেই বা আচার্য করিয়াছ?
এই সকল বিচার করিয়া আমাদিগকে জানাও তো।

৪। মাতৃবর্গের এইরূপ উক্তির পর প্রত্যেকেই নিজ-নিজ-
গূঢ়-অভিপ্রায়-বিষয়ে মাতার আলজ্জ-নিরাসের নিমিত্ত
বলিতে লাগিলেন - হে জননি! ইহাই লোকে নিয়ম যে,
যাঁহার প্রতি যাঁহার যে পর্যন্ত শ্রদ্ধার আধিক্য জন্মে,
তিনিই ততকাল তাঁহার দেবতারূপে মান্য হন;
সেই জন্যই আমি উমা দেবীকেই দেবতা করিয়াছি;
আর, মন:ই যথার্থ আচার্য, তাঁহার উপদিষ্ট কার্যই
আমাদের তাদৃশ অদৃষ্টের উৎপাদন করিবে এবং
মনুষ্য লোকের পারে লইয়া যাইবে সেই গুরুই

স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণের ন্যায় যে সুস্পষ্ট মন্ত্রের
উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ইষ্ট-
সাধক ॥ ৪॥

৫। অনন্তর মাতৃবর্গ আর বাধা না দেওয়ায় তাঁহারা তাদৃশ
কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক, নিজ-নিজ-চিত্তের উৎকণ্ঠাক্ষমা
সখীর নিকট হইতে আনুকূল্য লাভ করিয়া নির্বিঘ্ন
শুভদিবসে হৃদয়ে হর্ষরসধারার বিস্তারকারী
হবিষ্য আরম্ভ করিয়া ব্রতানুষ্ঠান-বিষয়ে উদ্যতা হইলেন।
তৎকালে তাম্বূল সেবনের অভাবে স্বাভাবিক কান্তির
বাহুল্যহেতু তাঁহাদের ওষ্ঠ ও অধররাজি বর্ষাজলে
বিধৌত নবীন অশোকদলরাজির ন্যায়, সর্বাঙ্গে
প্রাত্যহিক অভ্যঙ্গের (তৈলমর্দনের) অভাবে কর্কশতা-
হেতু অঙ্গসমূহ পাণ্ডুবর্ণ
কেতকীপত্রসমূহের ন্যায়, এবং নিয়তভাবে স্নেহদ্রব্যের
বর্জনহেতু কেশরাজি বৈরাগ্যশালী ব্যক্তিগণের রুক্ষ
চিত্তসমূহের ন্যায় রুক্ষ হইয়াছিল। আর, নিয়মিত
একাহারবৃত্তিনিবন্ধন শরীর কৃশ হইয়াও অব্যাহত
কান্তিরাশি ধারণ করিয়া স্বীয় শোভা দ্বারা
দ্বিতীয়া তিথির অদ্বিতীয়া চন্দ্রকলার সৌন্দর্যের পরাভব

করিতেছিল। প্রমত্তা বসন্তায় রাত্রির অবসান
হইলে তাঁহারা কুসুমশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের
প্রাপ্তির আশায় স্বাভাবিক নিদ্রার অভাবে মত্ত খঞ্জরীটের ন্যায়
রক্তবর্ণ নয়নশোভা ধারণ করিয়া নেত্রাদি ধৌত
করিলেন। অনন্তর শ্বেতবর্ণ রাত্রিবসন পরিত্যাগ ও
সধবার সৌভাগ্যসূচক অপর বস্ত্র পরিধান-পূর্বক
প্রত্যহ মনোরম প্রভাত কালে যমুনার জলে স্নান
করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠায় বিহ্বলচিত্তে দ্রুতবেগে সকলে
একত্রিত হইতেন। যদিও তৎকালে পূর্বের আলোচনানুসারে
কাহাকেও আহ্বান করার কারণ ছিল না,
তথাপি যিনি বিলম্ব করিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি
'হে সখি! আমরা তোমার অপেক্ষা করিতেছি,
শীঘ্র এস' এইরূপ সম্মান বাক্য প্রয়োগ করিয়া,
পরস্পর প্রগাঢ়-প্রণয়বশতঃই মিলিত মৃণাল-
লতারাজিদ্বারা মনোরমশিল্পসমুক্তা, অথচ জলতলে
বিচরণকারিণী, পরম সৌন্দর্যশালিনী কমলিনীরাজির
ন্যায়, কিম্বা পরস্পর চঞ্চলশাখাগুচ্ছের বিস্তারহেতু
কমনীয় কোন অংশ কাঞ্চনলতার উদ্যানের ন্যায়,
কিম্বা পরস্পর নিজ-নিজ-চাঞ্চল্যপ্রতিজনিত [illegible]

প্রকাশের নিমিত্ত পরস্পরের সংযোজক আনন্দময়-
কান্তিযুক্ত, অথচ অনেককালের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ
বিদ্যুদ্‌রাশির ন্যায়, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া
ছিলেন। তৎকালে বলয়ধ্বনির শব্দদ্বারা মদমত্ত
চকোরাক্ষিগণের ধ্বনি পরাভূত করিয়া তাঁহারা
করসঞ্চালন করিতেছিলেন। প্রখর সূর্যকিরণেও
যেরূপ পদ্মিনী রাজির মালিন্য উদিত হয় না,
প্রত্যহ জাগ্রত প্রবল কৃষ্ণানুরাগের আক্রমণেও তদ্রূপ
তাঁহাদের মুখ মলিন হয় নাই। তৎকালে মুক্ত উত্তম-
কল্পনানুযায়ী সংগৃহীত দেবীপূজায় উপকরণরাজি
রমণীয় হস্তে ধারণ করিয়া অনুচরীগণ তাঁহাদের
পশ্চাদ্‌গমন করিতেছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা প্রভৃতি
দেবগণের মুখোচ্চারিত হরিগুণগানের নিরন্তর
কীর্তনহেতু তাঁহাদের ঈষৎবিবৃত মুখসমূহের
সৌরভে ভ্রমরগণের সমাগম হেতু শঙ্কাকুলিত:
নয়ন বন্ধ সঙ্কোচ করায় নয়নকোণ অতিশয়
কমনীয় হইয়াছিল। তাঁহারা মঙ্গলময়, বিকাশিত স্বরসৌন্দর্য
প্রকাশ করিয়া বীণার ধ্বনিকে তিরস্কারপূর্বক
ধীরে ধীরে নিবিড় ও কোমলস্বরে গান করিতেছিলেন।

N.B.
পরপৃষ্ঠায় সমাপ্ত পঞ্চম সংখ্যক পরিচ্ছেদের পর এবং সপ্তম পরিচ্ছেদের পূর্বে এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইবে।

৬। সেই যমুনাও যেন রঙ্গাকুলা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভাভিলাষিণী নিবিড় সেই কুমারীগণের হর্ষসমৃদ্ধা পরম শ্রদ্ধা দর্শন করিয়া সমাদরের সহিত "এস, এস" এই বলিয়া অতি চঞ্চল তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা যেন আলিঙ্গনের অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পদসঞ্চারণে পদবলয়সমূহের ঝঙ্কারধ্বনি উত্থিত হওয়ায় জলচর পক্ষিগণ সত্বর উড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিলে তাহাদের কলরব দ্বারাই যেন যমুনাদেবী ঐ কুমারীগণের অভীষ্ট সিদ্ধি সূচনা করিয়া রমণীয় আদরের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিশাবিরহী চক্রবাকমিথুনের হর্ষকৃত্যসম্পাদনের অনুকূল হইয়া অরুণোদয়ের উপক্রম হইলে [illegible] সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প রূপ নেত্রযুগল দ্বারাই যেন (যমুনাদেবী) সাদরে সেই কুমারীগণকে দর্শন করিতেছিলেন ॥ ৬॥

For Continuation see next page

এইরূপে সূর্যোদয়ের পূর্বেই, যাহাতে স্নান করিলে
সকল সঙ্কল্পের উপলব্ধি হয় এবং যিনি অন্ধকার-
বিনাশী সূর্যের কন্যা হইলেও স্বয়ং অন্ধকারধারার
(কৃষ্ণাকারে)
ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন, সেই ~~[illegible]~~ যমুনার
নদীপুলিনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ~~এসময়ে~~ তাঁহারা
স্নেহশীল গুরুবর্গের বাধাকে নিবৃত্ত ~~[illegible]~~ করিয়াই
আসিয়াছিলেন ॥ (৬) — N.B. (ইহার পর উক্ত পরিচ্ছেদের পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* ৭। তৎকালে তাঁহারা অবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া
শীতবস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক, সুস্পষ্টরূপে পরমমঙ্গল-
বিস্তারকারী, তীব্র প্রভাবশালী (অর্থাৎ প্রচণ্ড) হিমকণসমূহের
ধারাকে আনন্দসহকারেই দেহদ্বারা সহ্য করিয়া,
অপরিমিত উৎকণ্ঠাসহকারে একসঙ্গেই ভগবতী
কালিন্দীর বন্দনা করিতে করিতে স্নানের নিমিত্ত
তাঁহারা জলমধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের
সমস্ত অধর কম্পিত হইতেছিল, কম্পমান অধর-
পল্লবের নৃত্যহেতু বিকশিত শুভ্র দন্তপঙ্ক্তির মধ্যে
সঙ্কুচনশীল শীৎকার (ভীতি-হেতু অব্যক্ত ধ্বনি বিশেষ)-সহযোগে তাঁহাদের
সুমধুর হাস্য বিশেষ সংস্কার লাভ করিয়াছিল।
পরস্পরের দর্শনেই তাঁহাদের মধ্যে উৎসবকৌতুক

প্রবল- সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং শীতে শরীর সঙ্কুচিত হইতেছিল। এতদবস্থায়ও তাঁহারা সর্বকলার আধারস্বরূপ ব্রতরসে প্রবল ভাবেই সমাদরে বহন করিতেছিলেন। অনন্তর তাঁহারা শীতের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া যথানিয়মে স্নানকৃত্য সমাপন-পূর্বক সকলে উৎসাহমূলক সাহসে হর্ষান্বিতা হইয়া তীরে আগমন করিয়াছিলেন ॥ (৭)

৮। অতঃপর স্নানোত্তীর্ণা সেই সুন্দরীগণের যমুনা-স্নানজনিত অপার সুখবোধ দূর না হইতেই চারুদন্তা সেই মৃগলোচনাগণের গাত্রাস্থিত জলবিন্দুসমূহ তাঁহাদের বস্ত্রসমূহকে বারম্বার সিক্ত করিয়া অধীনভাবেই ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মনে হইতেছিল, যমুনার কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গের সংস্পর্শজনিত দুঃখেই যেন সেই সুন্দরীগণের দেহের কান্তিরাশি ক্রন্দন করায় তাহারই অশ্রুবিন্দুসমূহ ভূতলে পতিত হইতেছে। লাবণ্যামৃতের সারস্বরূপ ঐ দৃশ্য জলবিন্দুসমূহ, যমুনার জলে অবস্থিত সুপ্রাচীন পাক্ষিগণের দ্বারাও ইতঃপূর্বে কোন কালেই অনুভূত হয় নাই ॥ (৮)

৯। তৎকালে সুবর্ণ অলঙ্কার ও মনোরম হেতু বাঞ্ছনীয়
দিব্যকান্তিসম্পন্না সেই কুমারীগণ তীব্র বেগে জলক্ষরণযুক্ত
উত্তম কবরীসমূহকে শোভাকর মার্জনক্রিয়াদ্বারা
জলনিঃসারণপূর্বক যেন লালন করিতে করিতে মাধুর্যের
অপূর্ব পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল—
যেন জলনিঃসরণযুক্ত উক্ত কবরীরাজির ছলে অন্ধকার-
রাশিই ভয়জনিত অপ্রতিভভাবে রোদন করিয়া
স্বাভাবিক ধৈর্যভাব পরিহারপূর্বক
দয়াবশতঃ ব্যস্তভাবাপন্না জ্যোৎস্নারাশি, কিম্বা
মূর্তিমতী হর্ষলক্ষ্মীই তাহাদের অশ্রু মোচন করিয়া
দিতেছে॥ (৯)

১০। তদনন্তর যাঁহাদের দেহলতা হইতে জল নিঃসারিত
হইয়াছে এবং মুখপদ্মসমূহ কৃষ্ণসঙ্গীতিজনিত আনন্দ-
হেতু মাধুর্যের ভার বহন করিতেছে, তাদৃশী
কুমারীগণ লক্ষ্মীদেবী অলঙ্কার ও আর্থিক সৌভাগ্য-
শালিনী হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওতপ্রোত-
ভাবে অনুরাগ ধারণপূর্বক হর্ষবিহ্বলচিত্তে
ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া-
ছিলেন॥ (১০)

১১। এইরূপে সেই কুমারীগণ পরিহিত বস্ত্রের প্রান্তভাগের
মনোরম দীপ্তি দ্বারা অতিশয় শোভাবিস্তারণপূর্বক কলা-
নৈপুণ্যপ্রদর্শনসহকারে কেশকলাপ মার্জনা করিয়া
কোন এক সৈকত প্রদেশে গমন করিলেন এবং তথায়
পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত সামগ্রীসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে
মনোনিবেশ করিলে তাৎকালিক অল্প শীতের প্রভাবেই
সেই কোমলাঙ্গীগণের মুখকমল শীৎকার(শীত-ভীতি হেতু স্বতঃ ধ্বনিবিশেষ)যুক্ত হইলে
তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ চতুষ্পার্শ্ব হইতে পক্ষসঞ্চালন-
আরম্ভ করায় তাঁহাদের ভ্রূ-সমূহ তদুত্থিত বায়ুবেগ
সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ে চঞ্চলভাব প্রকাশ
করিতে লাগিল। তৎকালে যমুনার পিতা সূর্যদেবও
নিজ-কন্যা অপেক্ষাও বাৎসল্যের পাত্রী সেই কুমারী-
গণকে শীতনাশক, ঈষদুষ্ণ, কোমল কর(কিরণ)-
দ্বারা লালন করিতে করিতে গগনমণ্ডলে উদিত
হইলেন ॥ (১১)

১২ অনন্তর জলচর প্রাণিগণের চরণ-চিহ্ন-
রহিত, একমাত্র বায়ু ব্যতীত অপর কোন লোকদ্বারা
অনাক্রান্ত, ফেনাদির স্পর্শরহিত ও কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ,
হিতজনক পুলিনপ্রদেশকে পুনরায় নিজ-নিজ-করকমল-

দ্বারা পরিমার্জন করিয়া পূজার উত্তম সামগ্রীসমূহ তথায়
আনয়নপূর্বক কোকিলের ন্যায় কোমলস্বরা সেই পুন্য-
চারিত্রা কুমারীগন মূর্তিরচনার উপযোগী বালুকারাশি-
দ্বারা ভগবতী উমার মূর্তিরচনায় ইচ্ছাসহকারে পরস্পর
এরূপ বলিতে লাগিলেন - হে সখি! আমরা কখনও
এই কাত্যায়নীপূজাব্রতের আচরন করি নাই, কিন্তু সম্প্রতি
স্বার্থকুশলা কোন্ কুমারীই বা ভ্রান্তি ও আবেগ দূর
করিয়া এই পরম মঙ্গলকর কার্যে প্রবৃত্তা না হইবেন?
আর, এক এক জন পৃথক্‌ভাবে, কিম্বা, সকলে মিলিয়া একসঙ্গে
কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিবে, এই বিষয়েও যাহাতে
কোনরূপ দুঃখহেতু বিরসভাবের সঞ্চার না হয়,
তাহাই করা উচিত এবং বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিতা শ্রদ্ধার ভাব
অবলম্বনপূর্বক তাহা নিশ্চয় করাই আমাদের কর্তব্য।
কোন কুমারী এরূপ বলিলে অন্য সকলে বলিলেন -
হে সখি! তোমাদের ন্যায় পরস্পর সৌহার্দসম্পন্না-
গনের পক্ষে মিলিতভাবেই দেবীর পূজন কর্তব্য,
পরন্তু পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পূজা করিতে হইলে বিলম্বের
সম্ভাবনাহেতু সকলের পূজা পুণ্যকালে সিদ্ধ না হইয়া
মনোমালিন্যেরই সঞ্চার করিবে। পক্ষান্তরে, অনেকে

একসঙ্গে মিলিয়া পূজা করিলে বিশেষ শোভারই উদয় হইবে। অতঃপর কল্যানিপুনা কুমারীসকল অতিমধুর স্বরে মাঙ্গলিক শ্রীকৃষ্ণচরিতগান আরম্ভ করিয়া মনোরম সুগন্ধি পুষ্পরাজির অঞ্জলি বর্ষনপূর্বক পরম পবিত্র বালুকারাশির অর্চনা করিয়া তদ্দ্বারা ভগবতী উমাদেবীর মূর্তিনির্মান আরম্ভ করিলেন ॥ (১২)

১৩। আর, সেই মূর্তিনির্মানযত্নের সঙ্গে-সঙ্গেই স্বয়ংই ভগবতী কাত্যায়নী দেবী বালুকাময়ীর ভাব ধারন করিয়াই যেন ভবিষ্যৎ শুভদায়িনীর ন্যায় মূর্তিমতী হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা, "অহো! যে মূর্তি অনেক দিনেও করা সম্ভবপর নহে; তাহা অল্পকালমধ্যে অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইল!" এইরূপ আন্তরিক প্রসন্নতালাভহেতু সাক্ষাৎ দেবীরই অনুগ্রহ-লাভ হইয়াছে মনে করিয়া সেবিষয়ে নিজ-নিজ অপারিমেয় চিত্তবৃত্তিকেই প্রমানরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ (১৩)

১৪। অনন্তর উঁহারা দুই দিক হইতেই সন্তোষের সহিত সেই দেবীকে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়া মনেরও অগোচর মনোবৃত্তি ~~[illegible]~~ ভাববশতঃ পরস্পর বশবর্তিনী হইয়া বাক্যালাপ বর্জন পূর্বক বাক্যের ও

চিত্তের সহমর্মী সহকারে যমুনার জল অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া
বাগীশ্রিয়ের বর্জনীয় ব্যতীত পূজা-সামগ্রীসমূহ নিকটে
আনয়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে
গুপ্তধনের ন্যায় স্থাপনপূর্বক, ভগবতীর পূজা আরম্ভ
করিলেন। তৎকালে তাঁহারা যথাবিধি পদপ্রক্ষালন ও
আচমনপূর্বক পদের একদেশদ্বারা ভূমিতল স্পর্শ করিয়া,
সত্ত্বগুণবশতঃ মৌনাবস্থায় অবস্থান সত্ত্বেও চিত্তগত
[illegible] মনে মনে সমান আলাপই করিতে-
ছিলেন এবং বাহ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানও সমানভাবেই
করিতে লাগিলেন ॥ (১৪)

১৫। কল্যাণীভূতা সেই কুমারীগণ সমাহিতচিত্তা
বালুকাময়ী সেই কাত্যায়নীমূর্তিকেই প্রথমতঃ সাক্ষাদ্ভাবে
নিত্যবস্তুজ্ঞানে মনে মনে একরূপেই আবাহন করিয়া-
ছিলেন ॥ (১৫)

তাহা এইরূপ —

ওঁ দেবি (হে দেবি!) ইহ আগচ্ছ ইহ আগচ্ছ (আপনি
এস্থানে আসুন), ইহ (এই মূর্তির মধ্যেই) সন্নিধানং আচর
(অধিষ্ঠান করুন), নঃ (আমাদিগকে) কৃষ্ণস্য সান্নিধ্যং
(শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য) প্রযচ্ছ (প্রদান করুন), নমঃ নমঃ
[আপনাকে] বারম্বার প্রণাম করি ॥ ১॥ (১৬)

দিব্যম্ আসনম্ (এই দিব্য আসনটি) ইষ্যতাম্ (ইচ্ছা করুন); অস্মাকম্ (আমাদের) অঙ্কপর্য্যঙ্কং (ক্রোড়রূপ পালঙ্কে) কৃষ্ণাসনম্ (শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন স্থান) উদীরয় (নির্দেশ করুন)॥ ২॥ (১৭) যুক্ত আদর্শে

১৭। এইরূপে প্রচুর আনন্দসহকারে স্বর্ণাসন সমর্পণ করিয়া বলিলেন,— হে দেবি! (হে দেবি!) তব স্বাগতং (আপনার শুভাগমন হউক)।

১৬। এইরূপ আবাহনের পর বাহ্যবৃত্তিশূন্যা ও প্রণতা সুন্দরীগণ পুনরায় পূর্ববৎ পরমসন্তোষসহকারে অতি প্রশংসনীয় ও পরমরমণীয় এক আসন দেবীর সম্মুখে রাখিয়া মনে-মনেই নিবেদন করিলেন —

"ভো: দেবি (হে দেবি!) ইহ (এই আসনে) আস্যতাং (উপবেশন করুন) স্বাগতং (আমাদের চিত্তের অভিলাষ) তে (আপনাকে) নিবেদ্যতে (নিবেদন করিতেছি) অস্মাকং ([আপনি] আমাদের) অন্তিকে (নিকটে) কৃষ্ণং স্বাগতং কারয় (শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের ব্যবস্থা করুন)॥৩॥ (১৮)

১৮। এইরূপে চিত্তের পরমসন্তোষসহকারেই স্বাগত প্রশ্ন করিয়া, সংগৃহীত সমুচিত দ্রব্যসমন্বিত মঙ্গলময় সুবর্ণপাত্রে পাদ্য রক্ষা করিয়া পূর্বের ন্যায়ই নিবেদন করিয়াছিলেন —

(["হে দেবি!] অনাদ্যে (অনাদিস্বরূপে!) অভিবাদ্যয়োঃ ([আপনার এই] প্রণম্য) পাদয়োঃ (পদযুগলে) ইদং (এই) পাদ্যং (পাদ্য) উপপাদ্যং (সমর্পণের যোগ্য হইয়াছে), নঃ ([আপনি] আমাদের) উরঃ (বক্ষঃস্থলকে) কৃষ্ণপ্রস্বেদপাদ্যং (শ্রীকৃষ্ণের পদগত ঘর্মজলদ্বারা)

শীলীকুরুতাং (শীতল করুন); অদ্য (অদ্য) নঃ (আমাদের) কৃষ্ণস্য সমাগমঃ (শ্রীকৃষ্ণসমাগম) সম্পাদ্যতাং (সম্পাদন করুন)॥ ৪॥ (২০)

২১। এইরূপে অপরের দুর্জ্ঞেয়-চরিত্রা সেই কুমারীগণ যথাবিধি সংগৃহীত কার্যোপযোগী প্রশস্ত দ্রব্যরাশির সমাবেশে অমূল্য অর্ঘ্য রচনা করিয়া তাহাদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন॥ (২১)

তাহা এইরূপ — [হে দেবি!] ত্বং (আপনি) অর্চিতৌঘৈঃ অপি অর্চ্যা (পূজনীয় দেবগণেরও আরাধ্যা); অয়ং (এই) অর্ঘ্যঃ (অর্ঘ্য) তুভ্যং (আপনাকে) অর্পিতঃ (নিবেদন করা হইল); মহার্ঘ্যঃ ([আপনি] মহামূল্য) শ্রীকৃষ্ণসঙ্গঃ (কৃষ্ণসঙ্গ) নঃ (আমাদের [পক্ষে]) সুঘঃ এব (সুলভই) ক্রিয়তাং (করুন)॥ ৫॥ (২২)

২৩। এইরূপে অর্ঘ্য নিবেদনের পর ~~কমনীয়~~ স্বচ্ছ আচমনীয়ের যথাবিধি সমর্পণ করিয়াছিলেন; যথা —

[হে দেবি!] ইদং (এই) কমনীয়ং (~~কমনীয়~~ স্বচ্ছ) আচমনং (আচমন জল) তে (আপনাকে) উপহৃতং (~~প্রদত্ত~~ সমর্পণ করা হইল); ত্বং (আপনি) নঃ (আমাদের) আননং (মুখকে) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) আচমনীয়ং (আস্বাদযোগ্য) আনয় (করুন)॥ ৬॥ (২৩)

২৩। এইরূপে তাঁহারা আচমনীয় নিবেদনপূর্বক ঘৃত, দধি ও মধুসহযোগে সুমধুর মধুপর্ক সমর্পণ করিয়াছিলেন; যথা—

[হে দেবি! এই] মধুরঃ (সুমধুর) মধুপর্কঃ (মধুপর্ক) তে (আপনার) মুখসম্মুখম্ অর্পিতঃ (মুখে সমর্পিত হইল); নঃ (আমাদিগকে) কৃষ্ণাধরপুটী মধুপর্কক্ষমাঃ হি কুরু (শ্রীকৃষ্ণের অধরপুটের মধুসম্ভোগলাভে যোগ্যতা দান করুন)।। ৭।। (২৪)

২২। এইরূপে প্রেমরসে বিশুদ্ধহৃদয়া সেই শ্রীনন্দকুমারীগণ যেন সন্তোষসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়াই পুনরায় পুনরাচমনীয় নিবেদন করিয়াছিলেন; যথা—

(ভোঃ (হে দেবি!) পুনঃ (পুনরায়) তে (আপনাকে) ইদং (এই) কমনীয়ং (সুন্দর) পুনরাচমনীয়ং (পুনরাচমনীয় [নিবেদিত হইতেছে]); কৃষ্ণস্য আননং (শ্রীকৃষ্ণের বদন) নঃ (আমাদের) পুনরাচমনীয়ং অস্তু (পুনরায় আস্বাদনীয় হউক)।। ৮।। (২৫)

২৬। এইরূপে পুনরাচমনীয় প্রদানপূর্বক, বায়ুর সম্পর্কব্যতীত কেবলমাত্র সৌরভের বেগেই নাসিকার বলীকারক, ও সকল লোকের বিস্ময়জনক, অতিরক্তবর্ণ ও অতিশয়

লোভনীয়, অভ্যঙ্গ যোগ্য তৈল সুরম্য মণিপাত্রে ধারণ করিয়া সম্মুখে আনিয়া —

'দেবি (হে দেবি!) ইদং (এই) দিব্যং (দিব্য) তৈলং (তৈল) অভ্যঙ্গার্থং (অভ্যঙ্গের নিমিত্ত) উরী কুরু (স্বীকার করুন, [এবং আপনি]) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গে অঙ্গে অভি (প্রত্যেক অঙ্গের অভিমুখে) রঙ্গাৎ (রঙ্গভরে) নঃ (আমাদের) অঙ্গানি কুরু (অঙ্গসমূহকে স্থাপন করুন)।' ॥ ৯॥ (২৬)

২৪। এইরূপে অভ্যঙ্গ নিবেদনপূর্বক, প্রগাঢ় হর্ষজনক গন্ধচূর্ণ উদ্‌বর্তনীয় অর্থাৎ গাত্রে মর্দনের যোগ্যরূপে সমর্পণ করিলেন ; যথা —

['হে দেবি!] ইদং (এই) মৃদু (সুকোমল) গন্ধচূর্ণং (গন্ধচূর্ণ) তে (আপনার) উদ্‌বর্তনীয়ং (উদ্‌বর্তনীয়রূপে) দত্তং (নিবেদিত হইল); ত্বয়া (আপনি) কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গদ্বারা) নঃ (আমাদের) দুঃখং (দুঃখ) উদ্‌বর্তনীয়ং (দূর করুন)।' ॥ ১০॥ (২৭)

২৫। অতঃপর সুরম্য সুবর্ণময় ঘটে কর্পূর চূর্ণদ্বারা সুবাসিত স্নানীয় জল আহরণপূর্বক তাহা

পরিমিতভাবে পূর্ববৎ সমর্পণ করিয়াছিলেন। যথা—
'দেবি (হে দেবি!) কর্পূরপূরসৌরভ্যং (কর্পূর সুবাসিত) স্নানীয়ং (স্নানীয় জল) অর্পিতং ([আপনাকে] সমর্পণ করিতেছি), কৃপয়া ([আপনি] কৃপা সহকারে) কৃষ্ণাংসসংসুধয়া (শ্রীকৃষ্ণের অংসসুধাদ্বারা) আশু (সত্বর) নঃ (আমাদিগকে) স্নপয় (অভিষিক্ত করুন)'॥ ১১॥ (২৮)

২৬। অত্যন্ত সুন্দরভাবে আকুঞ্চনের পরিপাটীযুক্ত, স্বর্ণসূত্ররচিত পাটিকা (শাড়ীকে) কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ববৎ নিবেদন করিলেন (২৯)॥
'হে দেবি (হে দেবি! [আপনি]) কনকাংশুকং (স্বর্ণসূত্ররচিত) ইদং (এই) অংশুকং (বস্ত্র) পরিধেহি (পরিধান করুন [এবং]) অম্বিকে (হে মাতঃ!) কৃষ্ণাংশুকেন (শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্রের সহিত) নঃ (আমাদের) অংশুকানি (বস্ত্রসমূহের) পরিবর্তয় (পরিবর্তনের ব্যবস্থা করুন)'॥ ১২॥ (৩০)

২৭। নির্মল ও অতিমনোরম নানাবিধ মণিময় অলঙ্কার অদ্ভুতরূপে প্রস্তুত করাইয়া সম্মুখে স্থাপনপূর্বক পূর্ববৎ—

'ভাবিনি (হে সৌন্দর্য্যময়ি দেবি! [আপনি]) এভিঃ (এই সকল) রত্নালঙ্করণৈঃ (রত্নময় অলঙ্কারদ্বারা) অলঙ্কৃতা ভব (অলঙ্কৃতা হউন)। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুধয়া (এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গরূপ সুধাদ্বারা) অস্মান্ (আমাদিগকে) অলঙ্কৃতাঃ কারয় (অলঙ্কৃতা করুন)॥ ১৩॥ (৩১)

২৮। অতঃপর সেই কমললোচনাগণ কস্তূরী, কর্পূর ও সরস অগুরুমিশ্রিত, চন্দনসুবাসিত অনুলেপন সম্মুখে আনয়নপূর্বক বলিলেন —

'দেবি (হে দেবি! [আমরা]) তে (আপনাকে) এতৎ (এই) দিব্যং (দিব্য) অনুলেপনং (অনুলেপন) উপহৃতং (উপহার নিবেদন করিতেছি, [আপনি]) কৃষ্ণানুলেপসৌরভ্যৈঃ (শ্রীকৃষ্ণের অনুলেপনের সৌরভদ্বারা) নঃ (আমাদের [গাত্রে]) সুরভীকারয়স্ব (সৌরভ সঞ্চার করুন)॥ ১৪॥

২৯। অতঃপর নাসিকার আনন্দদায়ক ও বায়ুসংস্পর্শে গন্ধসমূহের বিস্তারকারী, প্রশংসার্হ গন্ধ আনয়নপূর্বক বলিলেন —

'দেবি (হে দেবি!) গন্ধৈঃ (সৌরভদ্বারা) গন্ধবহানন্দী (নাসিকার আনন্দদায়ক) অয়ং (এই) গন্ধঃ (গন্ধদ্রব্য)

অর্পিতঃ ([আপনার উদ্দেশ্যে] সমর্পিত হইল, [আপনি])
কৃষ্ণাঙ্গগন্ধেন (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভদ্বারা) অস্মাকং
(আমাদের) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহকে) সুরভীকুরু (সৌরভ-
যুক্ত করুন)।। ১৫।। (৩৩)

৩৪। অতঃপর বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান ছয় ঋতুর
সমষ্টিস্বরূপ, অথচ ভ্রমরগণের অনুরাগজনক ও
মধু-ও-পরাগযোগে রমণীয় পুষ্পরাশি সম্মুখে
আনিয়া এইরূপে নিবেদন করিলেন, যথা —
'দেবি (হে দেবি!) বৃন্দাবনোদ্ভূতং (বৃন্দাবনজাত)
ইদং (এই) প্রসূনং (পুষ্পরাশি) গৃহ্যতাং
([আপনি] গ্রহণ করুন); নঃ (আমাদের) অর্থিরাঃ
(অর্থীর) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পদপ্রসূনৈঃ (পদরূপ
পুষ্পরাশিদ্বারা) পূজিতাঃ সন্তু (পূজিত, অর্থাৎ দৃষ্ট হউক)।। ১৬।। (৩৪)

৩৫। অতঃপর অতিসুগন্ধি কৃষ্ণবর্ণ অগুরু, উৎকৃষ্ট গুগ্গুলু মুথক
ও বীরণমূল (খসখস) প্রভৃতির সহযোগে পরমসৌরভশালী
ধূপের ধূম সম্মুখে রাখিয়া এইরূপে নিবেদন করিলেন —
'দেবি (হে দেবি!) অয়ং (এই) সুগন্ধিঃ (সুগন্ধি) ধূপঃ
(কৃষ্ণসার) ধূপধূমঃ (ধূপের ধূম) তে (আপনার উদ্দেশ্যে)
কল্পিতঃ (সমর্পিত হইল); ধূপিতা ভব

([আপনি ইহাদ্বারা] দীপ্তিমতী হইয়া) নঃ (আমাদের) দূষিতং (সন্তপ্ত) চিত্তং (চিত্তকে) শীতলীকুরু (শীতল করুন)॥১৭॥ (৩২)

৩২। অনন্তর প্রভূত উত্তম ঘৃতাম্মিশ্রিত কর্পূরবর্তিবিরচিত দীপ সম্মুখে স্থাপন করিয়া পূর্বের ন্যায় নিবেদনমুখে বলিলেন —

"দেবি (হে দেবি!) কর্পূরবর্তিসুরভিঃ (কর্পূরবর্তির সৌরভযুক্ত) অয়ং (এই) দীপঃ (প্রদীপ) অর্পিতঃ (আপনাকে অর্পণ করিতেছি); কৃষ্ণকৌস্তুভদীপেন (শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভরত্নের দীপ্তিদ্বারা) নঃ (আমাদের) চেতোগৃহং (চিত্তমন্দির) দীপ্তং (উজ্জ্বল) স্যাৎ (হউক)॥১৮॥ (৩৩)

৩৩। অনন্তর মধুর মধুর রসে সরস শ্বেতশর্করার সহিত আতপতণ্ডুল, আর্দ্রক ও সৈন্ধবলবণযুক্ত শুক্লবর্ণ মনোহর মুদ্গ, কদলী, নারিকেল, সুগন্ধি ঘন কর্পূরের সারভাগযুক্ত অতিসরস অপূপ, পবিত্র শষ্কুলীরাশি, মনোহর অখণ্ড মণ্ডলড্ডুক, চিত্তের হর্ষবর্ধক মোদক, অতিসৌরভশালী পায়স, পক্কান্ন ও দধি প্রভৃতি নৈবেদ্য রচনা করিয়া —

"দেবি (হে দেবি! [আপনি এই]) নিরবদ্যং (অনিন্দনীয়) হৃদ্যং (মনোরম) নৈবেদ্যং (নৈবেদ্য) উপযুজ্যতাং

(উপভোগ করুন [এবং]) নঃ (আমাদের) নবং বয়ঃ (নবীন যৌবনকে) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) নৈবেদ্যং (নৈবেদ্য রূপে) সম্পাদয়স্ব (রচনা করুন)॥১৯॥ (৩৭)

৩৪। এই বলিয়া নৈবেদ্য নিবেদন পূর্বক —

কাত্যায়নি (হে কাত্যায়নি!) মহামায়ে (মহামায়ে!) মহাযোগিনি (মহাযোগিনি!) অধীশ্বরি দেবি (অধীশ্বরি দেবি! [আপনি]) নন্দগোপসুতং (শ্রীনন্দনন্দনকে) মে (আমায়) পতিং কুরু (পতিরূপে দান করুন), তে নমঃ (আপনাকে প্রনাম করি)॥২০॥ (৩৮)

৩৫। এই মন্ত্রটিকে অতিমৃদু স্বরে ও মুখে নিষ্ঠীবনবিন্দুর অনুদয় হেতু অনুস্বার-বিসর্গের বিশেষ উচ্চারণ-সহকারে বহুবার জপ করিলেন। এইরূপে যথেষ্ট জপের পর আচমনীয় নিবেদন পূর্বক তাম্বূল উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করিলেন —

[হে দেবি! আপনি] সৈলালবঙ্গকর্পূরং (এলাচ, লবঙ্গ ও কর্পূরযুক্ত) ইদং (এই) তাম্বূলং (তাম্বূল) অশ্যতাং (ভক্ষণ করুন, [তার]) নঃ অধরাঃ (আমাদের অধর রাজি) কৃষ্ণাস্যতাম্বূলরসৈঃ (শ্রীকৃষ্ণের মুখগত তাম্বূলের রসে) রঞ্জিতাঃ সন্তু (রঞ্জিত হউক)॥২১॥ (৩৯)

) ৩৬। এইরূপে তাম্বূল সমর্পণ করিয়া নীরাজন করিয়াছিলেন; যথা —

‘মহেশ্বরি (হে মহেশ্বরি! [আমি]) দীপস্তবকেন (দীপমালাদ্বারা) ত্বাং (আপনার) নীরাজয়ামি (নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিতেছি); নঃ (আমাদের) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ) কৃষ্ণস্য ত্বিষা (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিদ্বারা) নীরাজিতানি ভবন্তু (নীরাজিত হউক)।’ ।। ২২।। (৪০)

৩৭। এই বলিয়া তাঁহারা মনোবাক্যে বিরাজমান অভিলাষানুযায়ী শিল্পচাতুর্য ও প্রত্যুৎসহকারে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক স্তব করিয়াছিলেন।। (৪১)

‘অম্ব (হে মাতঃ) হেরম্বমাতঃ (গণেশজননি!) ত্বাং স্তোতুম্ অপি স্তোতুং (আপনার যৎকিঞ্চিৎ স্তুতি বিষয়েও) ত্রিদশঃ ঈশ্বরঃ ন (মহাদেবও সমর্থ নহেন), প্রজেশঃ ন (প্রজাপতি ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন [এবং]) বাক্পতিঃ ন (বৃহস্পতিও সমর্থ নহেন); অপরে কুতঃ (অপর সকলে কীরূপে সমর্থ হইবেন)।’ ।। (৪২)

মহেশ্বরি (হে মহেশ্বরি!) তথাপি (তথাপি) পরং (কেবলমাত্র) রসনাং এব ([আপনার স্তুতির] আস্বাদহেতুই) রসনাকণ্ডূমণ্ডনতঃ:

(রসনায় কণ্ডূয়নের নিবৃত্তি হয় বলিয়া) বয়ং (আমরা)
স্তুমহে (স্তুতি করিতেছি; [আমাদের এই কার্য্যে]) তে (আপনার)
কৃপা অস্তু (কৃপা বর্ষিত হউক) ॥২৪॥ (৪৩)
ত্বং (আপনি) প্রভাবিষ্ণো: (অচিন্ত্য প্রভাবশালী) মহাবিষ্ণো:
(মহাবিষ্ণুর) উত্তমা যোগশক্তি: (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যোগশক্তি-
রূপে) কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা চ কর্তুম্ (জাগতিক বিষয়-
মাত্রই করণ, অকরণ ও অন্যথাকরণে) ঈশ্বরী
ভাসি (সমর্থ হইয়া বিরাজ করিতেছেন) ॥২৫॥ (৪৪)
ত্বম্ এব (আপনিই) তুষ্টি: পুষ্টি: চ (তুষ্টি ও পুষ্টি);
ত্বং (আপনিই) শান্তি: ক্ষান্তি: এব চ (শান্তি ও ক্ষান্তি);
ত্বং (আপনিই) নৃণাং (জীবগণের) বন্ধমোক্ষকরী
(যথাক্রমে বন্ধদায়িনী ও মুক্তিদায়িনী) অবিদ্যা চ
বিদ্যা চ (অবিদ্যা ও বিদ্যা) ॥২৬॥ (৪৫)
অত: (হে জননি!) শর্ব্বাণি (শঙ্করি!) সর্ব্বাণি জগন্তি
(এই নিখিল জগৎ) ত্বদপাঙ্গত: (আপনার কটাক্ষ-
প্রভাবেই) উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ভবন্তি বিভবন্তি চ
(উৎপত্তি, বিনাশ, স্থিতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়া
থাকে) ॥২৭॥ (৪৬)

সর্বমঙ্গলমূর্ধন্যে (হে সর্বোত্তমমঙ্গলস্বরূপে!) তব (আপনার) আজ্ঞা চ (আজ্ঞা) সমজ্ঞা চ (ও কীর্তি) রাজহংসী ইব (রাজহংসীর ন্যায়) দিবৌকসাং (দেবতাগণের) মূর্ধনি এব (শিরোদেশেই) রাজতে (শোভা পাইতেছে) ॥ ২৮॥ (৪৭)

পরাৎ পরতরে (হে সর্বোত্তমে), কৃষ্ণপরে (কৃষ্ণানুরাগিণি *), পরমবৈষ্ণবি (পরমবৈষ্ণবি), পরোপকারপরমে (পরোপকারপরায়ণে), পরমেশ্বরি (পরমেশ্বরি!) তে নমঃ (আপনাকে প্রণাম করি) ॥ ২৯॥ (৪৮)

দেবি (হে দেবি!) ত্বং (আপনি) মনোজ্ঞা অসি (~~পরম রমণীয়~~ মনোরমাই বটেন; [যেহেতু আপনি]) সর্বস্য এব দেহিনঃ (সকল প্রাণীরই) মনোজ্ঞা অসি (হৃদ্গত ভাব জানিতে পারেন); নঃ গোপেন্দ্রনন্দনং ([অতএব] ব্রজেন্দ্রনন্দনকে) নঃ (আমাদের) পতিরূপেণ দেহি (পতিরূপে দান করুন) ॥ ৩০॥ (৪৯)

৩৮। এইরূপে তাঁহারা দীর্ঘকালপর্যন্ত নিজ-নিজ-অভিলাষানুসারে মনোরম স্তব করিয়া প্রণামপূর্বক দেবীকে যমুনার জলেই বিসর্জন করিলেন। এই ভাবে প্রতিদিনই তাঁহারা পরম উৎকণ্ঠাসহকারে শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজি

কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্রমবর্দ্ধমান পূজা ও উপহার-যুক্ত পরিচর্য্যাদ্বারা আতিশয্যভাবে ভগবতী কাত্যায়নী-দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্ব্বক নিজ-নিজ-চিত্তেরও প্রসন্নতা সঞ্চার করিয়া উক্ত মাসের অনেক দিন যাপন করিয়াছিলেন ॥ (৫০)

৩৯। উক্ত কুমারীগণের তাদৃশ বিবিধ বিশিষ্ট সৌভাগ্য-সমুদয় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের তাদৃশ প্রার্থনা নরলীলায় উপযোগিনীরূপেই উদ্ভূত হইয়াছিল। অতএব তাঁহাদের মনোরথের সিদ্ধি যোগমায়া প্রভৃতি অন্য কোন দেবতার আরাধনারূপ সম্পদের অপেক্ষা করে নাই ॥ (৫১)

৪০। সেইহেতু তাঁহাদের তাদৃশ স্বতঃসিদ্ধ সৌভাগ্যবশতঃই বিশুদ্ধহৃদয়া সৌভাগ্যবতী ভগবতী কাত্যায়নী দেবী তাঁহাদের অনুষ্ঠিত পূজায় আয়াসে বশীভূতা এবং দয়ানুচিত্ত প্রসন্না হইয়া সত্বরই তাঁহাদের অভিলাষ দায়িনীরূপে প্রত্যেকের চিত্তে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥ (৫২)

৪১। আর, আবির্ভাবের পরেই তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধনসহকারে, "হে মঙ্গলময়ী কুমারীগণ!

যাঁহারা ভগবদ্‌রতির ও দেবতা, তাঁহাদের পক্ষে অপর দেবতার আরাধনা সঙ্গত নহে; যাঁহাদের কামনামুখ লক্ষ্মীদেবীরও প্রার্থনীয়, তাঁহারা লক্ষ্মীর অর্থাৎ সম্পদের অভিলাষে লক্ষ্মীর আরাধনা করেন না। তথাপি তোমরা যে, অতিশয় উৎকণ্ঠাসিক্তহৃদয়ে আমার ও কীর্ত্তনকরূপে এইরূপ অকপটভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতে অচিরেই সুচারুরূপে তোমাদের কৃষ্ণসঙ্গলাভ হইবে। ইহার পর আর তোমাদের তপশ্চর্য্যার প্রয়োজন নাই। এইরূপ বলিয়াই তিনি সকলের হৃদয় হইতে অন্তর্হিতা হইলেন; ইহা সকলেরই পুনঃপুনঃ অনুভবের বিষয় হইয়াছিল॥ (৫৩)

৪২। তৎকালে তাঁহাদের ঐরূপ অনুভবের সাক্ষ্যরূপে বাম নেত্র, বাম বাহু ও বাম ঊরু স্পন্দিত হইয়াছিল। ঐ অবস্থায় তাঁহাদের সুহৃদের ন্যায় হৃদয়ও অতিশয় সুস্থির ও সুপ্রসন্ন হইয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল; তৎকালে সেই কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভরূপ অভীষ্ট ফল করতলগত মনে করিয়াও উক্ত ব্রতের একমাস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পূরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন॥ (৫৪)

~~বিবৃত কারিকেলা (৫৪)~~

৪৩। অনন্তর মাসের শেষদিনে যামিনীর মুদ্রিতভাব দূর করিয়া সূর্যদেব উদিত হইলে সেই কুমারীগণ অতিশয় হর্ষভরে পূর্বাপেক্ষাও বহুসংখ্যক ও বিবিধগুণশালী সমুজ্জ্বল উপকরণরাজি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া জয়যুক্তচিত্তে পরমানন্দসহকারে সেই উদার ব্রতের সমাপনপূর্বক আপনাদিগকে সেই তপস্যা বিষয়ে সিদ্ধি-প্রাপ্তার ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা পরস্পর নমস্কারপূর্বক অতিশয় হর্ষভরে কৌতুকরাজি-রূপা সখীর সহিত অভিষেকের নিমিত্ত যমুনায় অবগাহন করিতে ইচ্ছা করিয়া, কাত্যায়নী দেবী কর্তৃক অতিশয় সুখ-জনকরূপে প্রসাদীকৃত অকৃত্রিম বিচিত্র বস্ত্রসমূহকে জলসংস্পর্শে মালিন্যের আশঙ্কায় অনিন্দনীয় দেশাচার অনুসারেই সুপ্রশস্ত তীরদেশে নিক্ষেপপূর্বক লীলাসহকারে জলমধ্যে অবতরণ করিলেন ॥ (৫৫)

৪৪। অতঃপর তাঁহারা পরম কৌতুকভরে একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ক্ষণকাল বিহার করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা নিজ-নিজ-শরীরে সূর্যকিরণের সংস্পর্শহেতু শীতকে অধিক ভয় করেন নাই ॥ (৫৬)

BINA
EXERCISE BOOK
Pages 128
No. 8

সম্প্রসারণ [illegible]
১৩ [illegible]
মার্চ—'৭৭

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

দ্বাদশ স্তবক (Contd.)

৪৩। এই দিনই প্রাতঃকালে পূর্ব দিবসের পরিকল্পনানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্লান্তপ্রীতিশালী বলদেবপ্রমুখ প্রিয়সহচরগণের সহিত ধেনুগণের অনুসরণক্রমে নির্দিষ্ট গোচারণক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলে, আকাশমণ্ডল শব্দায়মান অব্যপ্রচিত পক্ষিগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে তিনি নিজ-মুখচন্দ্রের সুধাদ্বারা মুরলীটিকে অভিষিক্ত করিতেছিলেন। এইরূপে যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বতন্ত্র হইলেও তৎপ্রতি ব্রতিনী কন্যাগণের যতি-হেতু সমুচিত প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের প্রবল উৎকণ্ঠারাশিকে নিশ্চিতরূপে দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের গুণরাজি কীর্তন করিতে করিতে গোচারণের ও বয়স্যগণের সঙ্গজাত সুখ পরিত্যাগপূর্বক কাত্যায়নীদেবীর [illegible] তথা সেই কুমারীগণের সৌভাগ্যভাস্করের বৃদ্ধি ও নিজের বৈদগ্ধ্য-ভারতীপ্রকাশের উদ্দেশ্যে গোপনে তথায় উপস্থিত হইলেন। এক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি যাঁহাদের অপূর্ব পূর্বরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিতেছিল, সেই কুমারীগণের উৎকণ্ঠামূলক হৃৎকলিকার বিকাশের নিমিত্তই তিনি তৎপর হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সঙ্গে

শ্রীভাগুরিমুনির কারণায় কয়েকটি বালকমাত্রই সেখানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিত্ত অতিশয় রমণীয় ও প্রভূত আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। বস্তুতঃ ভেদদৃষ্টির বা দোষদৃষ্টির অভাবহেতু তাঁহারা যেন জন্মকাল হইতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আর, শ্রীকৃষ্ণের এই আগমনকালে বলদেব, সুবল ও সুদামা প্রভৃতিও তাঁহাকে লক্ষ্য করেন নাই॥ (৫৭)

৪৮। তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও রক্ত অর্থাৎ সেই কুমারীগণের প্রতি অনুরক্ত, অথচ তাঁহাদেরও অনুরাগের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বিচার চঞ্চল ছিল না; তিনি স্বয়ং স্থিরচিত্ত ও তাঁহাদের সুহৃদ্ এবং সকলের পীড়ানাশক ও হিতপরায়ণই ছিলেন; পরন্তু কাহাকেও কোনরূপ সন্তাপ প্রদান করেন নাই॥ (৫৮)

[অনন্তর] শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কেশান্ বদ্ধ্বা (কেশগুলি বন্ধন [ও]) বাসিত পরিধিঃ (পরিধেয় বস্ত্র সংযত করিয়া) নূপুরে মূকায়িত্বা (নূপুরযুগলের ধ্বনি বন্ধ করিলেন, [আর]) বারং বারং (বারংবার) ভ্রূবিভ্রমৈঃ (ভ্রূভঙ্গীদ্বারা) পরিজনকথাং বারয়ন্ (পরিজনগণকে কথা বলিতে বারণ করিতে করিতে)

~~তিনি~~] নম্রকৃৎকায়: (শরীর নত করিয়া) চকিতনয়ন: (চকিত দৃষ্টিপাত সহকারে) অঙ্গৈ: অঙ্গং গোপয়ন (অঙ্গদ্বারা অঙ্গকে গোপন করিয়া) গূঢ়স্মের: (হাস্য-সংবরণপূর্ব্বক) আভীরিকানাং (গোপকুমারীগণের) বসনং (বস্ত্র) অহরৎ (হরণ করিয়াছিলেন)॥৩১॥ (৫৯)

৪৭। এইরূপে ~~তিনি~~ দুর্জ্ঞেয়গাম্ভীর্যশালী ~~শ্রীকৃষ্ণ~~ শ্রীকৃষ্ণ আত্মগোপন করিয়া চপলতা, সরলতা ও অতি ধূর্ত্ততা অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে নিজ-প্রভাব-বলে সমস্ত বসন অপহরণ করিয়াছিলেন।

[অনন্তর] হরি: (শ্রীকৃষ্ণ) সহসা (সত্বর) গাত্রৈ: (নিজ-শরীরদ্বারা) অম্বরাণি (বস্ত্রসমূহ) আচ্ছাদ্য (আচ্ছাদন-পূর্ব্বক) মূকীকৃতশেষবয়স্যবর্গ: (বয়স্যগণের শব্দ বা কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে চুপ করাইয়া) শনৈ: শনৈ: (ধীরে ধীরে) নীপভূজাধি-রূঢ়: (কদম্বশাখায় আরোহণ করিলেন [এবং]) তদাভি-মুখ্যং উল্লাসম (উঁহাদের দিকে মুখ করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন)॥৩২॥ (৬০)

৪৮। অনন্তর সৌভাগ্যলক্ষ্মীকর্ত্তৃক প্রশংসিতা লোকাতীত-চরিত্রা ~~ঐ~~ কুমারীগণ জল হইতে উঠিতে ইচ্ছা করিয়া বস্ত্রশূন্য তীরভূমির প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চকিতচিত্তে

এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন — "অহো! ইহা কী
অদ্ভুত ব্যাপার! নিশ্চয়ই কেহ আমাদের বস্ত্র সকল
অপহরণ করিয়াছে; কিন্তু এস্থানে সূর্যকিরণব্যতীত
আর কাহারও সম্বন্ধ দেখা যাইতেছেনা; পরন্তু কেবল-
মাত্র জলচর পক্ষিগণের পদচিহ্নসমূহই ভূতলে নিয়ত-
ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। সেইহেতু মনে হয়, কোন দেবতাই
অন্য কোনস্থানে আমাদের বস্ত্র সকল রাখিয়া দিয়াছেন;
কারণ, দেবতাগণ ভূতল স্পর্শ করেননা বলিয়া
ভূতলে তাঁহাদের পদচিহ্ন সমূহ লক্ষিত হয়না।" (৬১)

৪২। এইরূপে তাঁহারা নয়নকোণের চঞ্চলবিলাসভঙ্গী-
সহকারে চতুর্দিক নিরীক্ষণপূর্বক নানাবিধ বিতর্কযুক্ত
চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে তৎকালে তাঁহাদের
কটাক্ষতরঙ্গরাজি যমুনাজলের উপরিভাগে চঞ্চলভাবে
বিচরণশীল শফরীগণের ন্যায়, কিম্বা মদমত্ত
চঞ্চল ভ্রমরগণের দ্বারা বিদলিত ও অতিশয় আশ্চর্য-
জনক নীলপদ্মদলসমূহের ন্যায় চতুর্দিকে দিঙ্মণ্ডলে
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।। (৬২)

৪৩। অনন্তর, ভূমণ্ডলের সন্তাপহারী, মনোহরবিহারবিভূষিত স্বতন্ত্রপুরুষ ব্রজরাজকুমার সেই কোমলাঙ্গী কুল-
কুমারীগণের তাদৃশ বিহ্বলভাবকে অতিশয়

প্রবল আকার ধারণ করিতে দেখিয়া অরুণবর্ণ নয়নকোণে
করুণাসঞ্চারপূর্বক সেই অতিপ্রিয় তরুণ কদম্বতরুর
স্কন্ধে আরোহণহেতু পরম শোভাযুক্ত হইয়া তেজঃপুঞ্জ-
দ্বারা সূর্যকিরণমালিকেও পরাভূত করিয়া বালক বয়স্য-
গণকে হাসাইয়া জলের মধ্যে অবস্থিত সেই
কুমারীগণকে লক্ষ্য করিয়া অতিশয় সরস পরিহাসমিশ্রিত
হাস্যসহযোগে মধু অপেক্ষাও সুমধুর সুললিত সুস্পষ্ট-
স্বরযুক্ত এবং স্বর্গলোকেরও অপরিচিত অপূর্ব সুধারসে
অভিষিক্ত বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ।। (৬৩)

৬৪। হে সুন্দরীগণ! তোমরা নিজ-চিত্তবৃত্তিকে প্রবল-
ভাবে আশঙ্কাযুক্ত করিয়া সন্তাপ ভোগ করিও না;
পরন্তু কৌতুকরসের উপযুক্ত সময় পাইয়া আমিই তোমা-
দের চিত্তবৃত্তিকে নিজ-নিজ-হিত সাধনের উদ্দেশে পরিচালিত
করিবার নিমিত্ত লীলা-লোভযুক্ত তোমাদের অত্যুজ্জ্বল-
দীপ্তিশালী বস্ত্রসমূহ অপহরণ করিয়াছি। সম্প্রতি
তোমরা নিজ-নিজ-হার উপহার প্রদান করিয়া অনুরাগ-
ভরে মনোরম গতিসহকারে একএকজন অথবা
মিলিতভাবে এস্থানে আসিয়া গর্ব পরিহারপূর্বক নিজ-
নিজ উত্তম বস্ত্র গ্রহণ কর।। (৬৪)

৫২। অতঃপর সেই কুমারীগণ — কাত্যায়নী ব্রতরূপা লতার যে ফল অন্য কারণে সহজে পক্ক হইবার যোগ্য নহে, তাহাই যেন স্বয়ং পক্ক হইয়া পতিত হইলে, তাহারই পরমসৌরভযুক্ত রসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেই লোভজনক বাক্যকে ব্রতসমাপ্তির মঙ্গলময় যৌতুক দ্রব্যের ন্যায় কর্ণপুটদ্বারা আস্বাদনপূর্বক ব্রতজনিত পরিশ্রমের পর-পারে গমন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা আশালতার বিস্তারজনকরূপে অসময়ে স্বয়ং উপনীত সৌভাগ্যফলের ন্যায় বিরাজমান ও নিজ-নিজ-আশ্রয়স্বরূপ সেই বস্ত্রচোরকে কটাক্ষবাণদ্বারা বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে মনোরমভাবে পলক-পাতহেতু ঈষৎ মুকুলিত নয়নকোণদ্বারা লজ্জার অভিনয় করায় তাঁহাদের কটাক্ষসমূহের মধ্যে নিরন্তরই অতিশয় শোভার উদয় হইতেছিল। প্রবল উৎকণ্ঠা-ভরে বলপূর্বক চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও কাষ্ঠসদৃশ কঠিন লজ্জাবশতঃ হর্ষচিহ্নসমূহ দূর হইয়াছিল এবং অপ্রতিভা-হেতু সকলেরই সমভাবে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহারা শীতের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া জলমধ্যে কণ্ঠপর্যন্ত নিমগ্ন করিয়া

অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেককাল উত্তর দানে হইতে একান্তভাবেই বিরত হইলেন ॥ (৬৫)

৫৩। অতঃপর সেই সুন্দরীগণ লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্যকে প্রবঞ্চনামূলক বুঝিতে পারিয়া, 'হে সখি! তুমিই সৌভাগ্যবশতঃ পরমহর্ষভরে উত্তর দান কর' পরস্পর নিভৃতে এইরূপ বলিয়াছিলেন; পরন্তু কেহই তৎকালে কৌতুকহেতু উত্তর দান করেন নাই ॥ (৬৬)

৫৪। এতদবস্থায় তাঁহারা চতুর্দিকে সচকিত দৃষ্টিপাত আরম্ভ করিলে নিঃশব্দতাহেতু তাঁহাদের মুখমণ্ডলসমূহ রমণীয়ভাব ধারণ করিয়া যমুনার পরম শোভা বর্ধন করিয়াছিল। তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশ বদনসমূহ দর্শন করিয়া মনে হইতেছিল, যেন যমুনার জলের উপরে যেন পদ্মপুষ্পসমূহ সহসা বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, আর তন্মধ্যে যেন ভ্রমরগণ নিঃশব্দে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতেছে এবং উক্ত পদ্মসমূহের মৃণালবৃন্দ যেন জলে নিমগ্ন রহিয়াছে ॥ (৬৭)

৫৫। তৎকালে সেই কুমারীগণের নয়নসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী স্তব্ধপ্রায় হইয়াছিল; এতদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উত্তর দান না করিয়া দীর্ঘকাল

নিঃশব্দে অবস্থান করিলে ঐরূপ রসিকতা বাস্তববিচারে নিরসতারই সৃষ্টি করিবে বলিয়া তাঁহারা রোগবিশেষের ন্যায় উপদ্রবকারিণী লজ্জাকে কোনরূপে পরিত্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের নিমেষযুক্ত নয়নকমলে অতিমনোরম চঞ্চল পত্ররাজির শোভা বিস্তৃত হইয়াছিল। আর, তাঁহাদের মর্যাদাভিলাষী বৈদগ্ধীসূচক সরস বাক্যসমূহ সম্ভ্রম, বিনয় ও অনুনয় সহকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াই লজ্জা অতিক্রম করিয়াছিল এবং অল্প অল্প হাস্যমিশ্রিত শুভ্র দন্তকিরণসমূহ নিকটস্থ জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া মাধুর্যসমুদ্রের সুমধুর তরঙ্গরাজির উল্লাস বৃদ্ধি করিতে লাগিল॥ (৬৮)

৬৯। (কুমারীগণ কহিলেন) "হে মহাশয়! আমরা আপনাকে জানি; আপনি গোকুলরাজের নীতিমান্ পুত্র এবং কল্যাণময় গুণরত্নরাজির রত্নাকর-স্বরূপ। আপনি কৃপাতরঙ্গ বিস্তারপূর্বক অঙ্গশোভাদ্বারা ধরাতলে মঙ্গল বিতরণ করিয়া আনন্দময় শ্রীবিগ্রহদ্বারা ব্রজধামবাসিগণকে আনন্দ দান করিতেছেন। আপনার অঙ্গকান্তি সকল লোকের নয়নরঞ্জন। আপনি সরল-

স্বভাব এবং প্রভূত কীর্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী হইয়া
অপর লোকেরও অজ্ঞান নাশ করিতেছেন। হায়! এঅবস্থায়
আপনি কীরূপে এত শীঘ্রই এরূপ উৎকট দুর্নীতি অবলম্বন
করিলেন? পরন্তু আপনি স্বয়ংই পৃথিবীর মঙ্গলজনকরূপে
দুর্নীতি দমন করেন। সম্প্রতি আপনার এই আচরণ
অতিশয় নিন্দনীয়ই হইতেছে। আপনি যে আমাদের
রমনীয় বস্ত্রসমূহ হরণ করিয়াছেন, হায়! এইহেতুই
আপনার এই রীতিটি উন্নতচরিত্রা কুলকুমারীগণের
হত্যাকারিণী কোন দেবতাবিশেষের ন্যায়ই প্রকাশ
পাইতেছে। আপনার এই রসিকতা ভবিষ্যতে কোন মঙ্গল-
জনক না হইয়া অপকীর্তিরই বিস্তার করিবে। Run in
হে ব্রজজনানুবন্দনীয়! আপনি সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ
হউন। আমাদের উত্তম বস্ত্ররাজি প্রত্যর্পণ করুন এবং
ইহাতে আপনার নির্মল যশোরাশির উদয় হউক।। (৬৬)

৫৭। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাদিগকে লজ্জাভয়ে
আহত করিয়া বলিলেন - "হে পদ্মমুখীগণ! আমার
বাক্য কখনও মিথ্যা হয়না; পরন্তু সাধারণ বাক্‌পটু
ব্যক্তিগণের ব্যবহার কদাচিৎ মিথ্যা হইতে পারে;
কারণ, তাহারা সাধারণতঃ স্বীয় মিথ্যা বাক্যকেই

অপরের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে;
কিন্তু আমার বাক্যামৃত যে যথার্থ, ইহা সুপ্রসিদ্ধ।
আমি সত্য ও হিতকর বাক্যকে কখনও পরিহাসচ্ছলে
গোপন করি না; বিশেষত: তোমরা ব্রতচারিণী
বলিয়া তোমাদের সহিত পরিহাস কখনও
শ্রেয়স্কর নহে। অতএব আমি সহসা সাধুবাদ সহকারেই
বলিয়াছি যে, "তোমরা সত্বর এস্থানে আসিয়া নিজ-
নিজ-বস্ত্র গ্রহণ কর"; আমার এই উক্তি কখনও
মিথ্যা হইতে পারে না"॥ (৭০)

৫৮। তখন তাঁহারা পুনরায় বলিলেন — "হে সন্তাপ-
হর! অধর্মবিনাশন! হায়! আপনি ধর্মপথ
আশ্রয় করিতেছেন না কেন? সাধুগণ পরিহাস-
চ্ছলেও এরূপ কথা বলেন না। হে নন্দগোস্বামিন্!
আপনি স্বভাবতঃই দয়ালু; পরন্তু আপনি পরের দুঃখ
অনুভব করিতেছেন না; আপনার কি দয়ার
লেশমাত্রও নাই? (৭১)

৫৯। সম্প্রতি যমুনার এই অতিশীতল জলে অবগাহন
করিয়া আমাদের শরীরের অতিশয় কম্পন হেতু
চিত্তেরও যে অত্যন্ত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে,
তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? (৭২)

~~তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন না ।। (৭২)~~

৬০। সেই হেতু আমরা বরং সাংসারিক মঙ্গল মার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া যমুনার এই শীতল জলে প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি বিবস্ত্রা হইয়া আপনার ন্যায় সন্ত্রাস-জনক পুরুষের নিকটে যাইতে পারিবনা; ইহাই কুলবালাগণের জাত্যুচিত স্বভাব। আপনার যে কী অভিপ্রায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি ।। (৭৩)

৬১। সেই হেতু হে কৃষ্ণ ভামিন্! আপনি আর কোন কথা বলিবেননা। হে পরিহাসবিশারদ! আপনাকে প্রণাম করি; আপনি বাক্যছলেও আমাদের মোহ জন্মাইবেননা। শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রও আপনার শ্রীমুখের দাস্য কামনা করিতেছে। আর, আমরাও আপনারই দাসী। আপনি আমাদের মনঃপরীক্ষার নিমিত্ত ~~করে~~ যখনই যেরূপ আদেশ করেননা কেন, আমরা তাহাই করিব। আপনি ~~ধৈর্যের সাথি হইয়া~~ বস্ত্রাপহরণরূপ এই প্রভুত্ব পরিহার-পূর্বক ধর্মপথ অবলম্বন করুন। হে ~~[illegible]~~ ঐশোভন! এই রসময় পরিহাসামৃতের কূপ অর্থাৎ আশ্রয় হইবেননা। অতএব যাহাদের সম্মুখে আমাদের কোন-রূপ লজ্জার কারণ নাই, আপনার সহচর তাদৃশ এই বালকগণের দ্বারাই আমাদের বস্ত্রসমূহ প্রেরণ করুন ।।(৭৪)

নিজপলের প্রান্তে বস্ত্রসমূহ প্রেরণ করুন।। (৭৪)

৭৫। কতিপয় কুমারীর এইরূপ প্রীতিমূলক বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে অপর কতিপয় চাতুর্যাভিমানিনী নিঃশঙ্ক ভাষিনী (অর্থাৎ মূর্তিমতী কিন্নরীরূপা) গোপকুমারী সুস্পষ্টস্বরা বীণার ন্যায় সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রকাশ করিয়া নিজ-নিজ-অনুরাগ প্রদর্শনপূর্বক প্রণয়ভাব সহকারেই বলিতে লাগিলেন—"হায়! এখানে আর কে ধর্মপথ আশ্রয় করিবে? পরমসুখের আলয় এই গোকুলনগরী ইতঃপূর্বে কখনও এরূপ গুরুতর অন্যায়দ্বারা পীড়িত হয় নাই। আর, কোনরূপ অন্যায় উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত যাঁহার নিকট নিবেদন করা সমুচিত ছিল, স্বয়ং তিনিই অন্যায় আচরণ করিতেছেন। সম্প্রতি ব্রজপুরে এইসব কীরূপ রীতি উদ্ভূত হইল? হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! আমরা আপনার দাসীতুল্যা; এক্ষণে যদি আমাদের বস্ত্রসমূহ অর্পণ না করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার অন্যায়মূলক আচরণহেতু ক্রোধের বশবর্তিনী হইয়া ব্রজরাজের নিকটেই সমস্ত বিষয় নিবেদন করিব।" (৭৫)

~~উত্ত। অনন্তর সুরসিক পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন~~

উত্তরে ~~এমন অবস্থায়~~

উত্ত। ~~এতেক~~ সুরসিক শ্রীকৃষ্ণ হাস্য শোভায় বক্ষঃস্থলকে যেন হারদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুনরায় এইরূপ বলিতে লাগিলেন - "হে সুন্দরীগণ! তোমরা আমার এই হর্ষজনক প্রিয় বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারনা। যদি তোমরা আমার দাসীই হও, তবে আমার আদেশানুসারেই কার্য করিবে। অতএব ~~[illegible]~~ আমার কথিত হিতজনক এই অকপট-বাক্যটি রক্ষা করিতেছনা কেন? ~~দাসীগণ~~ প্রভুর বাক্য প্রিয় বা অপ্রিয় যাহাই হউকনা কেন, দাসীগণ তাহা খণ্ডন করেনা। আর, দাসীগণের কোন বস্তুই বা প্রভুকে প্রদানের অযোগ্য নহে? অতএব নিজ-মুখে দাস্য স্বীকার করিয়াছ বলিয়াই হউক, কিম্বা আমার বাক্যের প্রতি গৌরববশতঃই হউক, স্বয়ং আসিয়া বস্ত্রসমূহ গ্রহণ কর। এরূপে নগ্নাবস্থায় থাকিয়া কুলের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিওনা। আর, আমার আদেশ পালন না করিলে আমি যদি বস্ত্রসমূহ অর্পণ না করি, তাহা হইলেও স্নেহশীল পিতা ব্রজরাজ যে আমাকে কোনরূপ শাস্তি দান করিবেন না—ইহাও কি তোমরা বুঝিতে পারনাই? ॥ (৭৩)

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে
৬৪। সেই কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন
অনুরোধ-বাক্যকে কর্ণপুট দ্বারা বার বার
গ্রহণপূর্বক, বাঞ্ছনীয় দুর্লভ জনের ভজনোপযোগী,
সৌরবরসামিশ্রিত ও নীতিমূলক চিরন্তন প্রণয়-
বশত: "অত:পর দুর্লভ জনের বাক্য কেনবা বামগুলের
সোনা নহে?" প্রেমচাঞ্চল্যযুক্ত চিত্তদ্বারা এইরূপ
বিচার করিতে লাগিলেন এবং অনুরক্ত কৃষ্ণ
সখীর ন্যায় লজ্জাকে গণ্য না করিয়া এবং পরস্পর
নির্বিবাদে একচিত্তা হইয়া এককালেই সকলে
যমুনাজলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের ন্যায়
অনুকূল তীরভূমিতে উত্থিত হইবার নিমিত্ত
উদ্যোগ করিয়াছিলেন ॥ (৭৭)
তাহা এইরূপ —
[তৎকালে] বালামালা (সেই কুমারীগণ) স্কন্ধদ্বয়াৎ
(দুই স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া) উরসি লুলিতৈ: (বক্ষ:স্থলের
উপরিভাগে স্খলিত [ও]) উরুসুস্থাবধি নিপাতিতৈ:
(উরুযুগলপর্যন্ত লম্বিত) আয়তৈ: (সুদীর্ঘ)
কেশপালৈ: (কেশরাশিদ্বারা) পুরোহংসং হৃদয়ন্তী
(সম্মুখস্থ অঙ্গসমূহকে আবৃত করিয়া), তীরনিকটে:

(অন্ধকাররাশিদ্বারা) গাঢ়াশ্লিষ্টা (প্রগাঢ় রূপে আচ্ছন্ন) চন্দ্রিকামণ্ডলী ইব (জ্যোৎস্নারাশির ন্যায়) মিহিরদুহিতুঃ (যমুনার) অনুকূলং (কূলের দিকে) স্রোতসার (উত্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন) ॥৩৩॥ (৭৮)

নীলোৎপলৈঃ (নীল উৎপলরাজি) স্বীয়া শ্রীঃ (নিজ-কান্তিকে) যৌতুকতয়া (যৌতুকরূপে) তাসাং নয়নেষু অর্পিতা (তাঁহাদের নয়নের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিল); হংসীভিঃ (হংসীগণে) প্রস্থানলীলায়িতং (আপনাদের মনোজ্ঞ গতি-ভঙ্গী) উপঢৌকনম্ ইব ব্যধিত (যেন উপহার দিয়াছিল); কমলৈঃ ([এবং] কমলসমূহ) সৌন্দর্য্যং চ সুসৌরভং চ (নিজের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ [তাঁহাদের]) মুখেষু আহিতং (মুখে অর্পণ করিয়াছিল); কালিন্দী-পয়সঃ (এবং কালিন্দীর জল হইতে) প্রয়াণসময়ে (প্রস্থান কালে) সর্ব্বৈঃ (সকলে) পূজা কৃতা ইব (যেন [তাঁহাদের] পূজা করিয়াছিল) ॥৩৪॥ (৭৯)

হ্রিয়া শীতেন অপি (লজ্জা ও শীত [তাঁহাদের]) চরণয়োঃ (চরণযুগলের) চিরমান্দ্যং (দীর্ঘকালস্থায়ী গতিশৈথিল্য) ব্যধাচি (উৎপাদন করিয়াছিল); তুহিনাঢ্যেন (শিশির-শীতল) বাতেন অপি

(বায়ুও) মুদা (হর্ষভরে [তাঁহাদের গাত্রে]) পুলক:
ব্যতানি (পুলক বিস্তার করিয়াছিল); ত্রিয়া উৎকণ্ঠেন
অপি (লজ্জা ও উৎকণ্ঠাও) প্রসভং (হঠাৎ) অবিশেষেণ
বলবতা (তুল্য বল ধারণ করিয়া [তাঁহাদের]) অগতি-
গত্যো: (গতিনিবৃত্তি ও গতি উৎপাদন কার্য্যে)
অন্যোন্যং (পরস্পর) স্ফুটং রণ: ইব সমারেভে (যেন
প্রত্যক্ষ ভাবেই সংগ্রাম আরম্ভ করিল)।।৩৫।। (৮০)
হন্ত (অহো!) কিঞ্চিৎ দূরম্ উপেত্য (কিয়দ্দূর
যাইবার পরই) সহসা (সহসা) ব্রীড়া সখী তর্জনাৎ
(লজ্জারূপিনী সখীর তাড়নায়) তয়ো: (তাঁহাদের
মধ্যে) অন্যোন্যং (পরস্পর), ~~তন্বি (হে সুন্দরি!)~~
'ত্বং (তুমি) প্রথমং যাহি' (অগ্রে চল'), 'ভবতী প্রযাতু'
('তুমি অগ্রে চল'), 'ত্বং (তুমি) একাকিনী যাহি'
('একাই যাও'), 'ত্বং গচ্ছ' ('তুমিই একা যাও'),
'তন্বি ('হে সুন্দরি!) ব্রজ' ('চল'), 'ভবতী যাতু'
('তুমি চল') ইতি (এইরূপে) সরসোপহাসান্বিত:
(সরস পরিহাস সূচক), একান্তকান্ত: (অতিমনোরম)
বচোবিগ্রহ: (বাক্‌যুদ্ধ) অভবৎ (আরম্ভ
হইয়াছিল)।। ~~৮১~~ ৩৬।। (৮১)

তত্র (তৎকালে) পরস্পরং (পরস্পর) তুল্যেন
বলবত্যা (সমবলশালী) সৌভাগ্যেন (সৌভাগ্যহেতু)
তুল্যং (সমভাবেই) তদাকৃষ্টানাং (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক
আকৃষ্টা হইয়া [তাঁহারা]) কাচন (কেহই) নাহি
যযৌ (গমন করিতেও অর্থাৎ অগ্রসর হইতেও পারিতেছিলেননা, [আবার])
কাপি (কেহই) পশ্চি (পশ্চাতে মধ্যে) ন তস্থৌ
(অবস্থান করিতেও পারিতেছিলেন না [এইরূপ অবস্থায়]) [৩৭]
সর্বাঃ এব (সকলেই) নতাননাঃ (মুখ নত করিয়া)
কিঞ্চিন্‌-ন্যঞ্চদুদঞ্চদঞ্চলদৃশঃ (নয়ন কোণ ঈষৎ
অবনত ও ঈষৎ উন্নত করিয়া) মন্দাক্ষমন্দোৎসবাঃ
(লজ্জাবশতঃ অনতিহর্ষে অথবা ঈষৎ লজ্জাসহকারে)
দ্রুতহৃদঃ (প্রেমার্দ্রচিত্তে) কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টেই)
তত্র (শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) আযযুঃ (গমন করিয়াছিলেন) ॥৩৭॥ (৮২)

৬৮। এইরূপে কতিপয় কুমারী লজ্জাভরে খিন্নচিত্তে
নিকটে আগমন করিলে, রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে অগ্র-
গামিনীগণের দেহের অন্তরালে পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিতা
সুন্দরীগণকে কটাক্ষপাতসহকারে নিরীক্ষণপূর্বক বিস্ময়
ও রসিকতার সহিত, অতিপ্রবল মনোহর অনুরাগের
উত্তম আবিষ্কাররূপ সেই কুমারীগণের প্রত্যেককে

এরূপ বলিতে লাগিলেন - "হে সুন্দরীগণ! তোমরা
কেন আমাকে ভয় করিতেছ?
আর, অগ্রে ও পশ্চাতে এরূপ অশোভন ও বিশৃঙ্খল-
ভাবে অবস্থান করিয়াই বা তোমরা কীরূপে আত্ম-
গোপন করিতে সমর্থা হইবে? কারণ, এই অত্যুচ্চ
কদম্বতরুর উপরিভাগ হইতে আমি তোমাদের
সকলকেই অতিশয় নিকটেই দেখিতেছি; অতএব
এরূপ নীতিবিরোধী প্রতারণার প্রয়োজন কী?
সেইহেতু এখন তোমাদের সকলেরই নির্ভয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে
অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াই অবস্থান করা
উচিত এবং, তাহা হইলেই বস্ত্রগ্রহণরূপ অভীষ্ট কার্যে
সকলেরই সুবিধা হইবে। নচেৎ পশ্চাদ্বর্তিনীগণের
পক্ষে বস্ত্র গ্রহণ ও পরিধান কষ্টকর বলিয়াই গণ্য
হইবে। বিশেষতঃ যে কার্য অন্তরঙ্গ ব্যক্তির আনন্দজনক
নহে, তাহা অন্যরূপেই পরিগণিত হয়। অতএব
তোমরা আমার বাক্যানুসারে বস্ত্র গ্রহণ কর।"
তখন সকলে শ্রুতিসুখকর ও চিত্তের আস্বাদনীয়রূপে
শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে আদর ও

প্রীতির সহিত তাঁহার আদেশানুসারেই অগ্রবর্তিনী-
গণের সঙ্গে সমভাবে শ্রেণীবন্ধনপূর্বক অবস্থান
করিলেন ॥ (৮৩)

তদা অতঃপর নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া
সুপ্রসন্নচিত্তে স্কন্ধদেশে কুমারীগণের বস্ত্রসমূহ ধারণ
পূর্বক তাঁহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
সেই লজ্জাহতা সুন্দরীগণকে পুনরায় এরূপ বলিতে
লাগিলেন — হে সুন্দরীগণ! তোমাদের এরূপ কার্য
অত্যন্ত অনুচিত —

ইদং বিপ্রকীর্ণচিকুরত্বং হি (কেশরাশির এইরূপ
স্খলিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবই) অলক্ষ্মীলক্ষ্ম (অলক্ষ্মীর লক্ষণ),
তু (বিশেষতঃ) ব্রতস্থিতজনস্য (ব্রতচারী ব্যক্তির পক্ষে)
উচ্চৈঃ নিন্দ্যং (ইহা অতিশয় নিন্দনীয়); বিমুক্তকেশাঃ
(কেশবন্ধন মুক্ত করিয়া) সামান্যলোক-
সন্নিধৌ অপি (যে কোন সাধারণ লোকের নিকটেই)
গন্তুং ন অর্হন্তি (গমন করা উচিত নহে); মান্যজনস্য
অনু কিং পুনঃ (মান্য ব্যক্তির নিকটে গমন করা যে
অনুচিত, ইহা আর কী বলিব) ॥ ৩৮॥ (৮৪)

৬৭। হে সুকেশীগণ! কোন্ ব্যক্তি নিজ-প্রশংসের ব্যাঘাত
উৎপাদন করে? মুক্ত কেশরাশি দেবাদি-পতিগণের ও
লক্ষ্মীর সঙ্কোচ ঘটাইয়া থাকে। সেইহেতু হে চন্দ্রমুখী-
গণ! তোমরা কেশরাশি সংযত কর॥ (৮৫)

৬৮। তখন সেই কুমারীগণ কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের
সুখোচ্চারিত, শ্রবণসুখকর ও ভীতিনাশক এইরূপ
সুললিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জাসমুদ্রে অবগাহন-
পূর্বক তাহা হইতে উত্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ঈষৎ উন্নত
ও রোমাঞ্চিত করযুগলদ্বারা অতিনিপুণভাবে কেশ-
রাশি বন্ধন করিয়াছিলেন। সেইসময়ে তাঁহাদের হস্ত-
স্থিত চঞ্চল বলয়যুগলের ঝঙ্কার সকলেরই কর্ণযুগলের
আনন্দ দান করিয়াছিল; বক্ষঃস্থল ঈষৎ প্রসারিত
হইয়াছিল; উরুযুগল আকুঞ্চনপূর্বক উপবেশনহেতু
অতিশয় রমণীয়তার উদয় হইয়াছিল এবং ধরাপৃষ্ঠে
শব্দায়মান পদবলয়রূপ কলহংসের কলধ্বনিবিষয়ে
অনুরাগী রক্তবর্ণ পাদপদ্মযুগলের পার্ষ্ণি (গোড়ালি)-
দ্বয়ের উপরিভাগে জানুযুগল বিন্যস্ত ছিল॥ (৮৬)

৬৯। অনন্তর প্রিয়বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ নিজ-বাক্য-প্রতিপালন-
হেতু সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় প্রীতিবিহ্বলভাবে

বলিলেন — "হে সুন্দরীগণ! মান্য ব্যক্তির সম্মুখভাগে
অপরের উপবেশন সমুচিত নহে। যদিও তোমরা
সাধারণ ব্যক্তি নহ, তথাপি আমার সম্মুখভাগে
উপবেশন করা অনুচিত। সেইহেতু উত্থিত হও; আমার
আদেশ রক্ষা কর এবং এই নির্মল আসনে উপবেশন
কর।" তখন তাঁহারা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র
হইতে নির্গত সুধারসের ন্যায় সেই
সরস সুস্বাদু বাক্য কর্ণরন্ধ্রদ্বারা সন্তোষের
সহিত আস্বাদনপূর্বক ভয়ের সঞ্চারহেতু ভালমন্দ
বিচার না করিয়াই সহসা আগ্রহসহকারে এক
জানুর সহিত অপর জানু সংলগ্ন করিয়া
পরস্পর সংলগ্ন করকমলযুগলদ্বারা উরুদেশের
মূল ভাগ আচ্ছাদনপূর্বক কিঞ্চিৎ অবনত দেহে
গাত্রোত্থাপন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদিগের
উভয়পার্শ্বে মূলদেশ পর্যন্ত লম্বমান দুইটি বেণী-
ঝুরি বা শাখার তন্তুবিশিষ্ট লকড় দ্বারা সুশোভিত, মনোময়
বনলতাশাখার ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন॥ (৮৭)

৭০। তৎকালে অনুরক্তহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ অল্প হাস্য করিয়া
পুনরায় এরূপ অতিসরস বাক্য বলিয়াছিলেন —

'হে কুমারীগন! তোমাদের অনুষ্ঠিত এই আচরন আর্য অর্থাৎ সজ্জনগনের অনুসরনযোগ্য নহে। ব্রতচারিনীগনের পক্ষে পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ এবং জলমাত্রকেই আবরনরূপে স্বীকার পূর্বক তীরের প্রতি চঞ্চলভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া খেলা করা উচিত নহে। নগ্নাবস্থায় জলে অবতরন করিলে যমুনার জলদেবতাগনের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়, বিশেষতঃ দেবগনের প্রতি অবজ্ঞা করিলে উহা নিজ-কামনার বাধাই জন্মাইয়া থাকে। পরন্তু এই অপরাধটি তোমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছেনা! সেই হেতু যদি তোমাদের দুর্লভ ব্রতফল-লাভের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ-মোচনের নিমিত্ত যত্ন কর। বস্তুত: এবিষয়ে একটি বিপত্তিশূন্য উত্তম উপায় রহিয়াছে।' তখন সেই মৃগলোচনাগন শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবন করিয়া শান্ত ও সুমধুর হৃদয়রূপ সুহৃদের সহিত সহসা এরূপ বিচার করিয়াছিলেন॥ (৮৮)

'বাম: (সুন্দর শ্যাম) সৎসৎ প্রসাদ

(যাহা যাহা বলিলেন), ইহ (এখানে) তৎ (তাহাই)
আকরবাম (করিব বটে), হন্ত! ([কিন্তু]
হায় [ইনি যে]) অথ (ইহার পর) কিং বা
বদতি (কী বলিবেন), তৎ (তাহাই) নহি বিদ্মঃ
(বুঝিতেছি না, [অথবা]) যদি (যদি)
ন এব ক্রিয়েত (ইঁহার বাক্য পালন না করি), তৎ (তাহা হইলে)
ব্রতমার্ত্যা বাধাভীতিং ([ইনি যে] ব্রত ফল লাভে বিঘ্ন-
ভয়) প্রদর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন), হা (হায়!)
ইহ (এমতাবস্থায়) কিম্ আচরাম: (আমরা কী করিব) ॥ ৬৯ ॥
(৮৯)

৭০। এইরূপে তাঁহারা চিত্তে শঙ্কাগ্রস্তা হইয়া অল্পকাল পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক আনন্দ-ও-উদ্বেগসহকারে, "অহো! ইহার পর আর কোন বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে কিনা" এইরূপ সন্দেহহেতু তদীয় আদেশের স্বীকার ও অস্বীকার, উভয় বিষয়েই স্নেহময়রূপী বিপত্তিগ্রস্তা হইলেন ॥ (৯০)

৭১। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নয়নের কাতরতা লক্ষ্য করিয়া ও সুরম্য বদনশোভার মালিন্যদর্শনে মানসিক গ্লানি অনুমান করিয়া, অকপটভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ (৯১)

'বালা: (হে কুমারীগন! [তোমরা]) অভিত: (ইতস্তত:) আশঙ্কাচকিতচকোরকান্তিচোরৈ: (ভয়চকিত-চকোরগনের কান্তি অপেক্ষাও মনোরম), অক্ষিভি: (নয়নরাজিদ্বারা) পরস্পরাস্যং (পরস্পরের মুখ) পশ্যন্ত্য: (নিরীক্ষন করিয়া) কিং (কীহেতু) কর্কশান্ (নীরস) বিতর্কান্ কলয়থ (বিতর্কসমূহের অবতারনা করিতেছ)? কলুষমুষ: (বস্তুত: যাহা তোমাদের অপরাধ মোচন করিবে), অস্মদীয়বাচ: শৃনুত (আমার সেই বাক্য এখন শ্রবন কর) ॥৪০॥ (৩২)

৭৩। জলব্যতীত অন্য কোন বস্তুই পিপাসা বারন করিতে পারেনা; আর, গ্রীষ্মকালের দিনের মধ্যাহ্ন-ব্যতীত অন্য কোন সময়ই উপভোগ্য হয়না। সেইহেতু আমার উপদেশ তোমাদের অবশ্যই পালন করা উচিত॥ (৩৩)

মুক্তেব: (হে সুন্দরীগন!) মহ্যং (আমার উদ্দেশ্যে) প্রনাম: এব (প্রনাম করিলে উহাই) অংহ:মধ্যস্থাপন-পনন: (পাপরাশি বিনাশ করিবে [এবং]) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) কল্প্যমান: (অনুষ্ঠিত হইলে [উহাই]) কল্যানানাং অপি জনয়িতা (মঙ্গলজনকও হইবে);

হন্ত তস্মাৎ (সেইহেতু [তোমরা]) ঋজুতর-তনূবল্লয়ঃ (নিজ-নিজ-দেহলতা সরল করিয়া) মূর্দ্ধ্নি ঊর্দ্ধ্বে (মস্তকের উপরিভাগে) বদ্ধাঞ্জলি (অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক) অদ্ধা (সাক্ষাদ্ভাবে) প্রণামং বিদধতাং (প্রণাম কর) ॥ ৪১॥ (৭৪)

অনন্তর — হরিণনয়নাশ্রেণিঃ (সেই সুলোচনাগণ) হ্রিয়ং (লজ্জাকে) পশ্চাৎ কৃত্বা (পশ্চাদ্বর্তিনী [করিয়া]) প্রিয়তমগিরঃ (প্রিয়তমের আদেশবাক্যকে) অগ্রে বিদধতী (অগ্রগণ্য করিয়া) স্বলাবণ্যং (নিজ-নিজ-লাবণ্যরাশিকেই) আশিলাঙ্গাবরণকং (সর্বাঙ্গের আবরণ) বসনং কৃত্বা (বস্ত্ররূপে অবলম্বনপূর্বক) ঋজূভূয় স্থিত্বা (সরলভাবে অবস্থান করিয়া) দরমুকুলিতাক্ষী (ঈষৎ নিমীলিতনয়নে) শিরোহগ্রে (মস্তকের উপরিভাগে) করপুটীং বিভ্রাণা (যুক্তভাবে করযুগল ধারণ করিয়া) অনমৎ (প্রণাম করিয়াছিলেন) ॥ ৪২॥ (৭৫)

৭৪। অতঃপর, কাষ্ঠপুত্তলিকারাজি যেরূপ চালক নর্তয়িতার ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, সেইরূপ উক্ত কুমারীগণও নর্তনক্রিয়ায় বিচক্ষণবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে

যথানির্দিষ্ট চেষ্টাপ্রসহকারে নতমুখে অবস্থান করিলে তিনি স্বীয় করকমলে বসনসকল ধারণপূর্বক মৃদু হাস্যরূপ শুভ্র-সুধাযোগে ওষ্ঠ ও অধর-ভাগ উদ্ভাসিত করিয়া প্রীতিসিক্ত নয়নে প্রত্যেককেই কটাক্ষভঙ্গীসহকারে নিরীক্ষণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন—'হে সুন্দরীগণ! আমি সম্প্রতি তোমাদের এই অকপট ভাবদর্শনে সন্তুষ্ট হইলাম; সেইহেতু প্রীতির সহিতই করকমল উত্তোলন করিয়া দাড়িম্ব পুষ্পেরও শোভা-সম্পাদনের উপযোগিরূপে রঞ্জিত এই বস্ত্রসমূহ গ্রহণ পূর্বক তাহা পরিধান করিয়া নিজ-নিজ-ভাবোচিত সুখসাগরে চিত্তকে নিমজ্জন কর।' (৭৬)

৭৮। এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও সৌভাগ্য-শালিনী সেই উত্তোলিত-হস্তা সুন্দরীগণকে স্বহস্তে এরূপভাবে মনোহর বস্ত্রসমূহ দান করিলেন যে, সকলেই তৎকালে নিজ-নিজ-বস্ত্রই লাভ করিয়াছিলেন, পরন্তু কোনরূপ বিপর্যয় ঘটে নাই ॥ (৭৭)

৭৯। অনন্তর তাঁহারা মনোরম সূত্ররচিত নিজ-নিজ-বস্ত্রকে মূর্তিমতী মঙ্গলরূপিণী অঙ্গলতায় ধারণ করিয়া কন্দর্পপত্নী রতিদেবীর ক্রীড়োপযোগী পতাকা-ধারিণী পাখিনীবালির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ (৭৮)

৭৭। অতঃপর আদরের সহিত ঈষৎ লজ্জাযুক্তভাবে সম্মুখ-
ভাগে দৃষ্টিপাতহেতু বদনমণ্ডলে স্বর্ণকমলের ন্যায়
শোভাসম্পন্না সেই কুমারীগণ পরিপূর্ণ আনন্দসহকারে
শ্রীকৃষ্ণের করকমলের সৌরভযুক্ত সেই নিত্যবিশুদ্ধ
বসনসমূহ পরিধানপূর্বক যেন সাক্ষাৎ তদীয় অঙ্গসঙ্গই
লাভ করিয়া দেহমধ্যে পুলকাবলীরূপ কঞ্চুক ধারণ
করিয়াছিলেন এবং নবজাত আনন্দবিবশতঃ যেন
তাঁহার নিঃশব্দ ও স্পর্শহীন আলিঙ্গনরূপ সঙ্গম
অনুভব করিয়া অনেককাল অক্ষয় প্রীতিসহকারে
অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রজরাজনন্দন
শ্রীকৃষ্ণও গাম্ভীর্যকে রক্ষা না করিয়াই নিজ-হৃদয়ের
অতিকোমলতা ও নির্মল অভিপ্রায়পূর্বক সদয়ভাবে
এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ (৭৭)

[হে সুন্দরীগণ!] কল্পক্ষিতিরুহঃ (কল্পতরুর) প্রথমঃ
(প্রথম) প্ররোহঃ ইব (অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায়) বঃ
(তোমাদের) অয়ং (এই) সঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্প) প্রাক্ এব
(পূর্বেই) মম (আমার) চিত্তস্য বিষয়ঃ ব্যভনি (চিত্তের
বিষয়ীভূত হইয়াছে); ইদানীং (সম্প্রতি) তদ্বৃদ্ধ্যৈ
(তাহারই বৃদ্ধির নিমিত্ত) ইয়ং (এইরূপ) বিবিধা

বিরচনা (বিভিন্ন প্রশ্নের নির্দেশাদি) ব্যরচি (বিহিত
হইয়াছে [এবং]) ভবতীনাং (তোমাদের) নিরুপধেঃ
(অহৈতুক) প্রেম্ণঃ (প্রেমের) পরীক্ষা চ ব্যতানি
(পরীক্ষাও করা হইয়াছে) ॥ ৪৩॥ (১৩০)

৭৮। যেহেতু তোমরা আমার হিতোপদেশের প্রতি
মনোনিবেশ করিয়াছ, পরন্তু কোন বিষয়ে বামভাব
অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ কর নাই; সেইহেতু তোমাদের
এই প্রশংসনীয় মনোরথ নূতন নহে, পরন্তু
বাসনার চিরন্তনতার সহিত ইহাও
পূর্বসিদ্ধরূপেই স্বীকার্য, এবং এইহেতুই ইহা নিত্য,
সত্য ও সরস বস্তু। সাধারণতঃ আমার ইহাই
স্বভাব যে —
(হে সুন্দরীগণ!)
অয়ি, যৌতহৃদয়েঃ (বিশুদ্ধচিত্ত কান্তিগণ) সুবীয়সি আনন্দে
(প্রচুর সুখস্বরূপ) ময়ি (আমার প্রতি) বিনিহিতং
রাগং (যে কামভাব পোষণ করেন, [আমি
সেই কামভাবকে]) ক্ষণমপি (ক্ষণকালের নিমিত্তও)
রাগত্বাশ্রয়ং ন করোমি (কামভাবরূপে পোষণ
করি না), পরং তু (কিন্তু) তং (সেই কামকে)
আনন্দামৃততয়া প্রাবিদধে (সুখসুধাময় প্রেমরূপেই

পরিণত করি); স্বচ্ছন্দৌজাঃ (স্বতন্ত্র প্রভাবশালী) রসকূপঃ (পারদের কূপ বা খনি) অন্যরসভাক্ ন হি ভবতি (অন্য কোন বস্তুর অধীন হয় না, [কিন্তু অন্য কোন বস্তু তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহা ক্ষেত্রের প্রভাবে পারদরূপেই পরিণত হয়]) ॥৪৪॥ (২০১)

৭৯। তোমাদের ন্যায় নিত্যসিদ্ধাগণের এরূপ উজ্জ্বল পরমপ্রেমাস্পদস্বরূপ স্বভাব সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীরও প্রার্থনীয়। আমার উদ্দেশে (সাধারণ ব্যক্তিগণও) কামাদি ভাব ধারণ করিলে, উক্ত কামাদি আর অঙ্কুরিত হয় না (অর্থাৎ উক্ত কামাদির প্রাকৃতত্ব দূরীভূত হয়); যব প্রভৃতি শস্য সিদ্ধ বা ভৃষ্ট হইলে উহার বীজভাব নষ্ট হইয়াই যায়॥ (২০২)

৮০। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে পর তাঁহারা প্রেমার্দ্র হেতু চিত্তচঞ্চলতারূপ লতিকার কুসুমের ন্যায় সৌরভশালী ও মনোরম প্রিয়তমের বাক্যামৃতকে সত্য বলিয়াই মনে করিয়া অপরিসীম হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বিগলিত হৃদয়ের করুণাধারার ন্যায় আনন্দাশ্রুকণা বর্ষণ করিতে করিতে ঈষৎ আকুঞ্চিত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থান করিয়াছিলেন॥ (২০৩)

১০৪। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বসন্তসমাগমে আনন্দনমত্ত: সুমধুর কূজনরত কোকিলাগণের ন্যায় অনেয়কলা-হেতু মধুরভাষিণী সেই সুন্দরীগণকে পুনরায় বলিলেন — 'হে সুন্দরীগণ! তোমরা সম্প্রতি ব্রজে গমন কর; অতঃপর উৎসবদায়িনী আগামিনী রাত্রিসমূহে আমার সহিত বিহার করিবে। তোমরা নিত্যসিদ্ধস্বরূপে বিরাজ করিতেছ। এবিষয়ে আমি তোমাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ অর্থাৎ তোমাদের অসম্মান-জনক নিরর্থক প্রকাশ করিতেছি না।' সেই কুমারীগণ এইরূপে আশ্বাস লাভ করিয়া নিশ্বাসবায়ুভরে অধরপল্লবকে ঈষৎ কম্পিত করিয়া তাঁহার প্রতি প্রস্ফুটিত পদ্মরাজির বর্ষণের ন্যায় কটাক্ষদ্বারা বর্ষণ করিয়া অতিকষ্টের সহিতই ব্রজে গমন করিয়াছিলেন।। (১০৪)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারে বসন্তবিহরণং নামক দ্বাদশ স্তবক।

○

ত্রয়োদশ স্তবক

১। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ হইতে বিরত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে অতিসুকোমল মাধুর্য্যলতিকার অকাললব্ধ ফলসদৃশ বিবিধ লীলা উপভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর গোচারণেচ্ছু কৌতুকশালী বলদেব ও আভীরকুলাবলী লীলা-শালী সহচরগণের সংলাপে উৎকণ্ঠিত হইয়া সকলে মিলিয়া সমাদরের সহিত আনন্দে তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক সন্তোষ প্রদান করিলে তিনি বনমধ্যে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ (১)

২। তৎকালে তিনি বলদেব ও সমবয়স্ক সহচরগণকে অতিমধুর সরস বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক এরূপ বলিতে লাগিলেন — 'হে মাননীয় আর্য (বলদেব!), হে প্রভূত হর্ষশালী স্তোককৃষ্ণ! হে চিরসুহাদীপ্তিশালী, মঙ্গলময় অংশো! হে নিখিল সৌভাগ্যমালামণ্ডিত শ্রীদাম! হে প্রণয়বিত্তশালী সুবল! হে নির্ম্মল প্রেমকীর্ত্তিবিভূষিত অর্জ্জুন! হে বিশালপ্রণয়শালী বিশাল! হে ওজঃ-সমৃদ্ধ ওজস্বিন্! হে প্রণয়রূপী গিরিরাজের প্রস্থ-স্বরূপ দেবপ্রস্থ! হে মঙ্গলময়রূপী বৃষের বরূথ-পালক বরূথপ! দেখ, এই বনের শোভা অতিশয় রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে॥(২)

~~রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে ॥ (২)~~

৩। এস্থানে বিদ্রুমের ন্যায় রক্তপল্লববিশিষ্ট তরুরাজি যেন পরস্পর সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; তাহাদের পত্ররাজি সর্বপ্রকার বিপত্তি নিবারণ করিতেছে; শাখাসমূহ চতুর্দিকে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশকে পরিবৃত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে; বিটপসমূহের অর্থাৎ শাখাপল্লবাদির বিস্তার বিবিধ পক্ষিগণকে রক্ষা করিতেছে; পুষ্পরাশি দেবগণকেও বশীভূত করিতেছে; এবং (বৃক্ষশাখাসমূহে) প্রতি প্রান্তর মধ্যে স্নিগ্ধ ফলরাশি প্রাপ্ত রহিয়াছে ॥ (৩)

৪। এই বৃন্দাবনের তরুরাজির রমণীয়তার কথা দূরেই থাকুক, ই সাধারণ তরুগণেরও অন্য দেবগণের ন্যায় অতিশয় গৌরব শক্তি ই কারণ, বাণসমূহ কেবল-মাত্র পত্র (অপ্রাকৃত পক্ষদ্বয়) দ্বারাই শত্রুর সুখ বিনাশ করিয়া অপরকে সুখ দান করে; এইরূপ মার্গণগণ কেবলমাত্র সুমনঃ অর্থাৎ সুন্দর হৃদয়দ্বারা, পুনঃ কর্মসমূহ কেবলমাত্র ফলদ্বারা, ব্যাঘ্রসমূহ কেবলমাত্র ত্বক্ অর্থাৎ নিজ-চর্মদ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ কেবলমাত্র 'সমিৎ' অর্থাৎ যুদ্ধদ্বারা এবং পারদ-নামক ধাতু কেবলমাত্র স্বয়ং ভস্মীভূত হইয়াই

(অর্থাৎ ভস্মীকৃত শরীর ঔষধি রূপেই) অপরের উপকার করে। কিন্তু তরুগণ পত্র (পাতা), সুমন: (পুষ্প), ফল, ত্বক্ (বল্কল), সমিধ্ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) ও স্বীয় ভস্মদ্বারা পরের উপকার সাধন করে। সেই হেতু নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে তরুগণই সার্থক॥ (৪)

৫। অনুগতগণের বাঞ্ছাপূরণকারী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অতুলনীয় মনোরম বাক্য উচ্চারণপূর্বক ধেনুগণের অনুসরণপ্রসঙ্গে তাহাদের পালনরূপ বনবিহার-লীলায় অনুরাগী হইলেন। তৎকালে তিনি বয়স্যগণের প্রীতিযুক্ত হইয়া, পিপাসার্ত্তগণকে প্রভূত আহারজনিত আলস্যহেতু গতিমান্দ্যযুক্ত ধেনুগণকে অবাধে যমুনার পুলিনদেশে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন এবং পরম প্রীতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তরুরাজির মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনপূর্বক অগ্রজ ও সমবয়স্ক সহচরগণের সহিত অতিশয় সন্তোষের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন।

উক্ত বয়স্যগণ ভূতলে অবতীর্ণ না হইলে তাঁহাদের স্বরূপ লোকগণের দর্শনযোগ্য হইত না ।। (৫)

~~৬। অনন্তর কালিয়দমন শ্রীকৃষ্ণ মনোজ্ঞচরিত~~

৬। অনন্তর মনোজ্ঞ চরিতশালী কালিয়দমন শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তীরবর্তিনী ধেনুগণকে জলপান করাইয়া-ছিলেন। তাহাদের জলপানের সময়ে তিনি নিকটস্থিত পরমকান্তিযুক্তা বিপ্রপত্নীগণের মনোজ্ঞ প্রেমভাব অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্বক বিশ্রাম করিয়া অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন ।। (৬)

৭। সেই দিবস তাঁহার সহচরগণ প্রাতঃকালে আহার করেন নাই; বিশেষতঃ শৈত্যহেতু তাঁহাদের মুখমণ্ডলে গ্লানির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা গোরক্ষণকার্য্য ও বনবিচরণহেতু পরিশ্রান্ত ~~হইয়া~~ এবং ক্ষুধার্ত হইয়া অতিশয় ক্লান্তিসহকারে নিরানন্দচিত্তে কস্তূরীসৌরভশালী বলদেবের ও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন — হে সর্বোত্তম প্রভাবশালী বলদেব! হে নবকমলদলশ্যামল মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ!

সর্পের বিষের ন্যায় অত্যুগ্র ক্ষুধাহেতু আমাদের
তীব্র উদরজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে
আমরা বিন্দুমাত্রও শান্তিবোধ করিতেছি না।
সেইহেতু তোমরা উভয়ে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির
উপায়চিন্তা করুন। (৭)

৮। কুন্দকুসুমরাশির ন্যায় শুভ্রদন্তবিশিষ্ট সহচরগণের
এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া কোমলহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ
হাস্য করিয়া প্রীতিসহকারে দেশকালানুসারে
এইরূপ বলিয়াছিলেন — হে বয়স্যগণ! যদি তোমাদের
ক্ষুধার তাড়নায় এরূপ মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে,
তাহা হইলে তাহার উপশমনের নিমিত্ত আমি যে
আয়াসশূন্য ও সুখকর উপায় বর্ণন করিতেছি, তাহা
শ্রবণ কর। এই স্থানের অনতিদূরেই মুনিগণেরও
অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, মহাপ্রভাবশালী, দূরদর্শী
বিপ্রগণ অতিশয় অনুরাগসহকারে আঙ্গিরস নামক
মনোরম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা
গৃহস্থাশ্রমী, হিংসাবিমুখ, জ্ঞানবৃদ্ধ, অজ্ঞাননাশক,
শান্তচিত্ত ও নিরন্তর বহুলোকের ভোজন-
প্রদানহেতু অতিশয় যশস্বী। তোমরা তাঁহাদের

যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রীতি, ভয় ও ভক্তিযুক্ত
সহকারে প্রত্যেককে প্রণাম ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক
মহামহিমশালী পূজনীয় বলদেবের ও আমার
নাম করিয়া অল্প দূরে থাকিয়া সাক্ষাদ্ভাবে
(ভোজ্য) দ্রব্য প্রার্থনা কর। তোমরা এবিষয়ে লজ্জা
করিও না; কারণ, লজ্জা যাচ্ঞার বিঘ্ন জন্মাইয়া
থাকে; পক্ষান্তরে, লজ্জাহীন ব্যক্তিগণই স্বার্থসাধনে
সমর্থ হয়॥ (৮)

৯। এইরূপ ভগবানের আদেশক্রমে সেই নিত্যসিদ্ধ,
সহৃদয় গোপবালকগণ সন্তুষ্টচিত্তে সুনিপুণভাবে
পথ অন্বেষণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া
পথশ্রান্তিতে আলস্যগ্রস্ত হইলেও উৎকট লালসাবশতঃ
ত্বরান্বিত হইয়া সম্মুখভাগে সেই যাজ্ঞিক বিপ্রগণের
বাসস্থান দেখিতে পাইলেন॥ (৯)

১০। তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত
হইলেন। উহা প্রভূত উত্তম ঘৃতের গন্ধযুক্ত
যজ্ঞানলের ধূম্ররূপ ধবল সমূহদ্বারা নয়নের
আনন্দবর্দ্ধন করে, উহারই সৌরভদ্বারা
নাসিকার বিবিধ তৃপ্তি করিতেছিল; উক্ত সুস্পষ্টতর

গন্ধরাশির বিস্তারকারী বায়ুর সংস্পর্শে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের
সুখ ও অতি সুস্বর স্বরযুক্ত
সামসঙ্গীত দ্বারা কর্ণের পরিতৃপ্তি উৎপাদন করিতেছিল
এবং আশাপূরক ও অতি লোভাময় (ভোজ্য) বস্তুসমূহের
উচ্ছলিত লালসায় জিহ্বায় রসের সঞ্চার করিতেছিল।
এইরূপে উক্ত যজ্ঞক্ষেত্র অনেক ইন্দ্রিয়েরই প্রিয়
হইয়াছিল ॥ (১০)

১১। উক্ত গোপবালকগণ যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া
যজ্ঞগৃহ দর্শন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ত্রেতায়
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই যজ্ঞগৃহেও সেইরূপ
ত্রেতা অর্থাৎ দাক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয়-
নামক অগ্নিত্রয় অবস্থিত ছিল। অযোধ্যাপুরী যেরূপ
সরযূনাম্নী বিশিষ্টা নদীর পারে অবস্থিত, উক্ত
যজ্ঞগৃহ সেইরূপ যূপসমূহ দ্বারা
অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ভগীরথ যেরূপ পূর্ব পুরুষ-
গণের উদ্ধার করিয়াছিলেন, এস্থানেও সেইরূপ
হবির্গৃহের পূর্ববর্তী উন্নত যজমানগৃহ শোভা
পাইতেছিল। ব্রহ্মচারী বিপ্রবালকের স্কন্ধদেশে
যেরূপ মেখলাযুক্ত কুণ্ডল অর্থাৎ মৌঞ্জীরজ্জু

বর্ত্তমান থাকে, এই যজ্ঞশালার অংশসমূহেও সেইরূপ মেখলার সহিত কুণ্ড অবস্থিত ছিল। রসিক ব্যক্তির হৃদয় যেরূপ রসের প্রবেশে পরিপূর্ণ হয়, এই যজ্ঞগৃহও সেইরূপ প্রকৃষ্ট বিষ্টর অর্থাৎ দর্ভমুষ্টিদ্বারা সম্পূর্ণ ছিল। নিমন্ত্রণের পাকস্থানে যেরূপ প্রভূত ভোজনপাত্র লক্ষিত হয়, এই যজ্ঞগৃহেও সেইরূপ প্রকৃষ্ট ঘৃত, পাত্র ও জল অবস্থিত ছিল। বিরহিনীগণের নয়নযুগলে যেরূপ সর্ব্বদা অশ্রুধারার আবির্ভাব হয়, এই যজ্ঞগৃহেও সেইরূপ সর্ব্বদা স্রুব অর্থাৎ পাত্রবিশেষের দীপ্তি বিরাজিত ছিল। বর্ষাকালীন নদ-নদীর মধ্যভাগ যেরূপ বিশাল ও পরিপূর্ণ হয়, উক্ত যজ্ঞগৃহেও সেইরূপ বিশাল ও পরিপূর্ণ পাত্রসমূহ অবস্থিত ছিল। দুষ্ট রাজসভায় যেরূপ সাধু ও কোমলচিত্ত ব্যক্তিগণের উচ্ছেদসাধক খল ব্যক্তিরূপ মূষলসমূহ বর্ত্তমান থাকে, এই যজ্ঞগৃহেও সেইরূপ উত্তম ধান্যাদির কুট্টনকারী উদূখল ও মূষল বিরাজিত ছিল। ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ যুদ্ধকুশল, উক্ত যজ্ঞগৃহও সেইরূপ সমিধ্ ও কুশসমূহদ্বারা যুক্ত ছিল। সেইস

যেরূপ 'সযোগ' অর্থাৎ উমার সহিত বিরাজমান, এই
গৃহও সেইরূপ 'সযোগ' অর্থাৎ যোগ-যুক্ত ছিল।
রাজনীতিসম্মত উপায়সমূহের মধ্যে যেরূপ সাম
সর্বশ্রেষ্ঠ, এই যজ্ঞগৃহেও সেইরূপ
গীতসমূহের মধ্যে সাম-গানই প্রধান ছিল। বিলাসী
ব্যক্তির বক্ষঃস্থল যেরূপ পদকসমূহের পরিপাটীহেতু
সুশ্রীর আশ্রয়, উক্ত গীতসমূহেও সেইরূপ মন্ত্রোক্ত
পদসমূহ সম্যক্ উচ্চারিত হইতেছিল। মুনিগণ
যেরূপ শোভিত সুন্দর জটাযুক্ত, উক্ত গীতসমূহেও সেইরূপ
সুন্দরভাবেই 'জটা' অর্থাৎ স্বর-প্রভৃতির সম্মেলন
লক্ষিত হইতেছিল। তরুণীগণের স্তনযুগল যেরূপ
'সুসংহিত' অর্থাৎ সুন্দর সন্ধিযুক্ত, উক্ত গীতসমূহের
সংহিতাও সেইরূপ সুন্দর ছিল। আর সেই যজ্ঞ-
গৃহ যুদ্ধক্ষেত্রে গুণযুক্ত ধনুঃসমূহের ন্যায়
প্রকৃষ্ট ধনশালী যাজ্ঞিকগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত
ছিল; এবং প্রশংসনীয় ব্যক্তির সেবকগণ যেরূপ সেবার
সময় ও অসময়-বিষয়ে অভিজ্ঞ, উক্ত যাজ্ঞিক-
গণের যজ্ঞসমূহও সেইরূপ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন-
প্রকার ছিল॥ (১১)

১২। ঈদৃশ যজ্ঞস্থল দর্শন করিয়া তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ধীরে ধীরে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকটে গমন করিলে, হোমধূমের সংস্পর্শহেতু সদ্গন্ধশালী বায়ুপ্রবাহ তাঁহাদের নাসিকাকে তৃপ্তি দান করিয়াছিল; অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণেরও বন্দনীয় সেই গোপবালকগণ অতৃপ্ত-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ধরাতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, তৎকালে তাঁহাদের বলয় ও নূপুরসমূহের মুমধুর ধ্বনি উদ্গত হইয়াছিল। অতঃপর জলদগম্ভীরস্বরে, স্বর্গলোকস্থিত ঋষিগণের ন্যায়, তপঃপ্রভাবে মুসমৃদ্ধ মূর্ত উৎসবরাশির ন্যায়, মূর্তিমান্ অনলসমূহের ন্যায় এবং বেদরাশির সহোদরত্ব (অর্থাৎ বেদসমূহের সহিত একত্র উৎপত্তি) হেতু প্রভূত তত্ত্বজ্ঞানরাশির ন্যায় সেই দৃঢ়-প্রকৃতি ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্বক এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন ॥ (৭২)

১৩। হে পূজ্যপাদ আর্যগণ! আপনারা আমা-দিগকে বলদেবেরও শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য বলিয়া অবগত হইবেন। প্রতিপদাদি তিথিসমূহ উভয়পক্ষেই সমান সংখ্যাবিশিষ্ট; পরন্তু আমরা কিন্তু উভয়পক্ষেই অসংখ্য এবং আপনাদের

নিকটে অতিথিরূপে সমাগত। যিনি নিখিল গুণ-
রাজির সমাবেশে মনোহর ও সুমেরুর সার-
ভাগের ন্যায় মানসিক উৎকর্ষশালী, অনুজ
শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই শ্রীবলদেব আমাদিগকে
মঙ্গলশালী আপনাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।
হে জীবমাত্রের প্রতি প্রীতিযুক্ত সজ্জন মহাশয়গণ! আপনারা
দয়ার সাগর বলিয়া কূপ ও উদ্যান প্রভৃতির
নির্মাণরূপ পুণ্যকর্মে নিরত থাকিয়া ভোজনপ্রিয়
প্রাণিগণের তৃপ্তি ও প্রীতিযুক্ত। আপনারা
নির্মলকীর্তিশালী, দাতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। অদ্য
প্রাতঃকালে আহার না করায় এবং নিরন্তর নানা-
রূপ বিহারে ব্যাপৃত থাকায় শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ
ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া উদরের ক্ষীণতা ধারণ
করিতেছেন। এতদবস্থায় তাঁহারা ক্ষণকাল
ক্লান্তি বোধ করিয়া সম্প্রতি অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া
ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত গৃহস্থজনোচিত
পুণ্যব্রতপরায়ণ আপনাদের নিকটে অন্ন
প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আপনারা সমাদরের
সহিত তাঁহাদের উভয়ের ও তদীয় সহচরগণের
উপযুক্ত অন্ন প্রদান করুন"॥ (১৩)

১৪। গোপবালকগণ এইরূপ নিবেদন করিলে, সেই
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে যাচকগণের প্রতি অনাদর-
প্রদর্শন অনুচিত জানিয়াও বালকগণের বাক্যে
অবিশ্বাস হেতু, কিম্বা পশুহত্যায় আসক্তিরূপ দুষ্ট
মূঢ়তা-হেতু, অথবা অতিগূঢ় ভাবেও ভগবৎকৃপার
সিদ্ধ অভাব হেতু, কিম্বা, চিত্তের দুষ্টতা হেতু, অথবা
তাদৃশ সুকৃতির অনুৎপত্তি বা বিনাশ হেতু তাঁহাদের
বাক্যের প্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্বক নিঃশব্দতা-হেতু
মূক ব্যক্তিগণের ন্যায় এবং অতিদারুণ বধির-
ভাব-যুক্ত লোক-গণের ন্যায় ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন
সেই গোপবালকগণ তাঁহাদের আতিথ্য-
ক্রিয়াবিষয়ক বৈমুখ্য দর্শনে অসন্তুষ্ট
হইয়া তাঁহাদিগকে অতিশয় কঠোরচিত্ত মনে
করিয়া মলিনমুখে অতিশয় দুঃখসহকারেই
রোদনের ন্যায় অবস্থা প্রকাশপূর্বক প্রত্যাবর্তন
করিলেন। পরন্তু যাঁহার সন্তোষ কখনও ক্ষুণ্ণ
হয় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্তন
করিতে দেখিয়া মৃদুহাস্যসহকারে তাঁহাদের
তাদৃশ আকৃতি দর্শনেই অকৃতকার্যতায় অনুমান

করিলেন এবং যাজ্ঞিকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সেই ব্রাহ্মণগণের দয়া যেন অপুষ্ট অবস্থায়ই দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন ॥ (১৪)

১৫। সেই গোপবালকগণ শ্রীরামসমীপে আসিয়া মনোদুঃখে বলিতে লাগিলেন — হে বলভদ্র! আমরা সেখানে রমণীয়তার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিলাম; পরন্তু সেই যাজ্ঞিকগণের যেরূপ কঠোরতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এরূপ কঠোরতা আর কাহারও দৃষ্ট হয় না। সেই ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃ সত্যসদৃশই হ'ন, যেহেতু, আমরা [illegible] লাভ করিয়া মনোরম অন্ন যাচ্ঞা করিলাম, কিন্তু তথাপি তাঁহারা শাস্ত্রোচিত কোন কথাই বলিলেন না, দানের প্রসঙ্গ দূরেই থাকুক। পরন্তু সেখানে কেবলমাত্র 'পাক কর, ভক্ষ্য কর, আহার কর, পান কর, এস, যাও, প্রস্থান কর, চল' এইরূপ বাক্যই শুনিতে পাইলাম এবং তদনুরূপ কার্য্যই লক্ষ্য করিলাম। আর, সেখানে সহস্র সহস্র বিত্তবান্ ব্যক্তিকেই রন্ধন ও

ভোজন কার্য্যে ব্যাপৃত ~~অ~~ হইয়া একসঙ্গে যাতায়াত করিতে দেখিলাম। ব্রজনন্দনের এইরূপ অসীম দয়াদি দর্শনে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া ~~[illegible]~~ অথবা পাক-সমন করিলামনা, কিংবা ক্ষণমাত্রও সেখানে অপেক্ষা করিলামনা। পরন্তু এরূপ কার্যদ্বারা কেবলমাত্র লজ্জাই বোধ ~~করিলাম~~ এবং নির্লজ্জের আভিজাত্য-রীতিকেও পরাভবে না হীন ~~লাভ~~ করাইলাম। হে বয়স্য শ্রীকৃষ্ণ! আমরা যে সেখানে ক্ষণকাল যজ্ঞানলের ধূম পান করিয়াছি, ইহাই আমাদের লাভ বলিতে হইবে। হে দামোদর! আমরা আর কী বলিব! তোমার বাক্য চিরকালই দেবতার আদেশের ন্যায় আমাদের শিরোধার্য। সূর্য্যরস কখনও অব-ভাব ধারণ করেনা। অথচ তোমার বাক্যানুসারেই আমরা অদ্য এরূপ লজ্জা পাইয়াছি॥ (২৫)

২৬। ইহা শুনিয়া ~~অতঃপর~~ অসীম সৌন্দর্য্যশালী ভগবান ব্রজেন্দ্র-নন্দন পুনরায় প্রণয় ও নীতি-সহযোগে মধুর-ভাবে অতিশয় চাতুর্য্যযুক্ত এবং প্রশস্ত ও হর্ষসূচক মৃদুহাস্যমিশ্রিত এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মানী ব্যক্তিগণ কখনও নবীনারিনীগণের

বিচারহীন ক্রোধের ন্যায় কাহারও ক্রোধ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে পারেননা। স্বার্থপর ব্যক্তিগণ স্বার্থের ব্যাঘাতকে হত্যার ন্যায়ই পীড়াদায়ক মনে করে। সেইহেতু তোমাদের মানসিক গ্লানি সঙ্গতই হইতেছে। কিন্তু পরোক্ষ নিন্দক খলব্যক্তিগণ সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ দোষ দর্শন করে, তোমরা এই যাজ্ঞিকগণের তদ্রূপ দোষদর্শন করিওনা; কারণ, তৎকালে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কার্যান্তরে আবদ্ধ থাকায়ই তাঁহারা তোমাদের হিত সাধন করিতে পারেন নাই। অতঃপর আমি তোমাদিগকে একটি অপূর্ব উপায় বলিয়া দিতেছি;– তোমরা সেই অতুলনীয় প্রণালী অবলম্বনপূর্বকই স্বকার্যে প্রবৃত্ত হও॥ (১৬)

১৭। সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণ রহিয়াছেন। তাঁহারা মূর্তিমতী রূপে আবির্ভূতা দয়ার ন্যায়, মূর্তিমতী শুচিতার সমষ্টির ন্যায়, এবং হর্ষশীলা ও আকৃতিবিশিষ্টা সদ্বিধায়িনী নিষ্ঠাসম্পদের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা মানবী হইলেও যাচকগণের অবমাননা করেননা; স্ত্রীজাতি হইলেও

বাসভবনপন্না নহেন। তাঁহারা আমার নাম শুনিয়া সত্বরই হর্ষান্বিত হইবেন। তাঁহাদিগকে দেখিলেই দর্শকগণের নয়নযুগল সন্তুষ্ট হয়। তাঁহারা যথেষ্ট ভিক্ষাদি প্রদানদ্বারা যাচকগণের সুআশীর্বাদ-পূর্বক অমঙ্গল দূর করেন। এইরূপ তাঁহারা বিবিধ কলানিপুণা, প্রভূত সুবর্ণের অধিকারিণী ও রাজমহিষীগণের ন্যায় মূল্যবান্ আসনে উপবিষ্টা হইয়া অতিশয় দীপ্তিমতী রূপেই লক্ষিত হইতেছেন। তোমরা সেই যাজ্ঞিকপত্নীগণের গৃহকে উদ্দেশ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের নিকটে যাইয়া প্রসন্নতাসহকারে আমার নাম করিয়া সকলের প্রীতিজনক ভোজ্য বস্তুসমূহ প্রার্থনা করিবে। তাঁহারা কল্পলতাবল্লীর ন্যায় তোমাদের প্রভূত আশা অবশ্যই পরিপূর্ণ করিবেন। আমার এই বাক্য তোমাদের প্রিয় এবং তাঁহাদেরও প্রীতিদায়ক হইবে। সেইহেতু ইহা শ্রবণ ও বেদবাক্যের অর্থের ন্যায় বিচার করিয়া তোমাদের পুনরায় তথায় গমনই সঙ্গত হইবে। (৩৭)

সেই মহাত্মগণ

৭৯। ~~অনন্তর তাঁহারা~~ শ্রীকৃষ্ণের অতুল্য আজ্ঞাবলে
বলীয়ান্ হইয়া অতিশয় হর্ষভরে একসঙ্গে সকলেই
সেই নবীন লতাকানন হইতে পুনরায় যজ্ঞশালার
পথ অবলম্বনপূর্বক বিনীতভাবে যাজ্ঞিকপত্নী-
গণের বিশাল ভবনের নিকটে গমন করিলেন॥ (গ)

৮০। এবং ~~সেখানে~~ তথায় যাইয়া নিয়ত সম্মানন-শালিনী
যাজ্ঞিক-পত্নীগণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা
মেঘশূন্য আকাশে চিরদীপ্তিমতী রূপে উদ্ভাসিতা
মূর্তিমতী বিদ্যুৎকান্তির ন্যায়, জলাশয়ের
আশ্রয় ব্যতীত প্রস্ফুটিতা নালযুক্তা পদ্মিনীগণের
ন্যায়, উদ্যান-সম্পর্কশূন্যা ও নিরন্তর কান্তিযুক্তা
সঞ্চরণশীলা স্বর্ণলতাসমূহের ন্যায়, এবং রজনীর
সমাগমব্যতীতই চন্দ্রের দীপ্তিমতী জ্যোৎস্না-
রাশির ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহারা
অরুন্ধতীপ্রভৃতি পতিব্রতাগণের কীর্তিরাশিকেও পরাভব করিয়া
উৎসববশতঃ স্থিরতর দীপ্তিরাশিদ্বারা মূর্তিমতী
অগ্নিশিখার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।
তাঁহাদের অন্তরে স্নেহসত্ত্ব ও বাহিরে তৈলাদি-
স্নেহশূন্য প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বলতা লক্ষিত

হইতেছিল। দিব্য ঔষধির ন্যায় তাঁহাদের রূপের
শোভা মনোরম অন্নরাশির সংরক্ষণীক্ষেত্রে সমাগত
ব্যক্তিগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।
তাঁহারা যথোচিত কর্তব্য-কর্মে নিযুক্তা হইয়া লৌকিক
চমৎকারের পরাকাষ্ঠার ন্যায়, মূর্তিমতী ও মনোরমা বাৎসল্য-
লতার ন্যায়, ধরাতলাশ্রিতা ক্ষমার ন্যায় এবং গুণ-
রাশির সম্যক্ বদ্ধ শোভার ন্যায় প্রশংসা পাইতেছিলেন।
তৎকালে তাঁহারা চিত্তদ্বারাই ভগবদ্‌রতির অনুশীলন
করিয়া কোমলতার পরিচয় প্রদানপূর্বক স্বর্গ-
সম্পদ্‌কেও পরাভূত করিয়াছিলেন॥ (১৯)

২০। গোপবালকগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া
'হে দেবীগণ! আপনারা উদারচিত্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-
গণের ভার্যা। আমরা আপনাদের কৃপাশ্রিত,
প্রফুল্ল ও রক্তবর্ণ চরণকমলে প্রণাম করিতেছি।
আমরা জ্ঞানময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহচর।

আপনারা আমাদের নিবেদন অবগত হউন, এইরূপ
বাক্যের উপক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একবারমাত্র
উচ্চারিত কৃষ্ণনামই প্রত্যেকের কর্ণকুহরে অপরিমিত
(সুখজনক) ভাবে অনুপ্রবেশ করিলে সেই বিশুদ্ধচিত্ত বিপ্র-
রমণীগণ সকল কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অনুপম
বিস্ময়জনক সম্মোহনমন্ত্রবলে আকৃষ্ট-
চিত্ত হরিণীর বা স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায়, কিম্বা ভূতলে
আবির্ভূত প্রেমরসের উপনিষৎসমূহের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতাগণের ন্যায় এককালেই পাকাদি কার্য হইতে
দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাঁহাদের দিকে মুখ করিয়া
স্থিরচিত্তে অবস্থান করায় সেই গোপবালক-
গণের মুখশোভাই নিজ-নিজ-চিত্তের আহ্লাদের
সূচনা করিয়াছিল এবং অবস্থায় তাঁহারা
বাক্যের অবশিষ্ট অংশ সমাপন করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥ (২০)

২১। হে ব্রাহ্মণীগণ! অদ্য ধরাতলে কন্দর্পস্বরূপ
শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাতঃকালে অনাহারহেতু ক্রীড়া
করিতে করিতে সকল সহচরগণের সহিত ক্ষুধার্ত
হইয়া আমাদের প্রীতির নিমিত্ত অন্নকামনায়

আপনাদের ন্যায় পুণ্যবানগণের নিকটে উত্তমরূপেই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। আর, প্রীতিদায়ক সেই শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজের ন্যায় বলশালী অগ্রজ বলদেবের সহিত উৎকর্ষসহকারে নিকটেই বিরাজমান রহিয়াছেন ।। (২১)

২২। তিনি ধরাতলে অতিসুপ্রসিদ্ধ। আপনারাও নিশ্চয়ই লোকপরম্পরায় নির্বিঘ্নরূপে প্রচারিত উত্তম বার্তা যোগে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। তিনি বাল্যকালেই পূতনার নামকে পবিত্র, তৃণাবর্তকে তৃণরাশিদ্বারা আবর্তনের যোগ্য, বকাসুরকে নিহত, সর্পরূপী অঘাসুরকে জীবনশূন্য এবং যমুনার জলকে বিষমুক্ত করিয়াছেন। অধিক আর কি বলিব! স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে দেবাসুর প্রভৃতি সকলের বন্দনীয় পুরুষগণও তদীয় গুণমূর্ত্তিগণের কণাসমূহের লেশমাত্রেরও তুল্য হন না।। (২২)

২৩। গোপবালকগণ এইরূপ কহিলে যাজ্ঞিকপত্নীগণ তাঁহাদের তাদৃশী উক্তিকে নিজ-নিজ-কর্ণপ্রান্তে প্রকটীভূত মনোরম সুধাবিবর্ত্তের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা যাঁহার নিমিত্ত চিন্তাযোগেই আনন্দ বোধ করিয়া বহু দিবস যাপন করিয়াছেন, হৃদয়মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ স্বয়ং উপস্থিত মহানিধির ন্যায় নিকটবর্তী জানিয়া তৎকালে তাঁহাদের চিত্ত যেন দ্রবীভূত হইয়াছিল। নয়নযুগল যেন তাহাতেই স্নান করিয়াছিল। দেহলতারাজি যেন উক্ত স্নান-সংস্পর্শেই রোমাঞ্চরূপ কন্টকরাজি ধারণ করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি যেন উক্ত কন্টকাঘাতেই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়বৃত্তির লোপহেতুই তাঁহাদের জন্মেরও যেন পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। জন্মের পরিবর্তনহেতু সৌভাগ্যেরও যেন সমৃদ্ধি সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং সেইহেতুই যেন নূতন শরীরেরই আবির্ভাব হইয়াছিল। সেইহেতু তাঁহাদের সমস্ত উৎকণ্ঠাময় ও নয়নের ব্যাপার শ্রবণগত শ্রীকৃষ্ণের রূপেই তন্ময় হইয়া পড়িল। এইরূপে তাঁহারা ক্ষণকাল অবস্থান করিলে ব্রজবালকগণ বিস্ময়সহকারে নয়নসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল; যথা —

দেব্যঃ (এই পূজনীয়া বিপ্রপত্নীগণ) নঃ (আমাদের)
যাচ্ঞা-গিরং (প্রার্থনা বাক্যকে) যুগপৎ এব (এক
সঙ্গেই) স্বরভসোৎকলিকা-প্রমোদং (মধুর উৎকণ্ঠা-
ও-হর্ষসহকারে) আকর্ণ্য (শ্রবণ করিয়া) তদা এব
(তৎক্ষণাৎই) ন এব আলপন্তি (মৌনভাব ধারণ
করিয়াছেন)! ন চলন্তি ন লোকয়ন্তি (তাঁহারা
চলেনও না, দৃষ্টিপাতও করেননা)! হা হন্ত হা
(হায় হায়! [ইঁহারা]) গ্রহগৃহীতদশাং শ্রয়ুঃ কিং
(কোনরূপ গ্রহকর্তৃকই আক্রান্ত হইলেন কি)?।।১।।
(২৩)

বিপ্রাঃ: যৎ (ব্রাহ্মণগণ যে) পারুষ্যাৎ অবহেলয়া
চ (নিষ্ঠুরতা-ও-অবজ্ঞাবশতঃ) অস্মাকং (আমাদের)
অভ্যর্থনং (প্রার্থনা) ন গণিতং (গ্রাহ্য করেন নাই,
[কিম্বা]) কিঞ্চন ন উক্তং (কোন কথা বলেন নাই
[এবং]) দত্তং অপি ন এব (কোন ভোজ্য বস্তুও
দান করেন নাই), তৎ (তাহা) কৌতুকং ন
(কৌতুকজনক নহে, [পরন্তু]) সুদৃশঃ (এই
সুলোচনাগণ যে), আদরেণ সস্পৃহং শ্রুত্বা
(আদর-ও-স্পৃহাভরে শ্রবণ করিয়াও) দুর্বারোৎ-
কলিকাকুলীকৃত হৃদঃ (দুর্বার উৎকণ্ঠাবেগে

চিত্তের আকুলতা-হেতু) দাতুং ক্ষমাঃ ন অভবন,
(দান করিতে পারিতেছেন না), তৎ নাম (তাহাই)
মহৎ চিত্রং (অতিশয় আশ্চর্যজনক) ॥২॥ (২৪)
অথবা, যৎ (যে বস্তু) যত্র মনোবিকারে
(মানসিক যে বিকারের) হেতুতাং ব্রজতি
(কারণরূপে উপস্থিত হয়), অসৌ বিকারঃ
(সেই মনোবিকার) তৎ (সেই বস্তুর) অন্তরয়িতুং
ন ক্ষমতে (ব্যবধান ঘটাইতে সমর্থ হয়না);
হি (যেহেতু) আলম্বনাদিজনিতঃ (আলম্বন ও
উদ্দীপনাদি বিভাবদ্বারা উদ্ভাবিত) রসপ্রকর্ষঃ
(রসগত প্রকর্ষ) আলম্বনাদ্যনুভূতিং ন ঊরী-
করোতি (আলম্বনপ্রভৃতিবিষয়ক অনুভূতির
অভাব ঘটায়না) ॥৩॥ (২৫)

২৪। শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এইরূপ বিতর্কের
অবতারণা করিলে এবং পূর্বোক্ত দশাগ্রস্তা
বিপ্রলব্ধীগণের চিত্ত ইতর ব্যাপাররূপ অন্তরায়-
শূন্য হইয়া নিজ-অনুকূল শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান-
রহিত প্রেমরসে সরস হইলে, তাঁহারা সকলেই
~~শ্রীকৃষ্ণের [illegible] নিজ নিজ~~
বিচ্ছেদ-দুঃখ-বিনাশক উৎকণ্ঠাবিলসতঃ প্রগাঢ় আনন্দরাশির

সম্বর্দ্ধনকারী সংস্কারবিশেষের উদ্বোধনহেতু নিঃশব্দেই
শ্রীকৃষ্ণের আমোদজনক অন্ন এবং নিজ-নিজ-
অনুরাগসূচক ব্যঞ্জনসমূহ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত
অসীম-মঙ্গলজনক ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন,
তখনই তাঁহারা পাক-নিরতা সুন্দরীগণের দ্বারা
সর্বত্র পরিশোভিত বিশাল পাকশালায় প্রবেশ-
পূর্বক, অতিশয় সংযতচিত্তে সুবর্ণময় পরিষ্কৃত পাত্রসমূহের মধ্যে বিবিধ
ভোজ্য দ্রব্য ধারণ করিয়াছিলেন। উক্ত সুবর্ণ পাত্র-
সমূহের উপরিভাগে সুসজ্জিত স্ফটিকময় পুটিকা
অর্থাৎ বাটীসমূহের মধ্যে উক্ত সুবর্ণপাত্রসমূহের
কান্তিরাজি প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্শকগণের নয়নে
আনন্দজনক লীলাবিশেষের সঞ্চার করিয়াছিল।
আর, ঐসকল পাত্রস্থিত ভোজ্যদ্রব্যসমূহের মধ্যে
নিজেদের অভীষ্ট ও সুমধুর চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও
পেয়রূপ চতুর্বিধ ভোজ্য দ্রব্যই নানাপ্রকারে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং
তাহা ছয় প্রকার রসযুক্ত হইলেও নব নব রস
অর্থাৎ আস্বাদযুক্ত ছিল। উহাদের মধ্যে অমৃত
বিশেষ এবং ললিত পাককলানুসারে প্রস্তুত
অপূপ ও পবিত্র শষ্কুলীসমূহ স্থান পাইয়াছিল।
আর, সুগন্ধি ও সুরস পায়স এবং দধি-দুগ্ধাদিও

উহাদের সহিত সংগৃহীত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনপর্বতে যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী বায়ু-প্রবাহবশতঃ আনন্দজনক কন্দররূপ মঠ বা গৃহ বিরাজমান, এই সকল (ভোজ্য) দ্রব্যের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী, সুগন্ধশালী ও আনন্দজনক 'রামঠ' অর্থাৎ হিং সংযুক্ত হইয়াছিল। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে যেরূপ অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার (ঐ সকল শব্দ বৃত্তির) অনেক প্রকার সৌষ্ঠব লক্ষিত হয়, এই সকল ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যেও সেইরূপ অভিধা (নাম) ও লক্ষণ (চিহ্ন) যুক্ত ব্যঞ্জনসমূহের অনেক প্রকার সৌষ্ঠব প্রতি-ষ্ঠিত ছিল। নিজ-নিজ মনোরম যেরূপ 'সূপচিত' অর্থাৎ সুন্দরভাবে বর্দ্ধিত হয়, এই সকল (ভোজ্য)ও সেইরূপ 'সূপ' অর্থাৎ ব্যঞ্জন-বিশেষের সহযোগে 'চিত' অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়াছিল। দিব্য অস্ত্র যেরূপ বহুশোভাযুক্তরূপে 'আজি' অর্থাৎ যুদ্ধে 'ঈর' অর্থাৎ প্রযুক্ত হইয়া আজিত অর্থাৎ অপরাজিত হয়, এই সকল ভোজ্যদ্রব্যও সেইরূপ 'বহুশঃ' অর্থাৎ অনেকাংশেই

'ভাজীসমূহ' অর্থাৎ লক্ষ-লাক্ষাদিদ্বারা 'রাজিত' অর্থাৎ
শোভিত হইয়াছিল। তাঁহাদের নিজ-নিজ-
অনুরাগের পরিমল যেরূপ নানা 'আশা' অর্থাৎ
দিক্‌সমূহকে সৌরভসমৃদ্ধ করিয়াছিল, ঐ সকল
ভোজ্য-দ্রব্যের মধ্যেও সেইরূপ সৌরভযুক্ত নানা-
বিধ শাক অবস্থিত ছিল এবং গঙ্গাপ্রবাহের
'ভাব' অর্থাৎ সত্তা যেরূপ কালীর তলদেশে
বিদ্যমান, উক্ত ভোজ্য-দ্রব্যসমূহ সেইরূপ সুখজনক,
অথচ অতিশীতল ভাবাপন্ন (ঠাণ্ডা) ছিল। উক্ত যাজ্ঞিক-
পত্নীগণ স্থির, সূক্ষ্ম ও শুভ্র বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা ঐ সকল
ভোজ্যবস্তু আবৃত করিয়া নিজ-নিজ-করকমলে
পাত্রসমূহ ধারণপূর্বক যজ্ঞীয় প্রণালীসমূহের প্রতি
অনুরাগবিশিষ্ট সভাস্থিত ব্যক্তিগণের সমক্ষেই
তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, পল্লবাদির বিস্তারদ্বারা অভীষ্টফল-
শালিনী গতিশীলা কল্পলতারাজির ন্যায়
যজ্ঞশালা হইতে বহির্গতা হইয়া যখনই কটাক্ষ-
সঞ্চালনদ্বারা গমনের উপদেশ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের
অনুচরগণের অভিমুখে নিজ-নিজ-মুখকমল

বিন্যাস করিলেন, তখনই সেই গোপবালকগণও পথের সূচনার নিমিত্ত অগ্রভাগে চলিতে চলিতে অবনতচিত্তে 'এদিকে আসুন, এদিকে আসুন' এইরূপ মনোরম কলকলীশব্দে পথ প্রদর্শন করিতে করিতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন॥ (২৬)

২৭। অতঃপর সেই বিপ্রপত্নীগণ সৌভাগ্যাতিশয়-হেতু নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ-নিজ-হস্তে অন্নপাত্র ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাভিসারিণী বিশ্বাসরূপা সখীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া যাত্রাপথে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত একপত্রধারিণী ও ধীরাচল-বিহারিণী পদ্মিনীগণের ন্যায় মনোরম শোভা প্রকাশ করিয়াছিলেন॥ (২৭)

২৮। অথবা, তৎকালে তাঁহারা হস্তিনীগণ শুণ্ডদ্বারা স্বর্ণকমলিনীর একটি বিশাল পত্রপুট ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ শোভা পাইয়াছিলেন। এইরূপে হৃদয়মধ্যগত চঞ্চল প্রণয়পুষ্টের ভার,

স্তনযুগল ও জঘনের ভার এবং পরিপূর্ণ অন্ন-
পাত্রের ভার হেতু: তাঁহারা ঈষৎ অবনত দেহে
গর্বশূন্য চিত্তবৃত্তি ধারণ করিয়া ধীরে-ধীরে
চলিতে-চলিতে সম্মুখভাগে দয়াময় হৃদয়েশ্বর
শ্রীকৃষ্ণকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়াই পথপর্যটনের
তীব্র বেদনা জানিতে পারিলেন না ।। (২৮)
এইরূপ, পঙ্কজদৃশাং (সেই কমললোচনা বিপ্র-
পত্নীগণের) প্রস্থানলীলাক্রমে (গমনলীলার
আরম্ভে) যদা (যখনই) স্তম্ভঃ চ উৎকলিকা চ
(স্তব্ধতা ও উৎকণ্ঠা এই উভয়ে) যুগপৎ
(একইকালেই) সংস্পর্ধিয়া (প্রতিযোগিতা সহকারে)
মান্থর্যং চ ত্বরাং চ (যথাক্রমে গতিমান্দ্য ও
দ্রুতগতির) চক্রতুঃ (সঞ্চার করিতেছিল),
হন্ত (হায়!) তদা (তখনই মন্দগতির
প্রভাবে) মেখলা (মেখলা) অঙ্কে (শরীরের
প্রান্তভাগে) নির্বৃত্তপ্রতিভা ইব (প্রতিভাশূন্যার
ন্যায়) লপতি স্ম (শব্দ প্রকাশ করিতেছিল,
[আবার দ্রুতগতির প্রভাবে]) মঞ্জীরযুগ্মম্ চ
(নূপুরদ্বয়ের) নিক্কানঃ (শব্দ) লব্ধঃ ন বভূব

(মৃদু ভাবে প্রকাশ পাইলেন, [কিম্বা, মন্দগতির সত্ত্বহেতু]) গুরুঃ ন বভূব (প্রবলভাবেও প্রকাশিত হইলেন না) ॥ ৪ ॥ (২৯)

২৭। তাঁহারা এইরূপে কিয়দ্দূর যাইয়া সম্মুখভাগে বৃন্দাবনের চিন্ময় তরুলতারাজি ও ধেনুসমূহ নিরীক্ষণপূর্বক, "নিখিল গুণরাজিদ্বারা পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানেই আছেন", এইরূপ মনে করিয়া অতিশয় হর্ষ-ও-মত্ততাহেতু কোমল সুচারু মনোজ্ঞ অনুরাগভরে চিত্তের পরিতৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন এবং তখনই অতিনিকটেই দলিত অঞ্জন, নিবিড় মেঘমালা ও নীলপদ্মরাজির পরাভবকারী অতিশয় উজ্জ্বল এক তেজঃপুঞ্জ দেখিতে পাইলেন ॥ (৩০)

২৮। অহো! তৎকালে সেই তেজঃপুঞ্জ তাঁহাদের নয়নসমূহে কজ্জল, কেশবন্ধনে নীলপদ্মের মাল্য, কর্ণসমূহে তমাল-পল্লবগুচ্ছ, স্তনমণ্ডলে মরকত-মণিময় হার ও সর্বাঙ্গে নীল নিচোলের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন ॥ (৩১)

অনন্তর, মধুঃ (সখা সুবলের) অংসে (স্কন্ধদেশে) লাবণ্যসিন্ধুই (লাবণ্যের তরঙ্গমালার ন্যায়)

বরভুজাং (বামবাহু) দধান: (স্থাপন করিয়া) দক্ষিণেন (দক্ষিণ) পাণিনা (হস্তদ্বারা) যুবতিমতিবৎ (যুবতীগণের চিত্তের ন্যায়) অম্বুং (লীলাপদ্ম) ধুন্বন্, (সঞ্চালন করিতে করিতে) শ্রীবৎসাঙ্ক: (শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত), কনকবসন: (পীতবসন-পরিহিত), বর্হবান্ (ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত[-ও]), বৈজয়ন্তী-গুঞ্জা-ধাতু-স্তবকরচন: (বৈজয়ন্তী মাল্য, গুঞ্জামালা, ধাতুরাগ ও পত্রগুচ্ছাদিদ্বারা সুসজ্জিত) শ্যামধামা (শ্যাম-কান্তি শ্রীকৃষ্ণ) আবিরাসীৎ (তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন) ॥ ৫॥ (৩২)

২৬। অনন্তর লাবণ্যের সারসদৃশ ও ধরাতলের সারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নাগরজনোচিত চাপল্যভরে অলঙ্কৃত হইয়া জ্যোৎস্না অপেক্ষাও শুভ্রবর্ণ হাস্যদ্বারা বলপূর্বক নবীন সুধাবির্ষণকে আকর্ষণ করিয়া যখনই সেই ~~ ~~ অনুরক্তচিত্তা বিপ্রপত্নীগণের নয়নপথে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন, তখনই তাঁহাদেরও —

মনসি (চিত্তমধ্যে) হন্ত (অহো!) লীলালাস্যোদ্ধত: নট: ইব (লীলানৃত্যে উদ্ধত নটসদৃশ) লক্ষবান্-

প্রপঞ্চঃ (কন্দর্পসমূহই) মূর্ত্তঃ কিংবা (সম্প্রতি মূর্ত্তি
ধারণ করিয়াছেন কি)? অহহ (অহো!) আদ্যঃ
রসঃ এব (শৃঙ্গার রসই) মূর্ত্তিমান্ কিং (মূর্ত্তিমান্
হইল কি)? উত (অথবা) প্রেমানন্দঃ (প্রেমসুখই)
তনুমান্ কিং (শরীর লাভ করিয়াছে কি? [অথবা])
বিলাসঃ শরীরী কিং (বিলাসগুলিই দেহধারণ
করিল কি?) ইতি এবম্ভূতাঃ (তাঁহাদের এইরূপ) কতি
তর্কাঃ (কতই বিতর্ক) নো জুঘূর্ণুঃ (উদিত না
হইয়াছিল) ॥৬॥ (৩৩)

৩৩। আর, এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে সেই
রসাভিজ্ঞা যাজ্ঞিকপত্নীগণের চিত্ত শ্রীসচ্চিৎ ~~চিত্ত~~
অতুলনীয় মাহাত্ম্যনিবন্ধন উৎফুল্ল ~~অনুর~~ অনুরাগ-
রূপ প্রেমের আক্রমণে পীড়িত হইয়াছিল ॥ (৩৪)

[ক্রমে ক্রমে ~~অনন্তর~~] চিত্তাৎ (চিত্ত হইতে) ক্রমেণ (ইনি ক্রমশঃ)
বাহ্যং গতঃ ইব (যেন বহির্গত হইলেন), ~~আবার~~ পুনঃ
(পুনরায়) বাহ্যতঃ (বহির্দেশ হইতে) চিত্তং প্রবিষ্টঃ
বা (যেন ~~ক্রমশঃ~~ চিত্তে প্রবেশ করিলেন); চিত্রং
(অহো কি আশ্চর্য! [ইনি]) যুগপৎ (এককালেই)
চিত্তে বহিঃ চ উদয়ী কিং নু (চিত্তে ও বহির্দেশে

উদিত হইলেন কি? ইত্থং (এইরূপ) তর্কাকুলিত-
মনসঃ (তর্কাকুলচিত্তে [সেই বিপ্রপত্নীগণ])
অথ (অতঃপর) মীলদুন্মীলদক্ষং (চক্ষুঃ নিমীলিত ও
উন্মীলিত করিয়া) তং (সেই শ্রীকৃষ্ণকে [যথাক্রমে])
চিত্তে সাক্ষাৎ অপি (চিত্তমধ্যে ও বহির্ভাগে সম্মুখে)
আলোকয়ন্ত্যঃ (নিরীক্ষণ করিতে করিতে) অভিসস্রুঃ
(তাঁহার দিকে গমন করিয়াছিলেন) ॥৭॥ (৩৫)

তৎকালে, কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ), অন্নাদ্যুপায়নবিরাজি-
করাম্বুজকোষাঃ (করকমলে অন্নপ্রভৃতি উপহার
ধারণ করিয়া), চেতোঽভিলাষ(ফল)দাঃ (চিত্তের
অভিলাষানুযায়ী ফলদায়িনী) কল্পবল্লীঃ ইব
(কল্পলতারাজির ন্যায় সমাগতা [ও])
দিব্যৌষধিব্রততিকাননবজ্জ্বলন্তীঃ (দিব্য ওষধি-
লতার বনের ন্যায় উজ্জ্বল দেহা) তাঃ (সেই
বিপ্রপত্নীগণকে) আলোক্য (দর্শন করিয়া)
সরসম্ এতৎ উবাচ (এইরূপ সরস বাক্য
উচ্চারণ করিয়াছিলেন) ॥৮॥ (৩৬)